পুরাণপ্রবেশ

পুরাণপ্রবেশ

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

পুরাণপ্রবেশ

১। গ্রন্থপরিচয়

।১। গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে পুরাণের বক্তব্য এবং বক্ষ্যমাণ পুস্তকের প্রতিপাদ্য অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

।২। পুরাণসমূহে ভারতের অতিপ্রাচীন অতীতের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। পুরাণ শব্দ পারিভাষিক। ইহার ধাতুগত অর্থ পুরাতন। অষ্টাদশ মূল পুরাণ ও বহু উপপুরাণ প্রচলিত আছে। সকল পুরাণ এক সময়ের নহে। কোনটি প্রাচীন কোনটি অর্বাচীন; আবার, একই পুরাণে প্রাচীন ও অর্বাচীন অংশ আছে। সুধীগণ বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণকে সর্বাধিক প্রামাণিক ও প্রাচীন বলিয়া বিবেচনা করেন।

।৩। পুরাণ mythology নহে। পুরাণগ্রন্থেই পুরাণের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণের বক্তব্য পুরাণ নিজেই নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যথা,

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥ বায়ু। ৪।১০॥

অর্থাৎ, সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত এই পাঁচটি পুরাণের লক্ষণ। আধুনিক গ্রন্থকার যেমন মুখবন্ধে তাঁহার আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করেন সেইরূপ পুরাণকার এই শ্লোকে পুরাণের বক্তব্য কি তাহা বুঝাইয়াছেন। সর্গ অর্থে বিশ্বের সৃষ্টি। প্রতিসর্গ অর্থে প্রলয়। বংশ শব্দে বিশিষ্ট রাজা, ঋষি, দেবতা, দৈত্য প্রভৃতির বংশবিবরণ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। বংশকে ইংরেজীতে dynasty বলা যায়। বংশানুচরিত অর্থে বিভিন্ন বংশীয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কীর্তিকলাপ বর্ণনা। মন্বন্তর অর্থে মনুকাল। মন্বন্তর শব্দটি পারিভাষিক। পুরাণকার মন্বন্তর প্রসঙ্গে তাঁহার কালনির্দেশের বিশেষ সংকেত বুঝাইয়াছেন। আমরা এখন যেমন বঙ্গাব্দ, খ্রীষ্টাব্দ, শতাব্দী প্রভৃতির সাহায্যে কালনিরূপণ করি পুরাণকার সেইরূপ মনুকাল, যুগ ইত্যাদির দ্বারা রাজগণের ও অপর প্রধান প্রধান ব্যক্তির কালনির্দেশ

করিয়াছেন। নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত, অহোরাত্র, মাস, বৎসর, যুগ, মন্বু প্রভৃতি সর্বপ্রকার কাল পরিমাপ মন্বন্তর প্রস্তাবে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিবরণ ও বর্ণাশ্রমধর্ম ও মোক্ষপ্রতিপাদক আখ্যায়িকা, ব্রতকথা প্রভৃতিও পুরাণে দেখা যায়। সূত নামক বিশেষ সম্প্রদায়গত ব্যক্তিগণ পুরাণবক্তা ছিলেন। বায়ুপুরাণে আছে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, অমিততেজ দেবতা, ঋষি, রাজা ও অন্যান্য মহাত্মাদিগের বংশবৃত্তান্ত জানিয়া ধারণ করিয়া রাখাই সূতের স্বধর্ম ॥ ৩।৩১, ৩২ ॥ সূতকে বহু স্থানে সত্যব্রতপরায়ণ বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে।

।৪। পুরাকালে ভারতবর্ষ বহু খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক রাজার সভায় একজন করিয়া মাগধ থাকিতেন। মাগধগণ নিজ নিজ প্রভু রাজার বংশবিবরণ ও কীর্তিকলাপ জানিয়া রাখিতেন। State historian বলিলে আমরা যাহা বুঝি মাগধ তাহাই। পূর্ববর্ণিত সূতগণ বিভিন্ন দেশের মাগধগণের নিকট হইতে সমসাময়িক ইতবৃত্ত বা 'হিস্টরি' সংগ্রহ করিতেন। কোন মাগধ স্বীয় প্রভু সম্বন্ধে কোন দোষ গোপন করিয়া থাকিলে সূতগণ তাহা সংশোধন করিতেন। এই জন্যই সূতকে সত্যব্রতপরায়ণ বলা হইয়াছে। সূতগণ সকল রাজারই বংশবিবরণাদি জানিতেন। পুরাকালে রাজা ও ঋষিগণ প্রায়ই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন। যজ্ঞে নানা দেশ হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং বিদ্বান ঋষিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। যজ্ঞে সূতগণ আগমন করিয়া নিজ নিজ সংগৃহীত বিবরণ পাঠ করিতেন। এই সূতোক্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা এক শ্রেণীর ঋষির কার্য ছিল। পরম্পরাপ্রাপ্ত সূতকাহিনী ঋষিগণ কর্তৃক গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়া পুরাণ নামে পরিচিত হইয়াছিল। পুরাণসংগ্রহ বহু প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। পুরাণকর্তা ঋষিগণ বিভিন্ন কালে পুরাণকে পরিবর্ধিত করিয়াছেন ও বিশেষ বিশেষ ঘটনার মন্বন্তর নির্দেশ করিয়াছেন। মন্বন্তরনির্দেশ ও কালনির্দেশ একই কথা।

।৫। আপাত দৃষ্টিতে পুরাণবর্ণিত সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পঞ্চ বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ বা সংযোগ দেখা যায় না। প্রাচীন পুরাণকার মনে করিতেন কোনও দেশের পূর্ণ 'হিস্টরি' বা 'পুরাণ' লিখিতে হইলে সেই দেশ যখন প্রথম সৃষ্ট হইল তখন হইতেই আরম্ভ করা উচিত। যত দিন পর্যন্ত সেই দেশ প্রলয়ে ধ্বংস না হয়, তত দিন তাহার কালক্রমিক বিবরণ চলিতে থাকিবে। এই জন্য পুরাণকার স্বীয় গ্রন্থে সর্গ ও প্রতিসর্গের অবতারণা করিয়াছেন। কবে কবে জলপ্লাবন বা ভূকম্পরূপ খণ্ড প্রলয় ঘটিয়াছে পুরাণকার তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বংশ ও বংশানুচরিত প্রসঙ্গে রাজা ও

ঋষিগণের উৎপত্তি ও কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে যুদ্ধ বিগ্রহাদির কথা আছে। মন্বন্তর দ্বারা বিশেষ বিশেষ ঘটনার কালনির্দেশ করা হইয়াছে। পুরাণকারেরা পুনঃপুন বলিয়াছেন যে তাঁহারা 'যথা শ্রুতম্' 'যথা দৃষ্টম্' লিখিবেন অর্থাৎ, পূর্বগত সূত ও পুরাণকারের নিকট হইতে যে কাহিনী পাওয়া গিয়াছে তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন না করিয়া সংরক্ষণ করিবেন এবং নিজে যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন তাহাও যথাযথ লিপিবদ্ধ করিবেন। পুরাণ যদি বাস্তবিকই পঞ্চলক্ষণানুযায়ী লিখিত হইয়া থাকে এবং যদি তাহা যুগে যুগে পুরাণকার পরম্পরা কর্তৃক সংরক্ষিত ও সংবর্ধিত হইয়া থাকে এবং যদি অন্তঃপ্রমাণ বিচারে দেখা যায় পুরাণে অসংগতি নাই তবে অতিপ্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের ধারাবাহিক 'হিস্টরি' বা ইতবৃত্ত বর্তমান আছে বলিতে হইবে। পুরাণকে লিখিত ইতবৃত্ত বলিয়া মানিলে ভারত-পুরাবৃত্ত বিচারে আর অবিশ্বাসের ভিত্তি রাখা চলিবে না। পুরাণের সকল কাহিনীর সমর্থনের জন্য পদে পদে শিলালিপি প্রভৃতি বস্তুপ্রমাণ দাবী করা অযৌক্তিক হইবে। ইংলণ্ডের পুরাবৃত্তবিচারে যে প্রণালী অবলম্বিত হয় পুরাণবিচারেও সেই প্রণালী আশ্রয় করিতে হইবে। Onus of proof পুরাণের বিরুদ্ধবাদীর উপর পড়িবে।

।৬। পুরাণ প্রকৃত ইতবৃত্ত কি না বিচার্য। পঞ্চলক্ষণানুযায়ী যথাযথ লিখিত হইয়া থাকিলে পুরাণ নিশ্চয়ই হিস্টরি বা ইতবৃত্ত। সাধারণের ধারণা পুরাণ আজগবী অতিরঞ্জিত কাহিনীর সমষ্টি মাত্র। সাহেবেরা পুরাণকে 'মাইথলজি' বলিয়াছেন। মাইথলজি আজগবী গল্প এ কথা সকলেই জানেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় পুরাণ না পড়িয়াই সাহেবের কথায় সায় দিয়া বলিলেন পুরাণে অল্পস্বল্প ইতবৃত্তীয় উপাদান থাকিতে পারে কিন্তু মোটের উপর পুরাণ অবিশ্বাস্য। পুরাণে কতটা অতিরঞ্জন আছে, তাহার বৈশিষ্ট্য কি এবং কেনই বা তাহা পুরাণে স্থান পাইল এই সকল কথা শিক্ষিত ব্যক্তি বিচার করিয়া দেখেন না। অনেক ক্ষেত্রে পুরাণ ও মহাপুরাণ মিশিয়া যাওয়ায় পুরাণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে।

।৭। পুরাণের পঞ্চ লক্ষণের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মহাপুরাণ শব্দও পুরাণ শব্দের ন্যায় পারিভাষিক। মহাপুরাণ গ্রন্থে সৃষ্টি, প্রলয়, মন্বন্তর, বংশ ও বংশানুচরিত ব্যতীত জীব হইতে জীবের উৎপত্তি, জীবিকা বা প্রাণধারণোপায়, অবতারগণ কর্তৃক দুষ্টদিগের বিনাশ ও ধর্মরক্ষা জীব ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ব্রহ্ম নিরূপণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। মহাপুরাণে প্রাচীন ভারতের পুরাবৃত্ত, ভৌগোলিক বিবরণ, জনগণের

আচার ব্যবহার, ঐতিহ্য, অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ধর্মসাধনা প্রভৃতি সকল বিষয়ই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তীর্থমাহাত্ম্য ও ঐতিহ্যসংক্রান্ত নানাপ্রকার অলৌকিক ও অতিরঞ্জিত বিবরণ মহাপুরাণে আছে। তদানীন্তন জনসাধারণ এই সকল বিশ্বাস করিত বলিয়াই মহাপুরাণে তাহা ধৃত হইয়াছে।

।৮। দুই শত বৎসর পূর্বেকার অনেক রাজকীয় ঘটনার কথা আমরা জানি কিন্তু তখন দেশের লোকে কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত তাহার সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা দুরূহ। ইতবৃত্তে জনসাধারণের কথাও থাকা উচিত। পুরাণকারগণ এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। মহাপুরাণগুলির কৃপায় মান্ধাতা, রাম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি প্রাচীন রাজগণের কালে জনসাধারণ সম্বন্ধে সকল ব্যাপারেরই আমরা যথার্থ ও বিশদ বিবরণ পাই। এমন কি তাহারা কয় বার খাইত, কি কাপড় পরিত, কি রঙে তাহা রঞ্জিত করিত এই সমস্ত খবরই মহাপুরাণে আছে। হিন্দুর আচার ব্যবহার, সমাজধর্ম আদিম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে কি ভাবে তাহা বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে মহাপুরাণে তাহার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। মহাপুরাণের অতিরঞ্জিত কাহিনীগুলি হইতে আমরা তখনকার লোকের মনোভাবের পরিচয় পাই।

।৯। পুরাণের আদর্শ আধুনিক হিস্টরির আদর্শের অনুরূপ; তাহাতে প্রাচীন কাহিনীর কাঠাম নির্মিত হইয়াছে। মহাপুরাণ এই কাহিনীতে জীবনসঞ্চার করিয়াছে। পুরাণ ও মহাপুরাণের সাহায্যে প্রাচীন ভারতের যথাযথ পূর্ণ বিবরণ অবগত হওয়া যায়। পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত বিশুদ্ধ পুরাণ গ্রন্থ এখন পৃথক নাই। কালে পুরাণগুলি মহাপুরাণের অন্তর্গত হইয়াছে। ইহাতে ক্ষতি কিছুই হয় নাই; পঞ্চলক্ষণানুযায়ী অধ্যায়গুলি পৃথক করিয়া লইলেই মহাপুরাণের পুরাণভাগ পাওয়া যায়।

।১০। বিশুদ্ধ পুরাণ অংশে যে অতিরঞ্জন একেবারে নাই তাহা নহে। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পুরাণেও কিছু কিছু অতিরঞ্জন স্থান পাইয়াছে। এগুলি ঐতিহ্য-সংক্রান্ত অতিরঞ্জন বা তৎকালীন লোকের বিশ্বাসের নিদর্শন স্বরূপ অতিরঞ্জন নহে। এগুলি পুরাণকারের ইচ্ছাকৃত। প্রত্যেক অতিরঞ্জিত বিবরণের অন্তরালে কোনও বিশিষ্ট ঘটনার নির্দেশ আছে। এই সকল অতিরঞ্জন এতই পরিস্ফুট যে তদ্দারা কাহারও প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা নাই। পুরাণকার বলিলেন রাম ১৫ বৎসর বয়সে সীতাকে বিবাহ করিলেন, ২৭ বৎসর বয়সে বনগমন করিলেন, ৪২ বৎসর বয়সে বনবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন এবং একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। এক মাত্র

একাদশ সহস্র বৎসরকাল রাজত্ব ব্যতীত এই প্রসঙ্গে অবিশ্বাস্য কিছুই নাই। প্রকৃতপক্ষে রাম একাদশ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদ্রূপ কার্তবীর্যার্জুন সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে তিনি ৮৫০০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। অলর্ক ৬৬০০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সকল ক্ষেত্রে 'সহস্র' উপলক্ষণ প্রয়োগ। কার্তবীর্য ৮৫ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন এবং অলর্ক ৬৬ বৎসর রাজ্য করেন। সম্মানিত ব্যক্তির আয়ুষ্কাল বা রাজ্যকাল অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হইয়াছে। কেবল সম্মান প্রদর্শনের জন্য যে এরূপ করা হইয়াছে তাহা নহে। পুরাণকার তাঁহার কাহিনীর স্থানে স্থানে অলৌকিকত্ব আরোপের চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ অতিরঞ্জনে ইতবৃত্তের কোন হানি হয় নাই, যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারেন। পুরাণকারের উদ্দেশ্য জানিলে এই অতিরঞ্জনকে পুরাণের অবিশ্বাস্যতার প্রমাণ বলা চলিবে না এবং পুরাণকে প্রকৃত ইতবৃত্ত বলিয়া মানিবার পক্ষেও ইহা কোন বাধা বলিয়া বিবেচিত হইবে না। পুরাণকার ঋষির অত্যুক্তিগুলি বিশেষ বিশেষ সূত্রদ্বারা নির্দিষ্ট এবং তাহাদের গূঢ়ার্থ সহজেই ধরা পড়ে। পুরাণার্থবিচক্ষণ ব্যক্তির নিকট পুরাণ বিশ্বাসযোগ্য পুরাবৃত্ত বলিয়াই বিবেচিত হইবে। পৌরাণিক অত্যুক্তির সূত্র এবং পুরাণের প্রামাণিকতা গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

।১১। পুরাণকার চাহিয়াছেন যে তাঁহার লিখিত পুরাবৃত্ত ক্রমশ নূতন নূতন ঘটনার বিবরণ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া প্রলয়কাল পর্যন্ত টিকিয়া থাকুক। কালের কবল হইতে পুরাণকে রক্ষা করিবার জন্য পুরাণকার এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি ইতবৃত্ত বা হিস্টরি রক্ষার জন্য শিলালিপি, তাম্রলিপি, লোহার সিন্ধুক, ইম্পিরিয়ল রেকর্ডস ডিপার্টমেণ্ট প্রভৃতি কিছুরই আশ্রয় লন নাই। পুরাণকার পুরাণরক্ষার জন্য এক অবিনাশী আশ্রয় খুঁজিয়াছেন। পুরাণকার ঋষি দেখিলেন যে মানবের ধর্মবুদ্ধি চিরন্তন। যত দিন পৃথিবীতে মানুষ থাকিবে তত দিন সে কোনও না কোনও ধর্ম আশ্রয় করিবে। সাধারণের ধর্মবুদ্ধি যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে। ধর্মের মূল অলৌকিক। পুরাণকার ঋষি পৌরাণিক বিবরণকে সহজ ভাবে প্রকাশ না করিয়া তাহার ধর্মবুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ দিলেন। ফলে পুরাণে অতিরঞ্জিত ও অতিপ্রাকৃত প্রস্তাব আসিল এবং পুরাণ ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইল। পুরাণ শ্রবণ, পঠন, লিখন, মুদ্রণ ও ব্রাহ্মণকে পুরাণদান এখনও সাধারণ্যে মহাপুণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সরল ভাবে লিখিত হিস্টরি রক্ষার জন্য কেবল বিশেষজ্ঞ হিস্টরিয়নই যত্নবান হইতে পারেন। সমাজে এইরূপ হিস্টরিয়নদের সংখ্যা নগণ্য। অপর পক্ষে জনসাধারণের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি পৌরাণিক ভঙ্গিতে লিখিত ইতবৃত্ত বা হিস্টরিরূপ ধর্মশাস্ত্র রক্ষার

জন্য সমুৎসুক। পুরাণ এখনও বহুপ্রচলিত কিন্তু অনেক জ্যোতিষ প্রভৃতি পুরাতন বিজ্ঞানগ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে।

। ১২। পুরাণকার অনেক নৈসর্গিক ঘটনার বিবরণও পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুরাণে উল্লিখিত আছে চাক্ষুষ মন্বন্তর শেষ হইলে ভীষণ জলপ্লাবন হইয়াছিল। এই জলপ্লাবনের কথা বহু দেশের কিংবদন্তীতে প্রচলিত আছে। পুরাকালে কবে লোকক্ষয়কর ভূমিকম্প হইয়াছিল পুরাণে তাহাও লিখিত আছে। পুরাণে বহু প্রকৃত পুরাবৃত্ত ধৃত হইয়াছে। মনোযোগ সহকারে পুরাণগুলি পাঠ করিলে ভারতের প্রাচীন ইতবৃত্ত বা হিস্টরি উদ্ধার হইবে।

। ১৩। প্রাচীন হিন্দু ইতবৃত্ত লিখিতে জানিতেন না এই অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অজ্ঞতাপ্রসূত। হিন্দুর ইতবৃত্তীয় ভাবনার (historical sense) উৎকর্ষ সম্বন্ধে পুরাণ জাজ্বল্যমান প্রমাণ। নব্য ইতবৃত্তকারগণ অনেক ক্ষেত্রেই নিজ নিজ বুদ্ধি ও কল্পনা আশ্রয় করিয়া ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে ইতবৃত্ত পক্ষপাতদুষ্ট হইবার সম্ভাবনা; মূল বিবরণও সাধারণের অনধিগম্য থাকিয়া যায়। অপর পক্ষে হিন্দু পৌরাণিক সূতোক্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন মাত্র, তিনি তাহা ব্যাখ্যা করিবার কোনও চেষ্টা করেন না। অনেক সময় একই ঘটনার পরস্পরবিরোধী বিবরণ পুরাণকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু নিজ বুদ্ধি ও কল্পনার সাহায্যে সত্যোদ্ধারের কোনও চেষ্টা করেন নাই। এ সকল ক্ষেত্রে পুরাণব্যাখ্যাকার সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা করিবেন। পুরাণকার ও পুরাণব্যাখ্যাকারের অধিকার ভিন্ন হওয়ায় ইতবৃত্তীয় উপাত্ত বা data সকল সময়েই জনসাধারণের অধিগম্য। এ বিষয়ে পৌরাণিক পদ্ধতি আধুনিক ইতবৃত্তকারের পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

। ১৪। ঘটনাবলির কালক্রমিক সংস্থান না পাইলে প্রকৃত ইতবৃত্ত পাওয়া যায় না। এই জন্যই মন্বন্তর পুরাণের অন্তর্গত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মন্বন্তরের প্রতিশব্দ করিয়াছেন patriarchal period, এবং মন্বন্তরকে ইতবৃত্তের অবান্তর প্রসঙ্গ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পুরাণোক্ত বংশ ও বংশানুচরিত মাত্র ইতবৃত্তকারের বিচার্য কারণ এই বিবরণ হইতে ইতবৃত্তের উপযোগী কিছু কিছু উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। বিদেশীয় ইতবৃত্তকারের দৃষ্টিতে বেদ, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ সমস্তই এক শ্রেণীর পুস্তক। তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে সমগ্র পুরাণই ইতবৃত্ত, পুরাণ হইতে ইতবৃত্ত সংকলন করিতে হয় না।

। ১৫। পুরাণের মন্বন্তর প্রস্তাবে কালনির্দেশের সংকেত আছে এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। পুরাণকার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকারে কালমাপনা করিয়াছেন। সৃষ্টি,

স্থিতি, লয় ইত্যাদি দৈব ব্যাপারে তিনি যে কালমান প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার নাম দৈব মান। ইতবৃত্তীয় উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পরলোকগত রাজা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কালনির্দেশের জন্য তিনি পিতৃমান ব্যবহার করিয়াছেন এবং জীবিত ব্যক্তিদিগের সাংসারিক কার্য নির্বাহের জন্য মানবমান নির্ণয় করিয়াছেন। এই তিন মানের মানদণ্ড বিভিন্ন। দৈব মানের মানদণ্ড সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, তৎপরে পিতৃমান দণ্ড, মানবমান দণ্ড লঘিষ্ঠ। দিবারাত্রির পুনঃপুন আবর্তন দেখিয়া সেই আদর্শে পুরাণকার যুগের কল্পনা করেন। তিন মানের উপযুক্ত তিন প্রকার যুগ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ৬০ মাস বা ৫ সৌর বৎসরে এক মানবযুগ। ২০০০ মাস বা ১৬৬·৬ বৎসরে এক পিতৃযুগ। ৪,৩২০,০০০ বৎসরে এক দৈব যুগ। সকল প্রকার যুগই দিবারাত্রির মত আবর্তনশীল। ইতবৃত্তীয় কালগণনায় পুরাণকারকে আদি কালবিন্দু স্থির করিতে হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মনুকালের আদি এই কালবিন্দু। পুরাণকার যখন বলেন চতুর্বিংশ যুগে রাম বর্তমান ছিলেন, তখন বুঝিতে হইবে স্বায়ম্ভুব আদি বিন্দুর পর ২৩ × ২০০০ মাস হইতে ২৪ × ২০০০ মাস অর্থাৎ ৩৮৩৩·৩ বৎসর হইতে ৪০০০ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে রাম বর্তমান ছিলেন। ইতবৃত্তীয় ব্যাপারে ২০০০ মাসের যুগই প্রযোজ্য। যখন বলা হয় দীর্ঘতমা ঋষি 'দশমে যুগে' জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন তখন বুঝিতে হইবে তিনি ৫০ বৎসর বয়সে শক্তিহীন হইয়া পড়েন। এখানে ৫ বৎসরের যুগ প্রযোজ্য। সৃষ্টি, স্থিতি ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ বৎসর কাটিয়া যায়, এজন্য দৈব যুগ অতি বৃহৎ। আধুনিক বিজ্ঞানীও পৃথিবীর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কাল পরিমাণকল্পে লক্ষ লক্ষ বৎসর নির্দেশ করেন। পঞ্জিকায় যে যুগের উল্লেখ আছে তাহা দৈব যুগ।

।১৬। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে যুগের অন্তর্বিভাগ কল্পিত হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এইরূপ এক প্রকার অন্তর্বিভাগ। এই বিভাগগুলি অসমান। সত্যের পরিমাণ কলির চারিগুণ, ত্রেতার পরিমাণ কলির তিনগুণ এবং দ্বাপরের পরিমাণ কলির দুইগুণ। কলি : দ্বাপর : ত্রেতা : সত্য = ১ : ২ : ৩ : ৪। অন্তর্বিভাগ নির্দিষ্ট হইলে যুগকে মহাযুগ বলা হয় ও তখন ইহার বিভিন্ন বিভাগের নাম হয় সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ ও কলিযুগ। সত্যযুগের আর এক নাম কৃতযুগ। যে কোন কালকেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই ন্যায়ে বা অনুপাতে ভাগ করা যাইতে পারে। এ জন্য মান না জানা থাকিলে কেবল সত্য, ত্রেতা ইত্যাদি বলিলে তাহার পরিমাণ কত বুঝা যায় না। পঞ্চবর্ষাত্মক যুগকে মহাযুগ ধরিলে অর্ধ বৎসরের কলিযুগ, এক বৎসরের দ্বাপর, দেড় বৎসরের ত্রেতা এবং দুই বৎসরের কৃতযুগ পাওয়া যায়। দৈব মানের কলি ৪৩২০০০ বৎসর এবং দৈব দ্বাপর, ত্রেতা এবং কৃত পর্যায়ক্রমে ইহার দুই, তিন এবং চারিগুণ।

।১৭। পঞ্চবর্ষাত্মক মানব যুগের সহস্র যুগে এক মানব কল্প হয়। মানব কল্পের পরিমাণ ৫×১০০০=৫০০০ বৎসর। এই কল্পকাল কৃতাদি ন্যায়ে ভাগ করিলে সত্যযুগ ২০০০ বৎসর, ত্রেতা ১৫০০ বৎসর, দ্বাপর ১০০০ বৎসর এবং কলি ৫০০ বৎসর পরিমাণ হয়। মানব কল্পের আরম্ভ বা আদিবিন্দু স্বায়ম্ভুব মনুকালের আদি। মানব কল্প ও ইতবৃত্তীয় যুগ একই কালে আরম্ভ। ইতবৃত্তীয় ব্যাপারে সত্য ত্রেতাদি বলিলে মানবকল্পের সত্য ত্রেতাদি বুঝায়। ৫০০০ বৎসরে ৬০,০০০ মাস, পূর্বেই বলিয়াছি ২০০০ মাসে এক ইতবৃত্তীয় পিতৃযুগ। অতএব এক মানব কল্পে ৩০ পিতৃযুগ। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ পিতৃযুগ পর্যন্ত কাল সত্যযুগের অন্তর্গত। ত্রয়োদশ হইতে একবিংশ যুগ ত্রেতা। দ্বাবিংশ হইতে সপ্তবিংশ যুগ দ্বাপর। অষ্টাবিংশ হইতে ত্রিংশ যুগ কলি। কলিশেষের সহিত কল্পশেষ হইলে পুনরায় নূতন করিয়া কল্পারম্ভ হয়।

।১৮। পুরাণ বলিতেছেন স্বায়ম্ভুব নামক মনু সত্যযুগের আদিতে প্রথম যুগে, বৈবস্বত মনু ত্রেতাযুগের আরম্ভে ত্রয়োদশ যুগে, মান্ধাতা ত্রেতায় পঞ্চদশ যুগে, মূলক ত্রেতা দ্বাপর সন্ধিতে, রাম চতুর্বিংশ যুগে ও বৃহদ্বল কলি আরম্ভে অষ্টাবিংশ যুগে বর্তমান ছিলেন। কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির বৃহদ্বলের সমকালীন। বৈবস্বত মনু হইতে বৃহদ্বল পর্যন্ত যাঁহাদের নাম করা হইল তাঁহারা সকলেই সূর্যবংশীয় নৃপতি। পুরাণে বংশপ্রসঙ্গে সূর্যবংশীয় রাজগণের ক্রম দেওয়া আছে। বৈবস্বত ও মান্ধাতার মধ্যে ১৯ পুরুষ ব্যবধান, মান্ধাতা ও মূলকের মধ্যে ৩৫ পুরুষ, মূলক ও রামের মধ্যে ১০ পুরুষ এবং রাম ও বৃহদ্বলের মধ্যে ৩০ পুরুষ ব্যবধান। এক এক যুগে ২০০০ মাস গণনা করিয়া এবং স্বায়ম্ভুব মনুকে আদি ধরিয়া বৈবস্বত প্রভৃতি রাজগণের আপেক্ষিক কাল পাওয়া যাইবে। দুই রাজার কাল এবং তাঁহাদের মধ্যে কয় পুরুষ ব্যবধান জানিলে মধ্যগত রাজগণের আনুমানিক কালও জানা যাইবে। এই প্রকারে সূর্যবংশের সমস্ত নৃপতির আপেক্ষিক কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর হইবে। আদিবিন্দু কবে তাহা জানিলে এই সকল রাজার কাল খ্রীষ্টাব্দে নির্দেশ করা যাইবে।

।১৯। যে বৃহদ্বলের কথা বলা হইল তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বৎসরে পরিক্ষিত জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন পরিক্ষিতের জন্ম ও মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যারোহণ এই দুইয়ের মধ্যে ১০১৫ বৎসর ব্যবধান। গ্রন্থে দেখাইয়াছি যে পুরাণ ও বর্তমান প্রচলিত পঞ্জিকা হইতে নন্দের কাল খ্রীষ্টাব্দে নির্ণয় করা যায়। নন্দবংশের পূর্বে শিশুনাক বংশ ও তৎপূর্বে প্রদ্যোতবংশ মগধে রাজত্ব করেন। নন্দবংশের পর মৌর্যবংশ। প্রদ্যোতবংশের প্রথম রাজা প্রদ্যোত হইতে আরম্ভ করিয়া মৌর্যবংশ

ও তৎপরবর্তী শুঙ্গ, কণ্ব এবং অন্ধ্রবংশীয় প্রত্যেক রাজার নাম ও কাল পুরাণে ধৃত হইয়াছে। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি রাজগণের কাল আধুনিক ইতবৃত্তকারগণ গ্রীক বিবরণ ও শিলালিপি ইত্যাদি হইতে নির্ণয় করিয়াছেন। নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি যে কোন একজনের কাল জানা থাকিলে স্বায়ম্ভুব মনু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক নরপতির খ্রীষ্টাব্দ নির্ণয় সহজসাধ্য। পৌরাণিক নৃপতিগণের কালনির্ণয়ের সূক্ষ্ম বিচার গ্রন্থমধ্যে দ্রষ্টব্য।

।২০। পুরাণোক্ত রাজগণের কালনিরূপণ করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহাদের কাহারও আয়ুষ্কাল অতিপ্রাকৃত নহে। এখনও আমরা যত কাল বাঁচি পৌরাণিক ব্যক্তিগণের জীবৎকালও তদ্রূপ। স্বায়ম্ভুব মনু হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত প্রায় ৮০০০ বৎসর গত হইল। এই দীর্ঘ সময়ে মানুষের আয়ুষ্কাল কিছু মাত্র পরিবর্তিত হয় নাই। যাঁহারা মনে করেন যে পুরাণে রাজগণের আয়ুষ্কাল অতিরঞ্জিত করিয়া ধরা হইয়াছে কালবিচারে তাঁহারা নিজেদের ভ্রম দেখিতে পাইবেন।

।২১। গ্রন্থে দেখাইয়াছি মানবকল্পের আদিবিন্দু অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনুকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৫৮ অব্দ, বৈবস্বত মনুকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮১৪ অব্দ, রামের কাল খ্রীষ্টপূর্ব ২১২৪ অব্দ, কৃষ্ণজন্মকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৫৮ অব্দ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৪১৬ অব্দ, নন্দাভিষেককাল খ্রীষ্টপূর্ব ৪০১ অব্দ, চন্দ্রগুপ্তকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৩২০ অব্দ, অশোককাল খ্রীষ্টপূর্ব ২৭১ অব্দ, ইত্যাদি। পুরাণে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৫৮ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ৬৩৯৩ বৎসরের অখণ্ড রাজক্রম ও তৎসংক্রান্ত ইতবৃত্ত ধৃত হইয়াছে। অন্তঃপ্রমাণ বিচারে এই কাহিনীর সত্যতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ইতবৃত্তরক্ষণে প্রাচীন হিন্দুর এই কীর্তি জগতে অতুলনীয়।

।২২। পুরাণ অবলম্বনে সহজেই ভারতের অতিপ্রাচীন কাহিনী আধুনিক ইতবৃত্তের আকারে লেখা যাইবে। কবে আর্য হিন্দু ভারতে আসিল, কবে ও কি করিয়া তাহারা রাজ্যস্থাপনা করিল, ভারতে কবে প্রথম গ্রাম ও নগর প্রতিষ্ঠিত হইল, কি করিয়া ও কত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া অল্পে অল্পে সমাজধর্ম পরিণতি লাভ করিল, কবে মহাপ্লাবন বা প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প ঘটিল, কোন্ রাজা ধর্মানুসারে রাজ্য করিলেন, কেই বা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, কোন্ রাজা স্ত্রৈণ ছিলেন, কোন্ রাজাকে প্রজারা রাজ্যচ্যুত করিয়াছিল, কোন্ রাজা কাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন, কাহার রাজ্য কতটা বিস্তৃত ছিল, জনসাধারণ কি ভাবে জীবন যাপন করিত, সামাজিক রীতি নীতি কি প্রকার ছিল ইত্যাদি বহুবিধ

সংবাদ পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। পৌরাণিক ইতবৃত্ত আধুনিক ভাবে লিখিত হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায় সহজে পুরাণের গৌরব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

।২৩। গ্রন্থপরিচয়ে যাহা কথিত হইল সে সমস্ত উক্তির প্রমাণ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এই প্রমাণগুলি সম্যক বিচার না করিয়া কাহারও পক্ষে গ্রন্থকারের মতামত গ্রহণ বা বর্জন কর্তব্য নহে। অহেতুক বিশ্বাস ও অবিশ্বাস উভয়ই সত্যনির্ণয়ের পরিপন্থী।

।২৪। বিষয় অভিনব হওয়ায় গ্রন্থে অনেক নূতন শব্দ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। শব্দগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরাণ হইতে গৃহীত, অবশিষ্ট গ্রন্থকারের রচিত। সংস্কৃতে 'হিস্টরি' অর্থে 'পুরাণ' শব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে; 'ইতিহাস' শব্দের অর্থ ভিন্ন। বাঙ্গালায় 'ইতিহাস' বলিলে অধুনা 'হিস্টরি' বুঝায়। সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় 'ইতিহাস' শব্দের অর্থ ভিন্ন হওয়ায় পুরাণ বিচারে প্রমাদের সম্ভাবনা, এজন্য যত দিন না 'পুরাণ' শব্দের প্রকৃত অর্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে গ্রাহ্য হইবে তত দিন পর্যন্ত 'হিস্টরি' অর্থবাচক একটি নূতন শব্দের প্রয়োজন। এই গ্রন্থে 'হিস্টরি' অর্থে 'ইতবৃত্ত' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ইত' অর্থে যাহা গত হইয়াছে এবং 'বৃত্ত' অর্থে বর্ণনা। 'ইতিবৃত্ত' শব্দের অভিধা 'ইতিহাস' শব্দের অনুরূপ হওয়ায় তাহা 'হিস্টরি' অর্থে চলিবে না। 'ইতবৃত্ত' নূতন শব্দ, এই জন্য ইহার পারিভাষিক প্রয়োগে কোন ভ্রমের সম্ভাবনা নাই।

।২৫। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনায় স্থানে স্থানে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে পুরাণের প্রামাণ্য একাধিক স্থলে আলোচিত হইয়াছে। নানা দিক হইতে প্রমাণবিচার করা যাইতে পারে বলিয়া বিভিন্ন প্রসঙ্গে পুরাণের প্রামাণিকতার কথা আসিয়াছে। বিষয়বোধসৌকর্যার্থও কোন কোন স্থলে পুনরুক্তি আছে। একই প্রসঙ্গ কোন্ কোন্ স্থানে আলোচিত হইয়াছে সূচী দেখিলে তাহা নির্ধারিত হইবে।

।২৬। পুরাণপ্রবেশ প্রণয়নে ও ইহার প্রথম সংস্করণ মুদ্রণে যাঁহাদের সাহায্য পাইয়াছিলাম তাঁহাদের নাম কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করিতেছি। অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ, অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য কাব্য-সাংখ্য-পুরাণতীর্থ, এম. এ., বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায়, বি. এ. ও পরলোকগত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এস সি., বি. এল্ বহু দুরূহ শ্লোকের অর্থ নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত বিষয়ে শ্রীযুক্ত শিবদুর্গা বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত আশু চট্টোপাধ্যায়, বি. এ., বি. এল্. ও শ্রীযুক্ত কল্যাণকুমার দাস সাহায্য করিয়াছিলেন। বহু আয়াস স্বীকার করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ মাইতি, এম. এ. এবং পরলোকগত

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম. এস সি. সূচী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরমবন্ধু ইতবৃত্তকার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রথম সংস্করণ মুদ্রণ সম্ভবপর হইয়াছিল। আমার অগ্রজ ভ্রাতৃগণ গ্রন্থসম্বন্ধীয় নানা ব্যাপারে উপদেশ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে বহু প্রসঙ্গ শোধিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে এবং গ্রন্থে অনেক নূতন বিষয় স্থান পাইয়াছে। এই সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, এম. এ., ও শ্রীমতী পূর্ণিমা গুহ, বি. এ. যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইতি

১৪ পারসীবাগান লেন, কলিকাতা।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

২। কুঞ্চিকা

।২৭।

বি।	বঙ্গবাসী-সংস্করণ বিষ্ণুপুরাণ
বি। বেঙ্কট।	শ্রীবেঙ্কটেশ্বর " "
বি। বসাক।	বরদাপ্রসাদ বসাক-সংস্করণ "
বি। শ্রী।	বরদাপ্রসাদ বসাক বিষ্ণুপুরাণ শ্রীধরকৃত টীকা
বা।	বঙ্গবাসী-সংস্করণ বায়ুপুরাণ
বা। আ।	আনন্দাশ্রম " "
ম।	বঙ্গবাসী " মৎস্যপুরাণ
ম। আ।	আনন্দাশ্রম " "
ব্র।	বঙ্গবাসী " ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ
ব্রা।	" " ব্রাহ্মপুরাণ
ব্রা। আ।	আনন্দাশ্রম " "
গ।	বঙ্গবাসী " গরুড়পুরাণ
ভ। বেঙ্কট।	শ্রীবেঙ্কটেশ্বর " ভবিষ্যপুরাণ
মভা।	বঙ্গবাসী " মহাভারত
খ্রী-পূ।	খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ
খ্রী।	খ্রীষ্টাব্দ
বি।৫।২৩।৮॥	বঙ্গবাসী-সংস্করণ বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোক। তদ্রূপ অন্য গ্রন্থ সম্বন্ধে।
বা।২৭।১৬, ২০॥	বঙ্গবাসী-সংস্করণ বায়ুপুরাণে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের ষোড়শ ও বিংশ শ্লোক। তদ্রূপ অন্য গ্রন্থ সম্বন্ধে।
ম। আ॥ ৩০।১৪-॥	আনন্দাশ্রম-সংস্করণ মৎস্যপুরাণের ত্রিংশ অধ্যায়ের চতুর্দশ ও তৎ-পরবর্তী শ্লোকসমূহ। তদ্রূপ অন্য গ্রন্থ সম্বন্ধে।
বি।৩।১॥ ম।৩০॥	বঙ্গবাসী-সংস্করণের বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের প্রথম অধ্যায় ও বঙ্গবাসী মৎস্যের ত্রিংশ অধ্যায়। তদ্রূপ অন্য গ্রন্থ সম্বন্ধে।
= (নামতালিকায়)	বিষ্ণুপুরাণানুযায়ী নাম।
০ (" ")	নাম নাই।
×	নাম বা কাল ধৃত হয় নাই।
।২৮।	অষ্টাবিংশ অনুচ্ছেদ। তদ্রূপ অন্যান্য অনুচ্ছেদ সম্বন্ধে।

অধ্যায় ও প্রকরণ নির্দেশ

অধ্যায় ও প্রকরণ নির্দেশ — পৃষ্ঠা

অধ্যায় ও প্রকরণ নির্দেশ — পৃষ্ঠা

অধ্যায় ও প্রকরণ নির্দেশ | পৃষ্ঠা

অধ্যায় ও প্রকরণ নির্দেশ পৃষ্ঠা

৪। পৌরাণিক কল্পনা

১। দার্শনিক কল্পনা

।৩৬। পুরাণ বুঝিতে হইলে ও পুরাণের অত্যুক্তি বিচার করিতে হইলে হিন্দুশাস্ত্রের মূল কল্পনাগুলি জানা আবশ্যক। পুরাণকে 'বেদসম্মিতম্' বলা হইয়াছে অর্থাৎ পুরাণের সহিত বেদের কোন বিরোধ নাই। পুরাণ সর্বত্র ধর্মশাস্ত্রানুগামী। হিন্দুশাস্ত্রে সমস্ত প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক ব্যাপারের এক এক দেবতা কল্পনা করা হইয়াছে। যেখানে ইংরেজ বলিবে it rains সেখানে হিন্দু বলিবে বরুণদেব জল বর্ষণ করিতেছেন। ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তি বলিবে বিহার ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়াছে, পৌরাণিক বলিবেন সংকর্ষণাত্মক রুদ্র বিহারবাসীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বিহার ধ্বংস করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র দেবতাদিগের অবতার মানেন। বলভদ্র সংকর্ষণের অবতার; তিনি কুপিত হইয়া একদা হস্তিনাপুরীকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে হস্তিনাপুর আঘূর্ণিত হইয়া যায় ও ক্ষিতিতল বিদারিত হয়। এই বলভদ্র হলদ্বারা আকর্ষণ করিয়া যমুনার গতি পরিবর্তিত করেন। বলভদ্রের মৃত্যুর পরও যদি ভূমিকম্প ঘটে তথাপি পুরাণ বলিবেন বলভদ্রই তাহা করিয়াছেন। বিহারের ভূমিকম্পের জন্য রুদ্রাবতার বলভদ্রই দায়ী। বাসুদেবের পূজা ভারতে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের পিতার নাম বসুদেব হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের অবতার কিংবা স্বয়ং বাসুদেব বলিয়াই পরিগণিত হইলেন। নামসাদৃশ্যে হৈম সুতপাপুত্র বলি, যিনি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতির পিতা ছিলেন, বিরোচনপুত্র বামননির্যাতিত অসুর বলির অবতার হইলেন। জড় ভরত নাভিবংশীয় ভরতের অবতার ইত্যাদি। রামনামা অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি থাকায় একে অন্যের অবতার বলিয়া কল্পিত হইলেন ও সকলেই নারায়ণের অংশ হইলেন। বিভিন্ন রামের কীর্তি পরস্পরে আরোপিত হইল। যে রাম পরশুরাম বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, তিনি ক্ষত্রিয় সংহার করিয়াছিলেন; পরে যিনিই ক্ষত্রিয়ধ্বংস করিলেন তিনিই পরশুরাম নাম পাইলেন। কীর্তিসাদৃশ্যে নামসাদৃশ্য কল্পিত হইল। বহু মহাপুরুষ এই ভাবে পুরাণে দেবতার অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

।৩৭। শাস্ত্রে জগৎপ্রপঞ্চকে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই তিন দিক দিয়া দেখা হয়। সৃষ্টি স্থিতি লয়কে আধুনিক ভাষায় বলা যায় creation, continuation and destruction।

হিন্দু বিশ্বাস করেন এই তিন ব্যাপার বার বার আবর্তিত হইতেছে। পুরাণে সর্গ ও প্রতিসর্গে সৃষ্টি ও প্রলয় কি প্রকারে হয় বলা হইয়াছে, অন্যান্য অংশে অর্থাৎ মন্বন্তর, বংশানুচরিত ও বংশে স্থিতির বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মের যে শক্তি সৃষ্টি করে তাহা ব্রহ্মা, যে শক্তি পালন করে অর্থাৎ যাহা হইতে স্থিতি তাহা বিষ্ণু ও যাহা ধ্বংস করে তাহা রুদ্র। দক্ষ, মনু প্রভৃতি যাঁহারা বংশবৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাঁহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র। রাজারা পালন করেন বলিয়া বিষ্ণুর অংশ। বিখ্যাত প্রজাপালক এবং ধর্ম ও সমাজরক্ষক ব্যক্তি, যথা রাম বা কৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণু অথবা বিষ্ণুর অংশ। যিনি ধ্বংস করেন তিনিই রুদ্র।

যৎ কিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ।
তস্য সৃজ্যস্য সম্ভূতৌ তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ।
হন্তি বা যৎ ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ ভূতং স্থাবরজঙ্গমম্।
জনার্দ্দনস্য তদ্ রৌদ্রং মৈত্রেয়ান্তকরং বপুঃ॥ বি।১।২২।৩৬, ৩৭॥

অর্থাৎ কোন প্রাণী হইতে যদি কোন প্রাণীর উৎপত্তি হয় তাহা হইলে সেই সৃষ্ট জীবের কারণস্বরূপ জীব, সেই নূতন জীবসৃষ্টিবিষয়ে সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণুরই মূর্তিস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। মৈত্রেয় যদি কখন কোন প্রাণী, কোন স্থাবর বা জঙ্গম জীবকে বিনাশ করে তাহা হইলে তাহাকে রুদ্রমূর্তি জনার্দনের সংহারমূর্তিস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। চন্দ্র সূর্যাদি সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া ব্রহ্মার মানস পুত্র দক্ষ তাহাদের পিতা কল্পিত হইয়াছেন। মনুষ্যের যে প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে তাহাই দক্ষ হইতে উৎপন্ন। যে প্রবৃত্তি মনুষ্যকে নিবৃত্তি-মার্গে লইয়া যায় তাহাই সনকাদি ব্রহ্মার সন্তান। যে শক্তি মনুষ্যের কার্য পণ্ড করে তাহাই নারদ।

৮। দিবি আরোহণ

।৩৮। বিভিন্ন দেবতা যেমন মনুষ্যরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন সেইরূপ উত্তম মনুষ্যও প্রতিলোম ক্রিয়ায় দেবতায় পরিণত হন। বেদেও এরূপ ব্যাপারের ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। এই প্রতিলোম ব্যাপারে একটি আশ্চর্য সূত্র দেখা যায়। প্রথমে উত্তম মনুষ্য মনুষ্যরূপেই পূজা পান, তৎপরে তিনি দেবতা হন ও তৎপরে তিনি আকাশে জ্যোতিষ্করূপে কল্পিত হন। ইন্দ্র প্রথমে মনুষ্য ছিলেন, পরে দেবতা হইলেন ও তৎপরে সূর্য হইলেন। এই সূত্র না মানিলে ঋগ্বেদের সমস্ত ইন্দ্রবিষয়ক সূক্তের সরল অর্থ পাওয়া

যাইবে না। পৃথিবী হইতে আকাশে উন্নীত হইলে পর মনুষ্য, দেবতা ও জ্যোতিষ্কের গুণাবলি পরস্পর মিশিয়া যায়। মনুষ্য, দেবতা ও সূর্য এই ত্রিবিধ রূপেই ইন্দ্রের কীর্তিকলাপ ঋগ্‌বেদে বর্ণিত হইয়াছে। কেবল জ্যোতিষিক রূপক মনে করিলে স্তবের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না। কৃষ্ণ মনুষ্য, কৃষ্ণ নারায়ণ ও কৃষ্ণ সূর্য। ধ্রুব মনুষ্য ও ধ্রুব জ্যোতিষ্ক। ধ্রুবকে বিষ্ণু বর দিলেন তাঁহার মাতা 'বিমানে তারকা ভূত্বা তাবৎ কালং নিবৎস্যতি' অর্থাৎ, আকাশে তারকা হইয়া ধ্রুবের সমকাল বাস করিবেন ও ধ্রুবকে বলিলেন 'সপ্তর্ষীণামশেষাণাং যে তু বৈমানিকাঃ সুরাঃ। সর্ব্বেষামুপরি স্থানং তব দত্তং ময়া ধ্রুব॥' বি ।১।১২।৯২, ৯৪॥ অর্থাৎ, সপ্তর্ষিগণ ও যে সকল আকাশচারী দেবতা আছেন তাঁহাদের সকলের ঊর্ধ্বে তোমাকে ধ্রুব স্থান দিলাম। 'ধ্রুবস্য আরোহণং দিবি॥' বি ।১।১১।১০১॥ ধ্রুবের দিব্যলোকে অর্থাৎ আকাশে আরোহণ বলিয়া এই ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তর্ষিরা দেবতারূপী নক্ষত্রও বটেন মনুষ্যও বটেন। কোন বিশেষ কালে তাঁহারা পৃথিবীতে বর্তমান ছিলেন। পুরাকালে বিবস্বান নামে অতি পরাক্রান্ত এক গন্ধর্ব রাজা ছিলেন। গন্ধর্বগণ অন্তরীক্ষবাসী অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষ ও ভারতের মধ্যস্থ পার্বত্যপ্রদেশবাসী জাতি। বৈবস্বত মনু, যম, যমী, সাবর্ণি মনু ও অশ্বিদ্বয় বিবস্বানের সন্তান। বিবস্বান চাক্ষুষ মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী বৈবস্বত মন্বন্তরে বিবস্বানের নামানুযায়ী সূর্যের নামকরণ হইয়াছিল॥ বা ।৫৩।৭৯, ১০৪॥ ফলে লোকে সূর্যকে কখন বিবস্বান বলিয়াছে এবং বিবস্বানকে কখন সূর্য বলিয়াছে। ইক্ষ্বাকু বিবস্বানের বংশধর। ইক্ষ্বাকু বংশের এই কারণেই সূর্যবংশ নাম হইয়াছে। ধর্মপুত্র ত্বিষিমান বসুর নামে চন্দ্রের নামকরণ হয়; ইহার বংশই চন্দ্রবংশ নামে পরিচিত। শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি, প্রভৃতি গ্রহগণ এইরূপে নিজ নিজ নাম পাইয়াছিল। সপ্তর্ষিমণ্ডলের নক্ষত্রগণের নামও এই প্রকারে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই নামকরণের ফলে ধ্রুব, বিবস্বান, বুধ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তৎতৎ নামীয় জ্যোতিষ্কগণের অধিষ্ঠাতৃদেবরূপে কল্পিত হইতে লাগিলেন। সূর্য প্রভৃতি দেবতার স্তুতিকালে জড় ও নর উভয়ের গুণাবলি মিশ্রিত হইয়া গেল। সূর্যস্তবে যখন বলা হয়, হে সূর্য তুমি 'সপ্তাশ্বযুক্ত রথে আকাশে বিচরণ কর' তখন পৌরাণিক বিবরণের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে নর বিবস্বান সপ্তাশ্বযুক্ত রথে যাইতেন বলিয়াই সূর্য্য সম্বন্ধে এই কল্পনা আসিয়াছে। বিবস্বান সূর্য হইলেও এককালে যেমন মনুষ্যরূপে জন্মিয়াছিলেন সেইরূপ চন্দ্র, বুধ, নেপচুন, হার্শেল, ভেনাস্, মার্স ইত্যাদি। আধুনিক কালে চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ, গান্ধী দেবতা হইয়াছেন বা হইতেছেন, পরে হয়ত তাঁহাদের দিবি আরোহণ

হইবে। এখনও কেহ মরিলে আমরা বলি আকাশে গিয়া তারা হইয়াছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু নক্ষত্রপাতের সহিত তুলনীয়।

তীর্ণানাং সুকৃতেনেহ সুকৃতান্তে গ্রহাশ্রয়াৎ।
তারাণাং তারকা হ্যেতাঃ শুক্লত্বাচ্চৈব তারকাঃ ॥ ব্র।৫৮'৫২ ॥

অর্থাৎ পুণ্যবলে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারাই পুণ্যাবসানে গ্রহ আশ্রয় করিয়া তারকারূপে বিরাজ করেন; শুক্ল বলিয়া ইঁহাদিগকে তারকা বলা হয়। এই দিবি আরোহণ তত্ত্ব অতি বিচিত্র। মনোবিৎ জানেন যে মানুষ নির্জ্ঞান মন দ্বারা প্ররোচিত হইয়া পূজ্য ব্যক্তি বা পূজ্য বস্তুকে আকাশে আরোহণ করায়। এই প্ররোচনার ফলে গঙ্গা নদী প্রথমে স্বর্গগঙ্গা ও পরে আকাশগঙ্গা হইয়াছে। দেবযান, পিতৃযান প্রভৃতি ভৌম পথ নক্ষত্রবীথি হইয়াছে। সিদ্ধি, ভঙ্গা বা সোম আকাশের চন্দ্র হইয়াছে ও এই চন্দ্র বা সোম আনন্দের দেবতা কল্পিত হইয়াছেন। ইত্যাদি ॥ বি।২।৮।৮০, ১১।২০ ॥

৯। বিভিন্ন জাতি

।৩৯। পুরাণে প্রাকৃতিক শক্তির অভিমানিনী দেবতা ব্যতীত আরও এক প্রকার দেবতার উল্লেখ আছে। দেব, দৈত্য বলিলে আমরা যে দেবতা বুঝি ইহা সেই দেবতা। সাহেব, বাঙ্গালী, চীনা সব জাতিকে এখন আমরা মানুষ শব্দে অভিহিত করি কিন্তু পুরাকালে মানব বা মনুষ্য শব্দ কেবল মনুবংশীয়দের প্রতি প্রয়োগ করা হইত। অন্যান্য জাতি দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, সর্প, নাগ, সিদ্ধ, যক্ষ, রক্ষ ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। অসুরগণ দেবতাদের জ্ঞাতি ও বন্ধু ছিলেন ॥ ব্র।৩২।১১ ॥ ইলাবৃতবর্ষ দেবতা ও অসুরদের বাসস্থান ছিল। এইখানেই দেবতাদের যাগ, যজ্ঞ, বিবাহ ইত্যাদি সম্পন্ন হইত ॥ ম।১৩৫।৩, ৪ ॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে দেবতা, অসুর, সুপর্ণ, যক্ষ, গন্ধর্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষস এই অষ্টবিধ জাতি দেবযোনি ॥ ব্র।৩২।১১ ॥ রাক্ষস ও পিশাচকে দেবযোনি বলায় অনুমান হয় এই অষ্ট বিভাগ প্রকৃত জাতিনির্বাচক নহে। ইহা অর্বাচীন বিভাগ। পরঞ্জয় প্রভৃতি ভারতীয় রাজা অনেক সময় যুদ্ধে দেবতাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। দেবতাদিগের বাসস্থান ইলাবৃতবর্ষই স্বর্গ ॥ ব্র।৩৬।৩৬ ॥ বা।৩৪।৯৬,৯৭ ॥ এই স্বর্গের দিবি আরোহণ হইলে তাহা পুণ্যাত্মাদিগের মৃত্যুপরবর্তী বাসস্থানরূপে কল্পিত হয়। পুরাণকারগণ যে জাতিকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মনে করিতেন তাহাকে ব্রহ্মার আদি সৃষ্টি বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। আর্য জাতি মধ্য-এশিয়ার ইলাবৃতবর্ষ হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন। ক্রমে

তাঁহাদের অনেক জাতির সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল। মনে হয় পরিচয়ের ক্রম অনুসারে পুরাণকারগণ এই সকল জাতির সৃষ্টিক্রম নির্ণয় করিয়াছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা অসুরদের প্রথমে সৃষ্টি করিলেন॥ 'সিসৃক্ষোর্জ্জঘনাৎ পূর্ব্বমসুরা জজ্ঞিরে ততঃ, ততঃ সুরাঃ' ইত্যাদি। প্রথমে অসুর, তৎপরে দেবতা, তৎপরে পিতৃগণ, তৎপরে মনুষ্য, তৎপরে যক্ষ, রক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব ইত্যাদি॥ বিষ্ণুপুরাণ।৫।১॥ অপর স্থানে আছে সর্বপ্রথম 'অন্ত,' তৎপরে অসুর ও তৎপরে দেবতা॥ বা।৯।৩, ২৮॥ অন্ত কোন জাতি আমার জানা নাই। ঋগ্‌বেদে কোন কোন স্থলে ইন্দ্রকে অসুর বলা হইয়াছে। অসুর শব্দ ইন্দ্রের বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয় প্রাচীন কালে অসুরগণ এক অতি শক্তিশালী জাতি ছিলেন। আমরা এখনও যেমন কাহারও শক্তির আধিক্য বর্ণনা করিতে যাইয়া বলি 'লোকটা অসুর' ইন্দ্রকে ঋগ্‌বেদে ঠিক সেই ভাবেই অসুর বলা হইয়াছে। হয়ত আধুনিক আসিরিয়া নামক দেশবাসী কোন প্রাচীন জাতি অসুর বলিয়া পরিচিত ছিল এবং ইহাদের শক্তি স্মরণ করিয়া ইন্দ্রকে অসুর বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। পরবর্তী কালে দেবতাগণের কোন জ্ঞাতিবর্গ নিজেদের অসুর বলিয়া পরিচয় দিত। তখন দেবতাগণের মধ্যে সুর ও অসুর এই দুই দল হইয়াছিল। পুরাণে এই অসুরদের কথায় বলা হইয়াছে ইহারা দেবতাদিগের দায়াদ ও বন্ধু। সুর ও অসুরদের মধ্যে ইন্দ্রত্ব লইয়া বিবাদ প্রায়ই হইয়াছে। এই অসুরগণ আদি আসিরিয়াবাসী অসুর হইতে ভিন্ন। বিষ্ণুপুরাণে যেখানে অসুর দেবগণের পূর্বে জাত বলা হইয়াছে সেখানে বোধ হয় আদি সেমেটিক (Semotic) অসুরগণ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। পুরাণবর্ণিত দেবদায়াদ অসুর আর্য (Aryan) ও দেবতাগণেরই এক বিভাগ।

।৪০। বেদের বিভিন্ন অংশের পৌর্বাপর্যও পুরাণের সৃষ্টিক্রমে কথিত হইয়াছে, যথা, প্রথমে গায়ত্রী, তৎপরে ঋক্, তৎপরে ত্রিবিৎস্তোম, রথন্তর, অগ্নিষ্টোম, যজুঃ, ত্রৈষ্টুভছন্দ, পঞ্চদশ ছন্দস্তোম, বৃহৎসাম, উক্‌থ, সাম, জগতীছন্দ, সপ্তদশ স্তোম, বৈরূপ, অতিরাত্রি, একবিংশতি অথর্ব, আপ্তোর্যাম, অনুষ্টুপ ও শেষে বৈরাজ সৃষ্টি হইল। যাঁহারা বেদচর্চা করেন তাঁহারা এই ক্রম লক্ষ্য করিবেন। পুরাণের সাহায্য ব্যতীত বেদের অর্থ সুগম হয় না। পুরাণকার বলেন, যে পুরাণ জানে না বেদ তাহার নিকট প্রহৃত হইবার আশঙ্কা করেন॥ বা।১।২০০॥
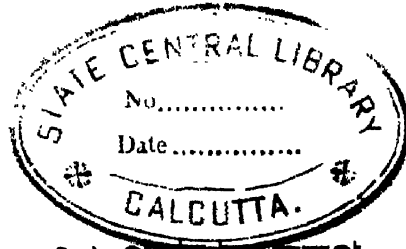
৩। পুরাণের স্বরূপ

।২৮। অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা যে পুরাণগুলি রূপকথার ন্যায় নানাপ্রকার অবাস্তব, অসম্ভব ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার বিবরণে পূর্ণ; পুরাণে বিশ্বাসযোগ্য কোন ব্যাপারের উল্লেখ প্রায় নাই বলিলেই হয়; যদি বা কিছু থাকে তবে তাহা এত অতিরঞ্জিত যে তাহা হইতে সার উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই যুক্তিবাদী আধুনিক পণ্ডিতগণ পুরাণে মনোনিবেশ করেন নাই। অশিক্ষিত ধর্মপরায়ণ হিন্দু পুরাণকে ভক্তি করে, আগ্রহের সহিত পুরাণ শ্রবণ করে কিন্তু এই ভক্তি ধর্মবুদ্ধিপ্রসূত। তাহার পুরাণে ভক্তি মঙ্গলচণ্ডী বা সত্যনারায়ণের ব্রতকথার প্রতি ভক্তির অনুরূপ। ভাষাতত্ত্ববিশেষজ্ঞ, পুরাতত্ত্ববিৎ, জ্যোতিষী প্রভৃতি বিজ্ঞানী নিজ নিজ আলোচ্য শাস্ত্রের ইতিহাস নির্ণয়ের জন্য পুরাণ অনুসন্ধান করেন কিন্তু তাঁহাদের কেহই পুরাণকে সমগ্র ভাবে বিচার করেন না। তাঁহাদের নিকট বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, কাব্যশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থের মূল্য সমান। ইতবৃত্তকারগণ অর্থাৎ হিস্টরিয়নগণ পুরাণ মন্থন করিয়া পুরাবৃত্ত সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন কিন্তু কেহই পুরাণের বর্ণনায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। অশেষবিৎ আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাণপঙ্কোদ্ধার-কার্যে ব্রতী আছেন। তাঁহার চেষ্টা ও বুদ্ধিবলে পুরাণের অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং আরও অনেক রহস্যের সমাধান হইবে আশা করি। জয়সোয়াল ভারতবর্ষের ইতবৃত্ত বা হিস্টরি নির্ণয়ের জন্য পুরাণে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কলিকাতা, মাদ্রাজ ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতবৃত্তের অধ্যাপকগণ পুরাণ আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। পার্জিটর, ভিনসেন্ট স্মিথ ও অন্য কতিপয় বিদেশী ইতবৃত্তকার বিচার করিয়া পুরাণের কোন কোন কাহিনী সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। বিভিন্ন ব্যক্তি পুরাণ হইতে নিজ নিজ অভীপ্সিত তথ্য আহরণ করিয়াছেন। দুঃখের কথা পুরাণের সমগ্র অভিধেয় এখন পর্যন্ত কেহই বিচার করিলেন না।

১। পুরাণের অভিধেয়

।২৯। পুরাণের অভিধেয় বা বক্তব্য কি, পুরাণ নিজেই তাহা নির্দেশ করিয়াছেন।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥ বা। ৪। ১০॥

অর্থাৎ সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পাঁচটি পুরাণের লক্ষণ। আধুনিক গ্রন্থকার যেমন মুখবন্ধে তাঁহার আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করেন, সেইরূপ পুরাণকার এই শ্লোকে তাঁহার বক্তব্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সর্গ অর্থে বিশ্বের সৃষ্টি বুঝায়। প্রতিসর্গ প্রলয়ের নামান্তর। রাজা, ঋষি, প্রধান প্রধান ব্যক্তি, দেবতা, দৈত্যগণের বংশের উৎপত্তি, স্থিতি, বিলোপ ও বংশানুক্রমই বংশ শব্দের অভিধেয়; ইংরেজীতে dynasty বলিলে যাহা বুঝায়, বংশ তাহারই সম্যক্ বিবরণ। মন্বন্তর অর্থে মনুকাল, কালগণনার জন্য যুগকাল ও মনুকাল কল্পনা করা হয়। বংশানুচরিত অর্থে বিখ্যাত রাজা বা মহাত্মাদিগের জীবনচরিত ও ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা। আপাতদৃষ্টিতে এই পাঁচটি বিষয় বিভিন্ন ও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধহীন মনে হয়। ইহাদের সংযোগসূত্র আবিষ্কার করিতে হইলে আধুনিক ইতবৃত্তের ধারা আলোচনা করিতে হইবে। ইংলণ্ডের ইতবৃত্ত কেহ কেহ নিওলিথিক ও পেলিওলিথিক অধিবাসী হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেহ বা আরও আদিম কালের ইতিহাস অন্বেষণ করিয়াছেন। তৎপূর্বে যাইতে হইলে ভূতত্ত্বের কথা আসিয়া পড়ে। ওয়েল্‌স সাহেবের ইতবৃত্ত এইখান হইতেই আরম্ভ। তাহারও পূর্বে যাইতে হইলে জগতের আদি সৃষ্টিকালে পৌঁছিতে হয়। মানবের ইতবৃত্তের কাহিনীর পূর্বে জগৎসৃষ্টি। ইতবৃত্তের শেষ প্রলয়ে। ভারত বা ইংলণ্ডের ইতবৃত্ত বাস্তবিক প্রলয়কালেই শেষ হইবে। অতএব জগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংস ভূবিদ্যার আলোচ্য হইলেও ইতবৃত্তে তাহার স্থান আছে। কোন্ কালে রাজা উইলিয়ম ছিলেন ঐতবার্তিক তাহা নির্দেশ করেন। কালনির্দেশের জন্য ইংরেজী ইতবৃত্তে বৎসর কল্পনা, সেই বৎসর গণনার আরম্ভ যিশুখ্রীষ্টের জন্মকাল হইতে। এই কালকে নির্দিষ্ট বিন্দু করিয়া বি. সি. ও এ. ডি. নির্ণয় হয়। পুরাণকার নিজ কাহিনীর জন্য অতি দীর্ঘ কাল ধরিয়াছেন এজন্য তাঁহার বৎসর-মানে চলে না, তিনি কালনির্দেশের জন্য যুগকল্পনা করিয়াছেন। খ্রীষ্টজন্মকাল বিদেশী ইতবৃত্তকারগণের আদি কালবিন্দু হওয়ায় ২০০০, ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে স্বীকার করিতে স্বভাবতই তাঁহাদের মনে আপত্তি উঠে। হিন্দু আবর্তনশীল যুগমানে কাল নির্ণয় করেন এ কারণে ঘটনার প্রাচীনত্বে তাঁহারা বিভ্রান্ত হন না। রাজা উইলিয়ম ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ছিলেন এরূপ না বলিয়া পুরাণকার বলেন রাম চতুর্বিংশ যুগে ছিলেন। যুগ মন্বন্তরের অন্তর্গত এই জন্য মন্বন্তর পুরাণে বিচার্য। আধুনিক হিস্টরিতে এ. ডি. বা বি. সি. কাহাকে বলে এবং বৎসর মানই

বা কি তাহার উল্লেখ নাই। পুরাণকার তাঁহার কালনির্ণয়ের সঙ্কেত মন্বন্তর অধ্যায়ে বিচার করিয়াছেন। রাজচরিত প্রভৃতি ইতবৃত্তের অঙ্গ। পুরাণকার বংশানুক্রম ও বংশচরিতও আলোচনা করিয়াছেন। আধুনিক কালে হিস্টরি বলিলে যাহা বুঝি পুরাণ তাহাই; পুরাণের ভিত্তি ও বর্ণনার ধারা সম্পূর্ণ যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত ॥ ৭৮ প্রকরণ দ্রষ্টব্য ॥ ওয়েল্স সাহেব ও আধুনিক অক্‌সফোর্ড হিস্টরি ইংলণ্ডের ইতবৃত্ত রচনায় ভারতীয় পুরাণের পথই ধরিয়াছেন ॥ ২০ প্রকরণ দ্রষ্টব্য ॥ প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক ঘটনাও পুরাণকারের বর্ণনা হইতে বাদ যায় নাই। কবে জলপ্লাবন হইয়াছিল, কাহার রাজত্বকালে প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছিল, পুরাণে এ সকলেরই উল্লেখ আছে।

যস্মাৎ পুরাহ্যনিতীদং পুরাণং তেন তৎ স্মৃতম্।
নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ বা ১। ২০১ ॥

যেহেতু ইহা পুরাকালে জীবিত ছিল অর্থাৎ যেহেতু পুরাকালে এই প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছিল সেজন্য ইহার নাম পুরাণ। পুরাণ শব্দের এই নিরুক্তি যে জানে তাহার সর্বপাপ হইতে মুক্তি হয়। পুরাতনস্য কল্পস্য পুরাণানি বিদুর্বুধাঃ। ম। ৫৩। ৭১ ॥ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পুরাণকে প্রাচীন কালের বিবরণ বলিয়াই অবগত আছেন।

২। অতিরঞ্জন

। ৩০। পুরাণের আদর্শ আধুনিক ইতবৃত্তের অনুরূপ মানিলেও পুরাণকার সেই আদর্শমত চলিয়াছেন কি না বিচার্য। তিনি কার্যত সত্য বিবরণ লিখিয়াছেন, না অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলিসমন্বিত উপন্যাস রচনা করিয়াছেন? হিন্দুর চরম লক্ষ্য মোক্ষ; এই লক্ষ্য মনে রাখিয়া হিন্দু সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করে। হিন্দুর ব্যাকরণ, হিন্দুর ন্যায়শাস্ত্র মোক্ষমুখ। পুরাণে যে মোক্ষপ্রতিপাদক কাহিনীর বাহুল্য থাকিবে তাহা বিচিত্র নহে। আলেক্‌জাণ্ডারের যুদ্ধ-অভিযানের বিবরণ অপেক্ষা জড়ভরতোপাখ্যানের গুরুত্ব পুরাণকারের নিকট অধিক কিন্তু পুরাণে অতিপ্রাকৃত, অতিরঞ্জিত ব্যাপারের বিবরণ কেন আসিল? কার্তবীর্য অর্জুন ৮৫০০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; রৈবত ককুদ্মী ব্রহ্মার নিকট গান শুনিতে যাইয়া এতই তন্ময় হইলেন যে গীতাবসানে নিজরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, বহু যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে ও তাঁহার রাজধানী কুশস্থলী শত্রুকর্তৃক ধ্বংস হইয়াছে, যুগপরিবর্তনে মনুষ্যগণ খর্বাকৃতি হইয়াছে ইত্যাদি; বিশ্বকর্মা সূর্যকে ভ্রমিযন্ত্রে (অর্থাৎ 'লেদে') চড়াইয়া সাত ভাগ চাঁচিয়া ফেলিলেন। ভৌগোলিক বিবরণও অতিরঞ্জিত ও অবিশ্বাস্য মনে হয়। আধুনিক

ইতবৃত্তকার পক্ষপাতবশে অথবা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে সব মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত কথা বলেন তাহা সহজে ধরা পড়ে না কিন্তু পুরাণকারের মিথ্যা জ্বল জ্বল করিতেছে, তাহা ধরাইয়া দিতে হয় না। এগুলি যদি রূপক হয় তবে ইহাদের অর্থ কি? পুরাণের অত্যুক্তির বিশেষ নিয়ম আছে ও অত্যুক্তিগুলি ইচ্ছাকৃত বর্ণনা; এই সকল অতিরঞ্জন ঐতবৃত্তিক ভ্রম নহে। পুরাণকার জানিয়া মিথ্যাকথা বলেন নাই॥ ২৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য॥

৩। পুরাণসংগ্রহ

।৩১। পুরাকালে প্রত্যেক রাজার নিজ ইতবৃত্তকার (State historian) থাকিত। ইহাদের নাম মাগধ। সূতগণ বিভিন্ন মাগধের নিকট হইতে বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণ পাইতেন এবং পুরাণকারগণ বিভিন্ন সূতের বিবরণ হইতে পুরাণ সংগ্রহ করিতেন। বহু পুরাকাল হইতে পুরাণসংগ্রহ চলিয়া আসিয়াছে। পুরাণ বেদেরও পূর্ববর্তী কাল হইতে প্রচলিত ছিল।

প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ॥ বা। ১।৬১॥

সমস্ত শাস্ত্রমধ্যে ব্রহ্মাকর্তৃক অগ্রে পুরাণ ব্যক্ত হইয়াছিল। অনন্তর তাঁহার মুখসমূহ হইতে বেদ নিঃসৃত হইল। যেমন যেমন ঘটনা ঘটিয়াছে মাগধ ও সূতগণ তাহার মৌখিক বর্ণনা করিয়াছেন ও ঋষিগণ তাহা পুরাণে নিবদ্ধ করিয়াছেন। যজ্ঞে বা সত্রে সূতগণ কর্তৃক পুরাণবর্ণনা প্রচলিত ছিল। বেদব্যাস বিভিন্ন ঋষির বিভিন্ন পুরাণ একত্রে মিলাইয়া পুরাণ-সংহিতা করেন। বিভিন্ন পুরাণের সংগ্রহকর্তা বিভিন্ন ব্যক্তি। পরাশর বিষ্ণুপুরাণ সংগ্রহ করেন; বিষ্ণুপুরাণে পরে যে সব ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা পরাশরের উক্তি বলিয়াই লিখিত হইয়াছে, এজন্য পরবর্তী ঘটনা 'ভবিষ্যতি' অর্থাৎ 'হইবে' বলা হইয়াছে। আধুনিক কালে এক ইতবৃত্তকারের গ্রন্থে তাঁহার পরবর্তী কালের ঘটনা যোজিত করিতে হইলে কোন নূতন সম্পাদক তাহা সম্পন্ন করেন; মূল গ্রন্থকারের নাম ঠিক থাকে ও সম্পাদক মুখবন্ধে নিজের নাম দেন। ওয়েল্‌সের ইতবৃত্ত গ্রন্থকারের মৃত্যুর পরেও ঐ নামেই প্রচলিত থাকিবে। বিষ্ণুপুরাণও সেইরূপ পরিবর্ধিত হইয়াও বিষ্ণুপুরাণই ছিল। বিষ্ণুপুরাণের সংগ্রহকর্তাদের নাম পর পর পাওয়া যায়, যথা,

কমলোদ্ভব (নারায়ণ মহর্ষি)—ঋভু—প্রিয়ব্রত—ভাগুরি—স্তবমিত্র—দধীচ—সারস্বত—ভৃগু—পুরুকুৎস—নর্মদা—ধৃতরাষ্ট্র ও পুরণ (নাগদ্বয়)—বাসুকি—বৎস—অশ্বতর—কম্বল—এলাপত্র—বেদশিরা—প্রমতি—জাতুকর্ণ—পরাশর—মৈত্রেয়—শমীক ॥ বি। ৬। ৮। ৪২ ॥ আধুনিক ভাষায় ইহারা বিষ্ণুপুরাণের পারম্পরিক প্রতিসংস্কারক (successive editors)। ইহারা বিষ্ণুপুরাণকে স্ব স্ব কালাবধিক (up to date) করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই তালিকায় ব্যাসের নাম নাই। নর্মদা স্ত্রীলোক। তিনি ও তাঁহার পরবর্তী একাধিক পুরাণকর্তা অনার্য।

৪। সূতের সত্যনিষ্ঠা

।৩২। সূতের বিবরণই পুরাণের মূলভিত্তি বা original source। সূত মিথ্যাবাদী বা অজ্ঞ হইলে সব ভ্রষ্ট হইতে পারে এজন্য পুরাণকার বলিতেছেন,

সূত উবাচ।

পূতোঽস্ম্যনুগৃহীতশ্চ ভবদ্ভিরভিনোদিতঃ।
পুরাণার্থে পুরাণজ্ঞৈঃ সত্যব্রতপরায়ণৈঃ ॥
স্বধর্ম্ম এষ সূতস্য সদ্ভির্দৃষ্টঃ পুরাতনৈঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞাং চামিততেজসাম্ ॥
বংশানাং ধারণং কার্য্যং শ্রুতানাঞ্চ মহাত্মনাম্।
ইতিহাসপুরাণেষু দিষ্টা যে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥
নহি বেদেষ্বধিকারঃ কশ্চিৎ সূতস্য দৃশ্যতে ॥ বা। ১। ৩০-৩৩ ॥

অর্থাৎ, সূত ঋষিগণকে বলিলেন, পুরাণজ্ঞ সত্যব্রতপরায়ণ আপনাদিগের দ্বারা পুরাণকথনে প্রণোদিত হইয়া আমি নিজকে পবিত্র ও অনুগৃহীত বোধ করিতেছি। দেবগণ, ঋষিগণ এবং অমিততেজসম্পন্ন রাজগণ এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের বংশবৃত্তান্ত জানিয়া ধারণ করিয়া রাখা সূতের স্বধর্ম বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মবাদিগণ ইতিহাস ও পুরাণ সম্বন্ধেই সূতের এরূপ অধিকার নির্দেশ করিয়াছেন কিন্তু বেদে সূতের কোন অধিকার নাই।

শৃণুধ্বাদিপুরাণেষু বেদেভ্যশ্চ যথা শ্রুতম্।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ বদতাং শ্রুত্বা বৈ সুমহাত্মনাম্ ॥

যথা চ তপসা দৃষ্ট্বা বৃহস্পতিসমদ্যুতিঃ।
পরাশরসুতঃ শ্রীমান্ গুরুর্দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥
তৎ তেঽহং কথয়িষ্যামি যথাশক্তি যথাশ্রুতি ॥ ম। ১৬৭। ১৬-১৮ ॥

অর্থাৎ, আমি আদিপুরাণ ও বেদে যে প্রকার শুনিয়াছি, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যাহা কথিত হইয়াছে, বৃহস্পতিসম বুদ্ধিমান পরাশরপুত্র শ্রীমান্ গুরু দ্বৈপায়ন তপের দ্বারা অর্থাৎ ক্লেশ সহকারে নির্ণয় করিয়া যাহা বলিয়াছেন সে সমস্তই আপনাদিগকে যথাশক্তি ও যথাশ্রুতি অর্থাৎ ঠিক যেমন শুনিয়াছি বলিতেছি আপনারা শ্রবণ করুন।

দৃষ্ট্বা তমতিবিশ্বস্তং বিদ্বাংসং লোমহর্ষণম্ ॥ ব্র। ১। ২১ ॥

অর্থাৎ, সেই অতিশয় বিশ্বাসভাজন বিদ্বান লোমহর্ষণ সূতকে দেখিয়া ইত্যাদি।

স এবমুক্তো মুনিভিঃ সূতো বুদ্ধিমতাং বরঃ।
আচচক্ষে যথাবৃত্তং যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্ ॥ বা। ৯৯। ২৬৩ ॥

অর্থাৎ, মুনিগণকর্তৃক এইপ্রকার কথিত হইলে পর বুদ্ধিমানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সূত যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত যথাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন।

যথাশব্দং যথাশ্রুতম্ ॥ বা।৯।৮ ॥

অর্থাৎ, যে বাক্য যে ভাবে শুনিয়াছি সেই রূপেই ইত্যাদি।

সংক্ষেপে, সূত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সত্যব্রতপরায়ণ, অতি বিশ্বস্ত হইবেন; তিনি যেরূপ দেখিবেন বা শুনিবেন সেইরূপই বর্ণনা করিবেন, যথাশব্দং যথাশ্রুতম্। দেবতা, ঋষি, রাজাদের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া ধারণ করিয়া রাখাই সূতের স্বধর্ম।

৫। পুরাণের প্রাচীনত্ব

।৩৩। অনেকে পুরাণের ভাষা বিচার করিয়া মনে করেন যে পুরাণ অর্বাচীন কালে লিখিত হইয়াছে; এ কারণে পুরাণবর্ণিত প্রাচীন ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধেও তাঁহারা সন্দিহান হন। এই যুক্তি নিতান্ত অসার। আধুনিক ইংরেজীতে লিখিত ইংলণ্ডের হিস্টরিতে চসার ও তাঁহারও পূর্ববর্তী কালের ঘটনার উল্লেখ আছে অথচ তাহার ভাষা আধুনিক। প্রতি যুগে পুরাণকর্তা ঋষি ও সূতগণ তৎকালীন ভাষায় পুরাতন ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। পুরাণে প্রাচীন সংগ্রহকারের ভাষা যে একেবারে নাই তাহা নহে। যযাতিগাথা যযাতির রচিত বলিয়াই মনে হয়। ॥ বি।৪।১০।৯-১৫ ॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত উশনা কবির ধ্রুব সম্বন্ধীয় গাথা পুরাণে আছে। ॥ বি।১।১২।৯৮-১০০ ॥ প্রাচীনত্বের

নিদর্শনস্বরূপ পুরাণে আর্ষ প্রয়োগেরও অপ্রতুলতা নাই। সাধারণের উপযোগী করিবার জন্য ও লোকহিতার্থে পুরাণবক্তা সূতগণ ও পুরাণকর্তা ঋষিগণ ভাষা যথাসম্ভব সরল করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

চতুর্লক্ষমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনাদ্ভুতকর্মণা।
ইদং লোকহিতার্থায় সঙ্ক্ষিপ্তং দ্বাপরে দ্বিজা॥ স্কন্দ। ১ অধ্যায়।
প্রভাস। ৭৭, ৭৮॥

অর্থাৎ, অদ্ভুতকর্মা ব্যাস কর্তৃক চতুর্লক্ষ শ্লোক কথিত হইয়াছে, হে দ্বিজগণ, দ্বাপরে লোকহিতার্থে ইহা সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। আরও এক কথা মনে রাখা আবশ্যক ; সংস্কৃত সাধারণের কথা ভাষা ছিল না এজন্য বহু কালেও সংস্কৃতে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। ভাষার ভঙ্গি দেখিয়া সংস্কৃত লেখার কালনিরূপণ অসম্ভব।

৬। বর্ণনভঙ্গি

।৩৭। জনসাধারণের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনকল্পে পুরাণ রচিত হইয়াছিল। এজন্য পুরাণে রূপকের বাহুল্য। জনসাধারণকে পুরাণে শ্রদ্ধাবান করিতে না পারিলে পুরাণরক্ষা সম্ভবপর হইত না। বিদ্বান ঐতিহাসিক ও বিশেষজ্ঞদের নিকট মাত্র আদৃত হইলে পুরাণ বহুকাল পূর্বেই লোপ পাইত। প্রাচীন রাজগণের নিজ বিবরণ (State records) এখন যেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না পুরাণও সেইরূপ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। ইক্ষ্বাকুবংশের চরিতাবলি কেবল তদ্বংশীয়দিগেরই কৌতূহলের সামগ্রী হয় নাই ; রাজা ও প্রধান ব্যক্তি ও মহাত্মাদিগের বংশবিবরণ শ্রবণ করা সাধারণের পক্ষেও ধর্মকার্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। পুরাণ বলিতেছেন এই সকল বংশবিবরণ শ্রবণ করিলে বংশচ্ছেদ হইবে না ও সর্বপাপ হইতে মুক্তি হইবে। পুরাণ শ্রবণে পঠনে অশেষ পুণ্য। মৎস্যপুরাণ বলিতেছেন যে ব্যক্তি ব্রহ্মপুরাণ লিখিয়া বৈশাখী পূর্ণিমায় দান করে তাহার ব্রহ্মলোকে গতি হয় ; পদ্মপুরাণ লিখিয়া দান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় ; আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় বিষ্ণুপুরাণ দান করিলে বরুণলোক প্রাপ্তি হয় ইত্যাদি। এই সকল কথা বলিবার পরই মৎস্যপুরাণ বলিতেছেন,

পুরাতনস্য কল্পস্য পুরাণানি বিদুর্বুধাঃ॥ ম। ৫৩। ৭১॥

অর্থাৎ, পণ্ডিতগণ পুরাণসমূহকে পুরাকালীয় ইতবৃত্ত বলিয়াই অবগত আছেন। ধর্মগ্রন্থ বলিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হওয়ায় পুরাণ নিজেকে কালের কবল হইতে রক্ষা করিতে

সমর্থ হইয়াছেন। পুরাণের পরবর্তী চিকিৎসা, জ্যোতিষ প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে কিন্তু ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় পুরাণ এখনও বর্তমান। সাধারণের উপযোগী করাতে পুরাণে রূপকের বাহুল্য ঘটিয়াছে ও নানা প্রকার অবান্তর ব্যাপার প্রকৃত কাহিনীকে বিকৃত করিয়াছে সত্য কিন্তু বিদ্বান্ তত্র ন মুহ্যতি। তিনি পুরাণকে ইতবৃত্তকারের চক্ষেই দেখিবেন; অতিপ্রাকৃত বিবরণ তাঁহাকে ভ্রান্ত করিবে না। পুরাণার্থবিচক্ষণ পুরাণের যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিয়া পুরাণ বিচার করিবেন। পুরাণকার জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য অত্যুক্তি করিলেও সেই অত্যুক্তির অন্তরালে ঐতবৃত্তিক সত্য নির্দেশ করিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি অত্যুক্তিগুলির প্রকৃত অর্থ বিশেষ বিশেষ সূত্র বা law দ্বারা নির্দিষ্ট। এই সকল সূত্র এককালে পুরাণার্থবিচক্ষণগণ জানিতেন, পরবর্তী কালে সেই জ্ঞান লোপ পাইয়াছে এবং পুরাণও দুর্বোধ্য হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে পৌরাণিক অত্যুক্তিগুলির প্রকৃত অর্থবিচার করিয়াছি। মূল প্রবন্ধে কতকগুলি সূত্র সংক্ষেপে নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। সূত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা করিলে দেখা যাইবে পুরাণে অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য ব্যাপার কিছুই নাই। অবশ্য ঐতবাত্তিকের দৃষ্টিতে সকল পুরাণের গুরুত্ব সমান নহে। এখন যে সকল পুরাণ প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণই সমধিক মূল্যবান্। পুরাণের ভাষা কোন্ কালের তাহা দেখিয়া পুরাণের মূল্যনিরূপণ হয় না; পুরাণবর্ণিত ঘটনার সত্যাসত্য নিরূপণ দ্বারাই পুরাণের প্রামাণিকতা স্থির হইবে। আমি প্রধানতঃ বিষ্ণু, বায়ু ও মৎস্যপুরাণের উপর নিভর করিয়াছি। পুরাণবক্তা সূতগণ ও সংগ্রহকর্তা ঋষিগণ সত্যধর্মপরায়ণ। অসম্ভব বা অতিপ্রাকৃত না হইলে তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। পুরাণের 'ভবিষ্য' অংশ যাঁহারা লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট পুরাণব্যাখ্যার সমস্ত সূত্রগুলি পরিস্ফুট ছিল বলিয়া মনে হয় না, কারণ তাঁহাদের কালবর্ণনার ভঙ্গি আদিম পৌরাণিক ধারা হইতে ভিন্ন অথবা অর্বাচীন পুরাণকারের সময়ে প্রাচীন কালমান পরিত্যক্ত হইয়া নূতন বর্ষমান চলিতেছিল। প্রাচীন পুরাণকার যে ক্ষেত্রে যুগের দ্বারা কাল মাপিয়াছেন, অর্বাচীন পুরাণকার সে স্থলে বর্ষমান ব্যবহার করিয়াছেন।

। ৩৫। পরিক্ষিতের কাল (১৪১৬ খ্রী-পূ) হইতে প্রায় ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পুরাণে ভবিষ্য অংশসমূহ যোজিত হইয়াছে। সকল অর্বাচীন পুরাণসংগ্রহকর্তাদের নাম পুরাণে পাওয়া যায় না। প্রাচীন কালে যজ্ঞাদিতে পুরাণের আলোচনা হইত, শেষে তাহা সম্ভবপর হয় নাই। ভবিষ্য অংশের বিবরণ হইতে জয়সোয়াল অনেক

ঐতবৃত্তিক তথ্য নির্ণয় করিয়াছেন। বিদেশী ইতবৃত্তকার হিন্দুপুরাণ অপেক্ষা জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে অধিক আস্থাবান কিন্তু পুরাণের ভবিষ্য অংশও যে বিশ্বাসযোগ্য তাহা একটি উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। শিশুনাকবংশের বিবরণে বিষ্ণুপুরাণে আছে বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু, তৎপুত্র দর্ভক, তৎপুত্র উদয়াশ্ব ও তৎপুত্র নন্দিবর্দ্ধন; কিন্তু পালি মহাবংশে কথিত হইয়াছে অজাতশত্রুর পুত্র উদয়াশ্ব। দর্ভকের নাম পালি ভাষায় লিখিত বিবরণে নাই। পুরাণে অনাস্থা হেতু বিদেশী ইতবৃত্তকার ॥ Prof. Geiger ॥ স্থির করিলেন দর্ভক বলিয়া কেহ ছিলেন না। পরে 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নামক নাটিকা আবিষ্কৃত হইলে দেখা গেল বিষ্ণুপুরাণের বিবরণই ঠিক ॥ Vincent Smith. Early History of India. P. 39 ॥

৫। পৌরাণিক প্রমাদ

১০। পুরাণে ভ্রম

।৪১। পূর্বে যে সমস্ত পুরাণার্থপ্রকাশক সূত্র নির্দেশ করিলাম তদ্ব্যতীত আরও অনেক সূত্র আছে। আপাততঃ বাহুল্যভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না। পুরাণের সকল প্রকার অত্যুক্তিই পরে বিচার করিয়াছি॥ ২৬ অধ্যায়॥ এই সকল সূত্র মনে রাখিলে দেখা যাইবে যে আমরা যাহাকে অত্যুক্তি মনে করি তাহারও অর্থনির্ণয় সম্ভবপর এবং তাহাতেও কোন না কোন সত্য ঘটনার নির্দেশ আছে। পুরাণে তবে কি বাস্তবিক ভুল বলিয়া কিছুই নাই? ভবিষ্য অংশে কিছু ভ্রমপ্রমাদ আছে। পূর্ব অংশেও হয়ত আছে কিন্তু তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। রাম চতুর্বিংশ যুগে ছিলেন ও সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এরূপ উক্তির সত্যতা নির্ধারণ করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে পুরাণের অন্যান্য উক্তির সহিত তাহার সামঞ্জস্য আছে কি না। সামঞ্জস্য না থাকিলে পুরাণ বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। এরূপ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ প্রয়োগে পুরাণের সত্যতা পরীক্ষিত হইতে পারে সত্য কিন্তু যে কোন সুলিখিত কাল্পনিক উপন্যাসও এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে। পুরাণ বলিলেন রাজা চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন। গ্রীক ইতিবৃত্তকার এই উক্তি সমর্থন করিলেন, অতএব তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা বা অশোকের স্তম্ভ বা শিলালিপি ঐ সকল রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রায় অকাট্য প্রমাণ। এই প্রকার প্রমাণকে বহিঃপ্রমাণ বলিব। ভারতের পুরাতন সভ্যতার বহিঃপ্রমাণ মোহন-জ-দরো। মান্ধাতা, রাম ইত্যাদি ব্যক্তি সম্বন্ধে এখনও কোন বহিঃপ্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইজিপ্টের পাপিরসে বা বাবিলোনিয়ার ইষ্টকে যদি ইহাদের কোন কথা আবিষ্কৃত হয় তবে তাহা বহিঃপ্রমাণরূপে পৌরাণিক উক্তির সমর্থক হইবে। আপাতত পুরাণের অন্তঃপ্রমাণের উপর নির্ভর করিব। অন্তঃপ্রমাণ সময়ে সময়ে এতই দৃঢ় হয় যে তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে। পুরাণের প্রামাণিকতা পরে আলোচনা করিয়াছি। প্রমাণপ্রয়োগে পুরাণের পূর্বাংশে যে ভ্রম পাওয়া যায় সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিতেছি। ইক্ষ্বাকুবংশে রামের ৪১ পর্যায় পূর্বে অনরণ্য নামে এক নৃপতি ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন এই অনরণ্য রাবণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন॥ বি। ৪।৩।১৩॥ বায়ুপুরাণ বলিতেছেন এই অনরণ্য রাবণকে মারিয়াছিলেন॥ বা।৮৮।৭৫॥

প্রথমত দুই পুরাণে মতভেদ দেখা যাইতেছে ও দ্বিতীয়ত রাম রাবণকে মারিয়াছিলেন এ কথা সর্বজনবিদিত। হয় দুই রাবণ ছিলেন, এক অনরণ্যের সমসাময়িক ও অন্যে রামের সমকালীন, কিংবা কোন কারণে পুরাণে ভুল লেখা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত পৃথ্বীগীতায় ॥ ৪।২৪ ॥ দুই বার দশাননের উল্লেখ থাকায় একাধিক রাবণ ছিলেন মনে হয়। বিষ্ণু ও বায়ুর মতভেদ মারাত্মক নহে। পরশুরাম সম্বন্ধেও এইরূপ গোলমাল আছে। পরশুরাম কার্তবীর্যার্জুনকে মারিলেন ও পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করিয়া দাশরথি রামের দ্বারা নির্জিত হইলেন ॥ বি।৫।৪।৪৩॥ পুনশ্চ পরশুরাম মূলককে নির্যাতিত করিয়াছিলেন ॥ বি।৪।৫।৩৮ ॥ অগত্যা পরশুরাম মূলক ও রাম এই তিন জনই সমসাময়িক হইতেছেন। রামের ১০ পুরুষ পূর্বে মূলক। পরশুরাম সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী উক্তির আলোচনা পরে করিব। এই প্রকারের গোল পুরাণে আরও কিছু কিছু আছে। নামসাদৃশ্যে ভুলের কথা আগেই বলিয়াছি। রোমপাদ দশরথ ও অজপুত্র দশরথ উভয়ের কন্যাই শান্তা। বিরোচনপুত্র বলি ও অঙ্গপিতা বলি এক হইয়াছেন ইত্যাদি। পুরাণে আর এক প্রকার ভুল দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণের রাজগণের পরম্পরা ও নামে অমিল আছে। তখনকার দিনে অনেক রাজাই উপনামে পরিচিত ছিলেন। ইক্ষ্বাকুপুত্র বিকুক্ষির আর এক নাম শশাদ, কারণ তিনি কোন সময়ে যজ্ঞের জন্য আহৃত মাংস হইতে একটি শশ খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। মিত্রসহ রাজার এক নাম সৌদাস, কারণ তিনি সুদাসের পুত্র ও আর এক নাম কল্মাষপাদ, কারণ তাঁহার পদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণের হইয়া গিয়াছিল। উপনাম থাকায় বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন নাম প্রচলিত হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দুই একটি নাম একেবারেই নাই। হয়ত সূতগণের মূল তালিকায় মিল ছিল না। অনেক সময় পুরাণকর্তা একই বিষয়ের দুইটি বিভিন্ন বিবরণ পাইয়াছেন এবং পুরাণে উভয় বিবরণই সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কাজেই এক অধ্যায়ের সহিত অন্য অধ্যায়ের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। ইতবৃত্তকারের পক্ষে একই ঘটনার বিভিন্ন বিবরণ (version) অত্যন্ত মূল্যবান। পুরাণকার নিজের মত প্রচার করেন নাই। কেহ বলেন চিলিনওয়ালার যুদ্ধে ইংরেজ জিতিয়াছিলেন, কেহ বলেন শিখেরা জয়ী হইয়াছিলেন। পুরাণকার এই ঘটনা লিখিলে উভয় বিবরণই লিপিবদ্ধ করিতেন। বায়ুপুরাণে ৩২।৫৮-৬৬ শ্লোকে আছে চতুর্যুগ ১২০০০ মানব বৎসরের, আবার ৫।২২-২৮ শ্লোকে চতুর্যুগ ১২০০০ দিব্য বৎসরের বলা হইয়াছে। ১ দিব্য বৎসর মানব বৎসরের ৩৬০ গুণ। পুরাণকার প্রথমে এক প্রকার বিবরণ দিলেন, তখন শ্রোতা বলিলেন আমি পুনর্বার শুনিতে ইচ্ছা করি। পুরাণকার দ্বিতীয় বারে বিভিন্ন বিবরণ

(version) বলিলেন। পুরাণকর্তাদের বিভিন্ন বিবরণ দিবার ইহা একটি বিশেষ ভঙ্গি। মহাভারতেও এরূপ দৃষ্টান্ত আছে।

১১। শ্রুতিপ্রমাদ

।৪২। শব্দসাদৃশ্যে আর এক প্রকার ভুল পুরাণে আসিয়াছে। বায়ুপুরাণ যে রাজার নাম বৃহদশ্ব বলিলেন, বিষ্ণুপুরাণ তাহাকে বিশ্বগস্থ বলিলেন; বায়ুতে যিনি অন্ধ্র, বিষ্ণুতে তিনি আর্দ্র, এইরূপ কুবলাশ্ব, কুবলয়াশ্ব; হর্যাশ্ব, বার্যাশ্ব; ত্রসদশ্ব, পৃষদশ্ব; শতরথ, দশরথ; নত, নভ; সুপ্রতীত, সুপ্রতীক; সুপর্ণ, সুবর্ণ; রাহুল, রাতুল ইত্যাদি। এই প্রকার ভুল লিপিপ্রমাদ নহে, শ্রুতিপ্রমাদ। অনুমান হয় সূতেরা পুরাণ বর্ণন করিতেন ও পুরাণকর্তা ঋষি তাহা লিখিতেন। এই কারণেই শ্রুতিপ্রমাদ সম্ভব। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিয়াছি॥ ২৩ অধ্যায় ৮৯ প্রকরণ॥ কাল ও প্রদেশভেদে পুরাণ লিখনে ব্রাহ্মী, দেবনাগরী, খরোষ্ঠী, বাংলা ইত্যাদি বিভিন্ন লিপির প্রয়োগ দেখা যায়। পুরাণ কোন্ লিপিতে লিখিত হইয়াছে জানিলে লিপিপ্রমাদ আবিষ্কার করা সহজ হইবে। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের ধারণা প্রাচীন হিন্দু লিখিতে জানিত না। লিখনের প্রমাণ না পাওয়ায় তাঁহারা এই অপূর্ব হাস্যকর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মী শব্দের এক অর্থ সংস্কৃত ভাষা, আবার ব্রাহ্মী লিপি সুপরিচিত। ব্রাহ্মী ভাষার লিপিই ব্রাহ্মী লিপি। পুরাকালে হয়ত ব্রাহ্মী লিপি ভিন্ন প্রকারের ছিল। মৎস্যপুরাণ ৩০।১৩ শ্লোকে দেবযানী যযাতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

রাজবদ্রূপবেশৌ তে ব্রাহ্মীং বাচং বিভর্ষি চ।
কিংনামা ত্বং কুতশ্চাসি কস্য পুত্রশ্চ শংস মে॥

অর্থাৎ, আপনার রূপ ও বেশ রাজার ন্যায় অথচ আপনি ব্রাহ্মী বাণী প্রয়োগ করিতেছেন, আপনার কি নাম, কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন এবং আপনি কাহার পুত্র। ব্রাহ্মী ভাষা তখনকার দিনে ব্রাহ্মণদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। মোহন-জ-দরো লিপি আবিষ্কারের পর পুরাতন ভারতে লিপিবিদ্যা জানা ছিল না বলা চলে না।

৬। পৌরাণিক কালমাপনা

১২। যুগকল্পনা

।৪৩। পুরাণের পঞ্চ লক্ষণের মধ্যে মন্বন্তর একটি। পূর্বেই বলিয়াছি কালনির্দেশ হিস্টরির বিশিষ্ট অঙ্গ। কালনির্দেশ করিতে না পারিলে সত্য কাহিনীরও ঐতিবৃত্তিক মূল্য হয় না। পুরাণকার ইহা বিশেষরূপেই জানিতেন এবং যে উপায়ে তিনি বিভিন্ন রাজন্যবর্গের কালনির্দেশ করিয়াছেন, মন্বন্তর অধ্যায়ে তাহাই বুঝাইয়াছেন।

'মন্বন্তরপ্রসঙ্গেন কালজ্ঞানঞ্চ কীর্ত্ত্যতে' ॥ বা ।১।৭৯ ॥

অর্থাৎ, মন্বন্তর প্রসঙ্গে কালজ্ঞানও বিবৃত করা হইয়াছে। পৌরাণিক কালনির্দেশপ্রণালী আধুনিক প্রণালী হইতে ভিন্ন। সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, তারিখ, মাস, বৎসর দ্বারা আমরা এখন কালনির্দেশ করি। ইংরেজী মতে যিশুখ্রীষ্টের জন্মবৎসরকে স্থির-বিন্দু ধরা হয়। দীর্ঘকাল শতক (century) বা অব্দসহস্রকে (millennium) নির্দিষ্ট হয়। যুগকল্পনাই পৌরাণিক কালনির্দেশের প্রধান ভিত্তি। হিন্দুধর্মের এক বিশেষ এই যে হিন্দু পুনরাবর্তনে বিশ্বাসী। হিন্দুমতে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় পুনঃপুন সংঘটিত হয়। 'সসর্জ সৃষ্টিং তদ্রূপাং কল্পাদিষু যথা পুরা' ॥ বা ।৬।৩৫ ॥ অর্থাৎ, ব্রহ্মা পূর্ব পূর্ব কল্পে যেরূপ সৃজন করিয়াছিলেন সেই রূপানুযায়ী সৃষ্টি করেন।

তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্ সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে।
তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ বি ।১।৫।৫৯ ॥

অর্থাৎ, তাহাদের মধ্যে পূর্বসৃষ্টিতে যাহার যে কর্ম নির্দিষ্ট ছিল পুনঃপুন সৃজ্যমান হইয়া তাহার সেই কর্মপ্রাপ্তিই ঘটে। এক সৃষ্টিকাল বা কল্পকালের মধ্যেও একই অবস্থার বার বার আবর্তনের কল্পনা দেখা যায়; এক মন্বন্তরকাল দেখিয়া অন্য অতীত এবং অনাগত মন্বন্তরের অবস্থা অনুমান করা যায়।

মন্বন্তরাণাং সর্ব্বেষামেতদেব চ লক্ষণম্।
অতীতানাগতানাঞ্চ বর্ত্তমানেন কীর্ত্ত্যতে ॥ বা ।১।১১৯ ॥

অর্থাৎ, সকল মন্বন্তরের ইহাই লক্ষণ যে অতীত ও অনাগত মন্বন্তরসমূহ বর্তমান মন্বন্তর দ্বারাই বিবৃত করা যায়।

।৪৪। এই আবর্তনের ধারণা প্রাচীন হিন্দু কোথা হইতে পাইয়াছিলেন বলা যায় না। বোধ হয় জ্যোতিষিক ঘটনাবলির পুনঃপুন আবর্তন দেখিয়া এই ধারণা তাঁহাদের মনে জাগিয়াছিল। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে ক্রমশ ধর্মাবস্থার একপাদ করিয়া হানি হয় ও পুনরায় কৃতযুগ প্রবর্তিত হয়; প্রতি কৃতযুগে একজন কপিল, প্রতি ত্রেতায় যজ্ঞপ্রবর্তন, প্রতি দ্বাপরে একজন ব্যাস ও প্রতি কলিতে একজন কল্কী অবতার হইবেন। এইরূপ নানা প্রকার ব্যাপারের আবর্তন কল্পিত হইয়াছে। যে কালে এইরূপ কোন একটি ব্যাপারের আবর্তন সংঘটিত হয় তাহাই যুগকাল। সৃষ্টির স্থিতিকালকে কল্পকাল বলে; সে জন্য কল্পকালকে এক বৃহৎ যুগ বলা যায়। সত্য, ত্রেতা প্রভৃতি এইরূপ এক একটি যুগ, মনুকালও যুগ। বৎসরও একটি যুগকাল। এক সূর্যোদয় হইতে আর এক সূর্যোদয়ও যুগকাল। মোট কথা যাহাই পুনঃপুন সংঘটিত হয় তাহারই এক আবর্তনকালকে যুগ বলা যাইতে পারে। যুগ শব্দের আদি অর্থ যুগ্ম বা জোড়া। কাল চলিতেছে, সূর্যোদয় ঘটনার সহিত সেই কালের মিলন হইল ও পরমুহূর্তেই বিচ্ছেদ ঘটিল কারণ সূর্যোদয়ের কোনও এক বিশেষ অবস্থা ক্ষণিক। সেই অবস্থা পুনরায় যখন ফিরিয়া আসিল তখন কালের সহিত তাহার পুনর্মিলন ঘটিল অর্থাৎ যুগ্ম হইল। চন্দ্র সূর্যের মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনেও এইরূপ যুগ্ম অবস্থার আবর্তন। ফলে দেখা যাইতেছে যে যুগকাল নানা প্রকার হইতে পারে। পুরাণকার কি প্রকার যুগমান প্রয়োগ করিয়াছেন ও তাহা কোন্ কালবিন্দু হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাই বিচার্য। মন্বন্তর প্রসঙ্গে পুরাণকার কি প্রকারে কালবিভাগ করিয়াছেন প্রথমত তাহাই দেখিব।

১৩। কালবিভাগ

।৪৫। কালবিভাগ সম্বন্ধে সব পুরাণ একমত নহে। সাধারণত যে বিভাগ দেখা যায় তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

১	নিমেষ	=	·২১৩ বা প্রায় $\frac{1}{8}$ সেকেণ্ড
১৫	নিমেষ	=	১ কাষ্ঠা = ৩·২ „
৩০	কাষ্ঠা	=	১ কলা = ৯৬ „
৩০	কলা	=	১ মুহূর্ত = ৪৮ মিনিট
৩০	মুহূর্ত	=	১ অহোরাত্র = ২৪ ঘণ্টা ॥ বি।২।৮।৫৫ ॥

৩০	অহোরাত্র	= ২ পক্ষ = ১ মাস
৬	মাস	= ১ অয়ন
২	অয়ন	= দক্ষিণ ও উত্তর = ১ বর্ষ
	দক্ষিণ অয়ন	= দেবরাত্রি
	উত্তর অয়ন	= দেবদিন ॥ বি ।১।৩।১০ ॥

৩০	অহোরাত্র	= ১ পিতৃ-অহোরাত্র
	কৃষ্ণপক্ষ	= পিতৃদিন
	শুক্লপক্ষ	= পিতৃরাত্রি
৩০	মানুষ মাস	= ১ পিতৃমাস
১২	মানুষ মাস	= ১ মানুষ বৎসর
		= ১ দেব-অহোরাত্র
৩৬০	মানুষ বৎসর	= ১ দেববৎসর ॥ ব্র ।৬১।৮-১৬ ॥

চতুর্যুগ	= ১২০০০ দিব্য বৎসর ॥ বি ।১।২।১২ ॥	
সত্য সন্ধ্যা	= ৪০০	১২০০০ দিব্য বৎসর
„ যুগ	= ৪০০০	
„ সন্ধ্যাংশ	= ৪০০	
ত্রেতা সন্ধ্যা	= ৩০০	
„ যুগ	= ৩০০০	
„ সন্ধ্যাংশ	= ৩০০	
দ্বাপর সন্ধ্যা	= ২০০	
„ যুগ	= ২০০০	
„ সন্ধ্যাংশ	= ২০০	
কলি সন্ধ্যা	= ১০০	
„ যুগ	= ১০০০	
„ সন্ধ্যাংশ	= ১০০	

চতুর্যুগ = ১২০০০ দৈব বর্ষ = ৪৩২০০০০ মানববৎসর

	মানববর্ষ	পৈত্র বর্ষ	দৈব বর্ষ
কৃত	১৭২৮০০০	৫৭৬০০	৪৮০০
ত্রেতা	১২৯৬০০০	৪৩২০০	৩৬০০
দ্বাপর	৮৬৪০০০	২৮৮০০	২৪০০
কলি	৪৩২০০০	১৪৪০০	১২০০
সমষ্টি	৪৩২০০০০	১৪৪০০০	১২০০০

১৪। কল্প, মনু, যুগ, যুগপাদ, জিহ্বা

।৪৬। চতুর্যুগের চারিটি পাদ—কৃত বা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। পাদগুলি অসম। কলির দ্বিগুণকাল দ্বাপর, ত্রিগুণ ত্রেতা ও চতুর্গুণ কৃতযুগ।

কলির কাল	= ১ জিহ্বা	
চতুর্যুগের প্রথম পাদ কৃত	= ৪ জিহ্বা	
" দ্বিতীয় পাদ ত্রেতা	= ৩ জিহ্বা	
" তৃতীয় পাদ দ্বাপর	= ২ জিহ্বা	
" চতুর্থ পাদ কলি	= ১ জিহ্বা	
চতুষ্পাদ চতুর্যুগ	= ১০ জিহ্বা	॥ বা।৩২।১৪ ॥

বিষ্ণু মতে ॥ ১।৩।২৭- ॥ এক মনুকাল	=	কিঞ্চিদধিক	৭১	চতুর্যুগ
	=	"	৭১ × ১২০০০	দিব্য বর্ষ
	=	"	৮৫২০০০	দিব্য বর্ষ
	=	"	৭১ × ৪৩২০০০০	মানববর্ষ
	=	"	৩০৬৭২০০০০	মানববর্ষ
১ কল্প = সসন্ধি ১৪ মনু	=	"	১৪ × ৩০৬৭২০০০০	মানববর্ষ
	=	"	৪২৯৪০৮০০০০	মানববর্ষ
১ কল্প = ১৪ মনু + ১৫ সন্ধি	=	১৪ মনু + ১৫ কৃতযুগপরিমিত কাল		
	=		১৪ × ৩০৬৭২০০০০	
			+ ১৫ × ৩৬০ × ৪৮০০	মানববর্ষ
	=		৪৩২০০০০০০০	মানববর্ষ

১ কল্প = ১৪ মনু + ১৫ সন্ধি	=	১০০০	চতুর্যুগ
	=	১	ব্রাহ্ম দিন
১ ব্রাহ্ম অহোরাত্র	=	২ × ১০০০	চতুর্যুগ
	=	৮৬৪০০০০০০·০	মানববর্ষ
১ ব্রাহ্ম বর্ষ	=	ব্রাহ্ম অহোরাত্র × ৩৬০	মানববর্ষ
	=	৩১১০৪০০০০০০০০০	মানববর্ষ
১ ব্রাহ্ম আয়ুষ্কাল	=	১০০	ব্রাহ্ম বর্ষ
	=	৩১১০৪০০০০০০০০০০	মানববর্ষ

মনুসংহিতা ॥ ১।৬৯-॥ এবং ভবিষ্য পুরাণ ॥ ১।৯৩-৯৯ ॥ মতে

চতুর্যুগ	=	১২০০০	মানুষবর্ষ
কৃত	=	৪৮০০	মানুষবর্ষ
ত্রেতা	=	৩৬০০	মানুষবর্ষ
দ্বাপর	=	২৪০০	মানুষবর্ষ
কলি	=	১২০০	মানুষবর্ষ
৭১ দৈব চতুর্যুগ	=	১	মনু
দৈব চতুর্যুগ	=	১২০০০ × ১২০০০	মানুষবর্ষ
	=	১৪৪০০০০০০	মানুষবর্ষ
দৈব যুগ × ১০০০	=	১ ব্রাহ্ম দিন = ১ ব্রাহ্ম রাত্র	
	=	১৪৪০০০০০০০০০০	মানুষবর্ষ
ব্রাহ্ম দিন + ব্রাহ্ম রাত্র	=	১ ব্রাহ্ম অহোরাত্র	
	=	১৮৮০০০০০০০০০০	মানুষবর্ষ
	=	অহোরাত্রবিদের মান	
৩৬০ ব্রাহ্ম অহোরাত্র	=	১	ব্রাহ্ম বৎসর
১০০ ব্রাহ্ম বৎসর	=	১	ব্রাহ্ম আয়ু
অহোরাত্রবিদের অহোরাত্র	=	২৮৮০০০০০০০০০০	মানববর্ষ
,, বর্ষ	=	১০৩৬৮০০০০০০০০০০	মানববর্ষ
,, ব্রাহ্ম আয়ু	=	১০৩৬৮০০০০০০০০০০০০	মানববর্ষ

।৪৭। যে সমস্ত কালসংখ্যা বিবৃত হইল তাহার যে-কোনটি যুগমানদণ্ডরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। একদিকে নিমেষ, লঘুস্বর উচ্চারণ করিতে বা চক্ষের নিমেষ ফেলিতে যে সময়, প্রায় ১ সেকেণ্ডের পঞ্চমাংশ আর একদিকে দশ কোটিগুণ কোটি বৎসরেরও অধিক কাল। এ অকূল পৌরাণিক কালসমুদ্রে দিঙ্‌নির্ণয় অসম্ভব মনে হওয়া আশ্চর্য নহে। নিমেষ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্ম আয়ুষ্কাল পর্যন্ত যে-কোন মান যুগ বলিয়া গণ্য হইতে পারে সত্য, কিন্তু পুরাণে যুগ শব্দ পারিভাষিক। সাধারণত ১২০০০ বৎসর যুগ বলিয়া কথিত। এই কাল মানুষমানেও হইতে পারে দেবমানেও হইতে পারে। বিভিন্ন পুরাণে, এমন কি একই পুরাণের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন যুগমানদণ্ডের উল্লেখ থাকিলেও কতকগুলি মূল সূত্র সহজেই ধরা পড়ে। যুগকাল যাহাই হউক না কেন, তাহা চারি পাদ ও দশ জিহ্বায় ভাগ করা হইয়াছে। এই চারি পাদ সমান নহে। চারি পাদের সমষ্টিকে চতুর্যুগ বলা হইয়াছে।

১৫। যুগনির্মাণ

।৪৮। জিহ্বার মান অনুসারে চতুর্যুগের পরিমাণ বিভিন্ন হইবে। মনুর চতুর্যুগ ও পুরাণের চতুর্যুগ সমান নহে। বায়ুপুরাণের ৩২ অধ্যায়ে বর্ণিত চতুর্যুগ ও ৫৭ অধ্যায়ে বর্ণিত চতুর্যুগ পৃথক; এক স্থানে মানুষমানে ১২০০০ ও অন্য স্থানে দৈব মানে ১২০০০ বৎসর। দ্রষ্টব্য এই যে চতুর্যুগের নির্মাণ বা কাঠাম বা গঠনপ্রণালী সর্বত্রই এক, পার্থক্য কেবল জিহ্বার মানে। যেখানেই সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশসমন্বিত চতুর্যুগের সংখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে সেইখানেই দেখা যায় যে তাহা দ্বাদশাত্মক। দ্বাদশাত্মক সংখ্যা চতুর্যুগের কাঠাম বা ছাঁচের মধ্যে ফেলিলে বিভাগ এইরূপ দাঁড়াইবে

দ্বাদশাত্মক চতুর্যুগ			জিহ্বা ক
কৃত	৪ জিহ্বা	=	৪.৮ × ক
ত্রেতা	৩ „	=	৩.৬ × ক
দ্বাপর	২ „	=	২.৪ × ক
কলি	১ „	=	১.২ × ক
			১২.০ × ক

এই বিভাগ আর এক প্রকারে দেখান যায়, যথা,

$$কৃত = ৪\cdot৮ক = ৪ক + \cdot৮ক = ৪ক + ২ \times \frac{৪ক}{১০}$$

ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিও এই প্রকারে বিভাজ্য

অর্থাৎ,		
	কৃত	$= \frac{৪ক}{১০} + ৪ক + \frac{৪ক}{১০}$
	ত্রেতা	$= \frac{৩ক}{১০} + ৩ক + \frac{৩ক}{১০}$
	দ্বাপর	$= \frac{২ক}{১০} + ২ক + \frac{২ক}{১০}$
	কলি	$= \frac{১ক}{১০} + ১ক + \frac{১ক}{১০}$

এরূপ বিভাগে লাভ হইল এই যে দ্বাদশাত্মক সংখ্যাগুলি দশাত্মকে পরিণত হইল। বিষ্ণুপুরাণবর্ণিত দিব্য দ্বাদশ সহস্র বৎসরের চতুর্যুগকে এই ভাবে বিভাগ করিলে পাওয়া যাইবে,—

যুগ	চতুর্যুগের জিহ্বা ১২০০ দৈব বৎসর	সন্ধ্যা যুগ সন্ধ্যাংশ
কৃত	$৪৮০০ = ৪ \times ১২০০ = \frac{৪০০০}{১০} + ৪০০০ + \frac{৪০০০}{১০}$	$= ৪০০ + ৪০০০ + ৪০০$
ত্রেতা	$৩৬০০ = ৩ \times ১২০০ = \frac{৩০০০}{১০} + ৩০০০ + \frac{৩০০০}{১০}$	$= ৩০০ + ৩০০০ + ৩০০$
দ্বাপর	$২৪০০ = ২ \times ১২০০ = \frac{২০০০}{১০} + ২০০০ + \frac{২০০০}{১০}$	$= ২০০ + ২০০০ + ২০০$
কলি	$১২০০ = ১ \times ১২০০ = \frac{১০০০}{১০} + ১০০০ + \frac{১০০০}{১০}$	$= ১০০ + ১০০০ + ১০০$
	দ্বাদশাত্মক সংখ্যা	দশাত্মক সংখ্যা

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন,

দিব্যৈর্ব্বর্ষসহস্রৈস্তু কৃতত্রেতাদি সংজ্ঞিতম্।
চতুর্যুগং দ্বাদশভিস্তদ্বিভাগং নিবোধ মে॥
চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্।
দিব্যাব্দানাং সহস্রাদি যুগেষ্বাহুঃ পুরাবিদঃ॥
তৎপ্রমাণৈঃ শতৈঃ সন্ধ্যা পূর্ব্বা তত্রাভিধীয়তে।
সন্ধ্যাংশকশ্চ তত্তুল্যো যুগস্যানন্তরো হি সঃ॥
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োরন্তর্যঃ কালো মুনিসত্তম।
যুগাখ্যঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞিতঃ॥

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্।
প্রোচ্যতে তৎ সহস্রঞ্চ ব্রহ্মণো দিবসং মুনে ॥ বি ।১।৩।১০-১৪ ॥

অর্থাৎ, দিব্য সহস্র বৎসরের দ্বাদশগুণ কালপরিমিত কৃত ত্রেতাদি সংজ্ঞিত যে চতুর্যুগ তাহার বিভাগ শ্রবণ কর। যথাক্রমে চারগুণ, তিনগুণ, দ্বিগুণ ও একগুণ সহস্র দিব্যাব্দ-কালে কৃতাদি যুগ হয় পুরাবিদেরা এ কথা বলেন। সেই অনুযায়ী শতসংখ্যক কালে পূর্বগামী যুগসন্ধ্যা হয় এবং সেই পরিমাণই সন্ধ্যাংশ যুগের অনন্তরকাল। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্তী যে কাল, হে মুনিসত্তম, তাহাই কৃত ত্রেতাদি যুগ নামে অভিহিত। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে যে চতুর্যুগ হয়, হে মুনি, তাহারই সহস্র সংখ্যা ব্রাহ্ম দিবস বলিয়া উক্ত হয়। অর্থাৎ,

যুগ	সন্ধি	দৈব বৎসর
	কৃতসন্ধ্যা	৪০০
কৃতযুগ		৪০০০
	কৃতসন্ধ্যাংশ	৪০০
	ত্রেতাসন্ধ্যা	৩০০
ত্রেতাযুগ		৩০০০
	ত্রেতাসন্ধ্যাংশ	৩০০
	দ্বাপরসন্ধ্যা	২০০
দ্বাপর যুগ		২০০০
	দ্বাপরসন্ধ্যাংশ	২০০
	কলিসন্ধ্যা	১০০
কলিযুগ		১০০০
	কলিসন্ধ্যাংশ	১০০
সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশসমন্বিত চতুর্যুগ =		১২০০০

।৪৯। এই বিভাগে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ বাদ দিয়া যুগকাল ধরিতে হইবে। যুগকালসংখ্যা দশাত্মক। দ্বাদশাত্মক কালকে দশাত্মক করিতে হইয়াছে বলিয়া সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ কল্পনা। কৃত, ত্রেতাদি কাল সমান নহে। এই বিভাগ হইতে বুঝা যায় যুগসংখ্যা দাশমিক ছিল এবং কোন কারণে তাহা

দ্বাদশাত্মক করিতে হইয়াছিল। আদিম বিভাগ স্পষ্ট করিবার জন্যই সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ কল্পিত হইয়াছে। যুগবিভাগের আরও দুই একটি মূল সূত্র ধরা পড়িতেছে। কৃত ত্রেতাদি, ইহাদের কোন একটি হইতে বৃহত্তর যুগকল্পনা হয় নাই কিন্তু কৃত ত্রেতাদির সমষ্টি অর্থাৎ চতুর্যুগের সহস্রগুণ কালই বৃহত্তর যুগ, ব্রাহ্ম দিন বা কল্প। যুগপাদ অসম হওয়ায় সহস্র চতুর্যুগ চতুঃসহস্র যুগের সমান নহে। পুরাণে কুত্রাপি চতুঃসহস্র যুগের উল্লেখ নাই, যেখানেই কল্পের কথা আছে সেখানেই 'সহস্র চতুর্যুগ' বলা হইয়াছে। চতুর্যুগ শব্দ পারিভাষিক। অনেক সময় চতুর্যুগকে মাত্র যুগ বলা হইয়াছে, যথা,

বিদ্যাদ্দ্বাদশসাহস্রীং যুগাখ্যাং পূর্ব্বনির্ম্মিতাম্।

এবং সহস্রপর্যান্তং তদহর্ব্রাহ্মমুচ্যতে ॥ মৎস্য ।১৬৫।১৯ ॥

অর্থাৎ, পূর্বনির্মিত দ্বাদশসহস্রাত্মক কালকে যুগ নামে জানিবে। এইরূপ সহস্র যুগে যে দিন তাহা ব্রহ্মার দিন বলিয়া কথিত।

সহস্রযুগপর্যান্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ॥ গীতা ।৮।১৭ ॥

অর্থাৎ, সহস্রযুগপরিমাণ কালকে ব্রহ্মার দিন বলিয়া জানিও।

কল্প = যুগসহস্র ॥ বা ।৫।৫২।৬।৬ ॥

বায়ুতে একই কাল দুই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যথা,

তস্মিন্ যুগসহস্রান্তে সংস্থিতে ব্রহ্মণোঽহনি ॥ বা ।৭।৫৮ ॥

অর্থাৎ, সেই যুগসহস্রান্তে ব্রহ্মার দিনক্ষয় হইলে।

চতুর্যুগসহস্রান্তে সর্ব্বতঃ সলিলাবৃতে ॥ বা ।৭।৭১ ॥

অর্থাৎ, চতুর্যুগসহস্রান্তে সকল স্থান সলিলাবৃত হইলে।

মহাযুগসহস্রাণি ॥ বা ।১১।২ ॥ অর্থাৎ, সহস্র মহাযুগ।

অতএব চতুর্যুগ, যুগ, মহাযুগ এই সকল শব্দ সমার্থবাচক এবং চতুর্যুগের কৃত ত্রেতাদি অসমান বিভাগ এক যুগের অন্তর্বিভাগ মাত্র। মূল দুই যুগের মধ্যে সন্ধিকল্পনা নাই; অন্তর্বিভাগে সন্ধি। আরও একটি মূল সূত্র এখানে উল্লেখ করিব। মনুকাল ৭১ যুগ বা ৭১ চতুর্যুগ। পূর্বে যে কথা বলিলাম তাহা হইতে দেখা যাইবে যে পুরাণে মনুকাল কখন ৭১ যুগ এবং কখন ৭১ চতুর্যুগ বলায় কোন বিরোধ ঘটে নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে মনুসন্ধি ও কৃত ত্রেতাদির যুগসন্ধি বিভিন্ন। মনুসন্ধির পরিমাণ কৃতযুগসম কাল। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। এই দ্বাদশ সহস্র বৎসরের যুগকে কেহ মানুষ-বৎসরের কেহ বা দৈব বৎসরের বলিতেছেন। মৎস্য ।১৪২।১৬ শ্লোকে বলিতেছেন,

ইত্যেতদৃষিভির্গীতং দিব্যয়া সংখ্যয়া দ্বিজাঃ।
দিব্যেনৈব প্রমাণেন যুগসংখ্যা প্রকল্পিতা॥

অর্থাৎ, হে দ্বিজগণ, এই যাহা বলিলাম তাহা ঋষিগণ কর্তৃক দিব্য সংখ্যায় কথিত হইয়াছে। দিব্য মানেই যুগসংখ্যা কল্পিত।

পুনশ্চ,

দিব্যেনৈব প্রমাণেন যুগসংখ্যাপ্রকল্পনম্॥ বা।৫৭।২১॥

অর্থাৎ, দিব্য মানেই যুগসংখ্যার কল্পনা।

অপর পক্ষে মৎস্য ১৬৫ অধ্যায়ে যুগসংখ্যা মানুষমানেই করিয়াছেন মনে হয়; দৈব কথার উল্লেখ নাই। মনুতে মানুষবৎসরেই যুগ। মনু দুই প্রকার যুগ উল্লেখ করিয়াছেন, এক মানুষ দ্বাদশসহস্র বৎসরে অপর মানুষযুগের দ্বাদশ সহস্রগুণ অর্থাৎ মানুষমানের ১৪৪০০০০০০ বৎসরে; শেষোক্তটিকে মনু দৈব যুগ বলিয়াছেন॥ মনু ১।৭১॥ অহোরাত্রবিদের কাল এই দৈব যুগের মানে নির্মিত।

৭। যুগনির্ণয়

।৫০। সংক্ষেপে মূল সূত্রগুলি পুনর্বার বলিতেছি। যুগ ও চতুর্যুগ একই কথা। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চতুর্যুগের অসমান অন্তর্বিভাগ মাত্র। ৭১ যুগে বা চতুর্যুগে এক মনু। সসন্ধি ১৪ মনুতে এক কল্প বা ব্রাহ্ম দিন। এক কল্পে ১০০০ যুগ বা চতুর্যুগ। যুগ বা চতুর্যুগ ১২০০০ বৎসর; কেহ ইহাকে দৈব বৎসর বলেন, কেহ বা ইহাকে মানুষ-বৎসর বলেন। অনেক স্থলে চতুর্যুগের অন্তর্বিভাগ কৃত ত্রেতাদিও যুগ নামে অভিহিত হইয়াছে, যথা, কৃতযুগ, কলিযুগ, ইত্যাদি।

১৬। ধর্মযুগ

।৫১। বৃহৎ সংখ্যা কল্পনা করিতে হইলে ১০০, ১০০০ প্রভৃতি দাশমিক অঙ্ক মনে আসা স্বাভাবিক। ইংরেজী century বা শতক ও millennium বা অব্দসহস্রক এই নিয়মেই কল্পিত হইয়াছে। দাশমিক বিভাগের আবিষ্কর্তা হিন্দু যে ১০০০ যুগে কল্প স্থির করিবেন ইহা বিচিত্র নহে কিন্তু যুগমানে ১২, ১৪ ও ৭১ এই সকল অদ্ভুত সংখ্যা কোথা হইতে আসিল? এই প্রশ্নের সমাধান হইলে যুগরহস্য উদ্ঘাটিত হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি যে যুগ শব্দের অর্থ cycle বা কালচক্র অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট কালবিন্দু হইতে আরম্ভ হইয়া যে কালচক্রের এক আবর্তন সম্পূর্ণ হইলে পুনরায় সেই পূর্বনির্দিষ্ট বিন্দুকালীন ঘটনাবলির পূর্ববৎ সমাবেশ হয়। এই ঘটনাবলি জ্যোতিষিক ঘটনা বা অপর কোন ব্যাপারও হইতে পারে। অতএব যুগকাল প্রত্যেক আবর্তনে সমান থাকিবে। এই হিসাবে অসমান কৃত ত্রেতাদিকে যুগ বলা যায় না। 'চতুর্যুগ' কাল অবশ্যই যুগ হইতে পারে কিন্তু দ্বাদশ সহস্র মানুষ বা দৈব বৎসরে কি ঘটনার আবর্তন হয় আমাদের তাহা জানা নাই। সূর্যসিদ্ধান্তে আছে 'কৃতাদীনাং ব্যবস্থেয়ং ধর্মপাদব্যবস্থয়া' ॥ ১।১৬॥ অর্থাৎ কৃতাদি কল্পনা ধর্মপাদ হিসাবে। কৃতে ধর্ম চতুষ্পাদ অর্থাৎ পূর্ণ; ত্রেতায় তাহা এক পাদ কম; মানুষের মনে তখন অল্প পাপবুদ্ধি প্রবেশ করিয়াছে; দ্বাপরে ধর্ম দ্বিপাদ ও কলিতে পাপ বৃদ্ধি হইয়া ধর্ম এক পাদ মাত্র থাকে। অর্থাৎ সৃষ্টির পর হইতে মনুষ্যের মনে পাপবুদ্ধি ক্রমে বৃদ্ধি পায় ও ধর্মনাশের পর পুনরায় সত্যযুগ আবর্তিত হয়। পুরাণে এই কল্পনার ভূরি ভূরি

প্রমাণ আছে। বায়ুপুরাণে ৫৭, ৫৮ ও ৫৯ অধ্যায়ে এই চতুর্বিধ যুগাবস্থার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাইবে। কৃত ত্রেতাদি কল্পনা যে ধর্মমূলক তাহার আরও প্রমাণ এই যে ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন বর্ষের প্রতি এই চতুর্যুগ কল্পনা প্রযোজ্য নহে। ভারতবর্ষই কর্মভূমি বা ধর্মভূমি, অন্য সমস্ত দেশ ভোগভূমি।

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন ক্বচিৎ॥ বি।২।৩।১৯॥

অর্থাৎ, হে মহামুনি, এই ভারতবর্ষেই কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ আছে, অন্য কোথাও তাহা নাই।

।৫২। বায়ুপুরাণ ২৪।১ শ্লোকেও এইরূপ কথা আছে। প্লক্ষদ্বীপ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন যে তথায় 'ত্রেতাযুগসমঃ কালঃ সর্ব্বদৈব মহামতে'॥ বি।২।৪।১৪॥ এই প্রকার উক্তি আরও বহু স্থানে আছে। মহাভারতে উদ্‌যোগ পর্বে কৃষ্ণ-কুন্তীসংবাদে বিদুলার উপাখ্যান বর্ণনা প্রসঙ্গে কুন্তী বলিতেছেন যে কালপ্রভাবে রাজার দোষগুণ হয় এ প্রকার ভাবনা যথার্থ নহে। রাজার সদসৎ কর্ম অনুসারেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর বা কলিযুগ উৎপন্ন হয়। ধর্মাবস্থাকে যুগঘটনা ধরিয়া এক কৃত বা ত্রেতা হইতে অপর কৃত বা ত্রেতা পর্যন্ত কালকে ধর্মাবস্থাসাম্যহেতু যুগ বলা যাইতে পারে কিন্তু এই যুগের পরিমাণ চতুর্যুগই হইবে ও কৃত ত্রেতাদি এই চতুর্যুগের অসমান অন্তর্বিভাগ বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে। যদি কৃত ত্রেতাদির পরিমাণ সমান বলিয়া মানি তবে তাহারা যুগ বলিয়া গণিত হইতে পারে সত্য কিন্তু ইহার প্রয়োজনাভাব, কারণ তখন কৃত ত্রেতাদির পরস্পর কোন পার্থক্য থাকে না, তাহারা সেই চতুর্যুগের সমান্তরাল অন্তর্বিভাগ হয়। এই সকল যুক্তিদ্বারা বুঝা যাইবে যে কৃত ত্রেতাদিকে কখনই পৃথক কালনির্দেশক যুগ বলিয়া ধরা হয় নাই। 'চতুর্যুগ' বা যুগই কালমানদণ্ড। পূর্বে পুরাণ হইতেও ইহার প্রমাণ দিয়াছি। দৈব মানে চতুর্যুগ ৩৬০ × ১২০০০ অর্থাৎ ৪৩২০০০০ বৎসর। মনুমতে ১২০০০ × ১২০০০ = ১৪৪০০০০০০ বৎসর। এই দীর্ঘকালের যুগ মানুষের কোন কার্যেই আসিতে পারে না। তবে এ কল্পনা কেন হইল? বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হিসাবে এই কাল নগণ্য। অহোরাত্রবিদ্‌গণ এই কালকেও যথেষ্ট মনে করেন নাই। তাঁহারা এই দৈব চতুর্যুগের ১০০০ গুণ কালকে কল্পকাল ধরিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ১৪৪০০০০০০০০০ বৎসর হইল পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানীও এইরূপ একটা বৃহৎ সংখ্যা সৃষ্টিকাল বলিয়া নির্দেশ করেন। অহোরাত্রবিৎ কি উপায়ে কল্পকাল স্থির করিয়াছেন জানিতে কৌতূহল হয়। হয়ত তিনি

ইহা যোগবলে নির্ণয় করিয়াছেন, হয়ত বা তাঁহার উক্তির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল কিংবা হয়ত তিনি আন্দাজেই বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আরও কথা বলিতে হইবে।

১৭। পঞ্চবর্ষাত্মক লঘুলৌকিক যুগ

।৫৩। বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে চতুর্যুগপরিমিত কাল উপযুক্ত মান বলিয়া ধরা যাইতে পারে কিন্তু লৌকিক কার্যে এই মান অচল। পুরাকালে লৌকিক মান কি ছিল তাহা অনুসন্ধেয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই লৌকিক মান পুরাণে সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বি।২।৪।৯ শ্লোকে আছে জম্বুদ্বীপের বর্ষাচলের অধিবাসিগণের চিরকাল অর্থাৎ কল্পকাল পরে মৃত্যু হয়। পুনরায় ১৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে তাহারা সুস্থ শরীরে ৫০০০ বৎসর কাল জীবিত থাকে। অতএব কল্পকাল এই হিসাবে ৫০০০ বৎসর। ১০০০ যুগে এই কল্প। এক যুগে ৫ বৎসর হইল। বহু স্থানে এই ৫ বৎসরের যুগের স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং এই কাল সম্বন্ধে পারিভাষিক যুগ শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। মৎস্য। ১৪২।১৭, ১৮ শ্লোকে সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদ্বৎসর, অনুবৎসর ও রুদ্রবৎসরের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে 'পঞ্চাব্দা যে যুগাত্মকাঃ' অর্থাৎ ইহারা যুগাত্মক পঞ্চাব্দ।

।৫৪। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন,

> সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্মাসবিকল্পিতাঃ।
> নিশ্চয়ঃ সর্ব্বকালস্য যুগমিত্যভিধীয়তে॥
> সংবৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।
> ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ।
> বৎসরঃ পঞ্চমশ্চাত্র কালোঽয়ং যুগসংজ্ঞিতঃ॥ বি।২।৮।৬৬, ৬৭॥

অর্থাৎ, চারি প্রকার মাস (সৌর, সাবন, চান্দ্র ও নাক্ষত্র) অনুসারে বিভক্ত সংবৎসরাদি পঞ্চ বৎসর সকল কালের নির্ণায়ক এবং যুগ নামে অভিহিত। প্রথম সংবৎসর, দ্বিতীয় পরিবৎসর, তৃতীয় ইদ্বৎসর, চতুর্থ অনুবৎসর এবং পঞ্চম বৎসর, এই কাল যুগ নামে পরিচিত। বা।৩১।২৭॥ ও বা।৫০।১৮৩, ১৮৪॥ পূর্ববৎ, কেবল 'মাস' স্থলে 'মান' বলা হইয়াছে।

> সৌরং সৌম্যন্তু বিজ্ঞেয়ং নাক্ষত্রং সাবনং তথা।
> নামান্যেতানি চত্বারি যৈঃ পুরাণং বিভাব্যতে॥ বা।৫০।১৮৯॥

অর্থাৎ, সৌর, সৌম্য, নাক্ষত্র এবং সাবন এই চারি নামের মান পুরাণে বর্ণিত আছে।

শ্রবণান্তং শ্রবিষ্ঠাদি যুগং স্যাৎ পঞ্চবার্ষিকম্ ॥ ব্র।৫৮।১১৬ ॥

অর্থাৎ, শ্রবিষ্ঠা হইতে আরম্ভ এবং শ্রবণায় শেষ যে পঞ্চবার্ষিক কাল তাহা যুগ। কলা কাষ্ঠাদির ভেদে অধিমাস, পূর্ণিমা ইত্যাদি হয়। মাসের মিলনে একটি বৎসর হয়।

সংবৎসরাস্ততো জ্ঞেয়াঃ পঞ্চাব্দা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
তস্মাত্তু ঋতবো জ্ঞেয়া ঋতবো হ্যন্তবাঃ স্মৃতাঃ॥
তস্মাদন্নমুখা জ্ঞেয়া অমাবাস্যাস্তু পর্ব্বণঃ।
তস্মাত্তু বিষুবং জ্ঞেয়ং পিতৃদেবহিতং সদা॥
এবং জ্ঞাত্বা ন মুহ্যেত দৈবে পিত্র্যে চ মানবঃ। বা।৫০।২০২-২০৪ ॥

অর্থাৎ, তদনন্তর ব্রহ্মার পুত্রস্থানীয় পঞ্চাব্দ সংবৎসরসমূহকে জানিতে হইবে। তাহা হইতে ঋতুসমূহ জানা যাইবে, ঋতুসকল তাহাদেরই অংশ। তাহা হইতে অন্নমুখসমূহ এবং অমাবস্যা পর্ব সকল জ্ঞাতব্য। তাহা হইতে বিষুব এবং পিতৃদিন ও দিবা দিন জানিতে হইবে। এই সকল জানিলে দিব্য, পৈত্র এবং মানবকাল গণনায় মোহপ্রাপ্ত হইতে হইবে না।

ইত্যেতৎ পঞ্চবর্ষং হি যুগং প্রোক্তং মনীষিভিঃ ॥ ব্র।৩১।২৭ ॥

অর্থাৎ, মনীষিগণ এই পঞ্চ বর্ষকে যুগ বলিয়াছেন।

পূর্ব্বমেব ময়োক্তস্তে কালস্তু যুগসংজ্ঞিতঃ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ যুগাদিঃ কলিনা সহ ॥ ব্র।৩৩।৬ ॥

অর্থাৎ, তোমাকে পূর্বেই কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ সহ যুগনামা কালের কথা বলিয়াছি।

ইত্যেতৎ পঞ্চবর্ষং হি যুগং প্রোক্তং মনীষিভিঃ।
যচ্চৈব পঞ্চধাত্মা বৈ প্রোক্তঃ সংবৎসরো দ্বিজৈঃ ॥ বা।৩১।৪৯ ॥

অর্থাৎ, মনীষিগণ এই পঞ্চ বৎসরকে যুগ বলেন, যাহা দ্বিজগণ কর্তৃক পঞ্চধাত্মা সংবৎসর নামে কথিত।

তদা সংবৎসরো ভূত্বা যজ্ঞরূপো ভবিষ্যতি।
ষড়ঙ্গশ্চ ত্রিশীর্ষশ্চ ত্রিস্থানস্ত্রিশরীরবান্ ॥
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্।
এতস্য পাদাশ্চত্বার অঙ্গানি ক্রতবস্তথা ॥ বা ॥ ২৩।১০৪, ১০৫ ॥

অর্থাৎ, তৎকালে তিনি ষড়ঙ্গ, ত্রিশীর্ষ, ত্রিস্থান এবং ত্রিশরীরবান সংবৎসর হইয়া যজ্ঞরূপী হইবেন। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চতুর্যুগ ইহার চারি পাদ এবং ক্রতুসকল ইহার অঙ্গ।

।৫৫। সংবৎসরকে পঞ্চাব্দ বলায় কৃত ত্রেতাদি বিভাগ আদিতে পঞ্চবৎসর কালের মধ্যেই ধরা হইত মনে হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৩৩।৬ শ্লোক হইতেও দেখা যায় যে পঞ্চবৎসরাত্মক যুগের মধ্যেই কৃতাদি বিভাগ ধরা হইত। এই সকল পুরাণোদ্ধৃত বচন হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ৫ বৎসরের লৌকিক যুগ প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন ৪, ১২ বা ২৮ বৎসরেও যুগকাল নির্ণীত হইত কিন্তু এই সকল উক্তির একান্ত প্রমাণাভাব। ৫ ব্যতীত পুরাণে কুত্রাপি ৪ বৎসর বা অপর কোন লঘু সংখ্যার যুগের উল্লেখ নাই। পারিভাষিক যুগ শব্দ কেবল ৫ বৎসর ও ১২০০০ বৎসর (দৈব বা মানুষ) কাল সম্বন্ধে প্রযোজ্য। পুরাণে ঐতিবৃত্তিক উদ্দেশ্যে আর এক মান কল্পিত হইয়াছিল। তাহাও যুগশব্দবাচ্য। পরে ইহার কথা বলিব।

।৫৬। পুরাণে কথিত হইয়াছে ১০০০ যুগে কল্প। যুগ ৫ বৎসরের ধরিলে কল্পকাল ৫০০০ বৎসর হয়। 'গ্রহমঞ্জরী' নামে এক জ্যোতিষের পুঁথি আছে। এই পুঁথি আমি এখানে কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই। Cambridge University Libraryতে এই পুঁথি রক্ষিত আছে শুনিয়াছিলাম। সেখান হইতে আমি ইহার নকল আনাইয়াছিলাম কিন্তু এই পুঁথি খণ্ডিত। বেণ্ট্‌লী সাহেব Asiatick Researches, Vol. VIII, page 227 গ্রহমঞ্জরী হইতে ৫ বৎসরের মহাযুগ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা, সত্য ২ বৎসর, ত্রেতা ১॥ বৎসর, দ্বাপর ১ বৎসর ও কলি ৬ মাস। মোট ৫ বৎসরে মহাযুগ ও ৫০০০ বৎসরে এক কল্প। বেণ্ট্‌লীর মতে এই বিভাগ অতি প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল। গ্রহমঞ্জরী ৫০০০ বৎসরের কল্প সমর্থন করিতেছে। বায়ুর একত্রিংশ অধ্যায়ে ঋষিরা কাল সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন (৩১।১২, ২৩) এবং সূত কালবিভাগ বর্ণনায় পঞ্চবর্ষাত্মক যুগের উল্লেখ করিয়াছেন (৩১।২৬, ২৭, ৪৯); এই অধ্যায়ে অন্য কোন মানের যুগের উল্লেখ নাই। পরবর্তী দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে সূত বলিতেছেন 'পূর্বমেব ময়োক্তস্তে কালস্তু যুগসংজ্ঞিতঃ॥ কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ যুগাদিঃ কলিনা সহ।' ইত্যাদি॥ ৩২।৬, ৭॥ এই উক্তিতে ৩১শ অধ্যায়ের যুগই উদ্দিষ্ট সন্দেহ নাই। অতএব আদিতে পঞ্চবর্ষাত্মক যুগের মধ্যেই কৃতাদি বিভাগ ছিল। ৫ বৎসরের যুগকে লঘুলৌকিক যুগ বলিব ও ৫০০০ বৎসরের কল্পকে লৌকিক কল্প বলিব। ৫ বৎসরের মধ্যে ধর্মাবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় না এ জন্য পুরাণকার এই লঘুযুগের কৃতাদি বিভাগের বিশেষ আলোচনা করেন নাই। ৫ বৎসরের লঘুযুগ হইতে ৫০০০ বৎসরের কল্প নির্মিত হইয়াছে এবং এই কল্পকালকে কৃতাদি ন্যায়ে বিভাগ করিতে কোন বাধা নাই। পুরাণকার রাজগণের কালনির্দেশে যে কৃতাদির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ৫০০০ বৎসরের

কল্পেরই অন্তর্বিভাগ। পরে এ কথার আলোচনা করিয়াছি। অহোরাত্রবিদের কল্পকাল অতি দীর্ঘ, ১২০০০ দৈব বৎসরের সহস্রগুণ ; এই দীর্ঘকালেই সৃষ্টি লয় হয়। অহোরাত্রবিদের কল্পের সহিত আমাদের আপাতত কোন সম্পর্ক নাই। কৃত ত্রেতাদি ধর্মযুগ অহোরাত্রবিদের যুগের অন্তর্গত ধরিলে তাহা সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের তারতম্যজ্ঞাপক ধরিতে হইবে। লৌকিক কল্পে কৃত ত্রেতাদি বিভাগ ধর্মাবস্থাজ্ঞাপক। পুরাণকারকে সৃষ্টি হইতে কাহিনী আরম্ভ করিতে হইয়াছে, অগত্যা তাঁহাকে অহোরাত্রবিদের দৈব যুগে কাল পরিমাপ করিতে হইয়াছে। পুরাণকার সৃষ্টির পুনঃপুনঃ আবর্তন মানেন, সুতরাং তিনি অহোরাত্রবিদের কল্পকেই বৃহত্তম যুগ কল্পনা করিয়াছেন। লৌকিক ৫০০০ বৎসরেব কল্পের সহিত পার্থক্য নির্দেশের জন্য অহোরাত্রবিদের কল্পকে মহাকল্প বলিব। বহু বার সৃষ্টি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে ও বহু বার তাহা লয় পাইয়াছে, অতএব বহু মহাকল্প গত হইয়াছে। মহাকল্পকে ব্রহ্মার দিন ধরিয়া সেই মানে ১০০ বৎসর, অর্থাৎ ১০০ × ৩৬০ মহাকল্প ব্রহ্মার আয়ু। মহাকল্পান্তে যে প্রলয় হয় তাহাতে বিশ্ব ধ্বংস হইলেও মহাভূত থাকিয়া যায় কিন্তু ব্রহ্মার আয়ু শেষ হইলে যে মহাপ্রলয় হয় তাহাতে পঞ্চ ভূতও অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। ইহাই পৌরাণিক কল্পনা।

৮। মন্বন্তর

।৫৭। স্মরণ রাখিতে হইবে যে পুরাণকার কেবল সৃষ্টিকালই বিচার করেন নাই। তাঁহাকে পূজা, পার্ব্বণ, রাজচরিত ইত্যাদি সাধারণ লৌকিক ব্যাপারও আলোচনা করিতে হইয়াছে। ৫ বৎসরের যুগ এই কার্য্যের উপযোগী কিন্তু ইতবৃত্ত বর্ণনকল্পে ৫ বৎসরের যুগ যথেষ্ট নহে। মান্ধাতা কোন্ কালে ছিলেন, রাম কবে রাজত্ব করিয়াছেন, কৃষ্ণ কবে জন্মগ্রহণ করিলেন, এই সকল ব্যাপারও পুরাণকারকে নির্দেশ করিতে হইয়াছে। অতএব তাঁহাকে দীর্ঘতর লৌকিক যুগও কল্পনা করিতে হইয়াছে। পুরাণে আছে মান্ধাতা পঞ্চদশ যুগে ছিলেন, রাম চতুর্বিংশতিতম যুগে ছিলেন, ইত্যাদি। দীর্ঘলৌকিক যুগের সন্ধান পাইলে এই সকল কথার অর্থনির্ণয় হইতে পারে। প্রথমেই মনে হয় ১০০ বৎসরে এই দীর্ঘলৌকিক যুগ কল্পিত হওয়া স্বাভাবিক। ইংরেজী ইতবৃত্তে ইহাই century। বা।৩১।২৫ শ্লোকে এবং ব্রহ্মাণ্ডে ৩২।২৫ শ্লোকে আছে 'সংবৎসরশতং হ্যস্য নাম চাস্য কলাত্মকম্' অর্থাৎ শত সংবৎসরের নাম কলা। পুনশ্চ শুক বলিতেছেন 'সন্ধ্যাংশয়োরন্তরেণ যঃ কাল শতসংখ্যকঃ। তমেবাহুর্যুগং তজ্জ্ঞা যত্র ধর্ম্মো বিধীয়তে'॥ বি।১।৩।১২ শ্রী॥ অর্থাৎ যুগবিদ্‌গণ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের অন্তর্গত যে শতসংখ্যক কাল তাহাকে যুগ নামে অভিহিত করেন; এই কালে ধর্মবিধি প্রবর্ত্তিত হয়। বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও শুকোক্তি শত বৎসর মানের সপক্ষে কিন্তু পরে দেখা যাইবে যে এই মান পুরাণের প্রাচীন অংশে এক স্থল ব্যতীত অন্য কোথাও প্রযুক্ত হয় নাই। শুকোক্তির শতসংখ্যক শব্দের অর্থ শত বৎসর না হইয়া শতাত্মক হইতে পারে। পৌরাণিক কালমাপনা প্রসঙ্গে যে যুগ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা শতাত্মক। শত বর্ষ কাল লঘুযুগের ২০ গুণ। ৫ বৎসরের যুগ নৈসর্গিক জ্যোতিষিক যুগ কিন্তু ১০০ বৎসর কাল পূর্ণ বিংশতি যুগ হইলেও নৈসর্গিক নহে। ৫ বৎসরের যে কোন গুণিতক বা multiple দ্বারা যুগ নির্ণীত হইতে পারিত। পুরাণকার দীর্ঘলৌকিক যুগের জন্য নৈসর্গিক গুণিতকের সন্ধান করিয়াছিলেন; শত সংখ্যার মোহদ্বারা তিনি আবিষ্ট হন নাই। লৌকিক যুগের নৈসর্গিক গুণিতক কি পাওয়া যাইতে পারে স্থির করিতে হইলে লৌকিক লঘুযুগের পরিমাণ ৫ বৎসর কেন স্থির হইয়াছিল জানা দরকার।

।৫৮। সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্মাসবিকল্পিতাঃ।
নিশ্চয়ঃ সর্ব্বকালস্য যুগমিত্যভিধীয়তে॥ বি।২।৮।৬৬॥

অর্থাৎ, চতুর্মাস (সৌর, সাবন, চান্দ্র এবং নাক্ষত্র) অনুসারে বিভক্ত সংবৎসরাদি পঞ্চবর্ষ সকল কালের নিশ্চয় এবং যুগ নামে অভিহিত। এই শ্লোক বিশেষ যত্নসহকারে বিচার্য। পঞ্চবর্ষাত্মক যুগকে 'চতুর্মাসবিকল্পিতাঃ' অর্থাৎ চারি প্রকার মাস দ্বারা বিভক্ত এবং ইহা সর্বকালের 'নিশ্চয়ঃ' অর্থাৎ সর্বপ্রকার কালবিভাগ ইহার দ্বারাই স্থিরীকৃত হয় বলা হইয়াছে। কোন কোন পুরাণে মাস স্থলে মান আছে। মাসই এই যুগের মান বা একক বা unit। উভয় পাঠই গ্রাহ্য। চারি প্রকার মাসের মান দ্বারা এই যুগকাল নির্ণীত হয়। হিন্দু পুরাণকার ও জ্যোতিষী চারি প্রকারের মাসের সহিত পরিচিত, যথা, সাবন, সৌর, চান্দ্র ও নাক্ষত্র। সাবন মাসে ৩০ সূর্যোদয়, সৌর মাসে সূর্য এক রাশি গমন করেন, চান্দ্র মাস শুক্লপ্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত কাল এবং নাক্ষত্র মাস চন্দ্রের ২৭ নক্ষত্র ভোগকাল। এক দিনে শুক্লপ্রতিপদ চন্দ্র ও সূর্যের সমান নক্ষত্র ও সংক্রান্তি ঘটিলে চারি প্রকার মাসই যুগপৎ প্রবর্তিত হয় ও ক্রমে তাহাদের ইতরবিশেষ ঘটিয়া ৫ সৌর বৎসর পরে সকল প্রকার মাসেরই পূর্ণ সংখ্যায় আবর্তন সম্পন্ন হয় ও প্রথমাবস্থা ফিরিয়া আসে। ৫ সৌর বৎসরে ৬০ সৌর মাস, ৬১ সাবন মাস, ৬১ চান্দ্র মাস ও ৬৭ নাক্ষত্র মাস পূর্ণ হয়। ৫ বৎসরের মধ্যে এমন কোন কালবিন্দু নাই যেখানে এই চারি প্রকার মাসই পূর্ণসংখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব চারি প্রকার মাস মানে ৫ বৎসর কালই লঘুতম যুগ। ইহা অপেক্ষা উত্তম যুগকল্পনা হইতে পারে না। এই কালের অন্তে চারি প্রকার জ্যোতিষিক ঘটনা পুনঃপুন যুগপৎ প্রবর্তিত হইতেছে। মাসই যে এই যুগের একক বা unit বা মান তাহা পরিস্ফুট। ৫ বৎসরের যুগ জ্যোতিষিক ঘটনার দ্বারা নির্দিষ্ট বলিয়া নৈসর্গিক যুগ।

।৫৯। **পঞ্চ বৎসর অপেক্ষা বৃহত্তর যুগের প্রয়োজন।** তজ্জন্য অন্য জ্যোতিষিক ঘটনা সন্ধান করিতে হইল। এই ঘটনার আবর্তনকাল এরূপ হওয়া চাই যেন তাহা ৫এর গুণিতক হয়। চন্দ্র ও সূর্যই প্রধান জ্যোতিষ্ক। চান্দ্র বৎসর ৩৫৫ দিনে ও সৌর বৎসর ৩৬৬ দিনে পূর্ণ হয়। এক দিনে চান্দ্র ও সৌর বৎসর ও পূর্বোক্ত চারি মাস আরম্ভ ধরিলে দেখা যাইবে যে ৫ বৎসর অন্তর চারি মাসের যুগ হইবে ও ৩৫৫ বৎসর পর পর চান্দ্র ও সৌর বৎসর যুগ হইবে। ৩৫৫ বৎসর ৫এর গুণিতকও বটে। অতএব ৩৫৫ বৎসরে দীর্ঘলৌকিক যুগ কল্পিত হইতে পারে। ইহাও নৈসর্গিক যুগকাল। এই যুগকালকে মনুকাল বলা হইয়াছে। এক মনুতে ৭১ যুগ পূর্বেই পাওয়া গিয়াছে। অদ্ভুত ৭১ সংখ্যা কল্পনার সন্তোষজনক কারণ পাওয়া গেল।

১৮। কল্পবিভাগ

।৬০। ১ লৌকিক কল্পে ১০০০ যুগ অর্থাৎ ৫০০০ বৎসর। মনুকালকে এই কল্পকালে খাপ খাওয়ান আবশ্যক। দেখা গেল ১৪ মনুতে প্রায় ১ কল্পকাল হয়। ১৪ মনুকাল ১৪ × ৩৫৫ = ৪৯৭০ বৎসর অর্থাৎ ৩০ বৎসর কম ১ কল্পকাল বা ৬ যুগ কম এক কল্প বা ৯৯৪ যুগ। অপর পক্ষে ১ কল্পে চতুর্দশ মনু ধরিলে ১ মনুতে ৭১$\frac{৩}{৭}$ যুগ ধরিতে হয়। এই জন্যই বিষ্ণুপুরাণ বলিলেন,

চতুর্যুগানাং সংখ্যাতা সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ।
মন্বন্তরং মনোঃ কালঃ সুরাদীনাঞ্চ সত্তম॥ বি।১।৩।১৭॥

অর্থাৎ, মন্বন্তরকাল চতুর্যুগের কিঞ্চিদধিক ৭১ গুণ। চতুর্যুগ ও যুগ এক অর্থেই প্রযোজ্য এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। অন্য পক্ষে মৎস্যপুরাণ বলিলেন,

অতীতানাগতাশ্চৈতে মনবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ষড়ূনং যুগসাহস্রমেভির্ব্যাপ্তং নরাধিপ॥ মৎস্য।৯।৩৭॥

অর্থাৎ, চতুর্দশ মনুতে ৯৯৪ যুগ।

।৬১। ১৪ মনুকাল ও লৌকিক কল্পকালে ৬ যুগ বা ৩০ বৎসর ইতরবিশেষ হওয়ায় মনুসন্ধি কল্পিত হইল। ১৪ মনুর মধ্যে স্বাভাবিক ১৩ সন্ধি; ইহাতে ৩০ বৎসর ভগ্নাংশ ভিন্ন খাওয়ান যায় না। অগত্যা প্রথম মনুর পূর্বে ও শেষ মনুর পরে আরও একটি করিয়া সন্ধি কল্পনা করিয়া মোট ১৫ সন্ধি ধরা হইল। ইহাতে লৌকিক কল্পের দুই প্রান্তে ও মধ্যগত এক এক মনুসন্ধি ২ বৎসর কাল পরিমিত হইল। কল্পে সন্ধিপরিমাণ $\frac{৩০}{১৫} = \frac{৬}{১৫} \times$ [illegible] যুগ $= \frac{৬}{১৫} \times$ চতুর্যুগ $= \frac{৬ \times ১০ \text{ জিহ্বা}}{১৫}$ — ৪ জিহ্বা = কৃতযুগ পরিমাণ কাল। পঞ্চবৎসরাত্মক যুগের কৃত ২ বৎসর মাত্র। সূর্যসিদ্ধান্ত বলিতেছেন,

সসন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশ।
কৃতপ্রমাণকল্পাদৌ সন্ধিঃ পঞ্চদশঃ স্মৃতঃ॥ সূর্য।১।১৯॥

অর্থাৎ, এক কল্পে ১৪ মনু ও ১৫ সন্ধি। সন্ধি কল্পাদিতে আরম্ভ এবং কৃতযুগপরিমাণ। সসন্ধি মনুকল্পনায় মনুকাল ও কল্পকালে সামঞ্জস্য আসিল এবং পঞ্চবর্ষ যুগকে যে 'নিশ্চয়ঃ সর্ব্বকালস্য' বলা হইয়াছিল তাহা মনুকাল সম্বন্ধেও সার্থক হইল। মনুকাল ৭১$\frac{৩}{৭}$ যুগ ধরিলে তাহা হইত না।

১৯। মনুগণনা

।৬২। কল্পাদি হইতে আরম্ভ করিয়া এক কল্পে মনুকাল প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি করিয়া চতুর্দশ পর্যন্ত বিস্তৃত। অধিকাংশ মনুকালের নাম কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম হইতে উৎপন্ন, যথা, ১। স্বায়ম্ভুব, ২। স্বারোচিষ, ৩। ঔত্তমি, ৪। তামস, ৫। রৈবত, ৬। চাক্ষুষ, ৭। বৈবস্বত, ৮। সাবর্ণি, ৯। দক্ষসাবর্ণি, ১০। ব্রহ্মসাবর্ণি, ১১। ধর্ম-সাবর্ণি, ১২। রৌদ্র, ১৩। রৌচ্য এবং ১৪। ভৌত্য। মনুবিভাগ কাল্পনিক বলিয়া মনুগণ ব্রহ্মার মানসপুত্র। এখন যেমন সংখ্যার বদলে a, b, c ইত্যাদি করিয়া বিভাগ গণনা হয়, পুরাণেও সেই রীতি দেখা যায়।

ইত্যেতে মনবশ্চৈব স্বরা বর্ণাশ্চ কল্পতঃ॥ বা।২৬।৪৭॥

পুনশ্চ, চতুর্মুখমুখাত্তস্মাদজায়ন্ত চতুর্দ্দশ।
নানাবর্ণাঃ স্বরা দিব্যামাত্রং তচ্চ তদক্ষরম্।
তস্মাৎ ত্রিষষ্টির্বর্ণা বৈ অকারপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ॥
ততঃ সাধারণার্থায় বর্ণানাং তু স্বয়ম্ভুবঃ।
অকাররূপ আদৌ তু স্থিতঃ স প্রথমঃ স্বরঃ॥
ততস্তেভ্যঃ স্বরেভ্যস্তু চতুর্দ্দশ মহামুখাঃ।
মনবঃ সম্প্রসূয়ন্তে দিব্যা মন্বন্তরেশ্বরাঃ॥ বা।২৬।২৮॥

অর্থাৎ, সংক্ষেপে, সমস্ত ত্রিষষ্টি বর্ণ অকার হইতে উৎপন্ন। অকারই প্রথম স্বর। চতুর্দশ স্বর হইতে চতুর্দশ মনু প্রাদুর্ভূত হন, ইত্যাদি। বায়ুপুরাণ পরবর্তী শ্লোকে বলিতেছেন স্বায়ম্ভুব মনু অ, স্বারোচিষ মনু আ, ঔত্তমি মনু ই ইত্যাদি। অকারাদ্যা ঔকারান্তা মনবস্তে চতুর্দশ॥ স্কন্দ। মাহেশ্বর। কুমারিকা।৫।৭১॥ অর্থাৎ, অকার অবধি ঔকার পর্যন্ত চতুর্দশ অক্ষর চতুর্দশ মনু। মনুগণ যে মনুকালাভিমানী দেবতামাত্র এই বর্ণনা হইতে তাহা বুঝা যায়। আধুনিক ভাষায় মনু বিশেষ কালবিভাগের নাম।

৯। ইতরত্তীয় যুগনির্ণয়

।৬৩। কি পাওয়া গেল, সংক্ষেপে পুনরায় বলি। ৫ বৎসরের লঘুযুগ ও ৩৫৫ বৎসরের মনুকাল নামক দীর্ঘযুগ উভয়ই নৈসর্গিক। ১০০০ যুগে বা ৫০০০ বৎসরে বা সসন্ধি ১৪ মনুতে কল্প। কল্পকাল নৈসর্গিক নহে, কল্পনাপ্রসূত (conventional), এই জন্যই ইহার নাম কল্প। আমরা ইতবৃত্তকারের উপযোগী দীর্ঘযুগ সন্ধান করিতে যাইয়া মনু পাইলাম। পুরাণকার মনু হিসাবে যুগ নির্দেশ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার লঘুলৌকিক যুগ অপেক্ষা দীর্ঘতর ও মনুকাল অপেক্ষা হ্রস্বতর মধ্যম পরিমাণের আরও এক যুগ প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার জন্যও তিনি ইচ্ছামত সংখ্যা লন নাই; নৈসর্গিক মানই সন্ধান করিয়াছেন। দিন, মাস ও বৎসর তাঁহাকে ক্রমশ বর্দ্ধমান নৈসর্গিক মানের সন্ধান দিয়াছে। দিন : মাস : বৎসর = ১ : ৩০ : ৩৬০ এই অনুপাতে তিনি তিনটি মান কল্পনা করিলেন মানুষমান, পিতৃমান ও দেবমান। এই তিন মানের সাহায্যে তিনি পাঁচ বৎসরের যুগাপেক্ষা বৃহত্তর যুগ নির্মাণ করিলেন।

২০। মানবযুগ, পৈত্র যুগ, দৈব যুগ

।৬৪। পূর্বেই বলিয়াছি, পঞ্চবর্ষাত্মক যুগের মান মাস। সেই জন্য এক লৌকিক কল্পে ৫০০০ বৎসর গণনা না করিয়া পুরাণকার ৬০০০০ মাস কল্পনা করিলেন। এক মাস এই কালের কালমানদণ্ড বা একক বা unit। এই দণ্ডদ্বারা কল্পকাল ভাগ করিলে ১ × ৬০০০০ ভাগ পাওয়া যায়। গুণফল মাস। মানবমান : পিতৃমান :: ১ : ৩০। পিতৃমানদণ্ড মানবদণ্ড অপেক্ষা ৩০ গুণ দীর্ঘতর। ৬০০০০ ভাগকে পিতৃমানে পুনরায় ভাগ করিলে ৩০ × ২০০০ হয়। পুরাণকার পিতৃমানদণ্ড সাহায্যে ২০০০ মাসের এক একটি বিভাগ পাইলেন, এই বিভাগকে পৈত্র যুগ বলিব। পিতৃমানদণ্ডে ৩০ পৈত্র যুগ = এক কল্পকাল = ৬০০০০ মাস। ২০০০ মাসের পৈত্র যুগপরিমাণ কালই পুরাণে মধ্যমলৌকিক যুগ হিসাবে ঐতবৃত্তিক উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। পৈত্র মানে কল্পকালের ৩০ বিভাগ। পিতৃমান : দেবমান :: মাস : বৎসর = ১ : ১২। পিতৃমানপ্রাপ্ত ৩০ ভাগকে পুনরায় দেবমানদণ্ডে মাপিলে ২$\frac{১}{২}$ × ১২ = ৩০ হয়। অর্থাৎ কল্পকালে ২$\frac{১}{২}$ বিভাগ মাত্র পাওয়া

যায়। ২২ বিভাগে ভগ্নাংশ আসে, অতএব দেবমানপ্রাপ্ত ১২ বিভাগকে একক বা unit ধরিতে হয় তাহাতে ৬০০০০ সংখ্যায় ৫ ভাগ কল্পিত হয় অর্থাৎ ১ ভাগে ১২০০০ মাস পড়ে, অতএব কল্পকাল ৫ × ১২০০০ মাস। এই ১২০০০ সংখ্যাই দৈব যুগে লক্ষণীয়। কল্পকালের ২২ বিভাগও এককালে প্রচলিত ছিল এবং যুগকাল ১৪০০০ মাস ধরা হইত। 'গ্রহমঞ্জরী' নামক গ্রন্থে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যুগকাল সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যথা, ১। পঞ্চবর্ষাত্মক লঘু মানবযুগ মাসমানে বিরচিত হওয়ায় ইহার পরিমাণ ৬০ মাস; অতএব কোনও বৃহত্তর যুগকাল যদি এই মানবযুগের দণ্ডের দ্বারা বিভক্ত হয় তবে সেই বিভাগীয় সংখ্যায় ৬০ অথবা ৬০এর কোন গুণিতক থাকিবে। ২। কোনও বিভাগে যদি পিতৃমান প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং সেই বিভাগ যদি মানবমানে নির্দেশ করা যায় তবে বিভাগীয় সংখ্যায় ৩০ অথবা ৩০এর কোন গুণিতক পাওয়া যাইবে। ৩। দেবমান প্রযুক্ত হইলে যুগবিভাগে ৩০ এবং ১২ এই উভয় সংখ্যা অথবা এই উভয়ের কোন গুণিতক থাকিবে। উদাহরণ যথা,

মানবমানে বিভক্ত কল্পকাল = ১০০০ × ৬০ মাস = ৬০০০০ মাস = ৫০০০ মানববৎসর। বিভাগীয় সংখ্যার যে-কোনটির দ্বারা যুগ নির্দিষ্ট হইতে পারে, অর্থাৎ যুগকাল ৬০ মাসেরও হইতে পারে আবার ১০০০ মাসেরও হইতে পারে। পুরাণে ৬০ মাসের ১০০০ যুগ ধরা হইয়াছে।

পিতৃমানে বিভক্ত কল্পকাল = ৩০ × ২০০০ মাস = ৬০০০০ মাস = ৫০০০ মানববৎসর। পুরাণে ২০০০ মাসের ৩০ পিতৃযুগ কল্পিত হইয়াছে।

দেবমানে বিভক্ত কল্পকাল = ৬ × ১২০ × ১০০ মাস = ৫ × ১২০০০ মাস = ৫০০০ মানববৎসর। ১২০ সংখ্যা ৩০ এবং ১২ উভয়েরই গুণিতক। দেবমানে কল্পকালে ১২০০০ মাসের ৫টি যুগ কল্পিত হইয়াছে।

কালপরিমাণের জন্য ৪ প্রকার ব্যবহারিক যুগমান পাওয়া গেল

৬০ মাসের ভাগ	= লঘু মানবযুগ	=	৫ বৎসর
২০০০ "	" = পিতৃযুগ	=	১৬৬·৬ বৎসর
১২০০০ "	" = দৈব যুগ	=	১০০০ বৎসর
৩৫৫ × ১২ = ৪২৬০ "	" = মনুকাল	=	৩৫৫ বৎসর

অহোরাত্রবিদের দীর্ঘতম যুগকাল আবশ্যক হওয়ায় তিনি দৈব মানদণ্ডে প্রাপ্ত ১২০০০ মাস লইলেন ও তাহাও যথেষ্ট না মনে করায় সেই মান প্রতিলোম ভাবে ১২০০০ বৎসর করিলেন

ও পুনরায় তাহাকে আরও বাড়াইয়া ১২০০০ দৈব বৎসর করিলেন। পুরাণে আছে যখন চন্দ্র, সূর্য, পুষ্যা নক্ষত্র ও বৃহস্পতি গ্রহ একসঙ্গে এক রাশিতে প্রবেশ করে তখন কৃতযুগ আরম্ভ হয়॥ বা।৯৯।৪১৩॥ বিষ্ণুতেও অনুরূপ শ্লোক আছে। শ্রীধর বলেন ১২ বৎসর অন্তর এরূপ সমাবেশ হয় তবে একত্রে প্রবেশ হয় না বলিয়া তাহা সত্যযুগ আরম্ভ বলা যায় না। বহু কাল অন্তর সত্যযুগ আসে। এই কল্পনা অনুসারে ১২ বৎসরের এক যুগ পাওয়া যায়। ১০০০ যুগে এক কল্প, অতএব মানুষবৎসরের ১২০০০ বৎসরের এক কল্প পাওয়া যাইতেছে। দ্বাদশাত্মক যুগ কল্পনার ইহাও এক কারণ হইতে পারে। ১৩ প্রকরণ দ্রষ্টব্য। মনুসংহিতামতে দৈব চতুর্যুগ কাল ১২০০০ × ১২০০০ বৎসর। অহোরাত্রবিদের যুগনির্দেশের ইহাই রহস্য। অহোরাত্রবিৎ বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে সৃষ্টিকাল বহু বহু দীর্ঘ। ঠিক কত তাহা বলা যায় না, তবে এইরূপই একটা কিছু বৃহৎ সংখ্যা হইবে। সৌর বৎসর সর্বত্র প্রযুক্ত হইলেও বিভিন্ন মানগুলি সাবনসংখ্যানুযায়ী।

।৬৫। পুরাণে মৃত পূর্বপুরুষগণকে পিতৃগণ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। পিতৃগণের কালনির্ণয়ে পিতৃমানই প্রশস্ত। এই জন্যই বোধ হয় ইহার পিতৃমান নাম হইয়াছিল। প্রাকৃতিক শক্তিগণকে দেবতা বলায় সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ইত্যাদি ব্যাপার পরিমাণ করিবার যে যুগ তাহাকে দৈব বলা উপযুক্তই হইয়াছে। জীবিত মানবের ক্রিয়াকলাপ মানুষমানেই পরিমেয়। যুধিষ্ঠিরের পরবর্তী পুরাণকার ইতবৃত্তীয় উদ্দেশ্যে নক্ষত্রযুগমান ও সাধারণ বর্ষমান প্রয়োগ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

২১। সন্ধিকল্পনা

।৬৬। কৃত ত্রেতাদি বিভাগ ধর্মাবস্থাজ্ঞাপক। পাশার চারিটি দিককে পুরাকালে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি বলিত। পাশার দাগ এখনকার মত ছিল না। বোধ হয় ১, ২, ৩ ও ৪টি দাগ পর পর চারি মুখে থাকিত। ক্রীড়াকালে পাশার আবর্তন ধর্মাবস্থার আবর্তনের অনুরূপ বলিয়া ধর্মযুগ কৃতাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হইত। ৫ বৎসরের যুগ = ৬০ মাস: কৃতাদি হিসাবে ভাগ করিলে ক্রমান্বয়ে ২৪, ১৮, ১২ ও ৬ মাস হয়। এত অল্প কাল অন্তর ধর্মাবস্থা পরিবর্তিত হয় না, এই কারণে কৃতাদি বিভাগের জন্য দীর্ঘ কাল আবশ্যক। যে কয়টি ব্যবহারিক যুগকাল পাওয়া গিয়াছে ধর্মপরিবর্তনের পক্ষে তাহার একটিও যথেষ্ট নহে, সেই জন্য অনুমান হয় ৫০০০ বৎসরের কল্পকালেই কৃতাদি বিভাগ কল্পিত হইয়াছিল।

ধর্মবিভাগেই সন্ধিকল্পনা আবশ্যক; ধর্মযুগ ক্রমশ আসে। ৫০০০ বৎসর = ৬০০০০ মাস। ধর্মযুগানুযায়ী ভাগ করিলে কল্পবিভাগ এইরূপ দাঁড়ায়,

	মাস	বৎসর	
কৃতসন্ধ্যা	২০০০		
কৃতযুগ	২০০০০	২০০০	
কৃতসন্ধ্যাংশ	২০০০		
ত্রেতাসন্ধ্যা	১৫০০		
ত্রেতাযুগ	১৫০০০	১৫০০	
ত্রেতাসন্ধ্যাংশ	১৫০০		৫০০০ বৎসর
দ্বাপরসন্ধ্যা	১০০০		
দ্বাপরযুগ	১০০০০	১০০০	
দ্বাপরসন্ধ্যাংশ	১০০০		
কলিসন্ধ্যা	৫০০		
কলিযুগ	৫০০০	৫০০	
কলিসন্ধ্যাংশ	৫০০		

। ৮৭। লক্ষ্য করিতে হইবে যে মাসমানেই সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ কল্পনা; বৎসরমানে নহে। যে কোন যুগকালকেই অবশ্য কৃতাদি বিভাগ করা যায় কিন্তু পুরাণকার যে কল্পকালকেই ধর্মবিভাগের উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পরে আলোচনা করিব।

১০। পুরাণে কালনির্দেশ

২২। যুগাদি ও কল্পাদি

।৬৮। ৫ বৎসর বা ৬০ মাসের লঘুলৌকিক যুগ, ২০০০ মাসের পৈত্র অথবা ইতবৃত্তীয় যুগ, ৪২৬০ মাসের মনুকাল, ১২০০০ মাসের দীর্ঘ দৈবমানদণ্ডপ্রাপ্ত যুগ ও ৬০০০০ মাসের লৌকিক কল্পকাল পাওয়া গেল। এই সমস্ত যুগই পুনঃপুন আবর্তনশীল। অতএব এক স্থিরবিন্দু ভিন্ন তাহারা পুরাণকারের কাজে লাগিতে পারে না। যুগগণনা বহু পুরাকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও যুগের স্থিরবিন্দুকল্পনা প্রথমে হয় নাই। ইলাবৃতবর্ষে দেবতারা যুগ গণনা করিতেন। বায়ু ৩২ অধ্যায়ে আছে, তথায় দেবতারা ১০০০ পরিবৎসর কালবিন্দু স্থির না করিয়াই যুগগণনা করিয়া আসিতেছিলেন। যুগসকল চক্রবৎ ভ্রমণ করিতে থাকিলে দেবগণ কালের বশতাপন্ন হইয়া তাহার ইয়ত্তা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। তাঁহারা মহাদেবের শরণ লইলেন। মহাদেব কল্পমুখ নির্দিষ্ট করিলেন ও মনুগণনা আরম্ভ করাইলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর আরম্ভ কল্পমুখ ও কৃতযুগমুখ হইল এবং তাহাই স্থিরবিন্দু নির্দিষ্ট হইল। এই কালবিন্দু হইতেই ভারতের প্রকৃত হিস্টরি বা ইতবৃত্ত আরম্ভ হইয়াছে বলিতে পারা যায়। মনুগণনা সপ্তম মনুকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, পরে ইহা রহিত হয় ও পুরাণকার কালনির্দেশের জন্য পৈত্র যুগমানই প্রয়োগ করেন। বৈবস্বত মনু সপ্তম মনু। তাঁহার পরে সাবর্ণ মনু ও পর পর অন্যান্য মনুগণের আসা উচিত ছিল কিন্তু তাঁহারা আসেন নাই। তাঁহাদের নাম পাওয়া যাইলেও তাঁহারা ভবিষ্য মনুই থাকিয়া গিয়াছেন ও বৈবস্বত মনুকাল কল্পশেষ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। মনুসংহিতায় ১৪ মনু নাই, মাত্র সপ্ত মনুর নাম আছে, যথা,

স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ ষড়্‌বংশ্যা মনবোঽপরে।
সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বা মহাত্মানো মহৌজসঃ॥
স্বারোচিষশ্চৌত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।
চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বৎসুত এব চ॥
স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ সপ্তৈতে মনবো ভূরিতেজসঃ।
স্বে স্বেঽন্তরে সর্ব্বমিদমুৎপাদ্যাপুশ্চরাচরং॥ মনু।১।৬১-৬৩॥

অর্থাৎ, এই স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে মহাবীর্যবান মহাত্মা অপর ছয় জন মনু জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা আপন আপন অধিকারকালে প্রজাসকল সৃষ্টি করেন। ইঁহাদের নাম স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, মহাতেজা চাক্ষুষ এবং বিবস্বতপুত্র। প্রবল তেজসম্পন্ন স্বায়ম্ভুবাদি এই সপ্ত মনু নিজ নিজ অধিকারকালে এই সমস্ত উৎপাদন করিয়া চরাচর প্রতিপালন করেন।

বায়ুপুরাণ বলিতেছেন,

সমতীতাস্তু যে তেষামষ্টৌ ষষ্ঠাস্তথাপরে।
পূর্ব্বেষু সাম্প্রতশ্চায়ং শাস্তিবৈবস্বতঃ প্রভুঃ ॥ বা।১০০।৩৭ ॥

অর্থাৎ, মনুগণের মধ্যে আট জন পূর্বে অতীত হইয়াছেন, পরে আরও ছয় জন মনু হইবেন। সম্প্রতি শাস্তি বৈবস্বত মনু প্রভু হইয়াছেন। বায়ুপুরাণে আছে,

বৈবস্বতেঽন্তরে রাজা দ্বৌ মনূ তু বিবস্বতঃ।
বৈবস্বতো মনুর্যশ্চ সাবর্ণো যশ্চ বিশ্রুতঃ ॥ বা।১০০।৫৫ ॥

অর্থাৎ, বৈবস্বত ও সাবর্ণি মনু দুই জনে একত্রে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পুরাণে এক স্থলে মাত্র সাবর্ণি মন্বন্তর দ্বারা যুগনির্দেশ আছে। সাবর্ণি মন্বন্তরে বলি রাজা হইয়াছিলেন। কূর্ম। পূর্ব।৫।১২। শ্লোকে স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত ও সাবাণ হইতে ভৌত্য এই দুই বিভাগে মনুকাল বর্ণিত হইয়াছে। 'স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ সর্বে ততঃ সাবর্ণিকাদয়ঃ'।

।৬৯। পৌরাণিক প্রমাণ ও অনুমানের সাহায্যে কতকগুলি তথ্য পাইলাম, যথা, (১) স্বায়ম্ভুব মনু হইতে লৌকিক কল্পারম্ভ ও কালগণনা (২) মন্বন্তর, কল্পব্যাপী ধর্মচতুর্যুগ এবং ২০০০ মাসের পৈত্র মান। এই তিন মানে পুরাণে কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে। ৫ বৎসরের লঘুযুগ ও বৃহৎ অহোরাত্রবিদের যুগ ইতবৃত্তের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় নাই। (৩) বৈবস্বত মনুর পর হইতেই মনুগণনা রহিত হইয়াছে।

২৩। যুগসংখ্যা

।৭০। এই আনুমানিক সিদ্ধান্তগুলি মানিলে স্বীকার করিতে হইবে যে এক কল্পে অর্থাৎ ৬০০০০ মাসে ৩০ পৈত্র যুগ। পুরাণে কোথাও অষ্টাবিংশ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক যুগের কথা নাই। অষ্টাবিংশ যুগে ভারতযুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রভৃতি। অতএব বুঝিতে হইবে কৃষ্ণের কালে কল্প শেষ হইতে মাত্র ২ যুগ অবশিষ্ট ছিল। কল্পান্তর্গত ৩০ পৈত্র যুগকে কৃতাদি ন্যায়ে ভাগ করিলে প্রথম হইতে দ্বাদশ এই ১২ যুগকাল কৃত, ত্রয়োদশ হইতে

একবিংশ এই ৯ যুগকাল ত্রেতা, দ্বাবিংশ হইতে সপ্তবিংশ এই ৬ যুগকাল দ্বাপর এবং অষ্টাবিংশ হইতে ত্রিংশ এই ৩ যুগকাল কলি হইবে॥ ২১ প্রকরণ ও ৫৩। পৌরাণিক কালনির্দেশ দ্রষ্টব্য॥

।৭১। স্বায়ম্ভুব মনু হইতে কৃষ্ণের সমকালীন সূর্যবংশীয় বৃহদ্বল পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণ পুরুষপরম্পরা পাওয়া যায়। স্বায়ম্ভুব ও বৈবস্বতের মধ্যে কেবল কতিপয় পুরুষ ছেদ আছে। কৃষ্ণের সময়ে কল্পকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ও কলি উপস্থিত। এই কলির পূর্বে অন্য কোন কলির উল্লেখ নাই। মান্ধাতা বা রামের পরবর্তী কোন রাজা সত্য বা ত্রেতায় ছিলেন এমন কথাও নাই। রামের পূর্বে কোন রাজা দ্বাপরে ছিলেন এরূপ উক্তিও নাই। অতএব পুরাণোক্ত কল্পকালে এক বার মাত্র সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি আসিয়াছিল। পূর্বেই এই অনুমান করা হইয়াছিল এখন তাহা দৃঢ় হইল। এক পুরুষের পর্যায়কাল আনুমানিক ১৫ বৎসর ধরিলে এক কল্পে অর্থাৎ ৩০০০ বৎসরে প্রায় ২০০ পুরুষপরম্পরা পাওয়া যাইবে। পর্যায়কাল আপাতত ১৫ বৎসর কেন ধরিলাম পরে বিচার করিব। এই হিসাবে ২০০ পুরুষের মধ্যে কৃতে ৮০ পুরুষ, ত্রেতায় ৬০ পুরুষ, দ্বাপরে ৪০ পুরুষ ও কলিতে ২০ পুরুষ ধরা যুক্তিসঙ্গত হইবে। বৃহদ্বলকে দ্বাপর ও কলির সংযোগকালে ধরিলে ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন পুরুষদিগকে কল্পকালের মধ্যে ধর্মযুগানুক্রমে সাজান যাইবে। এখন কল্পকালকে পৈত্র মানে অর্থাৎ ঐতিবৃত্তিক যুগ হিসাবে ভাগ করিলে দেখা যাইবে যে বৃহদ্বল পৈত্র যুগের কলি ও দ্বাপরের সংযোগকালে থাকায় তাঁহার পর্যায় ১৮১ এবং তিনি অষ্টাবিংশ পৈত্র যুগের আদিতে পড়িয়াছেন। পুরাণমতে অষ্টাবিংশ যুগে শ্রীকৃষ্ণ। বৃহদ্বল শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক অতএব ঐতিবৃত্তিক যুগ যে ১০০০ মাসের পৈত্র মান পুরাণ তাহা সমর্থন করিলেন। একটি ক্ষেত্রে মিল হইল বলিয়াই যে পৌরাণিক যুগনির্দেশধারা যথার্থ ধরা গিয়াছে এরূপ বলা চলিবে না। সকল ক্ষেত্রেই এরূপ মিল পাওয়া যায় কি না দেখিতে হইবে। পুরাণে অনেক রাজার পর্যায় নির্দেশ আছে এবং কাহারও কাহারও যুগ ও মনুনির্দেশ আছে। কোন রাজার কালনির্দেশ পাওয়া না যাইলেও তিনি অপর কোন কালনির্ণীত ব্যক্তির সমকালীন জানিতে পারিলেও তাঁহারও সময় নির্দিষ্ট হইবে। পর্যায়, যুগ, ধর্মযুগ ও মনু ইহাদের মধ্যে যে-কোন দুইটি পাওয়া যাইলেই ইষ্ট ব্যক্তির কাল নিরূপণ করা যাইবে। যুগনির্দেশে কাল যত সূক্ষ্মভাবে পাওয়া যাইবে মনুতে তত নহে। ধর্মযুগের সংযোগকাল ভিন্ন মাত্র কৃত ত্রেতাদির উল্লেখ থাকিলে সেই নির্দেশ অতি স্থূল, কারণ ধর্মযুগগুলি বৃহৎ।

২৪। যুগনির্দেশ

।৭২। সৌভাগ্যক্রমে পুরাণকার কতিপয় ব্যক্তি সম্বন্ধে একাধিক উপায়ে কালনির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এইগুলির দ্বারাই বুঝা যাইবে পৌরাণিক কালনির্দেশের সূত্র যথার্থ ধরা পড়িয়াছে কি না। আমি যে কয়টি এই প্রকার উক্তির সন্ধান পাইয়াছি তাহা বলিতেছি। বিষ্ণু ও বায়ুপুরাণ হইতে এগুলি সঙ্কলিত।

১। স্বায়ম্ভুব মনু হইতে কল্পারম্ভ ॥ বা।১০।১৩॥

২। প্রাচেতস দক্ষ চাক্ষুষ মন্বন্তরে ॥ বি। ১।১৫।৮৩ শ্রী, ১২৭,১২৮ ॥ বা।৩০।৩৮ ॥

৩। বৈবস্বত মনুতে সপ্তম মন্বন্তর আরম্ভ।

৪। জামদগ্ন্য পরশুরাম ত্রেতায় ১৯শ যুগে ॥ বা। ৯৮।৯১- ॥

৫। বলি অষ্টম মনুতে ॥ বি। ৩।২।১৮ ॥

৬। মান্ধাতা ত্রেতায় ১৫শ যুগে ॥ বা। ৯৮।৯০- ॥

৭। রাম, রাবণ ত্রেতায় ২৪শ যুগে ॥ বা। ৯৮।৯২- ॥ বা।৭০।৪৮ ॥

৮। কৃষ্ণ ও বেদব্যাস দ্বাপরান্তে ২৮শ যুগে ॥ বা। ৯৮।৯৭ ॥ ব্র। ২১৩।১২৪ ॥

৯। মনু হইতে কৃষ্ণ পর্যন্ত ২৮ যুগ ॥ বা। ২৩।২২৫ ॥

১০। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরেও 'পূর্বমাদ্যে ত্রেতায় প্রিয়ব্রত ইঃ' ॥ বা।৩৩।৫ ॥

।৭৩। এ কয়টি উক্তি ব্যতীত আরও কতিপয় ব্যক্তির কথা জানা আবশ্যক ; কালনির্ণয়ে এগুলি সাহায্য করিবে, চঞ্চু, কার্তবীর্য অর্জুন ও মূলক। ইহাদের কথা যথাসময়ে বলিব। কৃতবীর্য, সগর, শীঘ্রপুত্র মরু বা মনু, ধন্বন্তরি, দেবাপি, করন্ধম, তৃণবিন্দু ও প্রমতি সম্বন্ধেও কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায়। এগুলিও পরে বিচার করিব। এই সকল উদাহরণ ব্যতীত পুরাণে প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে কালনির্দেশক অন্য কোন উক্তি আমি খুঁজিয়া পাই নাই। প্রথমে যে দশটি ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে কালনির্ণায়ক সূত্রের প্রামাণ্য বিচারের জন্য তাহাই যথেষ্ট। কালনির্দেশক উক্তিগুলির বর্ণনার ভঙ্গী বিচার্য। বায়ুপুরাণের ৭০ অধ্যায় ৩১ ও ৪৮ শ্লোক এবং ৯৮ অধ্যায়ে ৭০ হইতে ৯০ পর্যন্ত শ্লোকগুলি বিশেষ যত্নসহকারে দেখিতে হইবে। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি,

'চতুর্থ্যান্তু যুগাখ্যায়াম্'

'ত্রেতাযুগমুখে রাজা তৃতীয়ে সম্বভূব হ'

'ত্রেতায়াং সপ্তমে যুগে'

'ত্রেতাযুগে তু দশমে'

'একোনবিংশে ত্রেতায়াম্'
'ত্রেতাযুগে চতুর্বিংশে'
'চতুর্বিংশে যুগে'
'অষ্টাবিংশতিমে তদ্বদ্দ্বাপরস্যাংশসংক্ষয়ে'

'ত্রেতয়াং সপ্তমে যুগে' বা 'অষ্টাবিংশতিমে দ্বাপরে' এইরূপ উক্তির অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে, যথা (১) ত্রেতার সপ্তম যুগে, দ্বাপরের অষ্টাবিংশ যুগে অথবা (২) ত্রেতাতে এবং সপ্তম যুগে, দ্বাপরসংক্ষয়ে এবং অষ্টাবিংশ যুগে। আমি শেষোক্ত অর্থই গ্রহণ করিয়াছি, কারণ (ক) 'চতুর্থ্যান্ত যুগাখ্যায়াম্' ও 'চতুর্বিংশে যুগে' ধর্মযুগের কোন উল্লেখ নাই; যুগই প্রধান নির্দেশ্য। (খ) যুগসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া আসিয়াছে; ধর্মাবস্থা কালনির্দেশের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। (গ) ত্রেতায়াং সপ্তম্যন্ত হওয়ায় শেষোক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন; ষষ্ঠী বিভক্তি থাকিলে প্রথম ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হইত। (ঘ) 'ত্রেতাযুগে তু দশমে' 'তু' শব্দে শেষোক্ত ব্যাখ্যাই সমর্থন করিতেছে।

১১। কৃষ্ণজন্মকাল

২৫। অষ্টাবিংশ যুগ

।৭৪। আমি বৃহদ্বলকে ১৮১ পর্যায়ে ফেলায় কৃষ্ণ অষ্টাবিংশ যুগে আসিতেছেন। কল্পকালে আমরা দুইটি স্থিরবিন্দু পাইতেছি, প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু কল্পারম্ভে ও দ্বিতীয় বৃহদ্বল দ্বাপরান্তে কলির প্রারম্ভে। স্বায়ম্ভুব মনুর কয়েক পুরুষ পরে বংশচ্ছেদ ঘটিয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বেণ রাজার পর এবং প্রচেতাগণের কালে অরাজক অবস্থা হয়। তখন বহু কাল পর্যন্ত দেশ অরণ্যাবৃত ছিল॥ বি। ১।১৩।৩২-॥ বি। ১।১৫।১-॥ ৭১ প্রকরণ দ্রষ্টব্য॥ প্রাচেতস দক্ষ হইতে পুনর্বার পুরুষপরম্পরা পাওয়া যায়। বৃহদ্বলকালের স্থিরবিন্দুই প্রধান স্থিরবিন্দু। বৃহদ্বল কৃষ্ণের সমসাময়িক। কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল উক্তি আছে তাহার দ্বারাই এই স্থিরবিন্দু নির্দিষ্ট হইবে। অতএব প্রথমে সেই উক্তিগুলির বিচার করিব ও অষ্টাবিংশতিতম যুগনির্ণয় করিব। কৃষ্ণ ও অষ্টাবিংশ যুগ সম্বন্ধে পুরাণে নিম্নলিখিত উক্তিগুলি পাওয়া যায়,

১। ব্যাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,

অষ্টাবিংশে ভবিত্রী ত্বং॥ বা। ৭৩।১৬॥

অর্থাৎ, অষ্টাবিংশ যুগে তোমার জন্ম হইবে।

২। রেবতীর বলরামের সহিত বিবাহোপলক্ষে বলা হইয়াছে,

সাম্প্রতং ভূতলেঽষ্টাবিংশতিতমমস্য মনোশ্চতুর্যুগমতীতপ্রায়ম্
আসন্নো হি তৎ কলিঃ॥ বি। ৪।১।২৩॥

অর্থাৎ, সম্প্রতি ভূতলে অষ্টাবিংশ যুগ চলিতেছে। এই মনুর চতুর্যুগ অতীতপ্রায়। কলিযুগ আসন্ন হইয়াছে।

৩। অষ্টাবিংশতিমে তদ্বদ্দ্বাপরস্যাংশসংক্ষয়ে।
নষ্টে ধর্ম্মে তদা জজ্ঞে বিষ্ণুর্বৃষ্ণিকুলে প্রভুঃ॥ বা। ৯৮।৯৭॥

অর্থাৎ, সেইরূপ অষ্টাবিংশ যুগে দ্বাপরের সন্ধ্যাংশ সম্যক ক্ষয় হইলে যখন ধর্ম বিনষ্ট হইয়াছিল তখন বৃষ্ণিকুলে প্রভু বিষ্ণু জন্মিয়াছিলেন।

৪। পুরা গর্গেণ কথিতমষ্টাবিংশতিমে যুগে।
দ্বাপরান্তে হরের্জ্জন্ম যদোর্ব্বংশে ভবিষ্যতি॥ বি। ৫।২৩।২৫॥

অর্থাৎ, পুরাকালে গর্গ বলিয়াছিলেন দ্বাপর শেষ হইলে অষ্টাবিংশ যুগে যদুবংশে হরির জন্ম হইবে।

৫। ইত্যুক্তঃ প্রণিপত্যেশং জগতামচ্যুতং নৃপঃ।
গুহামুখাদ্বিনিষ্ক্রান্তো দদৃশে সোঽল্পকান্ নরান্॥
ততঃ কলিযুগং জ্ঞাত্বা প্রাপ্তং তপ্তুং নৃপস্তপঃ।
নরনারায়ণস্থানং প্রযযৌ গন্ধমাদনম্॥ বি। ৫।২৪।৪, ৫॥

অর্থাৎ, (ভগবান কৃষ্ণ) এই কথা বলিলে পর রাজা (মুচুকুন্দ) জগতের ঈশ্বর অচ্যুতকে প্রণাম করিয়া গুহামুখ হইতে বাহিরে আসিয়া মনুষ্যগণকে খর্বাকৃতি দেখিলেন। অনন্তর কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া রাজা (মুচুকুন্দ) তপস্যার নিমিত্ত নরনারায়ণস্থান গন্ধমাদনে গমন করিলেন।

৬। যদা স পাদপদ্মাভ্যাং পস্পর্শেমাং বসুন্ধরাম্।
তাবৎ পৃথ্বীপরিষ্বঙ্গে সমর্থো নাভবৎ কলিঃ॥ বি। ৪।২৪।৩৬॥

অর্থাৎ, যত দিন তিনি (কৃষ্ণ) পাদপদ্মদ্বারা এই বসুন্ধরাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন তত দিন কলি পৃথিবীকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

৭। যস্মিন্ দিনে হরির্যাতো দিবং সন্ত্যজ্য মেদিনীম্।
তস্মিন্নেবাবতীর্ণোঽয়ং কালকায়ো বলী কলিঃ॥ বি। ৫।৩৮।৮॥

অর্থাৎ, যে দিন হরি মেদিনী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন সেই দিনই এই কালকায় বলবান কলি অবতীর্ণ হইয়াছে।

৮। তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥ বি। ৪।২৪।৩৪॥

অর্থাৎ, হে দ্বিজোত্তম, তাঁহারা (সপ্তর্ষিগণ) পরিক্ষিতের কালে মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন তখন দ্বাদশাব্দশতাত্মক কলি প্রবৃত্ত হয়।

৯। অষ্টাবিংশে তু যজ্ঞাতে দ্বাপরান্তে বসুন্ধরে।
যুদ্ধে চ ভারতেঽতীতে তিষ্যে সতি যুগে তথা॥ স্কন্দ। বিষ্ণু। ৩।১৩॥

অর্থাৎ, বসুন্ধরে, দ্বাপরান্তে অষ্টাবিংশ যুগ উপস্থিত হইলে এবং সেই কালে ভারতযুদ্ধ অবসানে কলিযুগ আসিলে ইত্যাদি

১০। উৎপৎস্যতে হি লোকেঽস্মিন্ যদূনাং কীর্তিবর্দ্ধনঃ।
বাসুদেব ইতি খ্যাতো বিষ্ণুঃ পুরুষবিগ্রহঃ॥

ভারাবতরণার্থং হি নরনারায়ণাবুভৌ।

উৎপৎস্যেতে মহাবীর্যৌ কলৌ যুগ উপস্থিতে॥ রামায়ণ। উত্তর। ৫৩।২০,২২॥
অর্থাৎ, যদুগণের কীর্তিবর্দ্ধনকারী বাসুদেব নামে খ্যাত পুরুষবিগ্রহ বিষ্ণু এই লোকে জন্মগ্রহণ করিবেন। ভার অবতরণের জন্য মহাবীর্য নর নারায়ণ উভয়েই কলিযুগ উপস্থিত হইলে জন্মগ্রহণ করিবেন।

।৭৫। যুগকাল যে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্তী কাল এই কথা মনে রাখিয়া শ্লোকগুলি বিচার করিলে দেখা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের অংশক্ষয়ে অর্থাৎ কলির সন্ধ্যাকালে জন্মিয়াছিলেন। তখনও সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশমধ্যবর্তী কলিযুগ পড়ে নাই। তাঁহার সম্মানের জন্য তিনি যত দিন ছিলেন তত দিন কলি নিজ ক্ষমতা বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই বলা হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর কলি প্রবল হইল। পৈত্র যুগমানে ১৭শ যুগের সঙ্গে দ্বাপর শেষ ও ২৮শ আরম্ভে কলির সন্ধ্যা আরম্ভ হইয়াছে। ২৮শ যুগ যদি দ্বাপর হয় তবে বুঝিতে হইবে যে পৈত্র মান যথার্থ নির্দিষ্ট হয় নাই। উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে ২৮শ যুগ যে দ্বাপর তাহা প্রমাণিত হয় না বরং দ্বাপরের অংশসংক্ষয়ে অর্থাৎ দ্বাপর সম্পূর্ণ শেষ হইলে পর ২৮শ যুগ, ইহাই বুঝায়। ৪ ও ৯ সংখ্যক উক্তির 'দ্বাপরান্তের' অর্থ দ্বাপরের শেষ ভাগে এরূপও হইতে পারে সত্য কিন্তু ৩ সংখ্যক উক্তির 'দ্বাপরস্যাংশসংক্ষয়ে' ও ৯ সংখ্যক উক্তির 'তিষ্যে সতি যুগে তথা' শব্দ দ্বারায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে দ্বাপরের সন্ধ্যাংশ সম্পূর্ণ ক্ষয় হইলে অর্থাৎ কলির সন্ধ্যায় কৃষ্ণ জন্মিয়াছিলেন। অতএব 'দ্বাপরান্তে' শব্দের অর্থ 'দ্বাপর শেষ হইলে'। ৫ ও ১০ সংখ্যক উক্তিতে স্পষ্টই কৃষ্ণকে কলিযুগে ফেলা হইল। ১০ সংখ্যক উক্তি রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত। এই সকল উক্তির দ্বারা ২০০০ মাসের পৈত্র যুগ ও পূর্বে লিখিত ধর্মযুগ বিভাগ সমর্থিত হইতেছে। অষ্টাবিংশ যুগে কলি আরম্ভ ধরিলে ৩০ যুগেই কল্প শেষ হইবে, কারণ কলি : দ্বাপর : ত্রেতা : কৃত :: ১ : ২ : ৩ : ৪। অতএব কলি : অপর তিন যুগ :: ১ : ৯। সপ্তবিংশ যুগ শেষ হইয়া কলি আরম্ভ অতএব অপর তিন যুগ : কলি :: ৯ : ১ :: ২৭ : ৩। 'চতুর্যুগ' = ২৭ + ৩ = ৩০ পৈত্র যুগ।

১২। বিভিন্ন রাজগণের কালনির্দেশ

।৭৬। অষ্টাবিংশতিতম যুগে কলির সন্ধ্যায় কৃষ্ণের জন্ম পাওয়া গেল। কলির সন্ধ্যাকাল ৫০০ মাস অর্থাৎ প্রায় ৪২ বৎসর। শ্রীকৃষ্ণের যুবকালে ভারতযুদ্ধ ধরিলে যুদ্ধকালে অষ্টাবিংশতিতম যুগের অন্তত এক পর্যায় কাল গত হইয়াছিল; অগত্যা বৃহদ্বলের পর্যায় ১৮১ ধরিতে হইয়াছে। পুরাণে যে কয় জন প্রাচীন রাজার কালনির্দেশ পাওয়া যায় সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের বংশের পুরুষপরম্পরাও সূতগণ কর্তৃক ধৃত হইয়াছে। ৫৬ হইতে ৬০ প্রকরণে বিভিন্ন প্রাচীন রাজবংশের পুরুষপরম্পরা বিচার করিয়াছি এবং নৃপতিগণের পর্যায়সংখ্যাও নির্দেশ করিয়াছি। সূর্যবংশে স্বায়ম্ভুব মনুর পর্যায়সংখ্যা ১ এবং বৃহদ্বলের ১৮১ ধরিয়া পরপৃষ্ঠার সারণীভুক্ত রাজগণের পর্যায়সংখ্যা স্থির করা হইল। স্বায়ম্ভুব মনুকালকে আদি কালবিন্দু ধরিয়া অপর নৃপতিগণের স্বায়ম্ভুব হইতে কালান্তর গণনা করা যাইবে। পর্যায়সংখ্যা হইতে ১ বাদ দিলে স্বায়ম্ভুব হইতে পর্যায় অন্তর পাওয়া যাইবে। পর্যায় অন্তরকে গড় পর্যায়কাল দ্বারা গুণ করিলে ইষ্ট নৃপতির আদি কালবিন্দু হইতে কালান্তর নির্ণীত হইবে। আপাতত ৩০০ মাস বা ২৫ বৎসর পর্যায়কাল ধরিয়া পৈত্র যুগমানে ইষ্ট ব্যক্তিগণের যে আনুমানিক স্থিতিকাল পাওয়া যাইবে পৌরাণিক উক্তির সহিত তাহা মিলান যাইবে। পরে ১৭ হইতে ১৯ অধ্যায়ে পুরাণোক্ত রাজগণের যথাযথ কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি।

। ৭৭। বিভিন্ন রাজগণের কালনির্দেশ

যুগ = ২০০০ মাস। পর্যায়কাল = ২৫ বৎসর = ৩০০ মাস

পর্যায় সংখ্যা	নাম	কল্পাদি হইতে মাসমানে কালান্তর = পর্যায় অন্তর × ৩০০	গণনাপ্রাপ্ত কাল পৈত্র যুগ, মনু, ধর্মযুগ	পুরাণোক্তি
১	স্বায়ম্ভুব	০ × ৩০০ = ০	১ম যুগ, ১ম মনু, কৃত	১ম মনু, কৃতাদি
৮৪	দক্ষ-প্রাচেতস	৮৩ × ৩০০ = ২৪৯০০	১৩শ যুগ, ৬ষ্ঠ মনু, ত্রেতাসন্ধ্যা	১৩শ যুগ, ৬ষ্ঠ মনু, ত্রেতাসন্ধ্যা
৮৭	(১) বৈবস্বত	৮৬ × ৩০০ = ২৫৮০০	১৩শ যুগ, ৭ম মনুমুখ, ত্রেতাযুগমুখ	১৩শ যুগ, ৭ম মনুমুখ
১০৬	মান্ধাতা	১০৫ × ৩০০ = ৩১৫০০	১৬শ যুগ, ত্রেতা	১৫শ যুগ, ত্রেতা
১২৫	(২) সগর	১২৪ × ৩০০ = ৩৭২০০	১৯শ যুগ, ত্রেতা	১৯শ যুগ, ত্রেতা
১৪১	(৩) মূলক	১৪০ × ৩০০ = ৪২০০০	২১শ যুগ, ত্রেতা দ্বাপরসন্ধি	২১শ যুগ, ত্রেতা দ্বাপরসন্ধি
১৫১	(৪) রাম	১৫০ × ৩০০ = ৪৫০০০	২৩শ যুগ, দ্বাপর	২৪শ যুগ, ত্রেতা ॥ বা ।৭০।৪৮ ॥
১৮১	বৃহদ্বল	১৮০ × ৩০০ = ৫৪০০০	২৮শ যুগ, কলিসন্ধ্যা	২৮শ যুগ, কলিসন্ধ্যা
৯৯	(৫) করন্ধম	৯৮ × ৩০০ = ২৯৪০০	১৫শ যুগ, ত্রেতা প্রথম ভাগ	ত্রেতাযুগমুখ ॥ বা ।৮৬।৭ ॥
১১১	(৫) তৃণবিন্দু	১১০ × ৩০০ = ৩৩০০০	১৭শ যুগ, ত্রেতা মধ্যভাগ	ত্রেতায় তৃতীয় যুগ ॥ বা ।৭০।৩১ ; ৮৬।১৫
১০৫	(৬) বলি	১০৪ × ৩০০ = ৩১২০০	১৬শ যুগ, ৮ম মনু	৮ম মনু ॥ বা ।৯৮।৫২ ॥

। ৭৮। পর্যায়কাল ২৫ বৎসর ও পৈত্র যুগ ২০০০ মাস ধরিয়া পৌরাণিক নির্দেশের সহিত আশ্চর্য মিল পাওয়া যাইতেছে। বৈবস্বত মনুকালের আরম্ভেই বৈবস্বত মনু পড়িতেছেন। দক্ষ, করন্ধম ও তৃণবিন্দুর যুগ ও মনু মিলিতেছে। মান্ধাতা ১৫শ যুগে না পড়িয়া ১৬শ যুগের প্রথমে আসিতেছেন। সগর ও জামদগ্ন্য ১৯শ যুগে ত্রেতায় পড়িতেছেন, আর এক পরশুরাম মূলকের সমসাময়িক, দ্বাপর ও ত্রেতার সংযোগকালে

(১) পুরা বৈবস্বতে কল্পে ত্রেতাকালে সমাগতে। স্কন্দ। আবন্ত্য। চতুরশীতিলিঙ্গমাহাত্ম্যম্ ।৮।১ ॥ (২) জামদগ্ন্য পরশুরাম ১৯শ যুগে। ইঁহার শিষ্য ঔর্ব সগরকে অস্ত্রশিক্ষা দেন। (৩) হৈহয় পরশুরাম ত্রেতা দ্বাপর সন্ধিকালে মূলককে নির্যাতিত করেন। মহাভারত ও পুরাণ। (৪) পূর্ব দুই রাম ত্রেতায়। রাবণকেও ত্রেতায় বলা হইয়াছে। (৫) এই দুই রাজা ও বলি ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নহেন। (৬) ইনি সুতপাপুত্র বলি।

ঠিকই আসিয়াছেন। বলিও অষ্টম মন্বুতে আছেন। কেবল রাম ত্রেতায় না হইয়া দ্বাপরে আসিতেছেন। রাম যে ত্রেতায় ছিলেন এরূপ উক্তি উদ্ধৃত শ্লোকে নাই॥ বা। ৯৮।৯২॥ কিন্তু অন্যত্র বা। ৭০।৪৮ শ্লোকে রাবণ ত্রেতায় বলা হইয়াছে। রাবণ একাধিক ছিলেন। রাবণ নাম লঙ্কেশ্বরের সাধারণ পদবী ছিল বলিয়া মনে হয়। পুরাণে তিন রাবণের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণোক্ত প্রথম রাবণ অনরণ্যের সমসাময়িক ও দ্বিতীয় রাবণ কার্তবীর্য অর্জুন ও জামদগ্ন্য পরশুরামের সমসাময়িক। অন্য তৃতীয় রাবণ দাশরথি রামের সমকালীন। অনরণ্যের পর্যায়সংখ্যা ১১০ ; ইনি ত্রেতাযুগের হওয়ায় ইঁহার সমকালীন রাবণও ত্রেতাযুগে পড়িতেছেন। দাশরথি রামের পূর্বেও অন্য দুই রাম ছিলেন ইঁহারা উভয়েই পরশুরাম। উভয়েই ত্রেতায়। দাশরথি রাম যে দ্বাপরে ছিলেন ভাসের বালচরিতে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। এই শ্লোকে ইহা ব্যতীত নারায়ণকে কৃতযুগের, বামন বিষ্ণুকে ত্রেতার এবং কৃষ্ণকে কলিযুগের অবতার বলা হইয়াছে।

> শঙ্খক্ষীরবপুঃ পুরা কৃতযুগে নাম্না তু নারায়ণ-
> স্ত্রেতায়াং ত্রিপদার্পিতত্রিভুবনো বিষ্ণুঃ সুবর্ণপ্রভঃ।
> দূর্বাশ্যামনিভঃ স রাবণবধে রামো যুগে দ্বাপরে
> নিত্যং যোঽঞ্জনসন্নিভঃ কলিযুগে বঃ পাতু দামোদরঃ॥

ভাস। বালচরিতম্। প্রথম শ্লোক॥

অর্থাৎ, পুরাকালে কৃতযুগে যিনি শঙ্খক্ষীরবপু, নামে নারায়ণ, ত্রেতাতে যিনি ত্রিপদার্পিত-ত্রিভুবন সুবর্ণপ্রভ বিষ্ণু, দ্বাপরে যিনি রাবণ বধে দূর্বাশ্যামনিভ রাম, কলিতে যিনি অঞ্জনসন্নিভ দামোদর তিনি আমাদের সর্বদা রক্ষা করুন। পৌরাণিক ভ্রমের সূত্র মনে রাখিলে দেখা যাইবে যে রাম ও পরশুরামের কীর্তি পরস্পরে আরোপিত হইয়াছে। পরশুরাম যে একাধিক ছিলেন তাহার প্রমাণ দিতেছি। স্মরণ রাখিতে হইবে পরশুরাম উপনাম। রামই প্রকৃত নাম। গণনায় রাম ২৩শ যুগে আসিয়াছেন। পুরাণে তাঁহাকে ২৪শ যুগে ধরা হইয়াছে। মান্ধাতা ও রামের যুগ না মিলার কারণ হয়ত পর্যায়কালে ইতরবিশেষ। পর্যায়কালের ভেদে এরূপ হইয়াছে কি না পরে বিচার করিতেছি।

২৬। পরশুরাম ও দাশরথি রাম

।৭৯। পরশুরাম ও রামের কীর্তিকলাপ দেখা যাক। বায়ুতে। ৮৮।১৩৪ শ্লোকে আছে সগর জামদগ্ন্যের শিষ্যের নিকট আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন।

বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ উক্তি আছে। সগরের পিতা বাহু ইক্ষ্বাকুবংশীয়। হৈহয়গণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। জামদগ্ন্য পরশুরাম ভার্গব॥ বি। ৪।৭।১৬॥ তিনি জহ্নুবংশীয়ও বটেন এবং চন্দ্রবংশীয়ও বটেন। চন্দ্রবংশে পুরুরবার পর পর্যায়চ্ছেদ আছে॥ মৎস্য। ২৪।৩২, ৩৩॥ এজন্য জামদগ্ন্য পরশুরামের পর্যায়নির্ণয় দুরূহ। বা। ৯১।৫৮ শ্লোকমতে জহ্নু ইক্ষ্বাকুবংশীয় যৌবনাশ্বের পৌত্রীকে বিবাহ করেন। ইক্ষ্বাকুবংশে দুই জন যুবনাশ্ব রাজা আছেন। এক যুবনাশ্ব মান্ধাতার পৌত্র ও অম্বরীষের পুত্র। ইহার পর্যায় ১০৮। যদি ধরা যায় যে এই যুবনাশ্বের পুত্র যৌবনাশ্ব জহ্নুর দাদাশ্বশুর তবে জহ্নুর পর্যায় ১১১ ধরা যাইতে পারে। জহ্নুর ৯ পুরুষ পরে জামদগ্ন্য। জামদগ্ন্যের পর্যায় ১২০ পাওয়া গেল। ১২১ জামদগ্ন্যের শিষ্য ও ১২৫ সগর সমকালীন হইতে পারেন। আর এক দিক দিয়া জামদগ্ন্য ভার্গব পরশুরামের কাল ও পর্যায়সংখ্যা নির্ণয় করা যাইতে পারে। পরশুরামের পিতা জমদগ্নি সত্যবতীর পুত্র। সত্যবতী গাধির কন্যা। গাধিতনয় বিশ্বামিত্র সত্যবতীর ভ্রাতা। বিশ্বামিত্র ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক, বিশ্বামিত্রের শিষ্য বা পুত্র শুনঃশেফ বা দেবরাত হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পশুরূপে কল্পিত হন॥ বা। ৯১।৯৪॥ হরিশ্চন্দ্রের পর্যায়সংখ্যা ১১৭। হরিশ্চন্দ্রের সহিত বিশ্বামিত্রের ১ পর্যায় ও দেবরাতের ১ পর্যায় অন্তর ধরা যাইতে পারে। এই গণনায় বিশ্বামিত্রের ও তৎভগ্নী সত্যবতীর পর্যায় ১১৮ হইতেছে, জমদগ্নির পর্যায় ১১৯ এবং জামদগ্ন্য পরশুরামের পর্যায় ১২০। পরশুরাম উনবিংশ যুগের আদিতে এবং হরিশ্চন্দ্র তাঁহার তিন পুরুষ পূর্বে॥ ৭২ প্রকরণের সারণি দ্রষ্টব্য॥

পুরা ত্রেতাযুগে দেবি রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
শূরঃ সর্ব্বগুণোপেতঃ পিতৃভক্তো বভূব হ॥ ২
রেণুকাগর্ভসম্ভূতঃ স্বয়ং রামো বভূব হ।
বিষ্ণুরেবাবতীর্ণোঽসৌ ভৃগোঃ শাপাৎ সুদুস্তরাৎ॥ ৩॥ স্কন্দ। আবন্ত্য। ২৯অ॥

অর্থাৎ, দেবি, পুরাকালে ত্রেতাযুগে শস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর, সর্বগুণযুক্ত এবং পিতৃভক্ত রাম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুদুস্তর ভৃগুশাপে বিষ্ণুই স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া এই রামরূপে রেণুকাগর্ভে জন্মিয়াছিলেন। জামদগ্ন্য ক্ষত্রিয়দের বিনাশ করিয়াছিলেন। তিনি হৈহয় নন। দাশরথি রাম এক পরশুরামের গর্ব খর্ব করেন বলিয়া কথিত আছে কিন্তু এই পরশুরাম দাশরথি রামের সমকালীন পরশুরাম হইতে পারেন না। হৈহয়বংশীয় আর একজন পরশুরাম আছেন। বি। ৪।৪।৪৩ শ্লোকে দাশরথি রাম ও পরশুরাম সংবাদে এই পরশুরামকে

হৈহয়কুলকেতু বলিয়াছেন। এই হৈহয় পরশুরামের ভয়ে রামের পূর্বপুরুষ মূলক স্ত্রীবেশে লুকাইয়াছিলেন। মূলক ত্রেতা ও দ্বাপরের সংযোগকালের; বায়ুমতে রামের ১০ পুরুষ পূর্বে মূলক। অতএব এই দ্বিতীয় পরশুরামও রামের সমকালীন হইতে পারেন না। বি। ৪। ৪। ৪৩ শ্লোকে বলিতেছেন রাম 'সকলক্ষত্রিয়ক্ষয়কারিণমশেষহৈহয়কুলকেতুভূতঞ্চ পরশুরামমপাস্তবীর্য্যবলাবপলেপং চকার'। শ্লোকে পরশুরাম যে রামের সমকালীন এমন কথা বলা হইল না। পরশুরামের কীর্তি ও গর্ব রাম লোপ করেন। অর্থাৎ রাম বলিলে লোকে পূর্বে পরশুরামকেই বুঝিত। এখন লোকে রাম নামে দাশরথি রামের যশ কীর্তন করিতে লাগিল। দ্বাপরের দাশরথি রাম কীর্তিতে তাঁহার পূর্ববর্তী ত্রেতার ভার্গব ও হৈহয় এই দুই পরশুরাম উপাধিধারী রামকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। কালিদাস রঘুবংশের একাদশ সর্গে হরধনুভঙ্গের পর ভার্গব পরশুরামকে দিয়া দাশরথি রামকে উদ্দেশ করিয়া বলাইতেছেন 'অন্যদা জগতি রাম ইত্যয়ং শব্দ উচ্চারিত এব মামগাৎ। ব্রীড়মাবহতি মে স সম্প্রতি, ব্যস্তবৃত্তিরুদয়োন্মুখে ত্বয়ি' অর্থাৎ, 'আরও একটি কথা এই রামশব্দ উচ্চারিত হইলে জগতে কেবল আমাকেই বুঝাইত কিন্তু এখন তোমার অভ্যুদয়ে তাহা দ্বিধা বিভক্ত হইল; ইহা আমার লজ্জার কারণ।' মূলকনির্যাতনকারী পরশুরাম ও স্যমন্তপঞ্চকে রুধিরতর্পণকারী পরশুরাম এক। ইনি ২১শ যুগে ত্রেতা ও দ্বাপর সন্ধিকালে বর্তমান ছিলেন।

ত্রেতাদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
অসকৃৎ পার্থিবং ক্ষত্রং জঘানামর্ষচোদিতঃ॥ মভা। ১।২।৩॥

অর্থাৎ, শস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাম ক্রোধতাড়িত হইয়া ত্রেতা দ্বাপরের সন্ধিকালে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয় নিধন করিয়াছিলেন। মহাভারতে ভীষ্ম ও কর্ণের সমকালীন আরও এক পরশুরামের উল্লেখ আছে। সকল পরশুরামই ক্ষত্রিয়ান্তক বলিয়া পরিচিত।

২৭। কার্তবীর্য অর্জুন

।৮০। কার্তবীর্য অর্জুন পরশুরাম কর্তৃক নিহত হন। ইনি জামদগ্ন্য ভার্গব পরশুরাম। কার্তবীর্য অর্জুন যে রাবণকে নির্জিত করিয়াছিলেন তিনি দাশরথি রামের সমকালীন রাবণের বহু পূর্ববর্তী। এই অর্জুন রাবণকে 'পশুরিব বদ্ধা স্বনগরৈকান্তে স্থাপিতা'। তিন রামের কীর্তি পরস্পরে আরোপিত হইয়াছে; এই জন্যই গোল। ভার্গব জামদগ্ন্য পরশুরাম ত্রেতায় ১৯শ যুগে। ইহাকেই বায়ুপুরাণ অবতার বলিয়াছেন। দ্বাপরে

২৪শ যুগের দাশরথি রামও অবতার। ত্রেতা দ্বাপরের সন্ধিকালের ২১শ যুগের হৈহয় পরশুরাম অবতার নহেন। কলিতে ১৮শ যুগের ভীষ্ম ও কর্ণের সমকালীন মহাভারতোক্ত পরশুরামও অবতার নহেন।

।৮১। জামদগ্ন্যের অবতারত্বের আর একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। পূর্বে প্রমতি নামে এক কল্কী অবতার হন; ইঁহার কালনির্দেশ সম্বন্ধে নানা মতভেদ হইতে পারে। বা।৫৮।৮৬ শ্লোকে আছে

গোত্রেণ বৈ চন্দ্রমসঃ পূর্ব্বে কলিযুগে প্রভুঃ।
দ্বাত্রিংশেভ্যুদিতে বর্ষে প্রক্রান্তঃ বিংশতিং সমা॥

অর্থাৎ, পূর্বকলিযুগে চন্দ্রমাগোত্রে জন্মিয়া প্রভু বত্রিশ বর্ষে বিংশ বৎসর (পৃথিবী) পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি চন্দ্রবংশীয় দুষ্ট রাজগণের শাসনকর্তা কল্কী অবতার, ধর্মহানিকালে উৎপন্ন হন বলিয়া পূর্বকলিযুগে ছিলেন বলা হইয়াছে। ৩২শ 'বর্ষ' ৩২শ যুগ নহে। মৎস্য ১৪৪।৫২ শ্লোকে ৩২শ স্থানে ৩০শ সংখ্যা আছে। এই বর্ষমান শত বৎসরের মনে হয়; এই হিসাবে প্রমতি কল্পাদি হইতে গণনা করিয়া ৩৬০০০ হইতে ৩৮৪০০ মাসের মধ্যে পড়েন। অতএব প্রমতি ১৯শ যুগের অবতার হইতেছেন। জামদগ্ন্যও এই যুগের অবতার। উভয়েরই কীর্তিকলাপ একপ্রকার। সন্দেহ হয় জামদগ্ন্যই প্রমতি এবং তাঁহারই কীর্তিকলাপের আদর্শে আগামী কল্কী অবতার কল্পনা। 'বর্ষমান' নিশ্চিত না হইলে এ বিষয়ের সিদ্ধান্তও নিশ্চিত হইবে না।

।৮২। পরশুরামের বিবরণ রামায়ণ ও মহাভারতে যাহা পাওয়া যায় তাহা কিন্তু পুরাণোক্ত বিবরণ হইতে ভিন্ন। রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির সহিত পুরাণের বিরোধ ঘটিলে পুরাণই গ্রাহ্য। পুরাণই যথার্থ ইতবৃত্ত বা হিস্টরি। মহাভারত পুরাণীয় ভাষায় ইতিহাস ও রামায়ণ কাব্য। অধুনা পুরাণ অর্থেই ইতিহাস শব্দের প্রয়োগ হইতেছে কিন্তু ইতিহাস শব্দের প্রকৃত অর্থ ব্যক্তিবিশেষের বা কোন বিশেষ বংশের পরম্পরাপ্রাপ্ত কাহিনী। মহাভারত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ইহা ইতিহাস হইলেও ইহাকে পুরাণ বলা যাইতে পারে।

২৮। অন্তঃপ্রমাণ বিচার

।৮৩। পুরাণে দেখিতেছি ত্রেতাযুগে দুই রাবণ ও দুই রাম জন্মিয়াছিলেন ও দ্বাপরে দাশরথি রাম ও তৃতীয় রাবণ ছিলেন। দাশরথি রাম দ্বাপরে থাকিয়াও কেন

ত্রেতাযুগের অবতার বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন তাহার যথেষ্ট কারণ পাওয়া গেল। এখন মান্ধাতা ও রামের যুগ সম্বন্ধে যেটুকু ইতরবিশেষ হইয়াছে তাহা বিচার্য। পর্যায়কাল ভেদে যুগভেদ হইতে পারে, অতএব প্রথমে পর্যায়কাল নির্ণয় করিব। পর্যায়কালের ইতরবিশেষ কতটা হওয়া সম্ভবপর তাহা জানা কর্তব্য। পুরাণোক্ত যুগে মান্ধাতা ও রামকে ফেলিলে অন্য কোথাও অসঙ্গতি আসে কি না তাহাও দ্রষ্টব্য। যদি পুরাণের মতানুযায়ী রাজাদের যুগনির্দেশে দেখা যায় যে পর্যায়কালের ইতরবিশেষ স্বাভাবিক গণ্ডির মধ্যে আছে ও অন্য কোথাও অসঙ্গতি হয় নাই তবে আমরা নির্ভয়ে পুরাণকে যথার্থ ইতবৃত্ত বলিতে পারিব ও যুগনির্ণয় ঠিক হইয়াছে বুঝিব।

১৩। পর্যায়কাল বিচার

২৯। পর্যায়কাল

।৮৪। কোন বংশের সন্তানপরম্পরা জানা থাকিলে একজনের কাল নির্দিষ্ট হইলে পূর্ব ও পরবর্তী তদ্বংশীয় ব্যক্তিগণ কোন্ কালে ছিলেন অনেকটা অনুমান করা যায়। এক পুরুষ হইতে পরবর্তী পুরুষ পর্যন্ত যে কাল গত হয় তাহাকে পর্যায়কাল বলিব। পর্যায়কাল স্থির করিয়া পূর্ব ও অধস্তন দুই ব্যক্তির মধ্যে কত পুরুষ অন্তর জানিলে সহজেই তাহাদের কালান্তরও গণনা করা যাইবে। পর্যায়কাল নির্ধারণ করিতে হইলে এক পুরুষের জন্মকাল হইতে পরবর্তী পুরুষের জন্মকালের ব্যবধান জানা আবশ্যক। যত বয়সে সাধারণতঃ প্রথম সন্তান হয় তাহাই পর্যায়কাল। জন্মকাল না ধরিয়া প্রত্যেক পুরুষের কোন একটি নির্দিষ্ট বয়স ধরিলেও চলে। পিতা ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ বৎসরবয়স্ক ছিলেন এবং তাঁহার প্রথম সন্তান ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ বৎসরে পড়িয়াছেন ; এ ক্ষেত্রে পর্যায়কাল ৩০ বৎসর অর্থাৎ পিতার ৩০ বৎসর বয়সে প্রথম সন্তান হইয়াছে। নির্দিষ্ট বয়স জানা না থাকিলে পিতার যুবকাল হইতেই পুত্রের যুবকালের ব্যবধান জানিয়া পর্যায়কাল কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। কোন রাজবংশে পুত্রপরম্পরা রাজা হইলে একের রাজ্যারোহণকাল হইতে অপরের রাজ্যারোহণকাল গণনা করিয়া আনুমানিক পর্যায়কাল পাওয়া যাইতে পারে। এরূপ গণনা অতি স্থূল, কারণ বিভিন্ন রাজগণের রাজ্যপ্রাপ্তির বয়সে যথেষ্ট ইতরবিশেষ দেখা যায়। জন্মকাল হইতে জন্মকালের ব্যবধানই পর্যায়নিরূপণে প্রশস্ত। পর্যায়কাল স্থির কাল নহে, কাহারও ১৮ বৎসর বয়সে প্রথম সন্তান হয় কাহারও বা ৪০ বৎসরে। অভিমন্যুর ১৬ বৎসর বয়সে পুত্র হইয়াছিল। ইহা অসম্ভব নহে। প্রথম সন্তান জন্মকালে পিতার বয়স ৪০এর উপরে উঠাও কিছু বিচিত্র নহে। পর্যায়কালের যখন এত ইতরবিশেষ হয় তখন বলাই বাহুল্য যে পর্যায়কাললব্ধ গণনা স্থূল নির্দেশ মাত্র : তবে বহুসংখ্যক পুরুষপরম্পরা ধরিলে গড় পর্যায়কাল পাওয়া যায় এবং দীর্ঘ কালগণনার জন্য গড় পর্যায়কালের উপর অনেকটা নির্ভর করা চলে। সাধারণত পিতার ২০ বৎসর বয়সের পূর্বে বড় একটা সন্তান জন্মে না এবং ৩০ বৎসরের পূর্বেই প্রথম সন্তান জন্মিয়া থাকে, এজন্য গড়ে পর্যায়কাল ২০ হইতে ৩০এর মধ্যে থাকিবে বলা যায়। যত অধিক বয়সে

বিবাহ হইবে পর্যায়কাল তত বৃদ্ধি পাইবে। এক পুরুষের মৃত্যুকাল হইতে পরবর্তী পুরুষের মৃত্যুকাল গণনা করিয়া পর্যায়কাল নিরূপিত হইতে পারে না। পিতার প্রথম সন্তান জন্মকাল সম্বন্ধে বরং একটা অনুমান সম্ভবপর কিন্তু মৃত্যুকাল একেবারে অনিশ্চিত। পিতামহের মৃত্যুর তুই বৎসর পরে হয়ত নাতির মৃত্যু হইল; পিতামহ ও নাতির মধ্যে তুই পর্যায়কাল ব্যবধান, অতএব গড় পর্যায়কাল এই হিসাবে মাত্র এক বৎসর হইল। জন্মকাল বা নির্দিষ্ট বয়স ধরিয়া গণনা করিলে এ ভুল হইবে না।

৩০। কায়স্থ পর্যায়কাল

।৮৫। আমাদের দেশে কুলীন কায়স্থদিগের মধ্যে পর্যায়গণনা প্রচলিত আছে। ঘটকের নিকট খোঁজ করিয়া জানিলাম যে এই প্রবন্ধ রচনাকালে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ১০ হইতে ৩০ বৎসরবয়স্ক ব্যক্তির পর্য্যায়সংখ্যা ২৩ হইতে ৩০ পর্যন্ত দেখা যায়। ২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯ পর্যায় বেশী দেখিতে পাওয়া যায়; ২৩ বা ৩০ খুব কম দেখা যায়। পর্যায়কাল ২০ হইতে ৩০এর মধ্যে ধরা যাক। মোটের উপর বলা যায় বিভিন্ন বংশে ২৬ ও ২৯ পর্যায় একই কালে বর্তমান আছে। অতএব পর্যায়গণনার আরম্ভ হইতে এক বংশে ২৫ ও অপর বংশে ২৮ পর্যায়কাল গত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পর্যায়কাল তুই পুরুষের অন্তরকাল বলিয়া পর্যায়কালের মোট সংখ্যা পুরুষসংখ্যা হইতে এক কম হইবে। অতএব

২৫ পর্যায়কালে ন্যূনপক্ষে ২৫ × ২০ = ৫০০ বৎসর গত হইয়াছে
ঊর্ধ্বপক্ষে ২৫ × ৩০ = ৭৫০ " " "

তদ্রূপ অপর বংশে

২৮ পর্যায়কালে ন্যূনপক্ষে ২৮ × ২০ = ৫৬০ বৎসর গত হইয়াছে
ঊর্ধ্বপক্ষে ২৮ × ৩০ = ৮৪০ " " "

অতএব পর্যায়গণনা আরম্ভ হইতে

ন্যূনপক্ষে ৫৬০ বৎসর গত হইয়াছে
ঊর্ধ্বপক্ষে ৭৫০ " " "
গড় হিসাবে $\frac{৫৬০+৭৫০}{২} = \frac{১৩১০}{২}$ = ৬৫৫ " " "

এই ৬৫৫ বৎসরে এক বংশে ২৫ ও অপর বংশে ২৮ পর্যায়কাল। অতএব

এক বংশে ১ পর্যায়কাল = $\frac{৬৫৫}{২৫}$ = ২৬·২ বৎসর
অপর " " " = $\frac{৬৫৫}{২৮}$ = ২৩·৪ বৎসর
পর্যায়কাল গড়ে ২৪·৮ = প্রায় ২৫ বৎসর

।৮৬। এই গণনায় প্রথম সন্তানোৎপত্তি ২০ বৎসর বয়সে ধরা হইয়াছে। প্রথম সন্তান পুত্র হইবার সম্ভাবনাও যত কন্যা হইবার সম্ভাবনাও তত। কায়স্থ পর্যায়ে পুত্র-পরম্পরাই গণনা করা হয়, কন্যা ধরা হয় না। তদুপরি পর্যায়রক্ষা জ্যেষ্ঠ পুত্রপরম্পরা দ্বারা না হইয়া অনেক ক্ষেত্রে কনিষ্ঠ পুত্রপরম্পরা দ্বারা হইতে পারে; জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠদিগের দ্বারাই বংশ রক্ষা হয়। অতএব কায়স্থ পর্যায়কাল গণনায় বংশধর পুত্র গড়ে ২৫ বৎসর বয়সের পূর্বে জন্মগ্রহণ করে না বলিলে বিশেষ ভুল হইবে না। এই হিসাবে সূক্ষ্ম গণনার কায়স্থ পর্যায়কাল গড়ে ২৫ হইতে ৩০এর মধ্যে হইবে বলা যায়। পূর্বোক্ত উপায়ে গণনা করিলে এই গড় সংখ্যা পাওয়া যাইবে, যথা,

$$\text{গড় পর্যায়কাল} = \frac{\frac{(২৫ \times ৩০)+(২৮ \times ২৫)}{২ \times ২৫} + \frac{(২৫ \times ৩০)+(২৮ \times ২৫)}{২ \times ২৮}}{২}$$

$$= \frac{\text{[illegible]}}{২} = \text{প্রায় ২৮ বৎসর}$$

(৩৪। আধুনিক বাঙ্গালীর গড় পর্যায়কাল প্রকরণ দ্রষ্টব্য)

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালী বিবাহযোগ্য কায়স্থ যুবকদিগের গড় পর্যায়সংখ্যা ২৮ ছিল। এই পর্যায়গণনা বল্লালসেনের কাল হইতে আরম্ভ। পর্যায়কাল গড়ে ২৮ বৎসর ধরিলে ২৮ × ২৮ = ৭৮৪ বৎসর পূর্বে বল্লালসেন ছিলেন অর্থাৎ ১৯৩৫ − ৭৮৪ = ১১৫১ খ্রী বল্লালকাল। The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India by Nundo Lal De মতে বল্লালরাজ্যারোহণকাল ১১১৯ খ্রী। See Ballalpuri। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ 'সেনরাজগণের রাজ্যকাল' নামক প্রবন্ধে নানা প্রমাণ আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন বল্লালসেনের রাজ্যকাল ১১৫৮-১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দ॥ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৪২ ভাগ। ২য় সংখ্যা।১৩৪২॥

৩১। নিজবংশের পর্যায়কাল

।৮৭। আমার নিজবংশে ৭ পুরুষের কাল জানা আছে,

১। রামসন্তোষ যুবকাল, ১৭২৪ খ্রী

২। রত্নেশ্বর

৩। গুরুদাস

৪। কালিদাস

৫। চন্দ্রশেখর

৬। শশিশেখর

৭। মৃগাঙ্কভূষণ যুবকাল, ১৯৩৪ খ্রী

৭ পুরুষের মধ্যে ৬ পর্যায়কাল ব্যবধান। ৬ পর্যায়কাল=২১০ বৎসর অতএব ১ পর্যায়কাল=৩৫ বৎসর। দেখা যাইতেছে অল্পসংখ্যক পুরুষে পুত্রপরম্পরাগত গড় পর্যায়কাল ৩৫ কিংবা তার উপর উঠা বিচিত্র নহে। অধিকসংখ্যক পুরুষে গড় পর্যায়কাল আনুমানিক ২৮ বৎসর। কায়স্থ পর্যায়কাল সম্বন্ধে যে কথা খাটে রাজবংশের পর্যায়কাল সম্বন্ধেও সেই সকল কথা সত্য। যথা, কন্যা প্রথম সন্তান হইলেও রাজ্যাধিকারিণী হয় না, জ্যেষ্ঠের অবর্তমানে তৎকনিষ্ঠ রাজ্য পায় ইত্যাদি, অতএব পুত্রপরম্পরা খণ্ডিত না হইলে রাজবংশের পর্যায়কাল গড়ে ২৮এর কাছাকাছি হইবে। অল্পসংখ্যক পুরুষে ৩৫এর উর্ধ্বে উঠিতে পারে। যেখানেই রাজবংশে পর্যায়কাল ১৮র নীচে নামিয়াছে সেইখানেই পুত্রপরম্পরা খণ্ডিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে হয় ভ্রাতা না হয় অপরে রাজ্য পাইয়াছে।

।৮৮। সমকালীন সমবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণতঃ পর্যায়সংখ্যার ইতরবিশেষ ২৫ পুরুষে ±২। অর্থাৎ, ২৩ হইতে ২৭ পর্যায় এককালে থাকা সম্ভব। ॥৩০। কায়স্থ পর্যায়কাল-প্রকরণ দ্রষ্টব্য॥ এই অনুপাতের অধিক পার্থক্য দেখিলে পর্যায় খণ্ডিত হইয়াছে সন্দেহ করিতে হইবে।

৩২। মোগল পর্যায়কাল

।৮৯ মোগল বাদশাহদিগের পর্যায়কাল আলোচনা করা যাইতেছে,

পর্যায়	বাদশা	জন্মকাল-খ্রী	রাজ্যারোহণ-খ্রী	রাজ্যশেষ-খ্রী
১	বাবর	১৪৮৩		১৫৩০
২	হুমায়ুন		১৫৩০	১৫৫৬
৩	আক্‌বর	১৫৪২	১৫৫৬	১৬০৫
৪	জাহাঙ্গীর		১৬০৫	১৬২৭
৫	শাজাহান		১৬২৮	১৬৫৮
৬	আরঙ্গজেব		১৬৫৮	১৭০৭
৭	বাহাদুর-শা	১৬৪৩	১৭০৭	১৭১২

বাবর জন্ম ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং বাহাদুর শার জন্ম ১৬৪৩ খ্রী। উভয়ের মধ্যে অন্তর ৬ পর্যায়কাল এবং ১৬০ বৎসর। অতএব ১ পর্যায়কাল=প্রায় ২৬ বৎসর। এই বংশে

পিতাপুত্রপরম্পরা অক্ষুণ্ণ আছে। হুমায়ুন রাজ্যারম্ভ হইতে আরঙ্গজেব রাজ্যশেষ ১৭০৭ – ১৫৩০ = ১৭৭ বৎসর। গড় রাজ্যকাল ১৭৭ ÷ ৫ = ৩৫·৪ বৎসর। গড় রাজ্যকাল ও গড় পর্যায়কাল এক নহে, সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। রাজ্যারম্ভ হইতে রাজ্যশেষকাল গণনা করিয়া রাজ্যকাল নিরূপিত হয় কিন্তু জন্ম হইতে জন্মের ব্যবধানকাল পর্যায়কাল।

৩৩। গড় রাজ্যকাল

। ৯০। ইংলণ্ডের রাজাদের রাজ্যকাল নিম্নলিখিত তালিকায় দেখা যাইবে,

পর্যায়-সংখ্যা	রাজা	রাজ্যারম্ভ খ্রী	রাজ্যশেষ খ্রী	গড় রাজ্যকাল বৎসর
১	প্রথম উইলিয়ম	১০৬৬	১০৮৭	$\frac{২৬১}{১০}$ = ২৬·১
১০	দ্বিতীয় এডওয়ার্ড	১৩০৭	১৩২৭	$\frac{২০২}{১০}$ = ২০·২
১৯	সপ্তম হেনরী	১৪৮৫	১৫০৯	$\frac{২০৩}{১০}$ = ২০·৩
২৮	দ্বিতীয় জেমস্	১৬৮৫	১৬৮৮	$\frac{২২৫}{১০}$ = ২২·৫
৩৭	সপ্তম এডওয়ার্ড	১৯০১	১৯১০	

গড় $\frac{৮৪৪}{৩৭}$ = ২২·৮ = প্রায় ২৩ বৎসর

। ৯১। পূর্বে বলিয়াছি বহু পুরুষ ধরিলে গড় পর্যায়কাল প্রায় ২৮ বৎসর হয়। সন্তানপরম্পরা অক্ষুণ্ণ থাকিলে বহু পুরুষে গড় পর্যায়কাল ও গড় রাজ্যকাল প্রায় কাছাকাছি হয় কিন্তু ইংলণ্ডের রাজাদের গড় রাজ্যকাল ২৮ অপেক্ষা ৫ বৎসর কম। ইহার কারণ এই যে, ইংলণ্ডে পুত্রপরম্পরা রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটে নাই। পরে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করিব। পুরাণোক্ত অর্বাচীন রাজবংশগুলির গড় রাজত্বকাল নিম্নে দেওয়া গেল।

রাজবংশ	রাজসংখ্যা	রাজত্বকালসমষ্টি বৎসর	গড় রাজ্যকাল বৎসর
প্রদ্যোত	৫	১৩৮	২৭·৬
শিশুনাক	১০	৩৩২	৩৩·২
নন্দ	৯	১০০	১১·১
মৌর্য	১০	১৩৭	১৩·৭
শুঙ্গ	১০	১১২	১১·২
কণ্ব	৪	৪৫	১১·২
অন্ধ্র	৩০	৪৫৬	১৫·২

। ৯২। দেখা যাইতেছে কোনও পৌরাণিক রাজবংশেরই গড় রাজত্বকাল অবিশ্বাস্য নহে। প্রদ্যোত ও শিশুনাকবংশের গড় রাজ্যকাল ২৭এর ঊর্ধ্বে। এই দুই বংশে পুত্রপরম্পরা রাজ্য পাইয়াছে অনুমান করা যায়। অন্যান্য বংশে গড় রাজ্যকাল ১৮র নীচে হওয়ায় বুঝা যায় যে পুত্রপরম্পরা বার বার ছিন্ন হইয়াছে।

। ৯৩। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ মনে করেন বহু পর্যায় ধরিয়া গণনা করিলে দেখা যায় যে, পর্যায়কাল কদাচিৎ ২৫ বৎসর পর্যন্ত উঠে এবং গড় রাজত্বকালও এই সংখ্যার ঊর্ধ্বে যাওয়া সম্ভব নহে॥ V. Smith. Early History of India, p. 47॥ এই মত নিতান্ত ভ্রান্ত। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ পুরাণোক্ত নন্দিবর্দ্ধন ও মহানন্দীর পর পর ৪২ ও ৪৩ বৎসর রাজ্যকালও অবিশ্বাস্য মনে করিয়াছেন॥ Early History, p. 41॥ পার্জিটরও এইরূপ দীর্ঘ রাজ্যকাল বা ১৮র ঊর্ধ্বে গড় রাজ্যকাল বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন। ধরা যাক, নন্দিবর্দ্ধন ২৩ বৎসর বয়সে রাজ্যারোহণ করেন ও ৪০ বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র মহানন্দী জন্মগ্রহণ করেন। ৪২ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া নন্দিবর্দ্ধন ৬৫ বৎসর বয়সে গত হন। এই সময় মহানন্দীর বয়স ২৫। মহানন্দী ৪৩ বৎসর রাজ্য করিয়া ৬৮ বৎসর বয়সে মারা যান। ইহাতে অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য কিছুই নাই। বিদেশী ইতবৃত্তকারগণ পর্যায়কাল বা রাজ্যকালের বিস্তার সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। তাঁহাদের নিজেদের দেশের ইতবৃত্তে রাজাদের তারিখ জানা থাকায় গড় রাজ্যকাল বা গড় পর্যায়কাল ধরিয়া কোন হিসাব করিবার আবশ্যক হয় নাই। ভারতীয় ইতবৃত্ত বিচারে পক্ষপাত তাঁহাদের বুদ্ধিভ্রংশ করিয়াছে।

। ৯৪। ধরা যাক, ৫০ জন রাজার নাম পর পর জানা আছে ও তাঁহাদের মোট রাজত্বকালও জানা আছে। রাজত্বকালের সমষ্টিকে ৫০ দিয়া ভাগ করিলে গড়ে এক রাজত্বকাল পাওয়া যাইবে। ইংলণ্ডের রাজবংশের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, গড়ে রাজত্বকাল প্রায় ২৩ বৎসর। ইক্ষ্বাকুবংশের রাজপরম্পরা জানা আছে কিন্তু রাজত্বকাল জানা নাই। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে রাজসংখ্যাকে গড় রাজত্বকাল দিয়া গুণ করিলে ইক্ষ্বাকুবংশের রাজ্যকালসমষ্টি পাওয়া যাইবে কিন্তু গড় রাজত্বকাল কোন নৈসর্গিক নিয়ম দ্বারা নির্দিষ্ট নহে এবং নানা কারণে ইহার এত অধিক ইতরবিশেষ হয় যে কালগণনার উদ্দেশ্য ইহার দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। রাজা মৃত্যুর পূর্বে রাজ্য ত্যাগ করিলে, পুত্র ভিন্ন অপর ব্যক্তি রাজা হইলে এই কালে ন্যূনাধিক্য হয়। পুরাণমতে শিশুনাক বংশে গড় রাজত্বকাল ৩৩·২ কিন্তু নন্দবংশে ১১·১। যে সংখ্যার এত ইতরবিশেষ হয় তাহাতে কোন আস্থা স্থাপন করা যায় না। যাঁহারা গড় রাজত্বকাল অনুমান করিয়া ইক্ষ্বাকুবংশের

কালসমষ্টি গণনা করিয়াছেন তাঁহারা ভ্রান্ত কল্পনাদ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ, পার্জিটর ও অনেক ভারতীয় ইতবৃত্তকার এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কল্পিত এক একটি গড় রাজত্বকাল ধরিয়া গণনা করিয়াছেন। অপর পক্ষে পর্যায়কাল নৈসর্গিক নিয়ম দ্বারা নির্দ্দিষ্ট এবং ইহার ইতরবিশেষ বেশী হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি সাধারণত এই কাল ২৫ হইতে ৩০এর মধ্যে; গড়ে ২৮ বৎসর। যে বংশে পুত্রপরম্পরা রাজা হইয়াছে সেখানে গড় পর্যায়কাল দ্বারা সমষ্টি রাজ্যকাল নির্ণীত হইতে পারে। ইক্ষ্বাকুবংশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুত্রপরম্পরা রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এ জন্য এই বংশে পর্যায়কাল দ্বারা সমষ্টিকাল সঠিক নির্ণীত হইবে আশা করা যায়। পুত্রপরম্পরা রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিলে পর্যায়কাল কিছুতেই ১৮ সংখ্যার কম হইতে পারে না, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। যে রাজবংশে গড় রাজত্বকাল ১৮ বৎসরের কম সেখানেই পুত্রের পরিবর্তে অপরে রাজ্য ভোগ করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

।৯৫। ইংলণ্ডের ইতবৃত্তে দ্বিতীয় রিচার্ড হইতে আরম্ভ করিয়া মেরী পর্যন্ত ১১ জন রাজসিংহাসনে বসিয়াছেন। দ্বিতীয় রিচার্ডের রাজ্য আরম্ভ হইতে মেরীর রাজ্য শেষ পর্যন্ত ১৩৭৭ খ্রী হইতে ১৫৫৮ খ্রী অর্থাৎ ১৮১ বৎসর। গড়ে রাজত্বকাল ১৬.৪ বৎসর। এই সংখ্যা দেখিয়া অনুমান করা যায় এই রাজন্যবর্গের মধ্যে পিতাপুত্র সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে ছিল না। বাস্তবিক ইতবৃত্তও সাক্ষ্য দেয় যে, এই কালের মধ্যে ৬ বার বংশসূত্র ছিন্ন হইয়াছে। যে বংশে সম্বন্ধপরম্পরা জানা নাই ও সমষ্টিকালও জানা নাই সেখানে গড় রাজত্বকাল দিয়া কাল নির্ধারণের চেষ্টা বৃথা। প্রথম রাজার রাজত্ব আরম্ভ হইতে শেষ রাজার রাজ্য শেষ পর্যন্ত সমষ্টি রাজ্যকাল ধরা হইয়াছে। জন্ হইতে তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের রাজ্য শেষ পর্যন্ত ১১৯৯ খ্রী হইতে ১৩৭৭ খ্রী অর্থাৎ ১৭৮ বৎসর। এই কালে ৫ জন রাজা। এখানে গড়ে রাজত্বকাল ৩৫.৬ বৎসর অর্থাৎ প্রায় শিশুনাকবংশীয়দের গড় রাজত্বকালের (৩৩.২) সমান। জন্ হইতে তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ড পর্যন্ত পুত্রপরম্পরা ছিন্ন হয় নাই বলিয়া গড় রাজত্বকাল অধিক। যেখানেই পুত্রপরম্পরা রাজ্য পাইয়াছে সেইখানেই গড় রাজত্বকাল সাধারণত ২৫এর উর্ধ্বে উঠিয়াছে। অল্পসংখ্যক পুরুষে গড় পর্যায়কাল ৩৫এর উর্ধ্বেও উঠিতে পারে বলিলে ভুল হয় না।

৩৪। আধুনিক বাঙ্গালীর গড় পর্যায়কাল

। ৯৬। গড় পর্যায়কাল কত হওয়া সম্ভব সে বিচার আর এক দিক দিয়া করা যাইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রমঙ্গল সমিতি (Student Welfare Committee) ছাত্রগণের বয়স, তাহাদের পিতামাতা ও ভ্রাতাদিগের বয়স, পিতার কত বয়সে প্রথম পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে ইত্যাদি নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। সমিতির সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাকে এই সকল data বা উপাত্ত দেখিতে দিয়াছেন এবং সংখ্যাবিৎ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও তাঁহার সহকারিগণ আমার অনুরোধে সেই উপাত্ত হইতে বাঙ্গালী কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের গড় পর্যায়কাল নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। পিতার যে বয়সে প্রথম পুত্রসন্তান জন্মে তাহাই পর্যায়কাল।

পর্যায়কাল—কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ একত্রে

পুত্রপরম্পরা	পিতার বয়স গড়ে	ভ্রম সম্ভাবনা Probable Error	উপাত্ত সংখ্যা	ইতরবিশেষ Standard Deviation
প্রথম পুত্র	২৭·১৬	± ০·১৯	৪০৩	৫·৭৫
দ্বিতীয় পুত্র	৩০·৩৬	+ ০·১৮	৪০১	৫·৪৭
তৃতীয় পুত্র	৩৩·৭৯	+ ০·২২	৩৫৯	৬·৪১

। ৯৭। দেখা যাইতেছে প্রথম পুত্র গড়ে পিতার প্রায় ২৭ বৎসর বয়সে জন্মগ্রহণ করে। রাজবংশে সকল সময়ে প্রথম পুত্রই যে রাজ্যাধিকারী হয় তাহা নহে। প্রথমের মৃত্যুতে দ্বিতীয় রাজ্যলাভ করে। পিতার আনুমানিক ৩০ বৎসরে দ্বিতীয় পুত্র জন্মে দেখা যাইতেছে। পৌরাণিক রাজগণের পর্যায়কাল ২৫ হইতে ৩০এর মধ্যে ধরা ঠিকই হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্যন্ত পর্যায়কালের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। পৌরাণিকগণও জানিতেন শত নৃপতি গত হইলে এক নক্ষত্র যুগ অর্থাৎ ২৭০০ বৎসর অতীত হয়। এই হিসাবে পর্যায়কাল ২৭ বৎসর॥ ৯৩ প্রকরণ দ্রষ্টব্য॥

। ৯৮। বিলাতের পর্যায়কাল নির্ণয়ের বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। তবে মাতার কত বয়সে প্রথম কন্যা জন্মে সে সম্বন্ধে উপাত্ত পাওয়া যায়, যথা,

খ্রীষ্টাব্দ	মাতার কত বয়সে প্রথম কন্যা জন্মিয়াছে
১৮৬১—১৮৭০	২৮.৯
১৮৭১—১৮৮০	২৯.০
১৮৮১—১৮৯০	২৯.৩
১৮৯১—১৯০০	২৯.৬
১৯০১—১৯১০	২৯.৯
১৯১০—১৯১২	৩০.০
১৯২০—১৯২২	২৯.৮

British Registrar General's Data C. R. Rich : "The measurement of the rate of population growth." Journal of the Institute of Actuaries, Vol. LXV. Part No. 311, 1934, Table 5, P. 52.

। ৯৯। পুনশ্চ, The Population of Bristol. By H. A. Shannon and E. Grebenik. Review by British Medical Journal. April 24, 1943, p. 509. 'The first, second and third confinements of the wives of unskilled labourers (of Bristol) all take place at a distinctly lower age than among women of the higher economic and occupational groups. The mean age at the birth of the first child to wives of unskilled manual workers is 24·56 years as compared with 27·95 for the professional, business and commercial classes including clerks.' অর্থাৎ, ব্রিষ্টল শহরের নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে মাতার ২৪.৫৬ অর্থাৎ প্রায় ২৫ বৎসর বয়সে প্রথম পুত্র বা কন্যা জন্মে এবং উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে মাতার ২৭.৯৫ অর্থাৎ প্রায় ২৮ বৎসর বয়সে প্রথম সন্তান উৎপন্ন হয়।

। ১০০। আমরা এতক্ষণে পৌরাণিক উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করিতে পারিব। পুরাণানুযায়ী কালনির্দেশ সহ কতিপয় ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতির তালিকা দেওয়া হইল। এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে স্বায়ম্ভুব মনু হইতে বৃহদ্বল পর্যন্ত ১৮১ পুরুষে গড় পর্যায়কাল ২৫.৩ বৎসর॥ ৫৫। কালনির্দেশ প্রকরণ দ্রষ্টব্য॥

১৪। পৌরাণিক কালনির্দেশ বিচার

।১০১। আরও এক প্রকারে ইক্ষ্বাকুবংশের গড় পর্যায়কাল পাওয়া যাইতে পারে। বৈবস্বত মনু হইতে বৃহদ্বল পর্যন্ত সকল রাজারই নাম পাওয়া যায়। বৈবস্বত মনুকাল কল্পাদি হইতে ২১৪৪ বৎসর অন্তর। বৈবস্বত সপ্তম মনু। কল্পাদি ৫৯৫৮ খ্রী-পূ। বৃহদ্বল ভারতযুদ্ধে হত হন। ভারতযুদ্ধকাল ১৪১৬ খ্রী-পূ। বৈবস্বত কাল ৩৮১৪ খ্রী-পূ। বৈবস্বত ও বৃহদ্বলের অন্তর আনুমানিক ২৩৯৮ বৎসর। বৈবস্বতের পর্যায় ৮৭ ও বৃহদ্বলের ১৮১ অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ৯৪ পর্যায়কাল অন্তর। অতএব গড়ে এক পর্যায়কাল= ২৩৯৮÷৯৪=প্রায় ২৫'৫ বৎসর। বৈবস্বত, বৃহদ্বল প্রভৃতির কালনির্দেশ পরে আলোচনা করিয়াছি॥ ১৯ অধ্যায়॥

।১০২। পৌরাণিক নির্দেশ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনই আপত্তি দেখা যাইতেছে না। বৈবস্বত হইতে মান্ধাতা পর্যন্ত পর্যায়কাল ১৮'৭ বৎসর॥ ৫৫ প্রকরণ॥ ইহা প্রকৃত পর্যায়কাল নহে, গড় রাজত্বকাল মাত্র। এই কালের মধ্যেই বিকুক্ষির পর পরঞ্জয় রাজা হন। ইঁহাকে বিকুক্ষির পুত্র না বলিয়া দায়াদ বলা হইয়াছে। সেইরূপ এই কালের অন্তর্গত শ্রাবস্ত ও বৃহদশ্ব দায়াদ। অবশ্য পুত্রও দায়াদ কিন্তু ইঁহারা আত্মজ হইলে বায়ু অন্যত্র যেমন পুত্র শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এখানেও তাহাই করিতেন। কৃশাশ্ব ও প্রসেনজিৎ ভ্রাতা। যুবনাশ্বের পুত্রোৎপত্তি লইয়া গোল আছে। ॥১০৮ প্রকরণ॥ অতএব এ ক্ষেত্রে ১৮'৭ পর্যায়কাল অবিশ্বাস্য নহে। বরং এই কালের মধ্যে পুত্রপরম্পরা একাধিক বার ছিন্ন হওয়ায় রাজ্যকাল গড়ে ২০র নীচেই হইবে আশা করা যায়। অপর পক্ষে মূলক হইতে রাম অবধি পর্যায়কাল ৩৩'৩। ১০ পুরুষে এই পর্যায়কাল অবিশ্বাস্য নহে, বিশেষ দিলীপ ও দশরথের অধিক বয়সে পুত্র হইয়াছিল সেই জন্য এই ১০ পুরুষের পর্যায়কাল অধিক হওয়াই সম্ভব। দ্বিতীয় বলির পর্যায় ১০৫ অর্থাৎ তিনি ১০৬ পর্যায়ের মান্ধাতার সমকালীন। তিনি অষ্টম মনুতে ঠিকই আছেন। দেখা যাইতেছে যে মান্ধাতাকে পঞ্চদশ যুগে ও রামকে চতুর্বিংশ যুগে ফেলায় কোনই গোলমাল হয় নাই।

।১০৩। পুরাণে অন্যান্য কালনির্দেশক যে সকল উক্তি আছে এবার তাহার বিচার করিব। বায়ুপুরাণ ৬২।৭৮ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, ধ্রুব 'ত্রেতাযুগে তু প্রথমে' বর্তমান

ছিলেন। ধ্রুবের পর্যায়সংখ্যা ৩৪॥ ৭১। স্বায়ম্ভুব মনুবংশ প্রকরণ॥ ধ্রুবের বহু পরবর্তী করন্ধমকেও বায়ু ত্রেতাযুগমুখে ফেলিয়াছেন॥ বা।৮৬।৭॥ অতএব অনুমান হয় ধ্রুবের ত্রেতাযুগের মান পৃথক্। মনুকে কখন কখন যুগ বলা হইয়াছে। 'ত্রেতাযুগে তু প্রথমে' অর্থে যদি তৃতীয় মনুর প্রথম ভাগ বুঝায় তবে ধ্রুবের কালনির্দেশ ঠিক হইয়াছে। তৃতীয় মনুকাল ৫২৪২ খ্রী-পূ হইতে ৪৮৮৫ খ্রী-পূ। এই কালকে চারি ভাগ করিলে ইহার প্রথম পাদ ৫২৪২ খ্রী-পূ হইতে ৫১৫৩ খ্রী-পূ। ধ্রুবকাল ৫১৬১ খ্রী-পূ॥ ৭১ প্রকরণ দ্রষ্টব্য॥ এই ব্যাখ্যা যথার্থ কি না নিশ্চিত বলিতে পারি না। ত্রেতার প্রথম যুগে বৈবস্বত মনুকালে গ্রহনক্ষত্রাদির নামকরণ হইয়াছিল॥ ১০১ প্রকরণ দ্রষ্টব্য॥ জ্যোতিশ্চক্রের মেধীভূত স্থিরবিন্দুর নামকরণ ধ্রুবের নামানুযায়ী হয়। হয়ত বায়ুর শ্লোকে ইহাই ধ্রুবের জন্মকাল বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। সপ্তমী স্নান বর্ণনায় মৎস্যপুরাণ বলিতেছেন কৃতবীর্য ২৫তম কৃতযুগে ছিলেন। এই উক্তি দুর্বোধ্য। মৎস্যপুরাণ, বায়ু বা বিষ্ণুপুরাণের মত প্রামাণিক মনে হয় না। বিশেষ ধর্মকর্মে ধর্মযুগ নির্দেশেরও সব সময় ইতবৃত্তীয় মূল্য নাই। বায়ু।৮৮।১২২ শ্লোকে আছে 'নাত্যর্থং ধার্ম্মিকোঽভূৎ স ধর্ম্মে সত্যযুগে তথা।' এই উক্তি সগর সম্বন্ধীয়। কেহ কেহ অর্থ করেন সগর সত্যযুগে ছিলেন। প্রকৃত অর্থ সগর সত্যযুগের রাজাদের মত ধার্মিক ছিলেন না। ধন্বন্তরি দ্বিতীয় দ্বাপরে॥ বা।৯২।১৭॥ অর্থবোধ হইল না। গরুড়পুরাণমতে ধন্বন্তরি বিংশ যুগে ছিলেন॥ গ। ১৪৯।৪২॥ হয়ত দ্বিতীয় দ্বাপর অপর কোন লঘু ধর্মযুগমানের। এইরূপ করন্ধমকে ত্রেতাযুগমুখে ও তৃণবিন্দুকে ত্রেতার তৃতীয় যুগে বলা হইয়াছে। শেষোক্ত দুই নৃপতি ত্রেতাতেই পড়েন। পুরুবংশীয় দেবাপি ও শীঘ্রপুত্র মরু যোগ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহারা ২৪শ যুগে ও ২০শ যুগে ক্ষত্রবংশ প্রবর্তন করিবেন॥ বা।৯৯।৪৩৭॥ ইঁহারা সত্যযুগপ্রবর্তক হইবেন তাহাও বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে যে যুগ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পৈত্র যুগ নহে নক্ষত্রযুগ। এই উক্তি পরে বিচার করিব। পুরাণে স্পষ্টই আছে ত্রেতাযুগের পূর্বে কেহ চক্রবর্তী রাজা ছিলেন না। পঞ্জিকায় কৃত ত্রেতাদির রাজগণের যে নাম আছে পুরাণের বিবরণের সহিত তাহা মিলে না। মনে হয় পঞ্জিকাকার ভবিষ্যপুরাণ কতক অনুসরণ করিয়াছেন, দৈব যুগের কৃতত্রেতাদি, পৈত্র যুগের কৃতাদিও তিনি কিছু কিছু লইয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণে ১০০০ বৎসরের কৃত, ১০০০ বৎসরের ত্রেতা এবং ১০০০ বৎসরের দ্বাপর প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। এই পুরাণমতে বৈবস্বত হইতে দিলীপ কৃতযুগের রাজা, দিলীপ হইতে সংবরণ ত্রেতাযুগের এবং সংবরণ হইতে প্রদ্যোত পর্যন্ত রাজগণ দ্বাপর

যুগের ॥ প্রতিসর্গপর্ব। বিষয়ানুক্রমণিকা॥ এই সকল রাজগণের খ্রীষ্টাব্দ-নির্দেশ ৭২ প্রকরণে সারণীতে পাওয়া যাইবে। ভবিষ্যপুরাণের কল্প ৬০০০ বৎসরের এবং তাহা বৈবস্বত হইতে আরম্ভ। পঞ্জিকাকারের ধর্মযুগ কল্পনায় বিভিন্ন প্রকারের কালমান মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। পুরাণোক্ত স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় সমস্ত উক্তিই বিচার করিলাম। হয়ত যুগনির্দেশক আরও শ্লোক আছে তাহা আমার নজরে পড়ে নাই। পৌরাণিক উক্তিগুলির বহিঃপ্রমাণ পরে আলোচনা করিয়াছি। আপাতত অন্তঃপ্রমাণ দ্বারাই ইহাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করিব। যে সঙ্গতি ও মিল পাওয়া গেল তাহা আকস্মিক হইতে পারে না। পুরাণকার প্রকৃত ইতবৃত্ত লিখিয়াছেন। তিনি যে সকল ভুল করিয়াছেন তাহা এমনই বিচিত্র যে, তাহাতে তাঁহার সততাই প্রমাণিত হইতেছে। কল্পিত উপাখ্যানে এরূপ ভুল থাকিত না। কল্পিত উপাখ্যানে পর্যায়কালেরও এ প্রকার ইতরবিশেষ দেখা যাইত না। অন্তঃপ্রমাণ পৌরাণিক উক্তি পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছে।

১৫। অর্বাচীন রাজগণের কাল

।১০৪। লৌকিক কল্প ও মন্বু ও পৈত্র যুগ নির্ণয়ের ফলে প্রাচীন রাজন্যবর্গের আপেক্ষিক কালনির্দেশ সম্ভবপর হইয়াছে। পরিক্ষিতের পরবর্তী অর্বাচীন রাজগণের বিবরণ পুরাণের ভবিষ্য অংশে পাওয়া যায়। এই সময়ে পুরাতন যুগনির্দেশপ্রণালী পরিত্যক্ত হইয়া সাধারণ ব্যাপারে বর্ষমানের সাহায্যে কাল নির্দিষ্ট হইতেছিল। যুধিষ্ঠিরের পরবর্তী সময় হইতে বৃহৎ কাল নির্দেশের জন্য সপ্তর্ষিযুগ নামক এক নূতন মান প্রবর্তিত হয়। এই মান সম্ভবত অন্ধ্রদিগের সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, পরে ইহাও পরিত্যক্ত হয় এবং তাহার পর হইতে পুরাণ রচনার শেষ সময় পর্যন্ত সাধারণ বর্ষমানই প্রযুক্ত হইতে থাকে। পুরাণে স্বায়ম্ভুব মনু হইতে বৈবস্বত মনুকাল পর্যন্ত প্রধানত মনুগণনার দ্বারাই কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে। বৈবস্বত হইতে যুধিষ্ঠির পর্যন্ত ধর্মযুগ ও পৈত্র মান দ্বারা কাল নির্ণীত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির হইতে অন্ধ্র পর্যন্ত বর্ষমান ও সপ্তর্ষিমান প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তৎপরে মাত্র বর্ষমান চলিয়াছে। সপ্তর্ষিমানের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিলে অন্ধ্রান্ত পর্যন্ত কাল নির্ণয় সুগম হইবে ও তৎকালীন রাজগণের বর্ষনির্দেশ বিশ্বাস্য কি না তাহাও অনেকটা বুঝা যাইবে। অন্যান্য প্রমাণ বিচার করিয়া সপ্তর্ষিযুগ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি।

৩৫। অর্বাচীন রাজগণের কালনির্ণয়

।১০৫। অর্বাচীন রাজগণের কালনির্ণয়ের জন্য পুরাণে নিম্নলিখিত উপাত্তগুলি (data) পাওয়া যায়,

(১) রাজপরম্পরা ও বংশপরম্পরা।

(২) ব্যষ্টি রাজ্যকাল। কোন্ বংশে কোন্ রাজা কত কাল রাজত্ব করিয়াছেন বায়ু ও মৎস্যের ভবিষ্য অংশে তাহার উল্লেখ আছে। এইগুলির সমষ্টি হইতে পরিক্ষিতের পরবর্তী রাজগণের সময় পর্যন্ত কত কাল গত হইয়াছিল তাহা পাওয়া যাইবে।

(৩) সমষ্টি রাজ্যকাল। কোন্ বংশ কত কাল রাজ্যভোগ করিয়াছিল তাহাও পুরাণে কথিত হইয়াছে, যথা, মৌর্যবংশ ১৩৭ বৎসর রাজ্য করেন।

(৪) ব্যবধানকাল। বিখ্যাত দুই রাজার কালান্তর বর্ষমানে কোথাও কোথাও উল্লিখিত হইয়াছে, যথা, পরিক্ষিৎজন্ম হইতে নন্দাভিষেককাল।

(৫) সপ্তর্ষিযুগনির্দেশ, যথা, পরিক্ষিতের কালে সপ্তর্ষিরা মঘায় ছিলেন।

• ।১০৬। এই পাঁচ প্রকার উপাত্তের সাহায্যে অর্বাচীন রাজগণের আপেক্ষিক কাল পাওয়া যাইবে। কথিত আছে, গৌতম বুদ্ধ বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর সমসাময়িক। নানা প্রমাণ হইতে বুদ্ধের কাল নির্ণীত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত আলেক্জাণ্ডারের সমসাময়িক। চৈনিক বিবরণ হইতে অন্ধ্ররাজ যজ্ঞশ্রীর কাল পাওয়া যায়। মৌর্য ও অন্ধ্ররাজগণের শিলালিপি ও মুদ্রাদি পাওয়া গিয়াছে। এই প্রকার নানা বহিঃপ্রমাণের সাহায্যে কোন কোন পুরাণোক্ত অর্বাচীন রাজার কালের সহিত আধুনিক কালের যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই যোগসূত্রের সাহায্যে আপেক্ষিক কাল গণনা দ্বারা স্বায়ম্ভুব মনু হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণোক্ত পূর্বগামী প্রাচীন ও যুধিষ্ঠিরপরবর্তী অর্বাচীন রাজগণের কালনির্দেশ করা যাইবে।

৩৬। রাজপরম্পরা ও বংশপরম্পরা

।১০৭। যুধিষ্ঠিরকাল ভারতযুদ্ধকাল। ভারতযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই পরিক্ষিতের জন্ম হয়॥ মভা। অশ্বমেধপর্ব।৬৬॥ পরিক্ষিৎজন্মকাল অর্বাচীন কাল নির্ণয়ে প্রথম সন্ধি বা সীমা, দ্বিতীয় কালসন্ধি মহাপদ্ম নন্দাভিষেককাল; তৃতীয় সন্ধি অন্ধ্ররাজ্যশেষ-কাল। এই তিনটি প্রধান কালসন্ধি ব্যতীত অধিসীমকৃষ্ণের রাজ্যকালও কালনির্ণয়ে সাহায্য করিবে। আপাততঃ অজাতশত্রুর রাজ্যকাল, নন্দাভিষেক ও চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল এই তিনের সাহায্যে আধুনিক কালের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইতে পারিবে। পুরাণমতে পরিক্ষিৎসন্তান পৌরব রাজগণ, বৃহদ্বলসন্তান ঐক্ষ্বাকবগণ ও বার্হদ্রথ জরাসন্ধসন্তান মাগধ রাজগণ একই কালে বহু দিন যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভারতযুদ্ধের পর অনেক কাল পর্যন্ত কেহ সম্রাট্ বা রাজচক্রবর্তী ছিলেন না। মহাপদ্ম নন্দ 'পরশুরাম ইব' সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজগণকে বিনাশ করিয়া একরাট্ হন; এই জন্যই তিনি পুরাণে একজন বিশিষ্ট রাজা ও পুরাণকার প্রথম সন্ধি ভারতযুদ্ধের পর তাঁহার রাজ্যাভিষেকসময়কে দ্বিতীয় সন্ধিকাল বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।

।১০৮। পৌরব, ঐক্ষ্বাকব ও মাগধ বংশের রাজপরম্পরা সম্বন্ধে সকল পুরাণে ঐক্য নাই। অর্বাচীন কালে পৌরব বংশ যুধিষ্ঠির হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষেমকে শেষ হইয়াছে। ইক্ষ্বাকুবংশ বৃহদ্বল হইতে আরম্ভ করিয়া সুমিত্রে শেষ হইয়াছে এবং জরাসন্ধবংশ সহদেব হইতে আরম্ভ করিয়া রিপুঞ্জয়ে শেষ হইয়াছে। পুরাণে অনুবংশ শ্লোক আছে,

ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো রাজর্ষিসংকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ ॥ বি ।৪।২১।৪ ॥
ইক্ষ্বাকূনাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি।
যতস্তং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ ॥ বি ।৪।২২।৩ ॥
যোঽয়ং রিপুঞ্জয়ো নাম বার্হদ্রথোঽন্ত্যঃ, তস্য সুনিকো
নামামাত্যো ভবিষ্যতি ॥ ১ ॥ স চৈনং স্বামিনং হত্বা
স্বপুত্রং প্রদ্যোতনামানমভিষেক্ষ্যতি ॥ বি ।৪।২৪।১, ২ ॥

অর্থাৎ, রাজর্ষিগণ কর্তৃক অলঙ্কৃত ব্রহ্মক্ষত্রগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়গণের আকর যে বংশ তাহা কলিযুগে ক্ষেমক নামক রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া সমাপ্তি লাভ করিবে। ইক্ষ্বাকুগণের এই বংশ সুমিত্রতে শেষ হইবে কারণ সেই রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া কলিতে তাহা সমাপ্তি লাভ করিবে। বার্হদ্রথগণের শেষ রাজা এই যে রিপুঞ্জয় তাঁহার সুনিক নামক অমাত্য হইবে, সে তাহার এই প্রভুকে হত্যা করিয়া প্রদ্যোতনামা নিজ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে।

।১০৯। মাগধ বৃহদ্রথবংশ গত হইলে প্রদ্যোতবংশ রাজত্ব করেন। তৎপরে শিশুনাকগণ রাজা হন। তৎপরে মহাপদ্ম নন্দ রাজ্যলাভ করেন। নন্দের সময়ে মূল ইক্ষ্বাকু বা মূল পুরুবংশের কেহ রাজা ছিলেন না। তবে ইক্ষ্বাকু বা পুরুবংশীয় কেহ কেহ সামন্তরাজ ছিলেন। নন্দ ইঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াই একরাট্ হন। মৎস্যপুরাণে আছে, সুমিত্রঃ সুরথাজ্জাতো অন্যস্তু ভবিতা নৃপঃ। এতে চৈক্ষ্বাকবাঃ প্রোক্তাঃ ভবিষ্যা যে কলৌ যুগে ॥ মৎস্য। ২৭১।১৪ ॥ অর্থাৎ, সুমিত্র সুরথ হইতে উৎপন্ন, ইনি ব্যতীত অন্য নৃপগণ হইবেন, ইঁহারা কলিযুগে বর্তমান থাকিবেন এবং ঐক্ষ্বাকব বলিয়াই কথিত হইবেন। এই সকল সামন্তরাজাদিগের কথা পুনরায় আলোচনা করিতে হইবে।

৩৭। ব্যষ্টি ও সমষ্টি রাজ্যকাল

।১১০। বিষ্ণু বায়ু ও মৎস্য পুরাণে রাজপরম্পরায় যে অনৈক্য দেখা যায় তাহা সহজেই নিরাকৃত হইতে পারে। এই তিন পুরাণের বিবরণ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে বিষ্ণুই সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক। ॥ ৬১ প্রকরণ দ্রষ্টব্য ॥ বিষ্ণুতে রাজগণের ব্যষ্টি রাজ্যকাল উল্লিখিত হয় নাই। বায়ু ও মৎস্যে ইহা পাওয়া যাইবে। বিষ্ণু বায়ু ও মৎস্যমতে রাজপরম্পরা তালিকাবদ্ধ করিয়া প্রামাণ্য বিচার করিব। বায়ু ও মৎস্য হইতে প্রত্যেক

রাজার রাজত্বকাল নির্ণয় করিয়াছি। অন্ধ্রবংশীয় রাজগণের পরম্পরা ও প্রত্যেকের রাজ্যকাল উইল্‌সন-উদ্ধৃত র‍্যাড্‌ক্লিফ (Radcliff) মৎস্য পুঁথি, বঙ্গবাসী মৎস্য, বঙ্গবাসী বিষ্ণু ও বঙ্গবাসী বায়ুর সাহায্যে নির্ণীত হইয়াছে। ॥ ১৯। সারণী ও নির্লেখ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ স্বায়ম্ভুব মনুর পর্যায়সংখ্যা ১ ধরিয়া এবং পর্যায়কাল ২৫ বৎসর ধরিলে ঐক্ষ্বাকব বৃহদ্বলের পর্যায়সংখ্যা ১৮১ হয়। পর্যায়কাল বাস্তবিক ২৫এর উর্ধ্বে প্রায় ২৮ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে ; এই হিসাবে বৃহদ্বলের পর্যায়সংখ্যা ১৮১র কম হইবে। পর্যায়সংখ্যা তেমন আবশ্যক নহে। পুরুষপরম্পরাই বিচার্য। স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্যন্ত কত পুরুষ তাহা ঠিক জানা নাই। বৈবস্বতের পর পরম্পরা জানা আছে ॥ ৭১ প্রকরণ দ্রষ্টব্য ॥

৩৮। অন্ধ্রবংশ

। ১১১। বিভিন্ন রাজবংশের রাজসংখ্যা, পুরাণধৃত নাম, সমষ্টি ও ব্যষ্টি রাজ্যকাল বিষ্ণু, বায়ু ও মৎস্যানুযায়ী তালিকাভুক্ত করা হইল। ॥ ৫৯—৭০ প্রকরণ দ্রষ্টব্য ॥ সকল পুরাণই একমত যে বৃহদ্রথবংশের পর প্রদ্যোতবংশ, তৎপরে শিশুনাক, তৎপরে নন্দ, তৎপরে মৌর্য, তৎপরে শুঙ্গ, তৎপরে কণ্ব ও তৎপরে অন্ধ্র। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ, পার্জিটর প্রভৃতি বিদেশী ও তৎপ্রমুখ কতিপয় স্বদেশী ইতবৃত্তকার বলেন যে অন্ধ্রবংশ মৌর্যবংশের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহা কাণ্বায়নের পরবর্তী নহে ; পুরাণে ভ্রম আছে। ইহাদের মতে অন্ধ্রবংশ ২২৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে। মুদ্রা ও অন্যান্য বহিঃপ্রমাণের সাহায্যে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ কিন্তু নিজেই বলিতেছেন "The period between the extinction of the Kushan and Andhra dynasties, about A. D. 220 or 230 and the rise of the imperial Gupta dynasty, nearly a century later, is one of the darkest in the whole range of Indian History"। অন্ধ্রদিগকে পুরাণানুযায়ী কাণ্বায়নের পরবর্তী ধরিলে এই 'dark period' থাকে না। অন্ধ্রবংশের প্রচলিত ইতবৃত্ত যথার্থ মনে হয় না। পুরাণকে হঠাৎ অবিশ্বাস করা সঙ্গত হইবে না। অন্ধ্রকালীয় শিলালিপি, মুদ্রা প্রভৃতি সকল প্রকার প্রমাণ এবং আধুনিক ইতবৃত্তকারগণের মতামত বিচার করিয়া আমি অন্ধ্রকাল নির্ণয় করিয়াছি। 'Reconstruction of Andhra Chronology.' Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal. Vol. V. 1939. প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পুরাণবর্ণিত অন্ধ্রবিবরণ যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য এই প্রবন্ধপাঠে তাহা বুঝা যাইবে ॥ ৬৮, ৬৯ প্রকরণ দ্রষ্টব্য ॥

উইল্‌সন সাহেব বিষ্ণুপুরাণের টীকায় বলিতেছেন চৈনিক ইতিহাস হইতে জানা যায় যে অন্ধ্ররাজ যজ্ঞশ্রীর কাল ৪০৮ খ্রীষ্টাব্দ॥ Vishnu Purana. Bk. IV, Chap. XXIV. P. 203॥ উইল্‌সনধৃত র‍্যাডক্লিফ মৎস্যমতে যজ্ঞশ্রী ৯ বৎসর রাজ্য করেন, তৎপরে বিজয় ৬ বৎসর, তৎপরে চণ্ডশ্রী ১০ ও পুলোমা ৭ বৎসর রাজ্য করিয়া অন্ধ্রবংশ শেষ হয়॥ Radcliff copy of Matsya, see Wilson Vishnu Purana. Bk. IV. Chap. XXIV. Pp. 200 to 201॥ এই হিসাবে অন্ধ্রবংশ আনুমানিক ৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। পরে দেখাইব যে পৌরাণিক উক্তির সহিত এই তারিখ আশ্চর্যরূপে মিলিতেছে। নন্দ, অজাতশত্রু ও চন্দ্রগুপ্তের কাল দ্বারাই আপাতত পরিক্ষিতাদির কালনির্ণয় করিব। আমি অন্ধ্রবংশের যে তালিকা দিয়াছি তাহা পুরাণানুমোদিত।

৩৯। বৃহদ্রথবংশ

।১১২। বার্হদ্রথ হইতে কাণ্বায়ন পর্যন্ত পুরাণকথিত বংশপরম্পরা মানিতে কোন বাধা নাই। সকল বংশের রাজসংখ্যা ও রাজত্বকাল তালিকাবদ্ধ করা হইয়াছে। তালিকা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে বিষ্ণুপুরাণই সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক। বিষ্ণুতে সমষ্টি রাজ্যকাল আছে, ব্যষ্টিকাল নাই। ব্যষ্টিকাল সকল ক্ষেত্রে নির্ভুল নহে। বায়ু বলেন, বৃহদ্রথবংশীয় – নিরমিত্র ১০০ বৎসর রাজ্য ভোগ করেন॥ বা।৯৯।২৯৮॥ এইপ্রকার অত্যুক্তির কারণ সহজেই ধরা পড়ে। বৃহদ্রথবংশীয়গণ ১০০০ বৎসর রাজত্ব করেন তিন পুরাণেই এই কথা আছে। বায়ু বলেন, ৩২ জন বৃহদ্রথবংশীয় রাজা ছিলেন॥ বা।৯৯।৩০৮॥ কিন্তু এখানে ২২ জনের অধিক রাজার নাম পাওয়া যায় না। বৃহদ্রথ উপরিচর বসুর বংশজ। উপরিচর বসুর ও জরাসন্ধের মধ্যে ৯ পুরুষ ছেদ আছে। মৎস্য।৫০।২৬ শ্লোকগুলিতে এই নয় জনের নাম আছে। সূতগণ জানিতেন ৩১ জন বার্হদ্রথ আনুমানিক ১০০০ বৎসর রাজত্ব করেন। এই রাজত্বকাল পুরাণকার ২২ জন ধৃতনামা রাজগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। এই কারণেই অত্যুক্তি ঘটিয়াছে। বায়ুমতে এই সকল রাজার ব্যষ্টিকাল যোগ দিলে ৯৯৭ বৎসর পাওয়া যায়। মৎস্যমতে ৮৩৫। ৯৯৭ সংখ্যাকে আনুমানিক ১০০০ বলা অন্যায় নহে।॥ ৫৯, ৬০ প্রকরণ দ্রষ্টব্য॥ দেখা যাইতেছে ব্যষ্টি যোগফলে ঠিক কাল পাওয়া যায় ও সমষ্টিকাল অনেক স্থলেই স্থূল নির্দেশ। যেখানে ব্যষ্টি যোগফলে ও সমষ্টিতে গুরু প্রভেদ আছে সেখানে স্থূল হইলেও সমষ্টিসংখ্যাই গ্রহণীয়, সমষ্টিতে ভুলের সম্ভাবনা কম। সমষ্টিসংখ্যা প্রায়শ ব্যষ্টিযোগফল অপেক্ষা উচ্চতর ধরা হইয়াছে। এই

সূত্র মনে রাখিলে গণনায় ভুল হইবে না। পরে দেখাইব যে সমষ্টিসংখ্যানির্দেশেও পুরাণ অধিকাংশ স্থলে সূক্ষ্ম গণনা করিয়াছেন।

৪০। প্রদ্যোত ও শিশুনাকবংশ

।১১৩। প্রদ্যোতবংশ ও শিশুনাকবংশ পর পর আসিয়াছে এবং সকল পুরাণেই এই দুই বংশ একত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রদ্যোতবংশের সমষ্টিরাজ্যকাল ১৩৮ এবং শিশুনাক-বংশের ৩৬২। মোট ৫০০ বৎসর; এই সংখ্যা আপাতদৃষ্টিতে স্থূল নির্দেশ মনে হয়। ব্যষ্টিসংখ্যা ১৪৮ ও ৩৩২;—মোট ৪৮০ ॥ বায়ু॥ ।মৎস্যমতে ব্যষ্টিসংখ্যা ১৫৫ ও ৩৪৪ বৎসর; মোট ৪৯৯ বৎসর।

বায়ু	সমষ্টি	ব্যষ্টি	মৎস্য সমষ্টি	ব্যষ্টি	বিষ্ণু
প্রদ্যোত	১৩৮	১৪৮	১৫২ ?	১৫৫	১৩৮
শিশুনাক	৩৬১	৩৩২	৩৬০	৩৪৪	৩৬২
মোট	৫০০ = প্রায়	৪৮০	৫১২ = প্রায়	৪৯৯	৫০০

।১১৪। মনে হইতে পারে ৫০০ বৎসরকাল স্থূল নির্দেশ বলিয়াই জানা ছিল, সুতরাং এই তালিকা হইতে অনুমান হয় প্রদ্যোত ও শিশুনাকবংশের যুক্ত রাজ্যকাল ৫০০ বৎসরের কিছু কম; ৪৮০ বৎসর। শিশুনাকগণ মগধে আসিবার পূর্বে বারাণসীতে রাজা ছিলেন। বারাণসীর রাজ্যকাল আনুমানিক ৩০ বৎসর। এই রাজ্যকাল ধরিয়া পুরাণকার শিশুনাকবংশের সমষ্টিকাল নির্দেশ করিয়াছেন। প্রদ্যোতপিতা মুনিকের ১০ বৎসর রাজ্যশাসনকাল প্রদ্যোতবংশের সমষ্টিসংখ্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রদ্যোতবংশ প্রদ্যোত হইতেই আরম্ভ। এই হিসাবে সমষ্টি নির্দেশ স্থূল নির্দেশ নহে। নন্দবংশ সর্বসমেত ১০০ বৎসর কিন্তু মগধে প্রকৃতপ্রস্তাবে ১০০ অপেক্ষা কম, মৌর্যবংশ মগধে ১৩৭, শুঙ্গ ১১২, কাণ্বায়ন ৪৫ ও অন্ধ্রবংশ ৪৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন। প্রত্যেক বংশের গড় রাজ্যকাল বৎসরমানে গণনা করা হইল।

প্রদ্যোত	শিশুনাক	নন্দ	মৌর্য	শুঙ্গ	কাণ্বায়ন	অন্ধ্র
$\frac{১৩৮}{৫}$ = ২৭·৬	$\frac{৩৩২}{১০}$ = ৩৩·২	$\frac{১০০}{৯}$ = ১১·১	$\frac{১৩৭}{১০}$ = ১৩·৭	$\frac{১১২}{১০}$ = ১১·২	$\frac{৪৫}{৪}$ = ১১·২	$\frac{৪৫৬}{৩০}$ = ১৫·২

৪১। সমসাময়িক অর্বাচীন রাজগণ

। ১১৫। গড় রাজ্যকাল বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ, কাণ্বায়ন ও অন্ধ্রবংশে বহু বার পুত্রপরম্পরা ছেদ হইয়াছে। ভ্রাতা বা অপর ব্যক্তি পূর্ববর্তী রাজার রাজ্য অধিকার করিয়াছে। প্রদ্যোত ও শিশুনাকবংশে গড় রাজ্যকাল ২৭·৬ এবং ৩৩·২। এই দুই বংশে পুত্রপরম্পরা অক্ষুণ্ণ ছিল অনুমান হয়। বার্হদ্রথ বংশে ৩২ জন নরপতি প্রায় ১০০০ বৎসর রাজত্ব করেন। এই বংশে গড় রাজত্বকাল ৩১·২৫। এই বংশেও পুত্রপরম্পরা রাজ্যভোগ করিয়াছে। ইক্ষ্বাকু ও পুরুবংশের সমষ্টি রাজ্যকালের উল্লেখ নাই। অনুমান হয় এই দুই বংশেও প্রায়শঃ পুত্রপরম্পরা অক্ষুণ্ণ ছিল। বৃহদ্বলের পরে ইক্ষ্বাকুবংশে দুই বার মাত্র দায়াদ রাজত্ব পাইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের পরে এক বার ও জরাসন্ধের পর এক বার দায়াদের উল্লেখ আছে। এই দুই বংশে পর্যায়কাল গড়ে ২৫ হইতে ৩০ ধরিলে অন্যায় হইবে না। পুরাণে আছে ঐক্ষ্বাকব দিবাকর, পৌরব অধিসীমকৃষ্ণ এবং বার্হদ্রথ সেনজিৎ সমসাময়িক। বৃহদ্বল হইতে দিবাকর ৭ জন, যুধিষ্ঠির হইতে অধিসীমকৃষ্ণ ৭ জন ও সহদেব হইতে সেনজিৎ ৮ জন সমকালে রাজ্য করিয়াছেন। অর্বাচীন ইক্ষ্বাকু ও বার্হদ্রথবংশের প্রথম দুই জন দায়াদ; পুরুবংশীয় অভিমন্যুর অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। বৃহদ্বলকে ১৮১ পর্যায়ের ধরিলে সেনজিতের পর্যায় ১৮৬ ধরা অন্যায় হইবে না ॥ ৬০। বৃহদ্রথ বংশবিচার ও ৭৩ সমকালীন অর্বাচীন রাজগণের সারণী প্রকরণ দ্রষ্টব্য॥ এই ঘটনা হইতেও বুঝা যাইবে যে, এই তিন বংশের পর্যায়কাল প্রায় সমান চলিতেছিল। কল্কীপুরাণ মতে ক্রুদ্ধোধন, বৃহদ্রথ ও বিশাখযূপ সমকালীন। ইহার দ্বারাও তিন বংশে সমান পর্যায়কাল ছিল প্রমাণিত হয়।

৪২। পরিক্ষিৎকাল

। ১১৬। বৃহদ্বলের পর্যায় ১৮১, পরিক্ষিতের ১৮৩। পরিক্ষিৎজন্ম অভিমন্যুকাল। অভিমন্যুর পর্যায় ১৮২, নন্দের ২১৭; অন্তর ৩৫ পর্যায়কাল। ৩০ বৎসর হিসাবে পর্যায়কাল ধরিলে বায়ুকথিত পরিক্ষিন্নন্দান্তর ১০৫০ বৎসর পাওয়া যায়। অধিকসংখ্যক পুরুষপরম্পরায় পর্যায়কাল বাস্তবিক ৩০এর কম হইতেই দেখা যায়। বিষ্ণুমতে এই পরিক্ষিৎনন্দ ব্যবধানকাল ১০১৫ বৎসর। এই হিসাবে গড় পর্যায়কাল ২৯ বৎসর। পর্যায়কালগণনায় বিষ্ণুর উক্তিই অধিকতর সমর্থিত হইতেছে। বিষ্ণু বায়ু অপেক্ষা অধিক

প্রামাণিক। মঘানক্ষত্রযুগারম্ভে কলি আরম্ভ। পরে দেখাইব কলি ৪২ বৎসর গতে পরিক্ষিৎজন্ম। নন্দ পূর্বাষাঢ়ায়। মঘা আরম্ভ হইতে পূর্বাষাঢ়া শেষ ১১ নক্ষত্রযুগ অর্থাৎ ১১০০ বৎসর। নন্দের রাজ্যকাল ২৮ বৎসর॥ বায়ু। ৯৯।৩২৮॥ বায়ুমতে গণনা করিলে কলি আরম্ভ ও নন্দরাজ্য শেষ কালের ব্যবধান ৪২ + ১০৫০ + ২৮ = ১১২০ বৎসর দাঁড়াইতেছে। ইহাতে নন্দরাজ্যকাল পূর্বাষাঢ়া ছাড়াইয়া যায়। বিষ্ণুমতে গণনায় এই ব্যবধান ৪২ + ১০১৫ + ২৮ = ১০৮৫ বৎসর। এই মতে নন্দ বাস্তবিক পূর্বাষাঢ়ায় থাকেন। অতএব বায়ুকথিত ১০৫০ বৎসর স্থূল নির্দেশ বলিয়া মনে হয়। বিষ্ণুপুরাণোক্ত ১০১৫ বৎসর সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য॥ ৯২। পরিক্ষিন্নন্দান্তর বিচার ও ৯৩ প্রকরণ দ্রষ্টব্য॥

৪৩। মহাপদ্ম নন্দকাল

।১১৭। পার্জিটর নন্দাভিষেক ও পরিক্ষিৎজন্মের ব্যবধান বিষয়ে পুরাণ প্রামাণিক মনে করেন নাই। তিনি পরিক্ষিৎকাল নির্দেশ করিতে যাইয়া দুইটি ভুল করিয়াছেন। বায়ুতে আছে,

শৈশুনাকা ভবিষ্যন্তি রাজানঃ ক্ষত্রবান্ধবাঃ।
এতৈঃ সার্দ্ধং ভবিষ্যন্তি তাবৎকালং নৃপাঃ পরে॥
ঐক্ষ্বাকবাশ্চতুর্ব্বিংশৎ পাঞ্চালা পঞ্চবিংশতিঃ।
কালকাস্তু চতুর্ব্বিংশচ্চতুর্বিংশত্তু হৈহয়াঃ॥
দ্বাত্রিংশদ্বৈ কলিঙ্গাস্তু পঞ্চবিংশত্তথা শকাঃ।
কুরবশ্চাপি ষট্‌ত্রিংশদষ্টাবিংশতি মৈথিলাঃ॥
শূরসেনাস্ত্রয়োবিংশদ্বীতিহোত্রাশ্চ বিংশতিঃ।
তুল্যকালং ভবিষ্যন্তি সর্ব্ব এব মহীক্ষিতঃ॥ বা ।৯৯।৩২১-৩২৫॥

অর্থাৎ, ক্ষত্রবন্ধু শিশুনাকগণ রাজা হইবেন। ইহাদের সহিত তাঁহাদের সমকাল অন্য নৃপগণ রাজ্য ভোগ করিবেন। ইক্ষ্বাকুবংশের ২৪ জন, পাঞ্চাল ২৫ জন, কালকদিগের ২৪ এবং হৈহয়বংশীয় ২৪ এবং কলিঙ্গদেশীয় ৩২, তথা শকদিগের ২৫, কুরবদিগের ৩৬, মৈথিলদিগের ২৮, শূরসেনীয় ২৩, এবং বীতিহোত্র ২০ জন, এই সকল মহীপতিগণ তুল্যকাল রাজ্যভোগ করিবেন। পার্জিটর মনে করেন এই সকল রাজা অধিসীমকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দকাল পর্যন্ত ছিলেন। Ancient Indian Historical Tradition. P. 181॥ পুরাণে শিশুনাকদিগের নাম করিয়া 'এতৈঃ সার্দ্ধং' ইহারা ছিলেন বলা হইয়াছে। 'এতৈঃ'

কাহাকে বুঝাইতেছে বিচার্য। প্রদ্যোত ও শিশুনাক রাজত্বকালের সমষ্টি ৫০০ সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট হওয়ায় বুঝা যায় পুরাণে এই দুই বংশ একত্রে আলোচিত হইয়াছে। মৎস্যেও বায়ুর অনুরূপ শ্লোক আছে। মৎস্যে ২৭১ অধ্যায়ের প্রথমেই প্রদ্যোতবংশের বিবরণ তৎপরেই শিশুনাকদের উল্লেখ করিয়া 'এতৈঃ সার্দ্ধং' বলা হইয়াছে। 'এতৈঃ' শব্দদ্বারা পূর্ববর্তী অধ্যায়বর্ণিত রাজগণ উদ্দিষ্ট হইতে পারে না। অতএব শ্লোকোক্ত রাজগণ প্রদ্যোত ও শিশুনাকদিগের সমকালীন। ইহারা বিখ্যাত রাজা নহেন। মূল ইক্ষ্বাকু ও পুরুবংশ নন্দের ছয় পুরুষ পূর্বেই লোপ পাইয়াছিল। ইক্ষ্বাকু ও পুরুবংশীয় সামন্তরাজগণ নন্দের সময়ও বর্তমান ছিলেন। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ নন্দের দ্বারা রাজ্যচ্যুত হন। পার্জিটর 'এতৈঃ সার্দ্ধং' এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। তদুপরি এই ভ্রম ভিত্তি করিয়া এবং গড়ে ১৮ বৎসর রাজ্যকাল ধরিয়া ভারতযুদ্ধসময় ৯৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পাইয়াছেন। পূর্বে দেখাইয়াছি গড় রাজত্বকাল বলিয়া কোনও বিশ্বাসযোগ্য সংখ্যা কালগণনার জন্য পাওয়া যাইতে পারে না। সম্বন্ধপরম্পরা জানা থাকিলে অবশ্য পর্যায়কাল দ্বারা সময়নিরূপণ সম্ভব। পার্জিটর সে চেষ্টা করেন নাই।

। ১১৮। নন্দাভিষেক ও পরিক্ষিৎজন্মকালের ব্যবধান ১০১৫ বৎসর জানিলেও ইহার দ্বারা আধুনিক কালের সহিত কোন সংযোগ স্থাপনা করা যাইবে না কারণ নন্দ বা পরিক্ষিৎ উভয় নৃপতি সম্বন্ধেই কালনির্দেশক বহিঃপ্রমাণের অভাব। অজাতশত্রু পরিক্ষিতের পরবর্তী ও নন্দের পূর্বগামী। অনেকে মনে করেন ইহারই রাজ্যকালে বুদ্ধের মৃত্যু হয়। নানা প্রমাণ বিচার করিয়া বুদ্ধের মৃত্যুকাল ৫৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নির্ণীত হইয়াছে ॥ V. Smith. The Early History of India. 1924. P. 50 ॥ ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে অজাতশত্রুর রাজ্যারোহণকাল আনুমানিক ৫৫৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। শিশুনাক ও তৎপূর্ববর্তী বংশে পুত্রপরম্পরা অক্ষুণ্ণ থাকায় পর্যায়কাল দ্বারা পরিক্ষিৎ ও নন্দের প্রায়িক সময় নির্ণীত হইবে। অজাতশত্রুর পর্যায় ২১২ এবং নন্দের ২১৭ অর্থাৎ এই দুইয়ের যুবকালের মধ্যে আনুমানিক ৫ × ২৮ = ১৪০ বৎসর ব্যবধান। অতএব নন্দের যুবকাল আনুমানিক ৫৫৪ − ১৪০ = ৪১৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হইতেছে। ভিনসেণ্ট স্মিথ অন্য প্রকার বিচার দ্বারা নন্দরাজ্যারোহণ আনুমানিক ৪১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে স্থির করিয়াছেন। পুরাণমতে নন্দের প্রায়িক ৮৬ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্তকাল। নন্দ বা অজাতশত্রুকে স্থিরবিন্দু ধরিয়া পরিক্ষিৎজন্মকাল সহজেই গণনা করা যাইবে। নন্দাভিষেকের ১০১৫ বৎসর পূর্বে পরিক্ষিৎজন্ম। ভিনসেণ্ট স্মিথনির্দিষ্ট নন্দকালহিসাবে পরিক্ষিৎজন্মকাল ১৪২৮ খ্রীষ্টপূর্বে।

পুনশ্চ পরিক্ষিৎ ও অজাতশত্রুর মধ্যে ২৯ পুরুষ ব্যবধান অর্থাৎ ৮১২ বৎসর ব্যবধান। অর্থাৎ এই হিসাবে পরিক্ষিৎকাল আনুমানিক ১৩৬৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। অতএব পরিক্ষিৎজন্ম প্রায়িক ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হইতেছে। পর্যায়কালপ্রাপ্ত গণনা স্থূল। যথাযথ অজাতশত্রুকাল ও নন্দকাল সম্বন্ধে সন্দেহ থাকায় এই স্থূল গণনা দ্বারা প্রাপ্ত পরিক্ষিৎকাল সম্বন্ধেও যথেষ্ট অনিশ্চয়তা থাকিয়া যাইতেছে। নন্দরাজ্যকাল নিশ্চিত নিরূপিত হইলে পরিক্ষিৎকালও নিশ্চিত নির্ণীত হইবে। অন্য উপায়ে নন্দরাজ্যাভিষেককাল সঠিক নিরূপণ সম্ভব। সপ্তর্ষিযুগ নির্ণয় করিয়া পরে ইহা বিচার করিব।

১৬। সপ্তর্ষিযুগনির্ণয়

৪৪। সপ্তৰ্ষযুগ

।১১৯। মনুর নামে যেমন মনুকাল সেইরূপ সপ্তর্ষির নামানুযায়ী সপ্তর্ষিকালও কল্পিত হইয়াছিল। সপ্তর্ষি অর্থে ৭ জন ঋষি। আকাশের এক বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডলের নামও সপ্তর্ষি। ইহার ইংরেজী নাম Great Bear। এই নক্ষত্রমণ্ডলে সপ্ত তারকা প্রধান। সপ্তর্ষি শব্দের আর এক পারিভাষিক অর্থ আছে। যাঁহারা তন্মাত্রসমূহে এবং সত্যে সমাসক্ত সেই মহাতেজস্বী পরম সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিগণ সপ্তর্ষি নামে অভিহিত॥ বা।৫৯। ৮৫॥ পুনশ্চ, যাঁহারা দীর্ঘায়ু, মন্ত্রকৃৎ, ঐশ্বর্যসম্পন্ন, দিব্যদৃষ্টিযুক্ত, বুদ্ধিমান, প্রত্যক্ষধর্মাশ্রয়ী এবং গোত্রপ্রবর্তক তাঁহারা সপ্তর্ষি বলিয়া কথিত হন॥ বা।৬১।৯৩-৯৪॥ পৌরাণিক কল্পনা মতে প্রত্যেক মন্বন্তরে এরূপ ৭ জন করিয়া সপ্তর্ষি প্রাদুর্ভূত হন। সপ্তর্ষিযুগ নির্ণয়ে এ সমস্ত কথা মনে রাখিতে হইবে।

।১২০। অর্বাচীন কালে পুরাণে বৃহৎকাল মাপনায় সপ্তর্ষিযুগমান প্রযুক্ত হইয়াছে। সপ্তর্ষিযুগ সম্বন্ধে পুরাণে নিম্নলিখিত উক্তিগুলি পাওয়া যায়—

সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্॥ বি।৪।২৪।৩৩॥

এই প্রকার উক্তি অন্যান্য পুরাণেও আছে। এই সকল উক্তির ভাবার্থ এই যে সপ্তর্ষির প্রথম দুই নক্ষত্রের মধ্যবিন্দুর সমসূত্রে যে নক্ষত্র পাওয়া যায় সপ্তর্ষিগণকে সেই নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত বলা হয়। সপ্তর্ষিগণ পর্যায়ক্রমে ১০০ মানববৎসর করিয়া এক এক নক্ষত্র ভোগ করেন। ২৭ নক্ষত্র ভোগ করিতে তাঁহাদের ২৭০০ বৎসর লাগে ও পুনরায় সপ্তর্ষিমহাযুগ প্রবর্তিত হয়। এক নক্ষত্র ভোগকালকে সপ্তর্ষিযুগ বলা হয়। সপ্তর্ষিযুগ আর century বা শতক একই কথা। সপ্তর্ষিযুগ একটি নৈসর্গিক শতাব্দমান মনে হইতে পারে। সপ্তর্ষিমান লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক আছে। সপ্তর্ষি শতাব্দ কোনও নৈসর্গিক মান হইতে পারে না কারণ সপ্তর্ষি ও ২৭ নক্ষত্রের আপেক্ষিক অবস্থান (relative position) পরিবর্তনশীল নহে। গ্রহ চন্দ্রাদির অবস্থান পরিবর্তনশীল কিন্তু নক্ষত্রের নহে অতএব সপ্তর্ষির ২৭ নক্ষত্র ভোগ

কাল্পনিক। এই কল্পনা কেন আসিল বিচার্য। শ্রীধর বলিতেছেন, 'যৌ পূর্ব্বৌ প্রথমোদিতৌ পুলহক্রতুসংজ্ঞৌ দৃশ্যেতে তয়োস্তৎ পূর্ব্বয়োশ্চ মধ্যে সমং দক্ষিণোত্তররেখায়াং সমদেশাবস্থিতং যদশ্বিন্যাদিনক্ষত্রেষ্বন্যতমনক্ষত্রং দৃশ্যেতে তেন তথৈব যুক্তা নৃণামব্দশতং তিষ্ঠতি' ॥ বি ।৪।২৪।৩৩ টীকা ॥ অর্থাৎ সপ্তর্ষির প্রথম দুই নক্ষত্রের মধ্য দিয়া দক্ষিণোত্তর রেখা যে নক্ষত্রে স্পর্শ করে সপ্তর্ষিরা সেই নক্ষত্র ভোগ করেন বলা যায়। দক্ষিণোত্তর রেখা ধ্রুব স্পর্শ করিবেই। পরবর্তী কালে বেণ্টলী প্রমুখ অনেকে এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। বেণ্টলী (Bentley A. Historical view of the Hindu Astronomy. 1825. P. 64.) বলেন অয়নচলনের ফলে ধ্রুববিন্দু পরিবর্তনশীল। এই ধ্রুববিন্দু হইতে সপ্তর্ষির প্রথম দুই নক্ষত্রের মধ্য দিয়া যদি সূত্রপাত করা যায় তবে সেই রেখা পর্যায়ক্রমে ২৭ নক্ষত্র ভোগ করিবে। বেণ্ট্‌লীর পরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ॥ শ্রীসূর্যসিদ্ধান্ত। ১৯০৯। পৃ. ৯৯ ॥ ও তৎপরে আচার্য যোগেশচন্দ্রও সপ্তর্ষির নক্ষত্র ভোগের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অয়নচলনে সপ্তর্ষির নক্ষত্র ভোগ হয় সত্য কিন্তু পর্যায়ক্রমে এক এক নক্ষত্রভোগকালগুলি অসমান এবং তাহার পরিমাণও ১০০ বৎসর নহে। অতএব শত বর্ষের সপ্তর্ষিযুগ নৈসর্গিক না হইয়া কাল্পনিক হইতেছে। ইহাতে কোন হানি নাই। ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে মনু গণনার ন্যায় সাঙ্কেতিক উপায়ে ২৭ নক্ষত্রের সংখ্যার দ্বারা শতাব্দী নির্দেশ হইয়াছে। কোন্ কালে ও কোন্ নক্ষত্র হইতে এই যুগনির্দেশ আরম্ভ জানিলে নক্ষত্রের নাম বা সংখ্যার দ্বারা কালনির্দেশ চলিবে, যথা পরিক্ষিতের কালে সপ্তর্ষিরা মঘায় ছিলেন বলিলে বুঝা যাইবে তিনি কোন্ কালে ছিলেন। সপ্তর্ষিকাল সম্বন্ধে পুরাণে অন্যপ্রকারের কতকগুলি বিচিত্র কথা আছে।

ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি মানুষেণ প্রমাণতঃ।
ত্রিংশদ্‌যানি তু বর্ষাণি মতঃ সপ্তর্ষিবৎসরঃ ॥
নব যানি সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি তু।
অন্যানি নবতিশ্চৈব ক্রৌঞ্চঃ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ ॥ বা ।৫৭।১৭, ১৮ ॥

অর্থাৎ, মানুষমানের ৩০৩০ বৎসরে এক সপ্তর্ষিবৎসর এবং মানুষমানের ৯০৯০ বৎসরে এক ক্রৌঞ্চ সংবৎসর।

বর্ষেণ চৈব দেবানাং মতঃ সপ্তর্ষিবাসরঃ।
সপ্তর্ষীণাঞ্চ বর্ষেণ ধ্রৌবশ্চ দিবসঃ স্মৃতঃ ॥ স্কন্দ। মাহেশ্বরখণ্ড।
কুমারিকাখণ্ড। ৩৯।৫৫ ॥

অর্থাৎ, দৈব এক বৎসরে এক সপ্তর্ষিদিন এবং সপ্তর্ষিদিগের বৎসরপরিমিত কালে এক ধ্রৌব দিন।

।১২১। এই শ্লোকগুলিতে উল্লিখিত সপ্তর্ষিবৎসর এবং সপ্তর্ষিদিন পূর্বোল্লিখিত সপ্তর্ষিযুগ নহে। সপ্তর্ষিবৎসর এবং সপ্তর্ষিদিন দৈব বৎসর এবং দৈব দিন অপেক্ষা বৃহত্তর। স্কন্দপুরাণোক্ত সপ্তর্ষিদিন = এক দৈব বৎসর = ৩৬০ মানববৎসর। এই মানানুযায়ী সপ্তর্ষিবৎসর = ৩৬০ × ৩৬০ = ১২৯৬০০ মানববৎসর। অপর পক্ষে বায়ুপুরাণোক্ত সপ্তর্ষি-বৎসরের পরিমাণ ৩০৩০ মানববৎসর। বিভিন্ন প্রকারের সপ্তর্ষিমানদণ্ড কল্পিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই কিন্তু এই সকল বৃহৎ কালমান এবং তদপেক্ষা বৃহত্তর ক্রৌঞ্চ এবং ধ্রৌব বৎসর কি উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইত আমার জানা নাই। আরও একপ্রকার অপেক্ষাকৃত লঘু সপ্তর্ষিকালের উল্লেখ দেখা যায়। মন্বকালপরিমাণ নির্দেশ করিতে যাইয়া বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন সপ্তর্ষি ও মনু এক কালে প্রবর্তিত হয়॥ ১৷৩৷১৬॥ এবং প্রত্যেক মন্বকালে ৭ জন ঋষি থাকেন॥ ৩৷১, ২॥ বায়ুতেও অনুরূপ উক্তি আছে। এক মনুতে ৩৫৫ মানব-বৎসর হওয়ায় এক ঋষিতে $\frac{৩৫৫}{৭}$ = কিঞ্চিদধিক ৫০ বৎসর অর্থাৎ প্রায় ৫০$\frac{১}{২}$ বৎসর। এই কালকে বৃহত্তর দৈব সপ্তর্ষিকালে পরিবর্তিত করিতে হইলে তাহাকে এমন এক সংখ্যা দিয়া গুণ করিতে হয় যাহা পিতৃমাননির্দেশক ৩০ এবং দেবমাননির্ণায়ক ১২ এই উভয় সংখ্যার গুণিতক হইবে। ৬০ সংখ্যা ৩০ এবং ১২ উভয়ের যুক্ত লঘুতম গুণিতক। মনুর এক ঋষিকাল ৫০$\frac{১}{২}$ বৎসরকে ৬০ দিয়া গুণ করিলে ৩০৩০ মানববৎসরের দৈব সপ্তর্ষিকাল পাওয়া যায়॥ ২০ প্রকরণ দ্রষ্টব্য॥ সম্ভবত এই প্রকারেই বায়ুকথিত ৩০৩০ বৎসরের সপ্তর্ষিকাল নির্ণীত হইয়াছিল এবং ৬০ দিব্যাব্দে সপ্তর্ষিযুগ বলিবার ইহাই হেতু।

বায়ু। ৯৯৷৪২০,৪২১ শ্লোকে আছে,

> সপ্তর্ষয়স্তু তিষ্ঠন্তি পর্য্যায়েণ শতং শতম্।
> সপ্তর্ষীণাং যুগং হ্যেতদ্দিব্যয়া সংখ্যয়া স্মৃতম্॥
> সা সা দিব্যা স্মৃতা ষষ্টির্দিব্যাব্দাশ্চৈব সপ্তভিঃ।
> তেভ্যঃ প্রবর্ত্ততে কালো দিব্যঃ সপ্তর্ষিভিস্তু তৈঃ॥

বঙ্গবাসী ও আনন্দাশ্রম উভয় সংস্করণে ৪২১ শ্লোকে 'দিব্যাব্দাঃ' স্থলে 'দিব্যাহ্নাঃ' আছে। এই পাঠ ব্যাকরণদুষ্ট সে জন্য আমি বায়ুপাঠের পরিবর্তে মৎস্যপাঠ লইয়াছি। মৎস্যে আছে

> সপ্তর্ষয়স্তু বর্ত্তন্তে যত্র নক্ষত্রমণ্ডলে।
> সপ্তর্ষয়স্তু তিষ্ঠন্তি পর্য্যায়েণ শতং শতম্॥

সপ্তর্ষীণামুপর্য্যেতৎ স্মৃতং বৈ দিব্যসংজ্ঞয়া।

সমা দিব্যা স্মৃতাঃ ষষ্টির্দিব্যাব্দানি তু সপ্তভিঃ ॥ ম।২৭৩।৩৯, ৪০ ॥

সংক্ষেপে এই শ্লোকগুলির ভাবার্থ এই যে সপ্তর্ষিগণ পর্যায়ক্রমে শত বৎসর করিয়া প্রত্যেক নক্ষত্রে অবস্থান করেন। এই কালের নাম সপ্তর্ষিযুগ, ইহা দিব্য সংখ্যার দ্বারা নিরূপিত। ৬০ দিব্যাব্দে এক সপ্তর্ষিযুগ। শ্লোকগুলিতে শতবৎসরের সপ্তর্ষিযুগের উল্লেখ আছে। সপ্তর্ষিগণের শত বৎসর করিয়া পর্যায়ক্রমে নক্ষত্রভোগের কথা এই প্রকরণের প্রথমেই আলোচিত হইয়াছে। এই ১০০ বৎসরের সপ্তর্ষিযুগের সহিত ৩০৩০ বর্ষের সপ্তর্ষিবৎসরের কোন সম্বন্ধ আছে কি না বিচার্য। ১০০ বৎসরের সপ্তর্ষিযুগ অর্বাচীন পুরাণকার কর্তৃক রাজগণের কাল নির্দেশের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ প্রাচীন পৈত্র যুগের ন্যায় ইহাও একপ্রকারের পিতৃমান। পিতৃমানদণ্ডে বিভক্ত কালে ৩০ সংখ্যা থাকে॥ ২০ প্রকরণ দ্রষ্টব্য॥ ৩০৩০ বর্ষকাল পিতৃমানে বিভক্ত হইলে ৩০ × ১০১ হয়, অর্থাৎ ১০১ বৎসরের এক যুগ পাওয়া যায়। পিতৃমানদণ্ডে প্রাপ্ত এই ১০১ বৎসরের যুগও প্রকৃতপক্ষে দৈব যুগ কারণ ইহার মূল ৩০৩০ বৎসরের সপ্তর্ষিবর্ষ দৈব যুগ। এই ১০১ বৎসরের দৈব যুগ কালের সহিত ১০০ বৎসরের সপ্তর্ষিযুগের পার্থক্য অতি সামান্য হওয়ায় অনুমান হয় এই দুই প্রকার সপ্তর্ষিযুগকে একই ধরা হইয়াছিল এবং ১০০ বৎসরের যুগকেও দিব্য সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছিল॥ বা। ৯৯।৪২১, ম।২৭৩।৪০॥

।১২২। সংক্ষেপে ঈষৎ ভিন্নভাবে আবার বলিতেছি। সপ্তর্ষিবৎসর মানুষমানে ৩০৩০ বৎসর। পিতৃকালমানদণ্ডে বিভাগ করিলে ইহা ৩০ × ১০১ বৎসর হয়। বাস্তবিক এই হিসাবে সপ্তর্ষিযুগ ১০১ বৎসর হয়। ১০১ না ধরিয়া সুবিধার জন্য ইহাকে ১০০ বৎসর ধরা হইয়াছিল মনে হয়। দেবমান দ্বাদশাত্মক। ৩০ × ১০০ বৎসর দেবমানে বিভক্ত হইলে ৬০ × ৫০ বৎসর হয়। এই ৬০ বৎসর শ্লোকের দৈব ষষ্টি বৎসর। ৩০৩০ বৎসর হইতে কি করিয়া ১০০ বৎসরের যুগ কল্পিত হইয়াছিল তাহার সন্ধান পাওয়া গেল। সপ্তর্ষিযুগে পিতৃ ও দেবমান প্রযুক্ত হওয়ায় অনুমান হয় ইহাও ২০০০ মাসের পিতৃযুগের ন্যায় পুরাতন যুগ তবে ইহা যুধিষ্ঠিরের পূর্বে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। পুরাণে ১০০ বৎসরের সপ্তর্ষিযুগ ব্যতীত পূর্বোক্ত অপর কোনপ্রকার সপ্তর্ষিযুগের প্রয়োগ দেখি নাই। ১০০ বৎসর সপ্তর্ষির এক নক্ষত্রভোগকাল। ২৭ নক্ষত্রভোগ করিতে ২৭০০ বৎসর লাগে। এই কালকে নক্ষত্রমহাযুগ বলিব। পুরাণে ইহার প্রয়োগ আছে।

৪৫। সপ্তর্ষিযুগাদি

।১২৩। শতবর্ষাত্মক সপ্তর্ষিযুগ কোন্ নক্ষত্র হইতে ও কোন্ কালে আরম্ভ হইয়াছে তাহা বিচার্য। এখন অশ্বিনীকেই আদিনক্ষত্র ধরা হয়। বহু পূর্বকালে জ্যেষ্ঠা আদিনক্ষত্র ছিল। জ্যেষ্ঠা নামেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। জ্যেষ্ঠা হইতেই নক্ষত্রযুগ আরম্ভ অনুমান অসঙ্গত নহে। এক নক্ষত্রযুগ ১০০ বৎসরের। ২৭ নক্ষত্রে ২৭০০ বৎসর। এই কালকে নক্ষত্রমহাযুগ বলিয়াছি। পূর্বে দেখাইয়াছি লৌকিক কল্পকাল ৫০০০ বৎসর। অতএব যদি কল্পাদি ও নক্ষত্রমহাযুগাদি এক সঙ্গে প্রবর্তিত হয় তবে এক নক্ষত্রমহাযুগ গত হইয়া দ্বিতীয় নক্ষত্রমহাযুগের ত্রয়োবিংশতিতম নক্ষত্রে কল্পশেষ হইবে। কল্প ৫০০০ বৎসর = নক্ষত্রমহাযুগ ২৭০০ বৎসর + ২৩ × ১০০ বৎসর। কল্পশেষ কলিযুগশেষ বলিয়া বিবেচিত হয় ও তখন রাজন্যগণ ও প্রজাসমূহ বিনষ্ট হয় ইহাই পৌরাণিক কল্পনা। মৎস্যপুরাণে আছে,

ব্রহ্মণস্তু চতুর্ব্বিংশা ভবিষ্যন্তি শতং সমাঃ।
ততঃ প্রভৃত্যয়ং সর্ব্বো লোকো ব্যাপৎস্যতে ভৃশম্॥ ম।১৭৩।৪৪॥

অর্থাৎ, চতুর্বিংশ নক্ষত্রে ব্রহ্মার শত বৎসর পূর্ণ হইবে। তৎকাল হইতে সকল লোক অতিশয় বিপন্ন হইবে। ব্রহ্মার শত বৎসরই মহাকল্পকাল। যদি নক্ষত্রমহাযুগের আরম্ভ কল্পাদির এক নক্ষত্র পূর্বে অর্থাৎ শত বৎসর পূর্বে ধরা যায় তবে চতুর্বিংশ নক্ষত্রেই কল্পশেষ হইবে। বায়ুতে আছে,

সপ্তর্ষয়ো মঘাযুক্তাঃ কালে পারিক্ষিতে শতম্।
অন্ধ্রান্তে তু চতুর্ব্বিংশে ভবিষ্যন্তি মতে মম॥
ইমাস্তদা তু প্রকৃতির্ব্যাপৎস্যন্তি প্রজা ভৃশম্।
অনৃতোপহতাঃ সর্ব্বা ধর্ম্মতঃ কামতোঽর্থতঃ॥ বা।৯৯।৪২৩, ৪২৪॥

অন্বয়, (যদা) পারিক্ষিতে কালে শতম্ (সমাঃ) সপ্তর্ষয়ো মঘাযুক্তা ভবিষ্যন্তি, অন্ধ্রান্তে তু, চতুর্ব্বিংশে তু, তদা মম মতে ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা ধর্ম্মতঃ কামতঃ অর্থতঃ অনৃতোপহতাঃ (সত্যঃ) ভৃশম্ প্রকৃতির্ব্যাপৎস্যন্তি। অর্থাৎ, যখন পরিক্ষিতের কালে সপ্তর্ষিগণ শতবর্ষ মঘাযুক্ত থাকিবেন এবং যখন অন্ধ্রান্তকাল আসিবে এবং যখন চতুর্বিংশ যুগ আসিবে তখন আমার মতে এই সমস্ত প্রজা ধর্ম কাম এবং অর্থবিষয়ে মিথ্যার দ্বারা অভিভূত হইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইবে।

লবং লবং ভ্রংশ্যমানাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ ক্রমেণ তু।
ক্ষয়মেব গমিষ্যন্তি ক্ষীণশেষা যুগক্ষয়ে॥ বা।৯৯।৪২৭॥

অর্থাৎ, সমস্ত প্রজা ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প পরিমাণে নষ্ট হইতে থাকিয়া যুগশেষ হইলে অল্পসংখ্যক যাহারা থাকিবে তাহারা সম্পূর্ণ বিনাশ পাইবে। বায়ুমতেও চতুর্বিংশে প্রজাসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে ও যুগ শেষ হইবে। বায়ুর ৯৯।৭১৩ শ্লোকে 'অন্ধ্রান্তে তু চতুর্ব্বিংশে' পদের ব্যাখ্যা চতুর্বিংশ যুগে অন্ধ্রান্তকালে এরূপ না হইয়া অন্ধ্রান্তে এবং চতুর্বিংশ যুগ এই উভয় কালে এইরূপ হইবে। চতুর্বিংশ যুগে কল্পশেষ এবং অন্ধ্রান্তে নক্ষত্রযুগ শেষ; এই উভয় কালেই যুগশেষে প্রজানাশ কল্পিত হইয়াছিল। পরিক্ষিতের কালেও প্রজাক্ষয় হয়। শ্লোকের অন্বয় দিয়াছি।

সপ্তর্ষয়স্তদা প্রাহুঃ প্রতীপে রাজ্ঞি বৈ শতম্।
সপ্তবিংশৈঃ শতৈর্ভাব্যা অন্ধ্রাণান্তে ত্বয়া পুনঃ॥ বা।৯৯।৪১৮॥

এই শ্লোকের অর্থবোধ দুরূহ। নিম্নলিখিত অন্বয়ে অর্থ পাওয়া যাইবে, যথা, অন্ধ্রাণাং (কালে) শতং (সংখ্যাঃ) প্রতীপে বৈ রাজ্ঞি তদা পুনঃ তে সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তবিংশৈঃ শতৈঃ ত্বয়া ভাব্যা (ইতি) প্রাহুঃ (শ্রুতর্ষয়ঃ)। অর্থাৎ, অন্ধ্রদিগের কালে শত রাজা বিপরীতপথগামী হইলে অর্থাৎ গত হইলে পর সেই সপ্তর্ষিগণ পুনরায় ২৭০০ বৎসর প্রবর্তিত হইয়াছিলেন। ১০০ রাজায় প্রায় ২৭০০ বৎসর যায়। এই সময় এক সপ্তর্ষিমহাযুগ শেষ হইয়া দ্বিতীয় মহাযুগ আরম্ভ হয় ইহাই বলা উদ্দেশ্য। এই শ্লোকে অন্ধ্রগণকে ২৭শ ও প্রথম যুগে ফেলা হইল। পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকে॥ বা।৯৯।৪২৩॥ অন্ধ্রান্তে তু চতুর্বিংশের অর্থ চতুর্বিংশ যুগে অন্ধ্রান্তকাল ধরিলে এই শ্লোকের সহিত বিরোধ ঘটিবে কারণ এখানে অন্ধ্রান্তে সপ্তবিংশ ও প্রথম যুগ বলা হইয়াছে। অন্ধ্রান্তকালেও এক প্রকার যুগ, নবনক্ষত্রযুগ শেষ হইয়াছিল সেই জন্যই বোধ হয় বায়ুর ৯৯।৪২৩ শ্লোকে অন্ধ্রান্তকালে প্রজাক্ষয় কল্পিত হইয়াছিল। নবনক্ষত্রযুগ অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে আরম্ভ। ৫২ ও ৫৪ প্রকরণ দ্রষ্টব্য। যাহা হউক মৎস্য ও বায়ু উভয় পুরাণের মতেই চতুর্বিংশ নক্ষত্রযুগে কল্পশেষ হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি নক্ষত্রমহাযুগাদি ও কল্পাদি এককালে প্রবর্তিত হইলে ত্রয়োবিংশ যুগে কল্পশেষ হইত, অতএব অনুমান হয় কল্পাদি নক্ষত্রমহাযুগাদির এক নক্ষত্র যুগ পরে। জ্যেষ্ঠায় নক্ষত্রযুগ আরম্ভ ও দ্বিতীয় নক্ষত্র মূলায় কল্পারম্ভ ধরিলে চতুর্বিংশ নক্ষত্রে কল্পশেষ হইবে। মূলা অর্থেও আদি নক্ষত্র॥ ৫৪ প্রকরণ দ্রষ্টব্য॥

৪৬। মঘাদি ও কলিযুগ

। ১২৪। কোন্ নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রযুগ আরম্ভ পাওয়া গেল। এখন কোন একটি নক্ষত্রযুগের বা কল্পান্তর্গত পিতৃযুগের বা ধর্মযুগের কাল নির্দিষ্ট হইলেই সমস্ত পুরাণোক্ত ঘটনা খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ও খ্রীষ্টাব্দের সাহায্যে নির্দেশ করা যাইবে।

বিষ্ণুপুরাণে আছে,

তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥ বি।৪।২৪।৩৪॥

অর্থাৎ, সপ্তর্ষিগণ পরিক্ষিতের সময় মঘা নক্ষত্রে ছিলেন ও সেই সময় দ্বাদশাব্দশতাত্মক কলি প্রবর্তিত হয়। ৫০০০ বৎসরের কল্পান্তর্গত ৫০০ বৎসরের কলি ও শ্লোকোক্ত ১২০০ দৈব বৎসরের কলি একই সময়ে প্রবর্তিত হইয়াছিল অনুমান করা যায়। মানবমানের কলিকে পরে দৈব মানে পরিণত করা হয়। ২৮ পৈত্র যুগের আদিতে মানবমানের কলি আরম্ভ এবং এই যুগেই পরিক্ষিতের জন্ম। ৭৩ প্রকরণ দ্রষ্টব্য। পরিক্ষিতের পূর্বেই কলি আরম্ভ অতএব মঘাযুগের আরম্ভে কলি আরম্ভ এই অর্থই সমীচীন। কালিদাসের জ্যোতির্বিদাভরণে আছে 'আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথিবীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ'। অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরও মঘাকালে। ইহাতেও মঘারম্ভে কলি আরম্ভ সমর্থিত হইতেছে।

ভাগবতপুরাণে আছে,

যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥ ভাগবত।১২।২।৩১॥

অর্থাৎ, সপ্তর্ষিরা মঘায় আসিলে দ্বাদশাব্দশতাত্মক কলিযুগ প্রবর্তিত হইয়াছিল। অতএব মঘা নক্ষত্রযুগ আরম্ভ ও কলিযুগ আরম্ভ যুগপৎ হইয়াছে ধরা যাইতে পারে। কল্পকালের আদি হইতে ৪৫০০ বৎসর গত হইলে কলি আরম্ভ এ কথা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। মূলায় কল্পারম্ভ ধরিলে মঘায় ঠিকই কলি আরম্ভ হয়॥ ৫৪ প্রকরণ॥ স্মরণ রাখিতে হইবে যে পঞ্জিকাধৃত কলি এই দুই কলি হইতে ভিন্ন। নন্দাব্দকে পশ্চাৎ দিকে ২৭০০ বৎসর বর্ধিত করিয়া পঞ্জিকার কলি কল্পিত হইয়াছে; ইহার আরম্ভ পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রযুগে ৩১০১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে। ৫০ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

। ১২৫। শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল দ্বাপরাংশসংক্ষয়ে ও কলি আরম্ভে। ভারতযুদ্ধকাল কলিসন্ধ্যায়।

অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।

সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ॥ মভা। আদি ।২।১৩॥

অর্থাৎ, দ্বাপর ও কলির অন্তরকাল উপস্থিত হইলে সমন্তপঞ্চকে কৌরব ও পাণ্ডবসেনার যুদ্ধ হইয়াছিল। এই কলিসন্ধ্যার পরিমাণ ৫০০ মাস অর্থাৎ প্রায় ৪২ বৎসর। অতএব যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণের বয়স ৪২ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই পরিক্ষিতের জন্ম হয়॥ মভা। অশ্বমেধ ৬৬॥ যুদ্ধের বৎসরেই পরিক্ষিৎজন্ম ধরিলে ভুল হইবে না। পরিক্ষিৎজন্মকাল পুরাণে গৌরবান্বিত সন্ধিকাল বলিয়া কল্পিত হইয়াছে কারণ এই কালেই ভারতযুদ্ধ। যুদ্ধকালে পরিক্ষিৎপিতা অভিমন্যুর বয়স ১৬র কম হইতে পারে না। অভিমন্যু অপেক্ষা অর্জুন অন্তত ২১ বৎসরের বড়॥ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মহাভারত আদিপর্ব্ব, ১২০ অধ্যায় ১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য॥ যুদ্ধকালে অর্জুনের বয়স ৪১এর কম হইতে পারে না। অর্জুন অপেক্ষা কৃষ্ণ ছয় মাসের বড়। অতএব ঠিক ৪২ বৎসর বয়সেই কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঠিক কলিসন্ধ্যা ও কলিযুগের সন্ধিকালেই যুদ্ধ হইয়াছিল॥ মহাভারত। আদি ।২।১৩॥ আর এক দিক দিয়াও এই গণনা সমর্থিত হইবে। যুধিষ্ঠির অর্জুন অপেক্ষা তিন চারি বৎসরের বড়। অর্থাৎ যুদ্ধকালে যুধিষ্ঠিরের বয়স অন্তত ৪৫। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির অপেক্ষা অন্তত ২০ বৎসর বড় ও ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষা অন্তত ২০ বৎসর বড়। যুদ্ধকালে ভীষ্মের বয়স আনুমানিক ৮৫। যুধিষ্ঠিরের বয়স আরও অধিক হইলে ভীষ্মের বয়সও বেশী ধরিতে হইত। ৮৫ বয়সের পরেও যুদ্ধ করা বিশেষ সম্ভব মনে হয় না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্তলিখিত 'বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বয়স' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ১৩৪৪।৪৪ ভাগ। তৃতীয় চতুর্থ সংখ্যা। পৃ ১৮৬।

১৭। নন্দাভিষেককাল

। ১২৬। পরিক্ষিতের কাল নির্ণীত হইলে অভ্রান্ত যুদ্ধকাল পাওয়া যাইবে এবং অভ্রান্ত কলি আরম্ভকালও পাওয়া যাইবে। কলি আরম্ভ হইতে গণনার দ্বারা সঠিক কল্পাদি ও নক্ষত্রযুগাদিও পাওয়া যাইবে।

৪৭। পূর্বাষাঢ়া

। ১২৭। পূর্বেই বলিয়াছি পরিক্ষিৎজন্ম হইতে নন্দাভিষেককাল ১০১৫ বৎসর। এই নির্দেশ স্থূল নির্দেশ নহে তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি ॥ ৯২, ৯৩ প্রকরণ ॥ পুরাণকার বাস্তবিক গণনার দ্বারাই এই সংখ্যা পাইয়াছিলেন। বায়ুপ্রোক্ত ১০৫০ বৎসর ধরিলে নন্দরাজাকাল পূর্বাষাঢ়া ছাড়াইয়া যায়।

প্রযাস্যন্তি যদা তে চ পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ বি ।৪।২৪।৩৯ ॥

অর্থাৎ, যখন সেই মহর্ষিগণ পূর্বাষাঢ়ায় যাইবেন তখন নন্দ প্রভৃতি হইতে এই কলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

। ১২৮। পরিক্ষিতের কালনির্ণায়ক কোন বহিঃপ্রমাণ পাওয়া যায় না অতএব নন্দের কালই সঠিক নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ভিনসেন্ট স্মিথকথিত ৪১৩ খ্রী-পূ স্থূল নির্দেশ মাত্র। অজাতশত্রুর কাল সঠিক নির্ণয় করিতে পারিলেও পুরাণের সাহায্য ব্যতীত নন্দ ও পরিক্ষিতের অভ্রান্ত কাল পাওয়া যাইবে না কারণ অজাতশত্রু হইতে নন্দ বা পরিক্ষিৎকালে উপনীত হইতে হইলে স্থূল পর্যায়কালেরই আশ্রয় লইতে হইবে। পুরাণে অবশ্য অজাতশত্রু প্রভৃতির ব্যষ্টি রাজ্যকাল কথিত আছে কিন্তু কোন বহিঃপ্রমাণের দ্বারা অজাতশত্রুর রাজ্যাভিষেককাল নিশ্চিত জানা যায় না।

৪৮। নন্দাভিষেককাল

। ১২৯। নন্দাভিষেককাল নির্ণয়ের জন্য এক বাদ বা 'থিওরি'র আশ্রয় গ্রহণ করিব। বিজ্ঞানে বাদকল্পনা সর্ববাদিসম্মত পন্থা। বিজ্ঞানী নানা বিচিত্র ও বিভিন্ন ঘটনা

দেখিলেন ; এই সকল ব্যাপার কি করিয়া ঘটিল তিনি হয়ত তাহা জানেন না। তিনি বাদকল্পনা করিলেন ; এই বাদের দ্বারা যদি পর্যবেক্ষণলব্ধ সকল ব্যাপারের সম্যক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তবে বাদ গ্রাহ্য। প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবেও এরূপ বাদ সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। যদি এমন কোন ঘটনা পাওয়া যায় যাহা বাদের বিরোধী তবে বাদ অবশ্য পরিত্যাজ্য।

৪৯। তিন কালসন্ধি

।১৩০। পুরাণকার অর্বাচীন কালনির্দেশক তিনটি সন্ধি স্থির করিয়াছেন, যথা (১) পরিক্ষিৎজন্মকাল বা ভারতযুদ্ধকাল, (২) নন্দাভিষেককাল ও (৩) অন্ধ্ররাজ্যশেষকাল। নন্দাভিষেক হইতে পরিক্ষিৎজন্ম ১০১৫ বৎসর এবং অন্ধ্ররাজ্য শেষ ৮৩৬ বৎসর। এই দুই উক্তিতেই নন্দাভিষেককালকে কালমুখ ধরা হইয়াছে॥ বি ।৪।২৪।৩২॥ বা ।৯৯।৪১৬॥ ম ।২৭৩।৩৬॥ নন্দাভিষেককাল হইতে কোনও অব্দ প্রবর্তিত হইয়া থাকিলেই এই প্রকার উক্তি সম্ভব। যিশু খ্রীষ্টের জন্মকালকে কালমুখ ধরিয়া আমরা এখন বলি বুদ্ধ খ্রীষ্টজন্মের ৫৪৩ বৎসর পূর্বে ছিলেন এবং প্রথম ইউরোপীয় মহাসমর খ্রীষ্টজন্মের ১৯১৪ বৎসর পর ঘটিয়াছিল। খ্রীষ্টাব্দ প্রচলিত থাকার জন্যই এরূপ বর্ণনভঙ্গি। নন্দাব্দ বহুপ্রচলিত হওয়াই সম্ভব। যুধিষ্ঠিরের পর সহস্রবৎসরাধিক কাল পর্যন্ত ভারতে নন্দের পূর্বে কেহ একচ্ছত্র সম্রাট্ হন নাই। যুধিষ্ঠিরও নন্দের মত একরাট্ ছিলেন না। সম্রাট্ নন্দের পক্ষে নন্দাব্দ প্রবর্তিত করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রাজাদিগের প্রকৃতি বিচার করিলে নন্দাব্দ নিশ্চিত প্রবর্তিত হইয়াছিল বলা যায়। এই জন্য নন্দাভিষেক হইতেই পৌরাণিক কালমাপনা।

৫০। নন্দাব্দ ও কল্যব্দ

।১৩১। আদি পৌরাণিক কল্পনানুযায়ী নন্দ বাস্তবিক পক্ষে দ্বিতীয় কৃতযুগে বর্তমান ছিলেন কিন্তু নন্দ শূদ্র হওয়ায় এবং তাঁহার দ্বারা সমস্ত ক্ষত্রিয়রাজ বিনষ্ট হওয়ায় তৎকালীন পুরাণকার কলিবৃদ্ধি কল্পনা করিলেন এবং আদি পৌরাণিক যুগ গণনা পরিত্যাগ করিলেন। নন্দের পূর্বে যে আদি যুগমান প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ প্রদ্যোতবংশীয় বিশাখযূপকে কল্কীপুরাণ নূতন সত্যযুগপ্রবর্তক বলিয়াছেন। পুরাণে নন্দের রাজ্যকালে কলি বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলা হইয়াছে এবং কলিকালে ক্ষত্রিয় রাজবংশ থাকিবে না ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে। নন্দ কলিকাংশজ বা সাক্ষাৎ কলি॥ ম ।২৭২।১৭॥ এ জন্য পরবর্তী কালে নন্দাব্দ

কল্যব্দ নামে প্রচলিত ছিল অনুমান করা যায়। নন্দকে বায়ুপুরাণ 'কালসম্বৃত' উপাধি দিয়াছেন ॥ ৯৯।৩২৬ ॥ কালসম্বৃত শব্দের অর্থ 'কালকর্তৃক মনোনীত'। তাৎপর্য এই যে কলিকাল নন্দকে নিজ নামের সহিত যুক্ত করায় নন্দাব্দ কলাব্দে পরিণত হইয়াছিল। কালসম্বৃত শব্দের আর এক অর্থ 'কাল কর্তৃক গুপ্ত অথবা আবরিত'। তাৎপর্য এই যে নন্দাব্দ কল্যব্দ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে। অন্ধ্রকালীন পুরাণকার জানিতেন যে ২৭ যুগ গত হইলে কলি প্রবর্তিত হইয়াছিল। তাঁহারা কলাব্দে ২৭ যুগ যোগ করিয়া যুগাদি স্থির করিলেন। আদিম পুরাতন ২০০০ মাসের পিতৃযুগমান তখন প্রচলিত ছিল না তৎপরিবর্তে সপ্তর্ষিযুগ চলিতেছিল। পুরাণকার পুরাতন যুগ না ধরিয়া ২৭ সপ্তর্ষিযুগ ধরিলেন। ২৭ সপ্তর্ষিযুগ ধরিবার আরও এক হেতু এই যে ২৭ সপ্তর্ষিযুগে এক নক্ষত্রমহাযুগ পূর্ণ হয়। পুরাণকার নন্দাব্দে ২৭০০ বৎসর যোগ করিয়া তাহাকে যুগাদি কল্পনা করিলেন। পুরাণে দেখা যায় যে সাবর্ণি অর্থাৎ অষ্টম মনু পর্যন্ত মনুগণনা চলিয়াছিল। সপ্তম ও অষ্টম মনু একত্রে রাজ্য করেন পরে মনুগণনা পরিত্যক্ত হয় ও বৈবস্বত মনুর কাল বৃদ্ধি করিয়া কল্পশেষ পর্যন্ত আনা হয়। এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। অষ্টম মনুশেষ ৩১০০ খ্রী-পূর্বে, ৩১০১ খ্রী-পূর্বে নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছিল ॥ ৫৪ প্রকরণের টীকা দ্রষ্টব্য ॥ ৮ম এবং ৯ম মনুকালের মধ্যগত সন্ধিকালের মধ্যবিন্দু ৩১০১ খ্রী-পূর্বাব্দে পড়ে। বর্ধিত নন্দাব্দ যুগাদি কল্পিত হইবার ইহাও এক কারণ হইতে পারে। এই নূতন যুগ ও বর্ধিত নন্দাব্দের মিল আকস্মিক নয়। নন্দাভিষেককাল নিশ্চয়ই শুভ কাল নির্ণয় করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। আরও পরবর্তী কালে এই যুগাদি বর্ধিত কলিযুগের আদি বলিয়া পরিগণিত হইল। এই কল্যব্দই পঞ্জিকায় চলিয়া আসিয়াছে। এই প্রবন্ধ রচনার কাল ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কল্যব্দ-সংখ্যা ৫০৩৫। নন্দাভিষেক হইতে এই কল্যব্দ প্রথমে নন্দাব্দ নামে ও পরে কল্যব্দ নামে ও আরও পরে ২৭০০ বৎসরের সহিত যুক্ত হইয়া কলিযুগমুখনির্দেশকরূপে অখণ্ড প্রবাহে চলিয়া আসিয়াছে। কল্যব্দকে বর্ধিত নন্দাব্দ মানিলে নন্দাভিষেককাল (৫০৩৫—২৭০০---১৯৩৪)=৪০১ খ্রী-পূ হয়। ভিন্সেন্ট স্মিথমতে নন্দকাল আনুমানিক ৪১৩ খ্রী-পূ। নন্দকে ৪০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ধরিলে পুরাণমতে অজাতশত্রুর কাল ৫৭২-৫৪৪ খ্রী-পূ ॥ ৭৪ প্রকরণ দ্রষ্টব্য ॥ ভিন্সেন্ট স্মিথমতে এই কাল ৫৫৪ খ্রী-পূ। চন্দ্রগুপ্তকাল পুরাণমতে ৩২০-২৯৬ খ্রী-পূ ॥ ৭৩, ৭৪ প্রকরণ দ্রষ্টব্য ॥ ভিন্সেন্ট স্মিথমতে চন্দ্রগুপ্তরাজ্যপ্রাপ্তিকাল ৩২৫ হইতে ৩২২ খ্রী-পূ। পুরাণমতে নন্দের ৮৩৬ বৎসর পরে অন্ধ্রশেষ অর্থাৎ ৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ অন্ধ্রশেষকাল। পূর্বেই বলিয়াছি উইল্সনমতে ৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধ্রবংশ শেষ হয়। ভিন্সেন্ট স্মিথমতে এই কাল ২২০-২৩০

খ্রীষ্টাব্দ, এই নির্দেশ ভুল। অতএব দেখা যাইতেছে নন্দাব্দ ৪০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ধরায় কোনই অসঙ্গতি হইতেছে না বরং বহিঃপ্রমাণগুলি (অজাতশত্রুকাল, চন্দ্রগুপ্তকাল, চৈনিক ইতিহাসপ্রাপ্ত অন্ধ্রান্তকাল) এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেছে। পুরাণধৃত ব্যষ্টি রাজ্যকাল দ্বারা নন্দের পূর্ব ও পরবর্তী সকল রাজাদের কাল তালিকাবদ্ধ করা হইল ॥ ৭০-৭৪ প্রকরণ ॥

৫১। নন্দ ও নন্দবংশীয়গণ

। ১৩২। বিদেশী ইতবৃত্তকারগণের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করেন যে মহাপদ্ম নন্দ তৎপূর্ববর্তী রাজা মহানন্দীর রাণীর গর্ভজাত জারজ সন্তান। নন্দের প্রকৃত পিতা এক ক্ষৌরকার। নন্দ তাঁহার মাতার সাহায্যে মহানন্দীকে হত্যা করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। গ্রীক বিবরণ ও জৈন ও বৌদ্ধ কাহিনী হইতে এই ইতিহাস সঙ্কলিত। পুরাণমতে নন্দ মহানন্দীর ঔরসে শূদ্রা মাতার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন এ কথা পুরাণে নাই। নন্দের পূর্ব ও পরবর্তী যে সকল রাজারা স্বীয় প্রভু বা পূর্বতন রাজাকে হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকার করিয়াছিলেন পুরাণে তাঁহাদের সকলেরই কথা উল্লিখিত আছে। নন্দ মহানন্দীকে হত্যা করিয়া রাজ্যলাভ করিয়া থাকিলে পুরাণে নিশ্চয় তাহার উল্লেখ থাকিত। নন্দের শত্রুর অভাব ছিল না। তাহারাই নন্দের নামে নানা কুৎসা রটনা করিয়াছিল। পুরাণোক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য। অজাতশত্রুর পিতৃহত্যাকাহিনীও মিথ্যা। অনুমান হয় মহানন্দীর বৃদ্ধ বয়সে শেষ দুই বৎসর নন্দই রাজ্যচালনা করিয়াছিলেন। এই জন্যই হয়ত নন্দের নামে পিতৃহত্যার জনরব রটিয়াছিল। জয়সোয়াল কর্তৃক প্রকাশিত মঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক প্রাচীন গ্রন্থে নন্দের রাজ্যচালনার কথা সমর্থিত হয়। ঐ পুস্তকের ৪২২-৪২৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে নন্দ রাজ্যারোহণের পূর্বে কিছু কাল মহানন্দীর মন্ত্রী ছিলেন। পুরাণ হইতে বুঝা যাইতেছে নন্দ ৪০৩ খ্রী-পূর্বে রাজ্যভার লন ও তাঁহার পিতার স্বাভাবিক মৃত্যুর পর বা তাঁহার জীবৎকালেই ৪০১ খ্রী-পূর্বাব্দে শুভ দিনে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মগধসিংহাসনে আরোহণ করেন। ৪০৩ খ্রী-পূ হইতে ধরিলে বলা যায় নন্দবংশীয়গণ ৮৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৪০১ খ্রী-পূর্বাব্দ অর্থাৎ নন্দাভিষেক হইতে ধরিলে এই কাল ৮৬ বৎসর হয়। নন্দরাজ্যকালে নন্দপুত্রগণ বা নন্দবংশীয়গণ নন্দকর্তৃক উচ্ছিন্ন ইক্ষ্বাকু, ঐল, বীতিহোত্র, মিথিলা, কলিঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে সামন্তরাজ বা viceroy নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৩১৫ খ্রী-পূর্বে মূল নন্দরাজ্য বা নন্দসিংহাসন চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক অধিকৃত হইলেও সামন্ত নন্দরাজগণ অধীনতা স্বীকার

করেন নাই। ইহাদের বিনাশ করিতে চন্দ্রগুপ্তের আরও ১২ বৎসর লাগিয়াছিল; বায়ুমতে ১৬ বৎসর। নন্দদিগের মধ্যে কেহ কেহ ৩০৩ খ্রী-পূ পর্যন্ত সামন্তরাজা ছিলেন। অনুমান হয় ইহারা চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে সেলুকসের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ৩০৩ খ্রী-পূর্বে সেলুকস্‌কে পরাজিত করেন ও সামন্ত নন্দগণকে ধ্বংস করেন। নন্দগণ ৪০৩ খ্রী-পূ হইতে ৩০৩ খ্রী-পূ পর্যন্ত রাজ্যাধিকারী থাকায় নন্দবংশ ১০০ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে কথিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে এই সংখ্যা স্থূল নির্দেশ নহে। পুরাণে বিভিন্ন রাজবংশের পৃথক পৃথক রাজ্যকালের যথার্থ নির্দেশই আছে।

।১৩৩। মৎস্যে আছে,

ততঃ প্রভৃতি রাজানো ভবিষ্যাঃ শূদ্রযোনয়ঃ।
একরাট্‌ স মহাপদ্মো একচ্ছত্রো ভবিষ্যতি ॥
অষ্টাশীতি তু বর্ষাণি পৃথিব্যাঞ্চ ভবিষ্যতি।
সর্ব্বক্ষত্রমথোৎসাদ্য ভাবিনার্থেণ চোদিতঃ ॥
সুকল্পাদি সুতা হ্যষ্টৌ সমা দ্বাদশ তে নৃপাঃ।
মহাপদ্মস্য পর্য্যায়ে ভবিষ্যন্তি নৃপাঃ ক্রমাৎ ॥
উদ্ধরিষ্যতি কৌটিল্যঃ সমা দ্বাদশভিঃ সুতান্‌।
ভুক্ত্বা মহীং বর্ষশতং ততো মৌর্য্যান্‌ গমিষ্যতি ॥ ম।২৭২।১৮-২১ ॥

অর্থাৎ, তদনন্তর (মহাপদ্মের পর হইতে) ভবিষ্য রাজগণ শূদ্রযোনি হইবেন। সেই মহাপদ্ম একরাট্‌ ও একচ্ছত্র নৃপতি হইবেন। অনন্তর উন্নতির ইচ্ছার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সকল ক্ষত্রিয় উচ্ছিন্ন করিয়া ৮৮ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। সুকল্পপ্রমুখ অষ্ট সুত সেই রাজগণ দ্বাদশ বর্ষ বর্তমান থাকিবেন এবং মহাপদ্মের বংশে ক্রমানুসারে রাজা হইবেন। কৌটিল্য ১২ বর্ষে সেই পুত্রগণকে বিনাশ করিবেন। শতবর্ষকাল পৃথিবী ভোগের পর রাজ্য মৌর্য্যগণের নিকট যাইবে। বায়ুর (বঙ্গবাসী) অনুরূপ শ্লোকগুলির অর্থবোধ দুরূহ। বায়ুতে আছে মহাপদ্ম ২৮ বৎসর রাজ্য করেন। বঙ্গবাসী-সংস্করণের অনুবাদকের মতে মহাপদ্মের ১০০০ পুত্রের মধ্যে অষ্ট সুত ১২ বৎসর রাজ্য করেন ও কৌটিল্য ১৬ বৎসরে তাহাদের উচ্ছেদ করেন ॥

উদ্ধরিষ্যতি তান্‌ সর্ব্বান্‌ কৌটিল্যো বৈ দ্বিরষ্টভিঃ ॥ বা।৯৯।৩৩০ ॥

আমি মৎস্যমতই গ্রহণ করিয়াছি কারণ ৮৮ + ১২ = ১০০ হয়। ১৬ বৎসর ধরিলে বর্ষসংখ্যা ১০০ অপেক্ষা অধিক হয়। মহাপদ্ম ও তাঁহার বংশধরগণ মগধে ৮৮ বৎসর ও চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক উচ্ছিন্ন হইবার পর অপর স্থানে ১২ বৎসর স্বাধীনভাবে রাজ্য করিবার পর বিনষ্ট হন।

১৮। যুগক্ষয়

৫২। যুগক্ষয়কাল, প্রযুগ ও নবযুগ

।১৩৪। নন্দাব্দ ৪০১ খ্রী-পূ ধরিয়া পরিক্ষিৎজন্ম ও ভারতযুদ্ধকাল ৪০১+১০১৫= ১৪১৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। লৌকিক মানবকল্পের কলি আরম্ভ ১৭১৬+৪২=১৪৫৮ খ্রী-পূ ও কল্পশেষ ৯৫৮ খ্রী-পূ। নক্ষত্রযুগারম্ভ ৬০৫৮ খ্রী-পূ।

।১৩৫। তিন কালসন্ধির অন্তর্গত প্রধান প্রধান রাজাদিগের কাল গণনার দ্বারা ও পুরাণধৃত ব্যষ্টি রাজাকাল দ্বারা স্থির করিয়া তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে॥ ৬১–৭০, ৭৩ এবং ৭৪ প্রকরণগুলি দ্রষ্টব্য॥ পর্যায়কাললব্ধ গণনা সূক্ষ্ম নহে। নক্ষত্রযুগ ও কল্পারম্ভ নির্দেশক একটি তালিকাও দিলাম॥ ৫৪ প্রকরণ॥ পূর্বকালে জ্যেষ্ঠা হইতে নক্ষত্র গণনা হইত। পরে অশ্বিনীকে নক্ষত্রের আদি ধরা হইয়াছিল। নব মতে নক্ষত্রযুগসংখ্যাও তালিকায় দেখান আছে। এই নব যুগের উল্লেখও পুরাণে আছে। পুরাতন নক্ষত্রযুগের নাম প্রযুগ। তালিকায় দেখা যাইবে যে কল্পশেষ ৯৫৮ খ্রী-পূর্বাব্দে চতুর্বিংশ নক্ষত্রে হইয়াছে; নব মতে চতুর্দশ নক্ষত্রে। আদি নক্ষত্রযুগের বা প্রযুগের দ্বিতীয় আবর্তন আরম্ভ হইয়াছে ৩৩৫৮ খ্রী-পূর্বাব্দে ও তৃতীয় আবর্তন ৬৫৮ খ্রী-পূর্বাব্দে। এই দুই কাল পুরাতন গণনায় প্রথম যুগ ও নব মতে অষ্টাদশ নক্ষত্রযুগ; পুরাণে আদি নক্ষত্রযুগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আবর্তনের কোন উল্লেখ নাই। নব মতে নক্ষত্রযুগের আবর্তন অশ্বিনীতে ২৩৫৮ খ্রী-পূর্বাব্দে ও ৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয়টির উল্লেখ আছে; এই কাল অন্ধ্রান্তকাল। সপ্তর্ষিগণনা অর্বাচীন কালে প্রচলিত হয় এজন্য পুরাতন সপ্তর্ষি আবর্তনের উল্লেখ নাই।

।১৩৬। অন্ধ্রান্তকালে সপ্তর্ষিগণ প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় তুঙ্গ হইবেন ও ২৭০০ বৎসরের যুগ পুনরায় প্রবর্তিত হইবে॥ বা ।৯৯।৪১৮॥ এই শ্লোক পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। বায়ুতেও অন্ধ্রান্তে যুগক্ষয়ের কথা আছে॥ বা ।৯৯।৪২৩॥ এই শ্লোকও পূর্বে বিচার করিয়াছি। পরিক্ষিৎকাল মঘায়; পুরাতন মতে বিংশ যুগে এবং নব মতে দশম যুগে। পুরাণে এখানে যুগসংখ্যার উল্লেখ নাই। নন্দ পূর্বাষাঢ়ায়।

প্রযাস্যন্তি যদা তে চ পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্ব্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥ বি ।৪।২৪।৩৯॥

অর্থাৎ, যখন সেই মহর্ষিগণ পূর্বাষাঢ়ায় যাইবেন তখন নন্দ প্রভৃতি হইতে এই কলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। পূর্বাষাঢ়া পুরাতন মতে তৃতীয় ও নব মতে বিংশ নক্ষত্র। বিংশ নক্ষত্র যুগটি একটি উল্লেখযোগ্য কাল কারণ পুরাতন মতে বিংশ নক্ষত্রে ভারতযুদ্ধ ও নব মতে বিংশ নক্ষত্রে নন্দাভিষেক। এই উভয় কালেই ঘোরতর ক্ষত্রিয়ক্ষয় ঘটিয়াছিল। পৌরাণিক কল্পনা এই যে কলিযুগে ক্ষত্রিয় রাজবংশ নষ্ট হয় এবং কোন ধার্মিক ক্ষত্রিয়রাজ যোগাশ্রয় করিয়া হিমালয়ের পরপারস্থ কলাপ নামক গ্রামে অবস্থান করেন। পুনরায় কৃতযুগ প্রবর্তিত হইলে ইঁহারা নূতন করিয়া রাজবংশ বিস্তার করেন। যুগক্ষয়ে ক্ষত্রিয়ক্ষয় হইবে এই ধারণা হইতে ক্রমে পৌরাণিক বিপরীত কল্পনাও করিলেন যে ক্ষত্রিয়ক্ষয় হইলেও যুগক্ষয় হয়। ভারতযুদ্ধকাল ও নন্দকাল এই কারণে যুগক্ষয়কাল বলিয়া কল্পিত হইয়াছে।

দেবাপিঃ পৌরবো রাজা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
মহাযোগবলোপেতৌ কলাপগ্রামসংশ্রয়ৌ ॥ বি।২৪।৪৫ ॥

পৌরববংশের দেবাপি ও ইক্ষ্বাকুবংশের মরু এইরূপ যোগাবলম্বন করিয়া কলাপ গ্রামে আছেন। বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকে পৌরববংশের কোন্ দেবাপি উদ্দিষ্ট হইয়াছেন তাহা বিচার্য। দেবাপি নামে শান্তনুর এক ভ্রাতা ছিলেন। ইনি কিন্তু রাজা নহেন, এই দেবাপি বাল্যেই রাজ্যাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া অরণ্যে যাইয়া যোগ অভ্যাস করেন। ২৩ প্রকরণ দ্রষ্টব্য। ইক্ষ্বাকুবংশীয় মরু দুই জন আছেন। একজন বৃহদ্বলের ৬ পুরুষ পূর্ববর্তী ও আর একজন ১১ পুরুষ পরবর্তী। মরুকে কোন কোন পুরাণ মনু বলিয়াছেন। মৎস্যমতে মনুপুত্র সুবর্চা ও দেবাপিপুত্র সত্য নববিংশ যুগে ক্ষত্রবংশের আদি হইবেন।

দেবাপিঃ পৌরবো রাজা ঐক্ষ্বাকো যশ্চ তে মতঃ।
মহাযোগবলোপেতৌ কলাপগ্রামমাশ্রিতৌ ॥
এতৌ ক্ষত্রপ্রণেতারৌ নববিংশে চতুর্যুগে।
সুবর্চ্চা মনুপুত্রস্তু ঐক্ষ্বাকাদ্যো ভবিষ্যতি ॥
নববিংশযুগে সো বৈ বংশস্যাদির্ভবিষ্যতি।
দেবাপিপুত্রঃ সত্যস্তু ঐলানাং ভবিতা নৃপঃ ॥
ক্ষত্রপ্রবর্ত্তকাবেতৌ ভবিষ্যে তু চতুর্যুগে।
এবং সর্ব্বেষু বিজ্ঞেয়ং সন্তানার্থন্তু লক্ষণম্ ॥ ম।২৭৩।৫৫-৫৮ ॥

৯০ প্রকরণে এই শ্লোকগুলির অনুবাদ দ্রষ্টব্য। নন্দ নববিংশ যুগে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐক্ষ্বাকব ও ঐল রাজাদের রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন মৎস্যপুরাণোক্ত মনুপুত্র সুবর্চা ও

দেবাপিপুত্র সত্য তাঁহাদেরই মধ্যে দুই জন। নন্দকালে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস হওয়ায় তাহা যুগশেষ বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। বায়ু বলিতেছেন,

দেবাপিঃ পৌরবো রাজা ইক্ষ্বাকোশ্চৈব যো মতঃ ॥
মহাযোগবলোপেতঃ কলাপগ্রামমাস্থিতঃ ॥
সুবর্চ্চাঃ সোমপুত্রস্তু ইক্ষ্বাকোস্তু ভবিষ্যতি।
এতৌ ক্ষত্রপ্রণেতারৌ চতুর্ব্বিংশে চতুর্যুগে ॥
নববিংশে যুগে সোমবংশস্যাদির্ভবিষ্যতি।
দেবাপিরসপত্নস্তু ঐলাদির্ভবিতা নৃপঃ ॥ বা। ৯১।৪৩৭-৪৩৯ ॥

৯০ প্রকরণে এই শ্লোকগুলির অনুবাদ দ্রষ্টব্য। বায়ুমতে পৌরব দেবাপি এবং সোমপুত্র সুবর্চা চতুর্বিংশ যুগে ক্ষত্রবংশের আদি হইবেন। কোন কোন বায়ুপুঁথিতে ৯১।৪৩৯ শ্লোকের 'সোমবংশ' স্থলে 'সোঽথবংশ' আছে। 'সোমোবংশ' পাঠ আরও সুগম হয়। চতুর্বিংশ যুগে কল্পক্ষয় ও নববিংশ যুগে ক্ষত্রিয়রাজক্ষয় এই উভয় ঘটনাই এই তিন শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। মৎস্যের 'এতৌ ক্ষত্রপ্রণেতারৌ নববিংশে চতুর্যুগে' ও বায়ুর 'এতৌ ক্ষত্র প্রণেতারৌ চতুর্ব্বিংশে চতুর্যুগে' হঠাৎ পরস্পরবিরোধী উক্তি মনে হইলেও দেখা যাইতেছে যে এই দুই শ্লোকে দুই প্রকার ঘটনার আভাস আছে। পাঠপার্থক্যে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাই আশ্চর্যরূপে সমর্থিত হইতেছে। পরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছি ॥ ৭৫, ৯০, ৯১ প্রকরণ ॥

। ১৩৭। পুরাণে নক্ষত্রযুগ সম্বন্ধীয় যে সকল উক্তি আছে তাহার সমস্তগুলিই বিচার করিলাম। নন্দাভিষেক ৪০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কল্পনা করায় কোথাও অসঙ্গতি হয় নাই অপর পক্ষে পরিক্ষিৎকাল, ভারতযুদ্ধকাল, অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত ও পুরাণোক্ত অন্ধ্রকাল সমস্তই নন্দাভিষেককাল ৪০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ সমর্থন করিতেছে। অর্বাচীন রাজগণের কাল মাত্র পুরাণ ও পঞ্জিকালব্ধ নন্দকাল দ্বারাই স্থির করিয়াছি। আধুনিক ইতবৃত্তের কোনও সাহায্য লইতে হয় নাই।

৫৩। পৌরাণিক কাল নির্লেখ

পৌরাণিক কালনির্ণয়

ধর্মযুগ	পৈত্র যুগ	খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ
	১	কল্পাদি—৫৯৫৮ — ৫৭৯১
	২	৫৭৯১ — ৫৬২৪
	৩	৫৬২৪ — ৫৪৫৮
	৪	৫৪৫৮ — ৫২৯১
	৫	৫২৯১ — ৫১২৪
কৃত	৬	৫১২৪ — ৪৯৫৮
	৭	৪৯৫৮ — ৪৭৯১
	৮	৪৭৯১ — ৪৬২৪
	৯	৪৬২৪ — ৪৪৫৮
	১০	৪৪৫৮ — ৪২৯১
	১১	৪২৯১ — ৪১২৪
	১২	৪১২৪ — ৩৯৫৮
	১৩	৩৯৫৮ — ৩৭৯১
	১৪	৩৭৯১ — ৩৬২৪
	১৫	৩৬২৪ — ৩৪৫৮
	১৬	৩৪৫৮ — ৩২৯১
ত্রেতা	১৭	৩২৯১ — ৩১২৪
	১৮	৩১২৪ — ২৯৫৮
	১৯	২৯৫৮ — ২৭৯১
	২০	২৭৯১ — ২৬২৪
	২১	২৬২৪ — ২৪৫৮
	২২	২৪৫৮ — ২২৯১
	২৩	২২৯১ — ২১২৪
দ্বাপর	২৪	২১২৪ — ১৯৫৮
	২৫	১৯৫৮ — ১৭৯১
	২৬	১৭৯১ — ১৬২৪
	২৭	১৬২৪ — ১৪৫৮
	২৮	১৪৫৮ — ১২৯১
কলি	২৯	১২৯১ — ১১২৪
	৩০	১১২৪ — ৯৫৮

৫৪। নক্ষত্রযুগনির্ণয়

। ১৩৯।

প্রযুগ	নক্ষত্র	খ্রী-পূ	খ্রী-পূ	খ্রী-পূ	নবযুগ
১	জ্যেষ্ঠা (১)	৬০৫৮-৫৯৫৮	৩৩৫৮-৩২৫৮ (২)	৬৫৮- ৫৫৮	১৮
২	মূলা (১)	৫৯৫৮-৫৮৫৮	৩২৫৮-৩১৫৮ (২)	৫৫৮- ৪৫৮	১৯
৩	পূর্বাষাঢ়া	৫৮৫৮-৫৭৫৮	৩১৫৮-৩০৫৮ (২)	৪৫৮- ৩৫৮	২০
৪	উত্তরাষাঢ়া	৫৭৫৮-৫৬৫৮	৩০৫৮-২৯৫৮	৩৫৮- ২৫৮	২১
৫	শ্রবণা	৫৬৫৮-৫৫৫৮	২৯৫৮-২৮৫৮	২৫৮- ১৫৮	২২
৬	ধনিষ্ঠা	৫৫৫৮-৫৪৫৮	২৮৫৮-২৭৫৮	১৫৮- ৫৮	২৩
৭	শতভিষা	৫৪৫৮-৫৩৫৮	২৭৫৮-২৬৫৮	৫৮- ৪২ খ্রী	২৪
				খ্রীষ্টাব্দ	
৮	পূর্বভাদ্রপদ	৫৩৫৮-৫২৫৮	২৬৫৮-২৫৫৮	৪২- ১৪২	২৫
৯	উত্তরভাদ্রপদ	৫২৫৮-৫১৫৮	২৫৫৮-২৪৫৮	১৪২- ২৪২	২৬
১০	রেবতী	৫১৫৮-৫০৫৮	২৪৫৮-২৩৫৮	২৪২-৩ ৪২	২৭
১১	অশ্বিনী	৫০৫৮-৪৯৫৮	২৩৫৮-২২৫৮	৩৪২- ৪৪২	১
১২	ভরণী	৪৯৫৮-৪৮৫৮	২২৫৮-২১৫৮	৪৪২- ৫৪২	২
১৩	কৃত্তিকা	৪৮৫৮-৪৭৫৮	২১৫৮-২০৫৮	৫৪২- ৬৪২	৩
১৪	রোহিণী	৪৭৫৮-৪৬৫৮	২০৫৮-১৯৫৮	৬৪২- ৭৪২	৪
১৫	মৃগশিরা	৪৬৫৮-৪৫৫৮	১৯৫৮-১৮৫৮	৭৪২- ৮৪২	৫
১৬	আর্দ্রা	৪৫৫৮-৪৪৫৮	১৮৫৮-১৭৫৮	৮৪২- ৯৪২	৬
১৭	পুনর্বসু	৪৪৫৮-৪৩৫৮	১৭৫৮-১৬৫৮	৯৪২-১০৪২	৭
১৮	পুষ্যা	৪৩৫৮-৪২৫৮	১৬৫৮-১৫৫৮	১০৪২-১১৪২	৮
১৯	অশ্লেষা	৪২৫৮-৪১৫৮	১৫৫৮-১৪৫৮	১১৪২-১২৪২	৯
২০	মঘা	৪১৫৮-৪০৫৮	১৪৫৮-১৩৫৮	১২৪২-১৩৪২	১০
২১	পূর্বফল্গুনী	৪০৫৮-৩৯৫৮	১৩৫৮-১২৫৮	১৩৪২-১৪৪২	১১
২২	উত্তরফল্গুনী	৩৯৫৮-৩৮৫৮	১২৫৮-১১৫৮	১৪৪২-১৫৪২	১২
২৩	হস্তা	৩৮৫৮-৩৭৫৮	১১৫৮-১০৫৮	১৫৪২-১৬৪২	১৩
২৪	চিত্রা	৩৭৫৮-৩৬৫৮	১০৫৮- ৯৫৮	১৬৪২-১৭৪২	১৪
২৫	স্বাতী	৩৬৫৮-৩৫৫৮	৯৫৮- ৮৫৮	১৭৪২-১৮৪২	১৫
২৬	বিশাখা	৩৫৫৮-৩৪৫৮	৮৫৮- ৭৫৮	১৮৪২-১৯৪২	১৬
২৭	অনুরাধা	৩৪৫৮-৩৩৫৮ (২)	৭৫৮- ৬৫৮	১৯৪২-২০৪২	১৭

পুরাণোক্ত কালগুলির নীচে রেখা দেওয়া আছে

(১) প্রথম নক্ষত্রে নক্ষত্রযুগ আরম্ভ বলিয়া তাহার নাম জ্যেষ্ঠা ও দ্বিতীয় নক্ষত্রে কল্প আরম্ভ বলিয়া তাহার নাম মূলা হইয়াছে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

(২) সাবর্ণি বা অষ্টম মনুকাল খ্রী-পূ ৩৪৫৭—৩১০০। অনুমান হয় বৈবস্বত মনুকাল শেষ হইলে মাত্র কিছু দিন পর্যন্ত মনু গণনা চলিয়াছিল। সাবর্ণি মনুর ১০০ বৎসর গত হইলে নক্ষত্রযুগ গণনা আরম্ভ

৫৫। কালনির্দেশ। বায়ু অনুযায়ী

। ১৪০ ।

কাল খ্রী-পূ	নাম	পর্যায়সংখ্যা	চতুর্যুগ-১৭১	অংশ		মাসমানে কল্পাদি হইতে কালান্তর	পর্যায় অন্তর ও ব্যবধানকাল	মাসমানে গড় পর্যায় কাল	বর্ষমানে গড় পর্যায় কাল	
৫৯৫৮	স্বায়ম্ভুব মনু	১	১ম	আদি		০				
							২৫৭২৮ ÷ ৮৬	= ২৯৯·২	২৪·৯	
৩৮১৪	বৈবস্বত মনু	৮৭	১৩শ	শেষ		২৫,৭২৮				
							৪২৭২ ÷ ১৯	= ২২৪·৮	১৮·৭	
৩৪৫৮	মান্ধাতা	১০৬	১৫শ	শেষ		৩০,০০০				
							৬০০০ ÷ ১৪	= ৪২৮·৬	৩৫·৭	
২৯৫৮	চক্ষু	১২৫	১৯শ	আদি		৩৬,০০০				
							৬০০০ ÷ ২১	= ২৮৫·৭	২৩·৮	২৮·৬
২৪৫৮	বৃলক	১৪১	২১শ	শেষ		৪২,০০০				
							৪০০০ ÷ ১০	= ৪০০	৩৩·৩	
২১২৪	রাম	১৫১	২৪শ	আদি		৪৬,০০০				
							৮৫০০ ÷ ৩০	= ২৮৩·৩	২৩·৬	
১৪১৬	বৃহদ্বল	১৮১	২৮শ	আদি		৫৪,৫০০				
					গড় পর্যায়কাল		৫৪৫০০ ÷ ১৮০	= ৩০২·৮	২৫·৩	

হইয়াছিল মনে হয়। ৩৩৫৭ খ্রী-পূর্বাব্দে এই ১০০ বৎসর পূর্ণ হয় ও ৩৩৫৮ খ্রী-পূ হইতে নক্ষত্রযুগ প্রবর্তিত হয়। সাবর্ণি মনুকাল পূর্ণ হইলে পর আরও এক অব্দের আদি ধরা হইয়াছিল। ইহাই বর্তমান কল্যব্দ, ইহার আরম্ভ ৩১০১ খ্রী-পূ, সাবর্ণি ও দক্ষসাবর্ণির সন্ধিকাল ৩১০২ হইতে ৩১০০ খ্রী-পূ। এই সন্ধির মধ্যবিন্দু হইতে কল্যব্দ আরম্ভ।

৫৬। বিভিন্ন প্রাচীন রাজবংশের পুরুষপরম্পরা ও কালনির্দেশ

।১৪১। কতিপয় প্রধান প্রধান প্রাচীন বংশের রাজন্যবর্গের পুরুষক্রম, পর্যায় ও কালনির্ণয় বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্য, ব্রহ্ম, গরুড় ও ভবিষ্য পুরাণ এবং মহাভারত বিচার করিয়া স্থির করা হইল। যে পুরাণকার সূতোক্তি যেমন শুনিয়াছেন বিনা বিচারে তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; এই জন্য সকল পুরাণে ঐক্য নাই। মহাভারতকারও পৌরাণিক আদর্শে পুরুবংশের দুইটি বিভিন্ন রাজপরম্পরা দিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন উপাত্ত হইতে সত্য উদ্ধার করা পুরাণব্যাখ্যাকারের কার্য। পুরাণকার স্বয়ং এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

।১৪২। এক ইক্ষ্বাকুবংশ ব্যতীত প্রায় সকল প্রাচীন বংশেই ছেদ আছে। যে বংশের যে স্থানে ছেদ ঘটিয়াছে পুরাণে প্রায়ই তাহার কোন না কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিভিন্ন বংশের সমসাময়িক ব্যক্তিগণের নাম পুরাণে স্থানে স্থানে ধৃত হইয়াছে; ইহাতেই পর্যায়সংখ্যা ও কালনির্দেশ সম্ভব হইয়াছে। কোন রাজার নাম হয়ত এক পুরাণে আছে অন্য পুরাণে নাই; এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পুরাণোক্তি ও পরবর্তী পুরুষগণের পর্যায়সংখ্যা বিচার করিয়া সেই নাম গ্রহণ বা বর্জন করিয়াছি। যে নাম সকল পুরাণে আছে তাহা কোন স্থলেই বর্জন করি নাই।

।১৪৩। অনেক আধুনিক ইতবৃত্তকার পুরাণকে অবিশ্বাস্য মনে করিয়া উপনিষদাদিতে ধৃত শিষ্যপরম্পরা হইতে কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। গুরুশিষ্যের মধ্যে বয়সের পার্থক্যের কোন নৈসর্গিক নিয়ম নাই। শিষ্য অপেক্ষা গুরু বয়সে কম এরূপ উদাহরণও পুরাণে বর্তমান। শিষ্যপরম্পরা দ্বারা নির্দিষ্ট কাল অতি স্থূল গণনা। বিশেষ বহুসংখ্যক ঋষি একই গোত্রীয় নামে পরিচিত থাকায় তাঁহাদের সমসাময়িক রাজগণের কালনির্দেশে ভ্রমের সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক।

।১৪৪। ইক্ষ্বাকুবংশের রাজপরম্পরা বৈবস্বত হইতে আরম্ভ করিয়া অক্ষুণ্ণ আছে। পৌরাণিক এই কারণেই ইক্ষ্বাকুবংশের এত গৌরব কীর্তন করিয়াছেন। ইক্ষ্বাকুবংশের পর্যায়সংখ্যা স্থির ধরিয়া অন্যান্য বংশের রাজগণের পর্যায়সংখ্যা নির্দিষ্ট হইল। ২৫ পুরুষে সমকালীন ব্যক্তিগণের মধ্যে পর্যায়সংখ্যার ইতরবিশেষ $\pm$২; অর্থাৎ ২৩ ও ২৭ পর্যায়সংখ্যক ব্যক্তি এক কালে বর্তমান থাকিতে পারেন। ইহার অধিক পার্থক্য অসম্ভব না হইলেও সন্দেহজনক। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণের প্রায়িক কালনির্দেশ করিয়াছি। তদ্দ্বারা ইহাদের সহিত সমপর্যায় অন্যান্য বংশের রাজগণেরও কাল অনেকটা নিরূপণ করা যাইবে। অধিসীমকৃষ্ণের পরবর্তী প্রায় সকল রাজার কালই নিশ্চিত নির্ণয় করা যায়।

৫৭। ইক্ষ্বাকুবংশবিচার

। ১৪৫ । ক্রমিক সংখ্যা	পর্য্যায় সংখ্যা	কাল খ্রী-পূ	বিষ্ণু রাজক্রম	বায়ু রাজক্রম	মৎস্য রাজক্রম
	৮৭	৩৮১৪	বৈবস্বত	=	=
১	৮৮	৩৭৯৫	(১) ইক্ষ্বাকু	=	–
২	৮৯	৩৭৭৭	বিকুক্ষি	= } দায়াদ	=
৩	৯০	৩৭৫৮	পরঞ্জয়	= } দায়াদ	ককুৎস্থ
৪	৯১	৩৭৩৯	অনেনা	=	সুযোধন
৫	৯২	৩৭২১	পৃথু	=	=
৬	৯৩	৩৭০২	বিশ্বগন্ধ	বৃষদশ্ব	বিশ্বগ
৭	৯৪	৩৬৮৩	আর্দ্র	অন্ধ্র	আর্দ্র বা ইন্দু
৮	৯৫	৩৬৬৪	যুবনাশ্ব	=	=
৯	৯৬	৩৬৪৬	শ্রাবস্ত	= } দায়াদ	=
১০	৯৭	৩৬২৭	বৃহদশ্ব	= } দায়াদ	=
১১	৯৮	৩৬০৮	কুবলয়াশ্ব	কুবলাশ্ব	কুবলাশ্ব
১২	৯৯	৩৫৯০	দৃঢ়াশ্ব	=	=
১৩	১০০	৩৫৭১	বার্হ্যাশ্ব	হর্য্যশ্ব	=
১৪	১০১	৩৫৫২	নিকুম্ভ	=	=
১৫	১০২	৩৫৩৩	সংহতাশ্ব	=	=
১৬	১০৩	৩৫১৫	কৃশাশ্ব	= } ভ্রাতা	অকৃতাশ্ব
১৭	১০৪	৩৪৯৬	প্রসেনজিৎ	= } ভ্রাতা	রণাশ্ব
১৮	১০৫	৩৪৭৭	যুবনাশ্ব	–	–

কুঞ্চিকা ॥ বিষ্ণুপুরাণানুযায়ী নাম = ॥ নাম নাই ০ ॥

(১) মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যারোহণকাল ৪০১ খ্রী-পূ ধরিয়া ভারতযুদ্ধকাল ১৪১৬ খ্রী-পূ ও কলিযুগ-সন্ধ্যারম্ভ ১৪৫৮ খ্রী-পূ পাওয়া যায়। কৃতযুগাদি বা কল্পাদি কাল ৫৯৫৮ খ্রী-পূ। বৈবস্বতকাল সপ্তম মনু আরম্ভ-কাল অর্থাৎ ৩৮১৪ খ্রী-পূ। প্রত্যেক রাজার রাজ্যকাল গড়ে ২৫ বৎসর ধরিলে এক কল্পে অর্থাৎ ৫০০০ বৎসরে ২০০ পুরুষ। ১৮১ পর্য্যায়সংখ্যায় কলিকাল আরম্ভ। বৃহদ্বলের পর্য্যায় ১৮১ ধরিয়া ইক্ষ্বাকুর পর্য্যায় ৮৮। বৈবস্বত মনু হইতে মান্ধাতা পর্য্যন্ত গড় পর্য্যায়কাল ১৮·৭ বৎসর।

৫৭। ইক্ষ্বাকুবংশবিচার (অনুবৃত্তি)

ক্রমিক সংখ্যা	পর্য্যায় সংখ্যা	কাল খ্রী-পূ	বিষ্ণু রাজক্রম	বায়ু রাজক্রম	মৎস্য রাজক্রম
১৯	১০৬	৩৪৫৮	(২) মান্ধাতা	–	–
২০	১০৭	৩৪২২	পুরুকুৎস	–	–
২১	১০৮	৩৩৮৬	ত্রসদস্যু	–	বসুদ
২২	১০৯	৩৩৫০	সম্ভূত	–	সম্ভূতি
২৩	১১০	৩৩১৪	অনরণ্য	–	০
২৪	১১১	৩২৭৯	পৃষদশ্ব	ত্রসদশ্ব	–
২৫	১১২	৩২৪৩	হর্য্যশ্ব	–	০
২৬	১১৩	৩২০৭	সুমনা	বসুমত	০
২৭	১১৪	৩১৭১	ত্রিধন্বা	–	–
২৮	১১৫	৩১৩৫	ত্রয্যারুণ	–	–
২৯	১১৬	৩১০০	সত্যব্রত	–	সত্যরথ
৩০	১১৭	৩০৬৪	হরিশ্চন্দ্র	–	–
৩১	১১৮	৩০২৮	রোহিতাশ্ব	রোহিত	–
৩২	১১৯	২৯৯২	হরিত	–	০
৩৩	১২০	২৯৫৮	(৩) চঞ্চু		০
৩৪	১২১	২৯৩৩	বিজয়	–	০
৩৫	১২২	২৯০৯	রুরুক	–	০
৩৬	১২৩	২৮৮৫	বৃক	ধৃতক	–
৩৭	১২৪	২৮৬১	বাহু	–	–
৩৮	১২৫	২৮৩৮	সগর		–
৩৯	১২৬	২৮১৪	অসমঞ্জস		–
৪০	১২৭	২৭৯০	অংশুমান		–

(২) মান্ধাতার জীবৎকাল পঞ্চদশ পৈত্র যুগের শেষভাগ অর্থাৎ কল্যাদি ৫৯৫৮ খ্রী-পূ হইতে ২০০০০ মাস বা ২৫০০ বৎসর গতে। ১০৬ মান্ধাতা হইতে ১২০ চঞ্চু পর্যন্ত গড় পর্য্যায়কাল ৩৫·৭ বৎসর।

(৩) চঞ্চু উনবিংশ পৈত্র যুগের আদিতে। ইনি জামদগ্ন্য পরশুরামের সমকালীন। ইঁহার জীবৎকাল কল্যাদি হইতে ৩৬০০০ মাস বা ৩০০০ বৎসর গতে। ১২০ চঞ্চু হইতে ১৪১ মূলক পর্যন্ত গড় পর্য্যায়কাল ২৩·৮ বৎসর। ১০৬ মান্ধাতা হইতে ১৪১ মূলক পর্যন্ত গড় পর্য্যায়কাল ২৬·৮ বৎসর।

৫৭। ইক্ষ্বাকুবংশবিচার (অনুবৃত্তি)

ক্রমিক সংখ্যা	পর্য্যায় সংখ্যা	কাল খ্রী-পূ	বিষ্ণু রাজক্রম	বায়ু রাজক্রম	মৎস্য রাজক্রম
৪১	১২৮	২৭৬৬	দিলীপ	=	–
৪২	১২৯	২৭৪২	ভগীরথ	–	–
৪৩	১৩০	২৭১৯	শ্রুত	= } দায়াদ	০
৪৪	১৩১	২৬৯৫	নাভাগ	– }	–
৪৫	১৩২	২৬৭১	অম্বরীষ	–	–
৪৬	১৩৩	২৬৪৭	সিন্ধুদ্বীপ	–	–
৪৭	১৩৪	২৬২৩	অযুতাশ্ব	আয়ুতায়ু } দায়াদ	অযুতায়ু
৪৮	১৩৫	২৬০০	ঋতুপর্ণ	– }	–
৪৯	১৩৬	২৫৭৬	সর্ব্বকাম	=	০
৫০	১৩৭	২৫৫২	সুদাস	=	০
৫১	১৩৮	২৫২৮	মিত্রসহ	–	কল্মাষপাদ
৫২	১৩৯	২৫০৪	অশ্মক	–	০
৫৩	১৪০	২৪৮১	০	উরুকাম	সর্ব্বকর্ম্মা
৫৪	১৪১	২৪৫৮	(৪) মূলক	–	অনরণ্য
৫৫	১৪২	২৪২৫	দশরথ	শতরথ	০
৫৬	১৪৩	২৩৯১	ইলিবিল	–	নিঘ্ন
৫৭	১৪৪	২৩৫৮	০	কৃতশর্ম্মা	০
৫৮	১৪৫	২৩২৫	বিশ্বসহ	বিশ্বমহ	রঘু
৫৯	১৪৬	২২৯২	দিলীপ	–	–
৬০	১৪৭	২২৫৮	দীর্ঘবাহু	–	অজক
৬১	১৪৮	২২২৫	রঘু	–	দীর্ঘবাহু
৬২	১৪৯	২১৯২	অজ	–	অজপাল
৬৩	১৫০	২১৫৮	দশরথ	–	–

(৪) মূলক হৈহয় পরশুরামের সমসাময়িক। ইঁহার জীবৎকাল ত্রেতাদ্বাপরসন্ধিতে অর্থাৎ একবিংশ যুগের শেষ ভাগে বা কল্যাদি হইতে ৪২০০০ মাস বা ৩৫০০ বৎসর গতে। মূলক হইতে রাম পর্য্যন্ত গত পর্য্যায়কাল ৩৩৩ বৎসর।

৫৭। ইক্ষ্বাকুবংশবিচার (অনুবৃত্তি)

ক্রমিক সংখ্যা	পর্য্যায় সংখ্যা	কাল খ্রী-পূ	বিষ্ণু রাজক্রম	বায়ু রাজক্রম		মৎস্য রাজক্রম
৬৪	১৫১	২১২৪	(৫) রাম	—		—
৬৫	১৫২	২১০০	কুশ	—		—
৬৬	১৫৩	২০৭৭	অতিথি	—		—
৬৭	১৫৪	২০৫৩	নিষধ	—		—
৬৮	১৫৫	২০৩০	নল	—		—
৬৯	১৫৬	২০০৬	নভ	—		—
৭০	১৫৭	১৯৮২	পুণ্ডরীক	—		—
৭১	১৫৮	১৯৫৯	ক্ষেমধন্বা	—		—
৭২	১৫৯	১৯৩৫	দেবানীক	—		—
৭৩	১৬০	১৯১২	অহীনগু	—		—
৭৪			রূপ	০		০
৭৫			রুরু	০	দায়াদ	০
৭৬	১৬১	১৮৮৮	পারিপাত্র	—		০
৭৭	১৬২	১৮৬৪	দল	—		০
৭৮	১৬৩	১৮৪১	ছল	বল		০
৭৯	১৬৪	১৮১৭	উক্থ	ঔক্ষ		—
৮০	১৬৫	১৭৯৪	বজ্রনাভ	—		০
৮১	১৬৬	১৭৭০	শঙ্খনাভ	শঙ্খন		০
৮২	১৬৭	১৭৪৬	ব্যুৎিতাশ্ব	ব্যুষিতাশ্ব		সহস্রাশ্ব
৮৩	১৬৮	১৭২৩	বিশ্বসহ	—		০
৮৪	১৬৯	১৬৯৯	হিরণ্যনাভ	—		চন্দ্রাবলোক
৮৫	১৭০	১৬৭৬	পুষ্য	—		০
৮৬	১৭১	১৬৫২	ধ্রুবসন্ধি	—		তারাপীড়
৮৭	১৭২	১৬২৮	সুদর্শন	—		০
৮৮	১৭৩	১৬০৫	অগ্নিবর্ণ	—		০

(৫) রামের জীবৎকাল চতুর্বিংশ ত্রৈত্র যুগের আদিতে অর্থাৎ কল্যাদি হইতে ৪৬০০০ মাস বা ৩৮৩৪ বৎসর গতে। রাম হইতে বৃহদ্বল পর্যন্ত পর্যায়কাল গড়ে ২৩'৬ বৎসর।

৫৭। ইক্ষ্বাকুবংশবিচার (অনুবৃত্তি)

ক্রমিক সংখ্যা	পর্যায় সংখ্যা	কাল খ্রী-পূ	বিষ্ণু রাজক্রম	বায়ু রাজক্রম	মৎস্য রাজক্রম
৮৯	১৭৪	১৫৮১	শীঘ্র	–	চন্দ্রগিরি
৯০	১৭৫	১৫৫৮	মরু	মনু	০
৯১	১৭৬	১৫৩৪	প্রসুশ্রুত		০
৯২	১৭৭	১৫১০	সুসন্ধি	–	০
৯৩	১৭৮	১৪৮৭	অমর্ষ	–	০
৯৪	১৭৯	১৪৬৩	মহস্বান	সহস্বান	ভানুচন্দ্র
৯৫	১৮০	১৪৪০	বিশ্রুতবান	–	শ্রুতায়ু
৯৬	১৮১	১৪১৬	(৬) বৃহদ্বল	বৃহদ্রথ } দায়াদ	–
৯৭	১৮২	১৪১৬	বৃহৎক্ষণ	বৃহৎক্ষয়	০
৯৮	১৮৩	১৩৮৬	(৭) গুরুক্ষেপ	ক্ষয়	উরুক্ষয়
৯৯	১৮৪	১৩৫৬	(৮) বৎস	০	বৎসদ্রোহ
১০০	১৮৫	১৩৩০	বৎসব্যূহ	–	০
১০১	১৮৬	১৩০৪	প্রতিব্যোম	প্রতিব্যূহ	–
১০২	১৮৭	১২৭৭	(৯) দিবাকর	–	–
১০৩	১৮৮	১২৫১	সহদেব	– } দায়াদ	–
১০৪	১৮৯	১২২৪	বৃহদশ্ব	–	ধ্রুবাশ্ব
১০৫	১৯০	১১৯৮	ভানুরথ	–	ভাব্য
১০৬			০	প্রতীতাশ্ব	প্রতীপাশ্ব
১০৭	১৯১	১১৭২	সুপ্রতীক	সুপ্রতীক	সুপ্রতীপ
১০৮	১৯২	১১৪৬	মরুদেব	সহদেব	–
১০৯	১৯৩	১১১৯	সুনক্ষত্র	–	–
১১০	১৯৪	১০৯৩	কিন্নর	–	কিন্নরাশ্ব
১১১	১৯৫	১০৬৭	অন্তরিক্ষ	–	–

(৬) বৃহদ্বল ভারতযুদ্ধে ১৪১৫ খ্রী-পূর্বে হত হন।

(৭) গুরুক্ষেপ পরিক্ষিতের সমসাময়িক। ৬০ বৎসর বয়সে ১৩৫৫ খ্রী-পূর্বে পরিক্ষিতের মৃত্যু হয়।

(৮) ১৮৪ বৎস জনমেজয়ের সমকালীন। বৎস হইতে ২০২ সপ্তয় পর্যন্ত গড় পর্যায়কাল ২৬'৪ বৎসর।

(৯) দিবাকর অধিসীমকৃষ্ণের সমকালীন।

৫৭। ইক্ষ্বাকুবংশবিচার (অনুবৃত্তি)

ক্রমিক সংখ্যা	পর্যায় সংখ্যা	কাল খ্রী-পূ	বিষ্ণু রাজক্রম	বায়ু রাজক্রম	মৎস্য রাজক্রম	
১১২	১৯৬	১০৪১	সুবর্ণ	সুপর্ণ	সুষেণ	তিন
১১৩	১৯৭	১০১৩	অমিত্রজিৎ	—	সুমিত্র	ভ্রাতা
					অমিত্রজিৎ	
১১৪	১৯৮	৯৮৬	বৃহদ্রাজ	ভরদ্বাজ	—	
১১৫	১৯৯	৯৬০	ধর্মী	—	কৃতঞ্জয়	
১১৬	২০০	৯৩৩	কৃতঞ্জয়	—	ধার্মিক	
১১৭			০	[illegible]	০	
১১৮	২০১	৯০৭	(১০) রণঞ্জয়		রণেঞ্জয়	
১১৯	২০২	৮৮১	সঞ্জয়	—		
১২০	২০৩	৮৫৮	শাক্য	—		
১২১	২০৪	৮৩৪	ক্রুদ্ধোদন	(১১) শুদ্ধোদন	শুদ্ধোদন	
১২২	২০৫	৭৮৪	রাহুল	রাহুল	সিদ্ধার্থ	
১২৩	২০৬	৭৫৩	প্রসেনজিৎ	—	—	
১২৪	২০৭	৭৩১	ক্ষুদ্রক	—	—	
১২৫	২০৮	৬৯৩	কুণ্ডক	ক্ষুলিক	কুলক	
১২৬	২০৯	৬৫৭	সুরথ	—		
১২৭	২১০	৬৩৭	সুমিত্র	·		

(১০) রণঞ্জয় বৃহদ্রথবংশীয় রিপুঞ্জয়ের সমকালীন। রিপুঞ্জয়ের মৃত্যুকাল ৮৮১ খ্রী-পূ।

(১১) শুদ্ধোদন প্রদ্যোতবংশীয় বিশাখযূপের সমসাময়িক। ইঁহার সময় দ্বিতীয় কৃতযুগের সন্ধ্যা শেষ। ৮০৮ খ্রী-পূর্বে দ্বিতীয় কৃতসন্ধ্যা আরম্ভ ও ৭৯১ খ্রী-পূর্বে কৃতসন্ধ্যা শেষ।

৫৮। পুরুবংশবিচার

। ১৪৬।

ক্রমিক সংখ্যা	পর্য্যায় সংখ্যা	মহাভারত আ। স। ৯৪	মহাভারত আ। স। ৯৫	বিষ্ণু	বায়ু	মৎস্য
	৯২			যযাতি		
১	৯৩	পুরু	পুরু	পুরু	পুরু	পুরু
২	৯৪	০	–	জনমেজয়	–	–
৩	৯৫	০	–	প্রচিন্বান	–	প্রাচীন্বত
৪	৯৬	–	০	প্রবীর	–	০
৫	৯৭	–	০	মনস্যু	–	–
৬	৯৮	০	০	অভয়দ	জয়দ	পীতায়ুধ
৭	৯৯	০	০	সুদ্যু	ধুন্ধু	ধুন্ধু
৮	১০০	০	০	বহুগব	বহুগবী	বহুবিধ
৯	১০১	০	সংযাতি	সম্পাতি	সম্পাতি	–
১০	১০২	০	অহংযাতি	অহম্পাতি	০	রহংবর্চ্চা
১১	১০৩	–	(১) সার্ব্বভৌম	রৌদ্রাশ্ব	–	ভদ্রাশ্ব
১২		০	জয়ৎসেন	০	০	০
১৩		০	অর্বাচীন	০	০	০
১৪		০	অরিহ	০	০	০
১৫		০	মহাভৌম	০	০	০
১৬		০	অযুতনায়ী	০	০	০
১৭		০	অক্রোধন	০	০	০
১৮		০	দেবাতিথি	০	০	০
১৯		০	অরিহ	০	০	০
২০	১০৪	ঋচেয়	(১) ঋক্ষ	ঋতেয়	রিবেয়	ঔচেয়

কুঞ্চিকা॥ বিষ্ণুপুরাণানুযায়ী নাম – ॥ নাম নাই ০॥

(১) মহাভারত ৯৫ অধ্যায়বর্ণিত ১১ হইতে ২০ ক্রমসংখ্যক রাজগণ বাস্তবিক ৫৬ হইতে ৬৫ সংখ্যার অন্তর্গত। ২০ ঋক্ষ ৬৫ ঋক্ষ হইবেন।

৫৮। পুরুবংশবিচার (অনুবৃত্তি)

ক্রমিক সংখ্যা	পর্যায় সংখ্যা	মহাভারত আ। স। ৯৪	মহাভারত আ। স। ৯৫	বিষ্ণু	বায়ু	মৎস্য
২১	১০৫	মতিনার	মতিনার	(২) রন্তিনার	–	–
২২	১০৬	–	–	তংসু	ত্রসু	অমূর্ত্তরয়
২৩	১০৭	–	–	ইলিন	–	ইলিনা
২৪	১০৮	–	–	দুষ্মন্ত	–	–
২৫	১০৯	–	–	ভরত	–	–
২৬	১১০	০	০	ভরদ্বাজ	(৩) বিতথ	–
২৭		০	০	০	০	০
২৮	১১১	ভুমন্যু	ভুমন্যু	ভবমন্যু	ভুবমন্যু	ভবমন্যু
২৯	১১২	০	০	বৃহৎক্ষত্র	–	–
৩০	১১৩	–	–	সুহোত্র	–	০
৩১	১১৪	০	–	হস্তী	–	–
৩২		০	বিকুণ্ঠন	০	০	০
৩৩		অজমীঢ়	অজমীঢ়	অজমীঢ়	অজমীঢ়	(৪) অজমীঢ়
৩৩	১৪৫	অজমীঢ়	অজমীঢ়	অজমীঢ়	অজমীঢ়	অজমীঢ়
৩৪	১৪৬	০	০	নীল	–	–
৩৫	১৪৭	০	০	শান্তি	০	০
৩৬	১৪৮	০	০	সুশান্তি	–	–
৩৭	১৪৯	০	০	পুরুজানু	–	–
৩৮	১৫০	০	০	চক্ষু	রিক্ষ	পৃথু

(২) মান্ধাতার জননী গৌরী রন্তিনারকন্যা। মান্ধাতার পর্যায় ১০৬। মহাভারতের সার্ব্বভৌম হইতে ঋক্ষ পর্যন্ত নাম যে ক্রমে আসিয়াছে রন্তিনারের পর্যায়সংখ্যা তাহার প্রমাণ।

(৩) ব্রহ্মপুরাণমতে বিতথ ভরদ্বাজের পুত্র। তৎপুত্র ভবমন্যু।

(৪) অজমীঢ়পুত্র বৃহদিষু নীপবংশের প্রবর্তক। বৃহদিষু হইতে ভল্লাট পর্যন্ত নীপবংশে ২০ পুরুষ। জনমেজয় ভল্লাটদায়াদ। আবার জনমেজয় প্রথম পরীক্ষিতেরও দায়াদ। এই পরীক্ষিৎ পুরাণমতে কুরুর পুত্র। অতএব অজমীঢ় হইতে কুরু পর্যন্ত ২০ পুরুষ। পুরাণমতে কুরু হইতে পাণ্ডু ১৭ পুরুষ। পাণ্ডুর পর্যায়সংখ্যা ১৮০। অতএব কুরুর পর্যায় ১৬৪ এবং অজমীঢ়ের পর্যায়সংখ্যা ১৪৫ পাওয়া গেল। ১১৪ হস্তী ও ১৪৫ অজমীঢ়ের মধ্যে ৩১ পুরুষ ভেদ আছে।

৫৮। পুরুবংশবিচার (অনুবৃত্তি)

ক্রমিক সংখ্যা	পর্যায় সংখ্যা	মহাভারত আ। স। ৯৪	মহাভারত আ। স। ৯৫	বিষ্ণু	বায়ু	মৎস্য
৩৯	১৫১	০	০	হর্য্যশ্ব	০	ভদ্রাশ্ব
৪০	১৫২	০	০	মুদ্গল	—	—
৪১	১৫৩	০	০	০	ব্রহ্মিষ্ঠ	ব্রহ্মিষ্ঠ
৪২	১৫৪	০	০	০	ইন্দ্রসেন	ইন্দ্রসেন
৪৩	১৫৫	০	০	বধ্র্যশ্ব	বধ্যাশ্ব	বিধ্যাশ্ব
৪৪	১৫৬	০	০	দিবোদাস	—	—
৪৫	১৫৭	০	০	মিত্রায়ু	—	—
৪৬	১৫৮	০	০	চ্যবন	—	চৈত্তবর
৪৭	১৫৯	০	০	সুদাস	—	—
৪৮	১৬০	০	০	সহদেব	—	০
৪৯	১৬১	০	০	(৫) সোমক	—	—
৫০	১৬২	—	০	জহ্নু	—	—
৫১	১৬৩	—	—	সংবরণ	—	—
৫২	১৬৪	—	—	(৬) কুরু	—	—

(৫) অজমীঢ় সোমকরূপে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৬) বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্য, ব্রহ্ম, গরুড় ও ভাগবত পুরাণ মতে পরীক্ষিৎ কুরুর পুত্র। মহাভারত ৯৪ অধ্যায় মতে কুরুপুত্র অবিক্ষিৎ, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ; জনমেজয় অবিক্ষিৎভ্রাতা। মহাভারত ৯৫ অধ্যায় মতে কুরুপুত্র বিদূরথ তৎপুত্র অনশ্বা তৎপুত্র পরীক্ষিৎ। বিষ্ণু মতে পরীক্ষিৎ পুত্র জনমেজয়। ভাগবত মতে পরীক্ষিৎ অনপত্য ছিলেন। বায়ু ও ব্রহ্ম মতে পরীক্ষিতের দায়াদ জনমেজয়। মৎস্যমতে জনমেজয় ভল্লাটের দায়াদ। পুরাকালে পূর্বপুরুষদের নাম ও ক্রমানুযায়ী পরবর্তী পুরুষগণের নামকরণপ্রণালী প্রচলিত ছিল পুরাণে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পরিক্ষিতের পুত্রগণের নামকরণ দেখিয়া অনুমান হয় কুরুপুত্র পরীক্ষিতের পুত্রও জনমেজয়। বায়ুপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণ কথিত দায়াদ অর্থে পুত্র হওয়া অসম্ভব নহে। পুত্রশ্চ দায়াদ। বিষ্ণুপুরাণোক্ত বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। মহাভারতে কুরুপুত্র পরীক্ষিৎ ও তৎপুত্র জনমেজয় এবং অভিমন্যুর পুত্র পরিক্ষিৎ ও তৎপুত্র জনমেজয়ের কীর্তি পরস্পরে আরোপিত হইয়াছে মনে হয়। অভিমন্যুপৌত্র জনমেজয় দুর্বল রাজা ছিলেন; তিনি অশ্মক, অঙ্গ ও মধ্যদেশবাসিগণের হস্তে উপর্যুপরি তিন বার পরাজিত হইয়া 'ত্রিখর্বী জনমেজয়' নামে পরিচিত হন॥ বা। ৯৯।২৫৫॥ এই জনমেজয়ের তক্ষশিলা অভিযান সম্ভব নহে। কুরুপৌত্র জনমেজয় উগ্রায়ুধকে সহায় পাইয়া বহু রাজ্য জয় করেন। তিনি অতি পরাক্রান্ত ছিলেন। কুরুপুত্র পরীক্ষিৎও চক্রবর্তী

৫৮। পুরুবংশবিচার (অনুবৃত্তি)

ক্রমিক সংখ্যা	পর্য্যায় সংখ্যা	মহাভারত আ। স। ৯৪	মহাভারত আ। স। ৯৫	বিষ্ণু	বায়ু	মৎস্য	মভা। আ। ৯৫ ক্রমিক সংখ্যা ১১—২০	
৫৩	১৬৫	০	০	ঋক্ষ	-	-		
৫৪	১৬৬	০	০	সুরথ	= } দায়াদ	=		
৫৫	১৬৭	০	বিদুর	বিদূরথ	=	=		
৫৬	১৬৮	০	০	সার্ব্বভৌম	–	·	(৭) সার্ব্বভৌম	১১
৫৭	১৬৯	০	০	জয়ৎসেন	জয়ৎসেন	জয়ৎসেন	জয়ৎসেন	১২
৫৮	১৭০	০	০	আরাবি	আরাধি	রুচির	অবাচীন	১৩
৫৯		০	০	০	মহাসত্ব	ভৌম	অরিহ	১৪
৬০		০	০	০	০	০	মহাভৌম	১৫
৬১	১৭১	০	০	অযুতায়ু	–	তরিতায়ু	অযুতনায়ী	১৬
৬২	১৭২	০	০	অক্রোধন	=	=	অক্রোধন	১৭
৬৩	১৭৩	০	অনশ্বা	দেবাতিথি	= } দায়াদ	=	দেবাতিথি	১৮
৬৪		০	০	০	০	০	অরিহ	১৯
৬৫	১৭৪	(৮)অবিক্ষিৎ	(৮)পরীক্ষিৎ	ঋক্ষ	=	দক্ষ	ঋক্ষ	২০
৬৬	১৭৫	(৮)পরীক্ষিৎ	=	ভীমসেন	–	=		
৬৭	১৭৬	ধৃতরাষ্ট্র	০	দিলীপ	=	=		
৬৮		বহিঃশ্রবা	প্রতিশ্রবা	০	০	০		

ছিলেন। কুরুপুত্র পরীক্ষিতের রাজধানীর নাম ছিল আসন্দীবান॥ সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১৫৯ পৃ. দ্রষ্টব্য। অনুমান হয় তিনি সর্পজাতি কর্তৃক হত হন এবং কুরুপৌত্র বলবান জনমেজয় সর্পজাতীয় ব্যক্তিগণকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লন। এই কাহিনী পরবর্ত্তী জনমেজয়ে আরোপিত হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাস হিসাবে মহাভারতের আদিতেই এ জন্য সর্পযজ্ঞের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে দেখা যায়।

(৭) মহাভারতের ৯৫ অধ্যায় বর্ণিত সর্বভৌম হইতে ঋক্ষ অর্থাৎ ১১ হইতে ২০ ক্রমসংখ্যক রাজগণকে ৫৬ হইতে ৬৫ সংখ্যার মধ্যে ফেলিলে পুরাণগুলির রাজক্রমের সহিত মিল হয়। মহাভারত ৯৫ অধ্যায় মতে ২০ সংখ্যক রাজার নাম ঋক্ষ। বিষ্ণুতে দুই ঋক্ষ আছে ৫৩ ও ৬৫। মহাভারতে ২০ সংখ্যক ঋক্ষের সহিত ৬৫ সংখ্যক ঋক্ষের গোল হইয়াছে এবং ৬৫ ঋক্ষের পূর্বপুরুষগণকে ২০ ঋক্ষের পূর্বপুরুষ বলিয়া ধরা হইয়াছে।

(৮) বিষ্ণুমতে প্রথম পরীক্ষিৎ ও দ্বিতীয় পরিক্ষিৎ উভয়েরই পুত্রগণ একই নামা ছিলেন, যথা, জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন।

৫৮। পুরুবংশবিচার (অনুবৃত্তি)

ক্রমিক সংখ্যা	পর্যায় সংখ্যা	মহাভারত আ।স।৯৪	মহাভারত আ। স।৯৫	বিষ্ণু	বায়ু	মৎস্য
৬৯	১৭৭	—	—	প্রতীপ	—	—
৭০	১৭৮	—	—	শান্তনু	—	—
৭১	১৭৯	—	—	বিচিত্রবীর্য	—	—
৭২	১৮০	—	—	পাণ্ডু	—	—
৭৩	১৮১	—	—	অর্জুন	—	—
৭৪	১৮২	—	—	অভিমন্যু	—	—
৭৫	১৮৩	—	—	(৮) পরিক্ষিৎ	—	—
৭৬	১৮৪	—	—	জনমেজয়	—	—
৭৭	১৮৫	—	—	শতানীক	—	—
৭৮	১৮৬	—	—	অশ্বমেধদত্ত	—	—
৭৯	১৮৭			অধিসীমকৃষ্ণ	অধিসামকৃষ্ণ	অধিসোমকৃষ্ণ
৮০	১৮৮			নিচক্ষু	নির্বক্ত্র	বিবক্ষু
৮১	১৮৯			উষ্ণ	—	ভূরি
৮২	১৯০			চিত্ররথ	—	—
৮৩	১৯১			শুচিরথ	—	শুচিদ্রব
৮৪	১৯২			বৃষ্ণিমান	ধৃতিমান	—
৮৫	১৯৩			সুষেণ	—	—
৮৬	১৯৪			সুনীথ	সুতীর্থ	—
৮৭	১৯৫			ঋচ	রুচ	০
৮৮	১৯৬			নৃচক্ষু	ত্রিচক্ষ	— *
৮৯	১৯৭			সুখীবল	—	— *
৯০	১৯৮			পরিপ্লব	পরিপ্লুত	পরিস্নব
৯১	১৯৯			সুনয়	—	সুতপা
৯২	২০০			মেধাবী	—	—

* দায়াদ

৫৮। পুরুবংশবিচার (অনুবৃত্তি)

ক্রমিক সংখ্যা	পর্যায় সংখ্যা	মহাভারত আ। স ।৯৪	মহাভারত আ । স ।৯৫	বিষ্ণু	বায়ু	মৎস্য
৯৩	২০১			নৃপঞ্জয়	০	পুরঞ্জয়
৯৪	২০২			মৃদু	০	উর্ব
৯৫	২০৩			তিগ্ম	০	তিগ্মাত্মা
৯৬	২০৪			বৃহদ্রথ	০	—
৯৭	২০৫			বসুদান	০	বসুদামা
৯৮	২০৬			শতানীক	০	—
৯৯	২০৭			উদয়ন	০	—
১০০	২০৮			অহীনর	০	বহীনর
১০১	২০৯			খণ্ডপাণি	দণ্ডপাণি	দণ্ডপাণি
১০২	২১০			নিরমিত্র	নিরামিত্র	নিরামিত্র
১০৩	২১১			ক্ষেমক	—	—

অধিসীমকৃষ্ণ হইতে ক্ষেমক পর্য্যন্ত ২৫ জন রাজা ॥ বা । ৯৯ । ২৭৭ ॥

৫৯। বৃহদ্রথবংশে ছেদ

।১৪৭। পুরাণে কথিত আছে বৃহদ্রথ হইতে দ্বাত্রিংশতি নৃপতি মগধে পূর্ণ সহস্র বর্ষ রাজ্য করিবেন॥ ম।১৭১।২৯-৩০॥ বা। ৯৯।৩০৮, ৩০৯॥ বিদেশী ও স্বদেশী ইতবৃত্তকারগণ এই পৌরাণিক উক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। মৎস্যে ও বায়ুতে যে স্থলে এই উক্তি আছে তথায় দ্বাবিংশতি বার্হদ্রথ নৃপতির নাম মাত্র পাওয়া যায় এবং এই নৃপতিগণের ব্যষ্টি রাজ্যকালও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। আধুনিক ইতবৃত্তকারগণ অনুমান করেন দ্বাবিংশতির পরিবর্তে ভ্রমে দ্বাত্রিংশতি লিখিত হইয়াছে। এই অনুমান ভুল। যে বৃহদ্রথ হইতে ইঁহারা দ্বাবিংশতি নৃপতি গণনা করেন তিনি জরাসন্ধ বা দ্বিতীয় বৃহদ্রথ। তাঁহার পূর্বে আরও আট জন রাজা ছিলেন। প্রথম বৃহদ্রথ উপরিচর বসুর পুত্র। ইনিই মগধরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণ বলিয়াছেন 'মহারথো মগধরাড়্‌বিশ্রুতো যো বৃহদ্রথঃ' ॥৫০।২৭॥ এই বৃহদ্রথ ও জরাসন্ধ বৃহদ্রথের মধ্যে সাত পুরুষ ব্যবধান। এই সাত পুরুষের নাম মৎস্য।৫০।২৮-৩০ শ্লোকে ধৃত হইয়াছে; বৃহদ্রথবংশে বাস্তবিক দ্বাত্রিংশতি নৃপতির নামই পাওয়া যাইতেছে। এই নৃপতিগণের সমষ্টি রাজ্যকাল সহস্র বৎসর হওয়া অসম্ভব নহে। এই বংশের ১৭৯ সহদেব হইতে ২০১ রিপুঞ্জয় পর্যন্ত ব্যবধানকাল জানা আছে। সহদেব ভারতযুদ্ধে নিপাতিত হন। সহদেব-কাল ১৪১৬ খ্রী-পূ। রিপুঞ্জয় ৮৮১ খ্রী-পূর্বাব্দে মুনিক কর্তৃক হত হন। তাঁহার পর প্রদ্যোতগণ রাজ্য লাভ করেন। সহদেবের পরবর্তী সোমাপি হইতে রিপুঞ্জয় পর্যন্ত দ্বাবিংশতি জন নৃপতি ৫৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। সোমাপির পূর্ববর্তী দশ জন রাজার রাজ্যকাল মৎস্য ও বায়ুধৃত ব্যষ্টি কাল হইতে নির্ণীত হইতে পারিবে। বায়ুমতে বার্হদ্রথগণের ব্যষ্টি রাজ্যকাল ৯৯৭ বৎসর, মৎস্যমতে ৮৩৫ বৎসর। পরবর্তী বিংশতি জন নৃপতির রাজ্যকাল ৫৩৫ বৎসর বাদ দিলে প্রথম দশ জনের রাজ্যকাল বায়ুমতে ৯৯৭ – ৫৩৫ = ৪৬২ ও মৎস্যমতে ৮৩৫ – ৫৩৫ = ৩০০ বৎসর হয়। দশ পুরুষে ৪৬২ বৎসর ধরিলে গড় পর্যায়কাল প্রায় ৪৬ হয়, মৎস্যানুযায়ী ৩০০ বৎসরে পর্যায়কাল ৩০ হয়। অতএব মৎস্যমতই গ্রাহ্য। বার্হদ্রথগণের সমষ্টি রাজ্যকালকে যে সহস্র বৎসর বলা হইয়াছে তাহা স্থূল নির্দেশ। প্রকৃতপক্ষে এই কাল ৮৩৫ বৎসর। বংশপ্রবর্তক কুরু হইতে গণনা করিলে এই কাল সহস্র বৎসর হইতে পারে॥ ৬০। সারণী দ্রষ্টব্য॥

৬০। বৃহদ্রথবংশবিচার

। ১৪৮ ।

পর্যায় সংখ্যা	রাজ সংখ্যা	বিষ্ণু রাজক্রম	বায়ু রাজক্রম	মৎস্য রাজক্রম	ঐক্ষ্বাকব পর্যায়ক্রমিক খ্রী-পূ	অব্দ নির্দেশ খ্রী-পূ	সমষ্টি রাজ্যকাল বৎসর
১৬৪		(১) কুরু	—	=	১৮১৭	১৮৭৮	
১৬৫		সুধনু	সুধন্বা	সুধন্বা	১৭৯৪	১৮৫০	
১৬৬		সুহোত্র	=	পুত্র	১৭৭০	১৮২২	
১৬৭		চ্যবন	=	—	১৭৪৬	১৭৯৪	১৬২
১৬৮		কৃতক	কৃত	কৃমি	১৭২৩	১৭৬৬	
১৬৯		উপরিচর বসু	—	-	১৬৯৯	১৭৩৮	
১৭০	১	(২) বৃহদ্রথ	—	=	১৬৭৫	১৭১৬	
১৭১	২	কুশাগ্র	= (দা)	— (দা)	১৬৫২	১৬৭৯	
১৭২	৩	ঋষভ	—	বৃষভ (দা)	১৬২৮	১৬৫১	৩০০ / ৮৩৫ মৎস্যোক্ত সমষ্টি কাল / ৯৯৭ বায়ুপ্রোক্ত সমষ্টি কাল
১৭৩	৪	পুষ্পবান	— (দা)	পুণ্যবান	১৬০৫	(৯)১৬১৩	
১৭৪	৫	সত্যধৃত	সত্যহিত	সত্যধৃতি	১৫৮১	১৫৮৫	
১৭৫	৬	সুধন্বা	—	ধনুষ (দা)	১৫৫৮	১৫৪৭	
১৭৬	৭	জহ্নু	ঊর্জ্জ	সর্ব্ব	১৫৩৪	১৫১৯	
১৭৭	৮	〃	নভ	সম্ভব	১৫১০	১৪৯১	
১৭৮	৯	(৩) বৃহদ্রথ-জরাসন্ধ	জরাসন্ধ	—	১৪৮৭	১৪৬৩	

মৎস্য ।৫০।২৬-॥২৭১।১৮-॥ বায়ু ।৯৯।১২০-॥৯৯।২৯৪॥ বিষ্ণু ।৪।১৯।১৯॥৪।২৩॥ শ্লোকগুলি বিচার করিয়া বৃহদ্রথ-বংশক্রম স্থির করা হইল ॥ (৯) পাদটীকা পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥ বিষ্ণুপুরাণানুযায়ী নাম = ॥ দায়াদ দা ॥

(১) কুরুকে আদিপুরুষ ধরিয়া রিপুঞ্জয়ের মৃত্যুকালের সহিত বার্হদ্রথগণের সমষ্টি রাজ্যকাল বায়ুপ্রোক্ত ৯৯৭ বৎসর যোগ দিলে কুরুর কাল ১৮৭৮ খ্রী-পূ পাওয়া যায়। ইহাই কুরুর প্রকৃত কাল হওয়া সম্ভব। তুলনার জন্য সমপর্যায় ঐক্ষ্বাকবদের কাল তালিকায় দেওয়া হইল।

(২) বায়ুমতে বৃহদ্রথবংশের সমষ্টি রাজ্যকাল ৯৯৭ বৎসর এবং মৎস্যমতে ৮৩৫ বৎসর। রিপুঞ্জয়ের মৃত্যুকালের সহিত বায়ুপ্রোক্ত ৯৯৭ বৎসর যোগ দিয়া যেরূপ আদিপুরুষ কুরুর কাল পাওয়া যায় সেইরূপ মৎস্য-কথিত ৮৩৫ বৎসর যোগ দিলে প্রথম বৃহদ্রথের কাল ১৭১৬ খ্রী-পূ পাওয়া যাইবে।

(৩) জরাসন্ধ উপাধি, ইঁহার প্রকৃত নাম বৃহদ্রথ। ইনি মাগধ দ্বিতীয় বৃহদ্রথ।

৬০। বৃহদ্রথবংশবিচার (অনুবৃত্তি)

পর্য্যায় সংখ্যা	রাজ সংখ্যা	বিষ্ণু রাজক্রম	বায়ু রাজক্রম	মৎস্য রাজক্রম	ব্যষ্টিরাজ্যকাল বায়ু বৎসর	ব্যষ্টিরাজ্যকাল মৎস্য বৎসর	ঐকাকব পর্য্যায়ক্রমিক খ্রী-পূ	অঙ্ক নির্দেশ খ্রী-পূ	সমষ্টি রাজ্যকাল বৎসর
১৭৯	১০	(৪) সহদেব	= দা	= দা			১৪৬৩	১৪৩৩	৬০০
১৮০	১১	সোমাধি	সোমাধি	সোমাধি	৫৮	৫৮	১৪৪০	১৪১৬	
১৮১	১২	শ্রুতবান	শ্রুতশ্রবা	শ্রুতশ্রবা	৬৪	৬৪	১৪১৬	১৩৯২	
১৮২	১৩	অযুতায়ু	=	অপ্রতীপী	২৬	৩৬	১৩১৬	১৩৬৭	
১৮৩	১৪	নিরমিত্র	নিরামিত্র	=	১০০	৪০	১৩৮৬	১৩৪৩	
১৮৪	১৫	সুক্ষত্র	সুকৃত্য	সুরক্ষ	৫৬	৫৬	১৩৫৬	১৩১৯	
১৮৫	১৬	বৃহৎকর্ম্মা	=	=	২৩	২৩	১৩৩০	১২৯৪	
১৮৬	১৭	(৫) সেনজিৎ	সেনাজিৎ	সেনাজিৎ	২৩	(৬) ৫০	১৩০৪	১২৭০	
১৮৭	১৮	শ্রুতঞ্জয়	=	=	৪০	৪০	১২৭৭	১২৪৬	
১৮৮	১৯	বিপ্র	মহাবাহু	বিভু	৩৫	২৮	১২৫১	১২২১	
১৮৯	২০	শুচি	=	=	৫৮	৬৪	১২২৫	১১৯৭	
১৯০	২১	ক্ষেম্য	ক্ষেম	ক্ষেম	২৮	২৮	১১৯৮	১১৭৩	৭০৭
১৯১	২২	সুব্রত	ভুবত	অনুব্রত	৬৪	৬৪	১১৭২	১১৪৮	
১৯২	২৩	ধর্ম্ম	ধর্ম্মনেত্র	সুনেত্র	৫	(৭) ৩৫	১১৪৬	১১২৪	
১৯৩	২৪	০	নৃপতি	নির্বৃতি	৫৮	৫৮	১১১৯	১১০০	
১৯৪	২৫	সুশ্রম	সুব্রত	ত্রিনেত্র	৩৮	২৮	১০৯৩	১০৭৬	
১৯৫	২৬	দৃঢ়সেন	=	দ্যুমৎসেন	৫৮	৪৮	১০৬৭	১০৫১	
১৯৬	২৭	সুমতি	=	মহীনেত্র	৩৩	৩৩	১০৪১	১০২৭	
১৯৭	২৮	সুবল	সুচল	অচল	২২	৩২	১০১৩	১০০৩	
১৯৮	২৯	সুনীত	সুনেত্র	০	৪০		৯৮৬	৯৭৮	
১৯৯	৩০	সত্যজিৎ	=	০	৮৩		৯৬০	৯৫৪	
২০০	৩১	বিশ্বজিৎ	বীরজিৎ	০	৩৫		৯৩৩	৯৩০	
২০১	৩২	(৮) রিপুঞ্জয়	অরিঞ্জয়	=	৫০		৯০৭	৯০৫	
					৯৯৭	৮৩৫		৮৮১	

(৪) সহদেব ১৪১৬ খ্রী-পূর্বে ভারতযুদ্ধে হত হন। (৫) সেনজিৎ অধিসীমকৃষ্ণের সমকালীন।

(৬) কোন কোন মৎস্য পুঁথিতে সেনজিতের রাজ্যকাল ৫০০ বৎসর কথিত হইয়াছে।

(৭) কোন কোন মৎস্য পুঁথিতে সুনেত্রের রাজ্যকাল ২৫ বৎসর কথিত হইয়াছে।

(৮) রিপুঞ্জয় মুনিক কর্তৃক ৮৮১ খ্রী-পূর্বে হত হন।

(৯) দায়াদ রাজ্যলাভ করিলে পর্য্যায়কাল প্রায় ১০।১৫ বৎসর বৃদ্ধি পাইতে পারে।

৬১। অর্বাচীন রাজগণের ব্যষ্টি ও সমষ্টি কাল

১৪৯।

বংশ	পুরাণ	পুরাণোক্ত রাজসংখ্যা	ধৃত নাম সংখ্যা	সমষ্টিকাল বৎসর	ব্যষ্টিকাল বৎসর	উল্লেখ
ইক্ষ্বাকু	বিষ্ণু	×	৩০	×	×	৪|২২॥
বৃহদ্বল-সুমিত্র	বায়ু	×	৩১	×	×	৯৯|২৮১-॥
	মৎস্য	×	২৯	×	×	২৭১|৪-॥
পুরু	বিষ্ণু	×	৩১	×	×	৪|২১॥
যুধিষ্ঠির-ক্ষেমক	বায়ু	৩১	২৩	×	×	৯৯|২৪৪-২৫৮,২৬৯-,২৭৭॥
	মৎস্য	×	৩০	×	×	৫০|৭৭-॥
বৃহদ্রথ	বিষ্ণু	×	৩০	১০০০	×	৪|১৯|১৯॥৪|২৩॥
বৃহদ্রথ-রিপুঞ্জয়	বায়ু	৩২	৩২	১০০০	৯৯৭	৯৯|১২০,২৯৪-,৩০৮॥
	মৎস্য	৩২	৪৯	১০০০	৮৩৫	৫০|২৬-॥২৭১|১৭-,২৯॥
প্রদ্যোত	বিষ্ণু	৫	৫	১৩৮	×	৪|২৪|১,২॥
প্রদ্যোত-নন্দিবর্দ্ধন	বায়ু	৫	৫	১৩৮	১৪৮	৯৯|৩১০-৩১৪॥
	মৎস্য	৫	৫	১৫২	১৫৫	২৭২|১-৪| আনন্দ |২৭২|৫॥
শিশুনাক	বিষ্ণু	১০	১০	৩৬২	×	৪|২৪|৩॥
শিশুনাক মহানন্দী	বায়ু	১০	১০	৩৬২	৩৩২	৯৯|৩১৫-৩২২॥
	মৎস্য	১২	১২	৩৬০	৩৪৪	২৭২|৫-১২॥
নন্দ	বিষ্ণু	৯	২	১০০	×	৪|২৪|৬॥
নন্দ-নন্দদায়াদ	বায়ু	৯	২	১০০	৪০+?	৯৯|৩২৭-৩৩০।
	মৎস্য	৯	২	১০০	১০০	২৭২|১৭-২১॥

গৃহীত —

॥ পুরাণে উল্লিখিত হয় নাই × ॥

৬১। অর্বাচীন রাজগণের ব্যষ্টি ও সমষ্টি কাল (অনুবৃত্তি)

বংশ	পুরাণ	পুরাণোক্ত রাজসংখ্যা	ধৃতনাম সংখ্যা	সমষ্টি কাল বৎসর	ব্যষ্টি কাল বৎসর	উল্লেখ
মৌর্য্য	বিষ্ণু	১০	১০	১৩৭	×	৪।২৪।৭,৮॥
চন্দ্রগুপ্ত-বৃহদ্রথ	বায়ু	৯	৯	১৩৭	১২৩	৯৯।৩৩১-৩৩৭॥
	মৎস্য	১০	৬	১৩৭	১৩৬	২৭২।২১-২৫॥
শুঙ্গ	বিষ্ণু	১০	১০	১১২	×	৪।২৪।৯-১১॥
পুষ্পমিত্র-দেবভূতি	বায়ু	১০	১০	১১২	১৩৬	৯৯।৩৩৭-৩৪৩॥
	মৎস্য	১০	৯	৩০০ ?	১০২	২৭২।২৬-৩১॥
কণ্ব	বিষ্ণু	৪	৪	৪৫	×	৪।২৪।১২॥
বসুদেব-সুশর্মা	বায়ু	৪	৪	৪৫	৫৫	৯৯।৩৪৩-৩৪৬॥
	মৎস্য	৪০	৪	৪৫	৪৫	২৭২।৩২-৩৬॥
অন্ধ্র	বিষ্ণু	৩০	২৪	৪৫৬	×	৪।২৪।১২,১৩॥
শিপ্রক—পুলোমা	বায়ু	৩০	১৬	৪৫৬	২৬৯½	৯৯।৩৪৭-৩৫৮॥
	মৎস্য	(১) ১৯+৭+?	২৯+১	৪৬০	৩৮২½	২৭৩।১-১৭
	র‍্যাড্‌ক্লিফ	×	২৯	×	৪৩৫½	উইলসন বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।১২-॥পাদটীকা

অন্তরকালনির্দেশ

। ১৫০ ।

	পুরাণ	বৎসর	উল্লেখ
পরিক্ষিত জন্ম নন্দাভিষেক	বিষ্ণু	১০১৫	৪।২৪।৩২॥
	বায়ু	১০৫০	৯৯।৪১৫॥
	মৎস্য	১০৫০	২৭১।৩৫॥
	ভাগবত	১১১৫	১২।২।২৬॥
নন্দাভিষেক-অন্ধ্রশেষ	বিষ্ণু	×	
	বায়ু	৮৩৬	৯৯।৪১৬॥
	মৎস্য	৮৩৬	২৭৩।৩৬॥

(১) মৎস্য অন্ধ্র ও অন্ধ্রভৃত্য পৃথক বলিয়াছেন। মূল অন্ধ্রগণের সংখ্যা ১৯ উল্লিখিত হইয়াছে। অন্ধ্রভৃত্য ৭ জন ও বাকী ৪ জন সম্বন্ধে কোন বিশেষ উল্লেখ নাই। গৃহীত — ।

৬২। প্রদ্যোতবংশবিচার

। ১৫১ ।

পর্যায় সংখ্যা	রাজ সংখ্যা	বিষ্ণু রাজক্রম	বায়ু রাজক্রম	মৎস্য রাজক্রম	ব্যষ্টি রাজ্যকাল বায়ু বৎসর	মৎস্য বৎসর	গৃহীত বৎসর	সমষ্টি কাল বৎসর	অব্দ খ্রী-পূ
		সুনিক	মুনিক	পুলক			১০	১০	৮৮১
২০২	১	প্রদ্যোত	=	পুলক বালক	২৩	২৩	২৩		৮৭১
২০৩	২	পালক	=	=	২৪	২৮	২৪	১৩৮	৮৪৮
২০৪	৩	বিশাখযূপ	=	=	৫০	৫৩	৫০		৮২৪
২০৫	৪	জনক	অজক	সূর্য্যক	৩১	২১	৩১		৭৮৪
২০৬	৫	নন্দিবর্দ্ধন	বর্ত্তিবর্দ্ধন	=	২০	৩০	২০		৭৫৩
কথিত সংখ্যা		৫	৫	৫					
সমষ্টি কাল		১৩৮	১৩৮	১৫২(১)	১৪৮	১৫৫	১৪৮	১৪৮	

৬৩। শিশুনাকবংশবিচার

। ১৫১ ।

পর্যায় সংখ্যা	রাজ সংখ্যা	বিষ্ণু রাজক্রম	বায়ু রাজক্রম	মৎস্য রাজক্রম	বায়ু বৎসর	মৎস্য বৎসর	গৃহীত বৎসর	সমষ্টি কাল বৎসর	অব্দ খ্রী-পূ
	বারাণসীতে শিশুনাকবংশ						৫০	৩০	
২০৭	১	শিশুনাগ	শিশুনাক	শিশুনাক	৪০	৪০	৪০		৭৩৩
২০৮	২	কাকবর্ণ	শকবর্ণ	=	৩৬	২৬	৩৬		৬৯৩
২০৯	৩	ক্ষেমধর্ম্মা	ক্ষেমবর্ম্মা	=	২০	৩৬	২০		৬৫৭
২১০	৪	ক্ষত্রৌজা	অজাতশত্রু	ক্ষেমজিৎ	২৫	২৪	২৫		৬৩৭
২১১	৫	বিম্বিসার	ক্ষত্রৌজা	বিন্ধ্যসেন	৪০	২৮	৪০		৬১২
		০	০	কাণ্বায়ন		৯		৩৩২	
		০	০	ভূমিমিত্র		১৪			
২১২	৬	অজাতশত্রু	বিবিসার	অজাতশত্রু	২৮	২৭	২৮		৫৭২
২১৩	৭	দর্ভক	দর্শক	বংশক	২৫	২৪	২৫		৫৪৪
২১৪	৮	উদয়াশ্ব	উদায়ী	উদাসী	৩৩	৩৩	৩৩		৫১৯
২১৫	৯	নন্দিবর্দ্ধন	=	=	৪২	৪০	৪২		৪৮৬
২১৬	১০	মহানন্দী	=	=	৪৩	৪৩	৪৩		৪৪৪
কথিত সংখ্যা		১০	১০	১২					৪০১
সমষ্টি কাল		৩৬২	৩৬০	৩৬০	৩২২	৩৪৪	৩৬২	৩৬২	

(১) মৎস্য বঙ্গবাসী সংস্করণে ২০৬ নন্দিবর্দ্ধনের নাম বা রাজ্যকাল নাই। আনন্দাশ্রম সংস্করণে আছে, ৬বিংশতি নৃপস্ত্রিংশত্তৎসুতো নন্দিবর্দ্ধনঃ। দ্বিপঞ্চাশত্তত্তো ভুক্তা প্রনষ্টা পঞ্চ তে নৃপাঃ ॥ ২৭২। ৫ ॥ দ্বিপঞ্চাশত্তত্তো পদের অর্থ হয় না বলিয়া দ্বিপঞ্চাশচ্ছতং অর্থাৎ ১৫২ ধরিলাম ॥ বিষ্ণুপুরাণানুযায়ী নাম= ॥

৬৪। নন্দবংশবিচার

। ১৫৩ ।

পর্য্যায় সংখ্যা	রাজ সংখ্যা	বিষ্ণু রাজক্রম	বায়ু রাজক্রম	মৎস্য রাজক্রম	ব্যষ্টি রাজ্যকাল বায়ু বৎসর	মৎস্য বৎসর	গৃহীত বৎসর	সমষ্টি কাল বৎসর	অব্দ খ্রী-পূ
		মহাপদ্ম নন্দ মহানন্দীয় প্রতিভূ					২		৪০৩
২১৭		মহাপদ্ম নন্দ	=	=	২৮	৮৮	২৮	৮৮	৪০১
২১৮		সুমাত্য	সহস্র	সুকল্প					
					১২		৫৮		
২২৫		নন্দদায়াদ							৩১৫
কথিত সংখ্যা		৯	৯	৯					
		নন্দবংশীয়	সামন্তরাজ		১৬	১২	১২	১২	১৩৫
সমষ্টি কাল		১০০	১০০	১০০	৫৬	১০০	১০০	১০০	৩০৩

৬৫। মৌর্য্যবংশবিচার

। ১৫৪ ।

পর্য্যায় সংখ্যা	রাজ সংখ্যা	বিষ্ণু রাজক্রম	বায়ু রাজক্রম	মৎস্য রাজক্রম	বায়ু বৎসর	মৎস্য বৎসর	গৃহীত বৎসর	সমষ্টি কাল বৎসর	অব্দ খ্রী-পূ
	পঞ্চনদে	চন্দ্রগুপ্ত					৫	৫	৩২০
২২৬	১	চন্দ্রগুপ্ত	=	(১) মৌর্য্য	২৪		১৯		৩১৫
২২৭	২	বিন্দুসার	ভদ্রসার	×	২৫		২৫		২৯৬
২২৮	৩	অশোকবর্দ্ধন	অশোক	শক(২)	২৬, ৩৬	৩৬	৩৬		২৭১
২২৯	৪	সুযশা	কুনাল	×	৮	?	৮		২৩৫
২৩০	৫	দশরথ	বন্ধুপালিত	দশরথ	৮	৮	৮	১৩৭	২২৭
২৩১	৬	সঙ্গত	০	সপ্ততি		৯	৯		২১৯
২৩২	৭	শালিশুক	ইন্দ্রপালিত	×	১০		১০		২১০
২৩৩	৮	সোমশর্ম্মা	দেববর্ম্মা	×	৭		৭		২০০
২৩৪	৯	শতধন্বা	শতধর	=.	৮	৬	৮		১৯৩
২৩৫	১০	বৃহদ্রথ	বৃহদশ্ব	=.	৭	৭	৭		১৮৫
				×		৭০			১৭৮
কথিত সংখ্যা		১০	৯	১০					
সমষ্টি কাল		১৩৭	১৩৭	১৩৭	১২৩	১৩৬	১৪২	১৪২	

(১) মৎস্যে পাঁচটি নাম ধৃত হইয়াছে মাত্র, পরম্পরা উল্লেখ নাই। প্রথমে শতধন্বা, তৎপরে বৃহদ্রথ, তৎপরে শক, তৎপরে দশরথ ও সপ্ততির নাম আছে। বৃহদ্রথের পর শুঙ্গেরা আসিলেন বলা হইয়াছে।

(২) কোন কোন বায়ু পুঁথিতে ৩৬ আছে।

৬৬। শুঙ্গবংশবিচার

। ১৫৫ ।

পর্যায়সংখ্যা	রাজসংখ্যা	বিষ্ণু	বায়ু	মৎস্য	ব্যষ্টি রাজ্যকাল বায়ু বৎসর	মৎস্য বৎসর	গৃহীত বৎসর	সমষ্টি কাল বৎসর	অব্দ খ্রী-পূ
২৩৫	১	পুষ্পমিত্র	=	পুষ্যমিত্র	৬০	৩৬	৩৬		১৭৮
২৩৬	২	অগ্নিমিত্র	পুষ্পমিত্রপুত্র	×	৮	×	৮		১৪২
২৩৭	৩	সুজ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	বসুজ্যেষ্ঠ	৭	৭	৭		১৩৪
২৩৮	৪	বসুমিত্র	=	=	১০	১০	১০		১২৭
২৩৯	৫	আন্ধ্রক	অন্ধ্রক	অন্তক	২	২	২		১১৭
২৪০	৬	পুলিন্দক	=	=	৩	৩	৩	১১২	১১৫
২৪১	৭	ঘোষবসু	ঘোষসুত	বজ্রমিত্র	৩	১	৩		১১২
২৪২	৮	বজ্রমিত্র	বিক্রমিত্র	পুনর্ভব	১	১	১		১০৯
২৪৩	৯	ভাগবত	=	সমাভাগ	৩২	৩২	৩২		১০৮
২৪৪	১০	দেবভূতি	ক্ষেমভূমি	দেবভূমি	১০	১০	১০		৭৬
									৬৬
কথিত সংখ্যা		১০	১০	১০					
সমষ্টি কাল		১১২	১১২	৩১০	১৩৬	১০২	১১২	১১২	

৬৭। কণ্ববংশবিচার

। ১৫৬ ।

পর্যায়সংখ্যা	রাজসংখ্যা	বিষ্ণু	বায়ু	মৎস্য	বায়ু বৎসর	মৎস্য বৎসর	গৃহীত বৎসর	সমষ্টি কাল বৎসর	অব্দ খ্রী-পূ
২৪৪	১	বসুদেব	=	শৌঙ্গ বসুদেব	৯	৯	৯		৬৬
২৪৫	২	ভূমিমিত্র	ভূতিমিত্র	=	২৪	১৪	১৪		৫৭
২৪৬	৩	নারায়ণ	=	=	১২	১২	১২	৪৫	৪৩
২৪৭	৪	সুশর্ম্মা	=	=	১০	১০	১০		৩১
									২১
কথিত সংখ্যা		৪	৪	৪০					
সমষ্টি কাল		৪৫	৪৫	৪৫	৫৫	৫৫	৪৫	৪৫	৪৫

৬৮। অন্ধ্রবংশবিচার

। ১৫৭।

রাজ সংখ্যা	বিষ্ণু বসাক। বঙ্গবাসী	বায়ু বঙ্গবাসী। আনন্দাশ্রম	মৎস্য বঙ্গবাসী। আনন্দাশ্রম	মৎস্য র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌	গৃহীত নাম	অব্দ
১	শিপ্রক	সিন্ধুক	শিশুক	শিশুক	শিপ্রক	২১ খ্রী-পূ
২	শিপ্রকভ্রাতা কৃষ্ণ	ভাত	(১) কৃষ্ণ	কৃষ্ণ	কৃষ্ণ	২ খ্রী
৩	শ্রীকান্তকর্ণি	০	শ্রীমল্লকর্ণি	শ্রীমল্লকর্ণি	শ্রীমল্লকর্ণী	২০
৪	পূর্ণোৎসঙ্গ	০	পূর্ণোৎসঙ্গ	পূর্ণোৎসঙ্গ	পূর্ণোৎসঙ্গ	৩৮
৫	০	০	০	শ্রীভস্বানি	(২) স্কন্ধষ্টম্ভি	৫৬
৬	শাতকর্ণি	শ্রীশাতকর্ণি	শান্তকর্ণি	শাতকর্ণি	শান্তকর্ণী	৭৪
৭	লম্বোদর	০	লম্বোদর	লম্বোদর	লম্বোদর	১৩০
৮	দ্বিবিলক	আপাদবদ্ধ	আপীতক	আপীতক	আপীতক	১৪৮
৯	মেঘস্বাতি	০	মেঘস্বাতি	সজ্ঞ	মেঘস্বাতি	১৬০
১০	০	০	স্বাতি	শাতকর্ণি	স্বাতি	১৭৮
১১	০	০	স্কন্দস্বাতি	স্কন্দস্বাতি	স্কন্ধস্বাতি	১৯৬
১২	০	০	মৃগেন্দ্র স্বাতিকর্ণ	মৃগেন্দ্র	মৃগেন্দ্র স্বাতিকর্ণ	২০৩
১৩	০	০	কুন্তল স্বাতিকর্ণ	কুন্তলস্বাতি	কুন্তল স্বাতিকর্ণ	২০৬
১৪	০	০	স্বাতিবর্ণ	স্বাতিকর্ণ	স্বাতিকর্ণ	২১৪
১৫	(৩) পটুমান	০	০	পুলোমাবিৎ	পুলোম	২১৫
১৬	অরিষ্টকর্মা	নেমিকৃষ্ণ	রিক্তবর্ণ	গোরক্ষস্বশ্রী	(৪) গোরক্ষকৃষ্ণ	২৫১
১৭	হাল	হাল	হাল	হাল	হাল	২৭৬
১৮	পত্তলক	০	মন্দুলক	মন্তলক	মন্দুলক	২৮১
১৯	প্রবিল্লসেন	পুত্রিকসেন	পুরীন্দ্রসেন	পুরীন্দ্রসেন	পুরীন্দ্রসেন	২৮৬

(১) বঙ্গবাসী মৎস্যে কৃষ্ণ নাই। (২) স্কন্ধষ্টম্ভি উইলসন পুঁথিতে আছে। (৩) বসাকপাঠ পটুমান। (৪) উইল্‌সনধৃত নাম।

৬৮। অন্ধ্রবংশবিচার (অনুবৃত্তি)

রাজ সংখ্যা	বিষ্ণু বসাক। বঙ্গবাসী	বায়ু বঙ্গবাসী। আনন্দাশ্রম	মৎস্য বঙ্গবাসী। আনন্দাশ্রম	মৎস্য র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌	গৃহীত নাম	অব্দ
২০	সুন্দর শাতকর্ণী	শাতকর্ণি	সুন্দর শান্তিকর্ণ (সৌম্য)	০	সুন্দর শান্তিকর্ণ	৩০৭
২১	চকোর শাতকর্ণী	চকোর শাতকর্ণি	চকোর স্বাতিকর্ণ	রক্তাদস্বাতি	চকোর শান্তিকর্ণ	৩১২
২২	শিবস্বাতি	শিবস্বামী	শিবস্বাতি	শিবস্বাতি	শিবস্বাতি	৩১২
২৩	গোমতীপুত্র	গৌতমীপুত্র	গৌতমীপুত্র	গৌতমীপুত্র	(৫) গোতমীপুত্র	৩৪০
২৪	পুলিমান	০	পুলোমা	পুলোমত	পুলোমা	৩৬১
২৫	শাতকর্ণি শিবশ্রী	০	শিবশ্রী	শিবশ্রী	শিবশ্রী শান্তিকর্ণ	৩৮৯
২৬	শিবস্কন্ধ	০	শিবস্কন্ধ শান্তিকর্ণ	স্কন্দস্বাতি	শিবস্কন্ধ শান্তিকর্ণ	৩৯৬
২৭	যজ্ঞশ্রী	যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি	যজ্ঞশ্রী শান্তিকর্ণ	যজ্ঞশ্রী	যজ্ঞশ্রী শান্তিকর্ণ	৪০৩
২৮	বিজয়	বিজয়	বিজয়	বিজয়	বিজয়	৪১২
২৯	চন্দ্রশ্রী	দণ্ডশ্রী শাতকর্ণি	চণ্ডশ্রী শান্তিকর্ণ	বাদশ্রী	চন্দ্রশ্রী শান্তিকর্ণ	৪১৮
৩০	(৬) পুলোমাচি	পুলোবা	পুলোমা	পুলোমৎ	পুলোমা	৪২৮
						৪৩৫

(৫) উইল্‌সনধৃত নাম। উইল্‌সনের বিষ্ণুপুরাণের অন্ধ্রবংশ বিচারে পাদটীকা দ্রষ্টব্য। (৬) বসাকপাঠ পুলোমার্চি।

৬৯। অন্ধ্র বংশকালবিচার

। ১৫৮ ।

পর্যায় সংখ্যা	রাজ সংখ্যা	নাম	ব্যষ্টি কাল বায়ু বঙ্গবাসী আনন্দাশ্রম	বঙ্গ	ব্যষ্টি কাল মৎস্য আনন্দ	ব্যষ্টি কাল মৎস্য র‍্যাডক্লিফ	গৃহীত কাল	সমষ্টি কাল	অব্দনির্দেশ
			বৎসর	বৎসর	বৎসর	বৎসর	বৎসর	বৎসর	বৎসর
২৪৭	১	শিপ্রক	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩		২১ খ্রী-পূ
২৪৮	২	কৃষ্ণ	১৮	×	১৮	১৮	১৮		২ খ্রীষ্টাব্দ
২৪৯	৩	শ্রীমল্লকর্ণী	×	১০	১০	১৮	১৮		২০
২৫০	৪	পূর্ণোৎসঙ্গ	×	১৮	১৮	১৮	১৮		৩৮
২৫১	৫	স্কন্দস্তম্ভি	×	×	×	১৮	১৮		৫৬
২৫২	৬	শান্তকর্ণী	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬		৭৪
২৫৩	৭	লম্বোদর	×	১৮	১৮	১৮	১৮		১৩০
২৫৪	৮	আপীতক	৪০	১২	১২	১২	১২		১৪৮
২৫৫	৯	মেঘস্বাতি	×	১৮	১৮	১৮	১৮		১৬০
২৫৬	১০	স্বাতি	×	১৮	১৮	১৮	১৮	৩২৮	১৭৮
২৫৭	১১	স্কন্দস্বাতি	×	৭	৭	৭	৭		১৯৬
২৫৮	১২	মৃগেন্দ্র স্বাতিকর্ণ	×	৩	৩	৩	৩		২০৩
২৫৯	১৩	কুন্তল স্বাতিকর্ণ	×	৮	৮	৮	৮		২০৬
২৬০	১৪	স্বাতিকর্ণ	×	১	১	১	১		২১৪
২৬১	১৫	পুলোম	×	×	×	৩৬	৩৬		২১৫
২৬২	১৬	গোরক্ষকৃষ্ণ	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫		২৫১
২৬৩	১৭	হাল	১	৫	৫	৫	৫		২৭৬
২৬৪	১৮	মন্দুলক	×	৫	৫	৫	৫		২৮১
২৬৫	১৯	পুরীন্দ্রসেন	২১	×	×	৫	২১		২৮৬
২৬৬	২০	সুন্দর শান্তিকর্ণ	১	১	১	×	৫		৩০৭
২৬৭	২১	চকোর শান্তিকর্ণ	½	½	½	½	½		৩১২
২৬৮	২২	শিবস্বাতি	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮		৩১২
২৬৯	২৩	গোতমীপুত্র	২১	২১	২১	২১	২১		৩৪০

৬৯। অন্ধ্রবংশকালবিচার (অনুবৃত্তি)

পর্যায় সংখ্যা	রাজ সংখ্যা	নাম	ব্যষ্টি কাল বায়ু বঙ্গবাসী আনন্দাশ্রম	বঙ্গ	ব্যষ্টি কাল মৎস্য আনন্দ	ব্যষ্টি কাল মৎস্য র‍্যাডক্লিফ	গৃহীত কাল	সমষ্টি কাল	অব্দনির্দেশ
			বৎসর	বৎসর	বৎসর	বৎসর	বৎসর	বৎসর	বৎসর
২৭০	২৪	পুলোমা	X	২৮	২৮	২১	২৮		৩৬১
২৭১	২৫	শিবশ্রী শান্তিকর্ণ	X	৭	৭	৭	৭		৩৮৯
২৭২	২৬	শিবস্কন্ধ শান্তিকর্ণ	X	৯	৯	৭	৭	১২৮	৩৯৬
২৭৩	২৭	যজ্ঞশ্রী শান্তিকর্ণ	১৯	২০	২০	৯	৯		৪০৩
২৭৪	২৮	বিজয়	৬	৬	৬	৬	৬		৪১২
২৭৫	২৯	চন্দ্রশ্রী শান্তিকর্ণ	৩	১০	১০	১০	১০		৪১৮
২৭৬	৩০	পুলোমা	৭	৭	৭	৭	৭		৪২৮
									৪৩৫
কথিত সংখ্যা		বিষ্ণু ৩০	৩০	১৯	১৯	X			
কথিত সমষ্টি কাল		„ ৪৫৬	৪৫৬	৪৬০	৪৬০	X			
[illegible] সংখ্যা		„ ২৪	১৫	২৬	২৭	২৯			
[illegible] কাল		X	২৬৯½	৩৬৪½	৩৮২½	৪৩০½	৪৫৬	৪৫৬	

৭০। অর্বাচীন রাজবংশের কালনির্দেশ

১৫৯। কলিযুগ ৯৫৮ খ্রী-পূর্বে শেষ হইয়াছে। এই সময়কার রাজগণ ধর্ম্মী, কৃতঞ্জয়, সুনয়, মেধাবী, সত্যজিৎ ও বিশ্বজিৎ। মরু বা মনু, মনুপুত্র পৌরব দেবাপি, সুবর্চ্চা, সত্য, ইহারা ক্ষত্রপ্রবর্তক হইবেন বলা হইয়াছে। পুরাণে শব্দসাদৃশ্যে ভুল দেখা যায়। হয়ত দেবাপি ও মেধাবী অভিন্ন এবং সুবর্চ্চা ও সত্য নন্দকর্তৃক উচ্ছিন্ন রাজগণের মধ্যে দুই জন॥ ২৩। পুরাণসংরক্ষণ অধ্যায়ে ৯০ এবং ৯১ প্রকরণ দ্রষ্টব্য॥ কৃতযুগের সন্ধ্যাকাল ২০০০ মাস বা প্রায়িক ১৬৭ বৎসর। ৯৫৮—১৬৭=৭৯১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কৃতসন্ধ্যাগতে কৃত 'যুগ' আরম্ভ। এই সময়কার রাজগণ বিশাখযূপ, বৃহদ্রথ ও শুদ্ধোদন বা ক্রুদ্ধোদন। কল্কীপুরাণে লিখিত হইয়াছে কল্কী সত্যযুগ আনিলেন। বিশাখযূপ, বৃহদ্রথ ও শুদ্ধোদনকে কল্কীপুরাণে কল্কীর সমসাময়িক ধরা হইয়াছে। কালনির্দেশ যে ঠিক হইয়াছে তাহা কল্কীপুরাণদ্বারা আশ্চর্যরূপে সমর্থিত হইতেছে।

১৬০। প্রদ্যোতবংশীয়দিগের সমষ্টি রাজ্যকাল ১৩৮ বৎসর কিন্তু ব্যষ্টি রাজ্যকাল যোগ করিয়া ১৪৮ পাওয়া যায়। প্রদ্যোতের পিতা মুনিক স্বীয় প্রভু রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া ১০ বৎসর রাজপ্রতিভূরূপে রাজ্যশাসন করেন অনুমান করা যাইতে পারে। শিশুনাকদিগের ব্যষ্টি রাজ্যকাল ৩৩২ বৎসর কিন্তু সমষ্টি রাজ্যকাল ৩৬২ বৎসর উক্ত হইয়াছে। শিশুনাকবংশ বারাণসীতে প্রদ্যোতবংশীয়দের অধীনে সামন্তরাজ ছিলেন। শিশুনাকদিগের বারাণসীতে রাজ্যকাল ৩০ বৎসর ও মগধের ৩৩২ বৎসর ধরিতে হইবে। অনুমান হয় মহানন্দী ৪০৩ খ্রী-পূর্বে জরাগ্রস্ত হন ও নন্দ তখন রাজা হন। ২ বৎসর পরে ৪০১ খ্রী-পূর্বে নন্দাভিষেক। নন্দগণের রাজ্যকাল ৪০৩ খ্রী-পূ হইতে ৩১৫ খ্রী-পূর্বে অর্থাৎ ৮৮ বৎসর। মৎস্যে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়॥ ম।২৭২।১৯॥ চন্দ্রগুপ্তের ভয়ে নন্দবংশীয়গণ সম্ভবতঃ পলাইয়া সামন্তরাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইহাদের উচ্ছেদ করিতে চন্দ্রগুপ্তের মৎস্যমতে ১২ ও বায়ুমতে ১৬ বৎসর লাগিয়াছিল। ২৫ বৎসর আন্দাজ বয়সে ৩২৫ খ্রী-পূ আন্দাজ আলেক্জাণ্ডারের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎ হয় ও নন্দরাজ্যধ্বংসের পরামর্শ হয়। আলেক্জাণ্ডার ৩২৩ খ্রী-পূর্বে মারা যান। অনুমান হয় তৎপরে চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবে ৩২০ খ্রী-পূর্বাব্দে রাজা হন। ৩১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি নন্দরাজ্য অধিকার করেন। মৌর্যবংশের মাগধ রাজ্যকাল ১৩৭ বৎসর। মৌর্যদের আরও ৫ বৎসর পূর্ব হইতে পঞ্জাবে স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই জন্য পুরাণধৃত ব্যষ্টি রাজ্যকাল যোগ দিলে ১৪২ বৎসর হয়। ৩০৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অর্থাৎ মগধ রাজ্যারোহণের ১২ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত হইয়া সেলুকস সন্ধি

করেন। নন্দগণ সেলুকসের সহিত যোগ দিয়াছিলেন মনে হয়। নন্দরাজ্যকাল ৪০৩ হইতে ৩০৩ খ্রী-পূ অর্থাৎ ১০০ বৎসর বলা হইয়াছে। মগধে নন্দবংশীয়গণ ৮৬ বৎসর, মৌর্যগণ ১৩৭ বৎসর, শুঙ্গগণ ১১২ বৎসর, কণ্বগণ ৪৫ বৎসর ও অন্ধ্রগণ ৪৫৬ বৎসর রাজ্য করেন। নন্দ হইতে অন্ধ্রান্ত কাল ৮৩৬ বৎসর।

৭১। স্বায়ম্ভুব মনুবংশ

। ১৬১ ।

রাজ সংখ্যা	পর্ষায় সংখ্যা	কাল খ্রী-পূ	প্রিয়ব্রতবংশ	উত্তানপাদবংশ
১	১	৫৯৫৮	(১) স্বায়ম্ভুব	
২	২	৫৯৩৪	প্রিয়ব্রত	
৩	৩	৫৯১০	অগ্নীধ্র	
৪	৪	৫৮৮৬	নাভি	
৫	৫	৫৮৬২	ঋষভ	
৬	৬	৫৮৩৭	ভরত	
৭	৭	৫৮১৩	সুমতি	
৮	৮	৫৭৮৯	(২) তৈজস	
৯	৯	৫৭৬৫	ইন্দ্রদ্যুম্ন	
১০	১০	৫৭৪১	পরমেষ্ঠী	
১১	১১	৫৭১৬	প্রতিহার	
১২	১২	৫৬৯২	প্রতিহর্ত্তা	
১৩	১৩	৫৬৬৮	(৩) উন্নেতা	
১৪	১৪	৫৬৪৪	ভুব	
১৫	১৫	৫৬২০	উদ্গীথ	
১৬	১৬	৫৫৯৫	প্রস্তাব	
১৭	১৭	৫৫৭২	(৪) বিভু	
১৮	১৮	৫৫৪৮	পৃথু	
১৯	১৯	৫৫২৪	নক্ত	
২০	২০	৫৫০০	গয়	
২১	২১	৫৪৭৫	নর	
২২	২২	৫৪৫১	বিরাট	
২৩	২৩	৫৪২৭	মহাবীর্য্য	
২৪	২৪	৫৪০৩	ধীমান	
২৫	২৫	৫৩৭৯	মহান্ত	

(১) ১ স্বায়ম্ভুব হইতে ৪৯ প্রচেতাগণ পর্যন্ত পর্ষায়কাল গড়ে ২৪'২ বৎসর ধরা হইল।

(২) বায়ুধৃত। বিষ্ণুতে নাই। (৩) বায়ুধৃত। বিষ্ণুতে নাই। (৪) বায়ুধৃত। বিষ্ণুতে নাই।

৭১। স্বায়ম্ভুব মনুবংশ (অনুবৃত্তি)

রাজ সংখ্যা	পর্যায় সংখ্যা	কাল খ্রী-পূ	প্রিয়ব্রত বংশ	উত্তানপাদ বংশ
২৬	২৬	৫৩৫৪	মনস্যু	
২৭	২৭	৫৩৩০	ত্বষ্টা	
২৮	২৮	৫৩০৬	(৫) ত্বষ্টৃ	
২৯	২৯	৫২৮	বিরজ	
৩০	৩০	৫২৫৮	রজ	
৩১	৩১	৫২৩৩	শতজিৎ	
৩২	৩২	৫২০৯	বিশ্বগ্ জ্যোতি	
৩৩	৩৩	৫১৮৫		(৬) উত্তানপাদ
৩৪	৩৪	৫১৬১		ধ্রুব
৩৫	৩৫	৫১৩৭		শিষ্টি
৩৬	৩৬	৫১১২		(৭) প্রাচীনগর্ভ
৩৭	৩৭	৫০৮৮		(৮) উদারধী
৩৮	৩৮	৫০৬৪		(৯) দিব্যঞ্জয়
৩৯	৩৯	৫০৪০		রিপু
৪০	৪০	৫০১৬		চক্ষু
৪১	৪১	৪৯৯১		চাক্ষুষ মনু
৪২	৪২	৪৯৬৭		উরু
৪৩	৪৩	৪৯৪৩		অঙ্গ

(৫) বিষ্ণুধৃত। বায়ুতে নাই।

(৬) বিষ্ণুপুরাণ ।২।১।৪২-৪৪॥ শ্লোকগুলি হইতে মনে হয় যে প্রিয়ব্রতবংশের অবসানে উত্তানপাদবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীধরও শ্লোকগুলির ব্যাখ্যাকালে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ উভয়কেই মনুপুত্র বলা হইয়াছে। উত্তানপাদ মনুবংশীয় বলিয়া তাঁহাকে মনুপুত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে পরন্তু তিনি বাস্তবিক স্বায়ম্ভুব মনুর আত্মজ নহেন।

(৭) বায়ুধৃত। বিষ্ণুতে নাই। (৮) বায়ুধৃত। বিষ্ণুতে নাই। (৯) বায়ুধৃত। বিষ্ণুতে নাই।

৭১। স্বায়ম্ভুব মনুবংশ (অনুবৃত্তি)

রাজ সংখ্যা	পর্যায় সংখ্যা	কাল খ্রী-পূ	প্রিয়ব্রত বংশ	উত্তানপাদ বংশ
৪৪	৪৪	৪৯১৯		বেণ
৪৫	৪৫	৪৮৯৫		(১০) পৃথু
৪৬	৪৬	৪৮৭০		অন্তর্ধান
৪৭	৪৭	৪৮৪৬		হবির্ধান
৪৮	৪৮	৪৮২১		প্রাচীনবর্হি
৪৯	৪৯	৪৭৯৬		প্রচেতাগণ
৫০	৮৪	৩৮৮৯		(১১) দক্ষ
৫১	৮৫	৩৮৬৪		অদিতি
৫২	৮৬	৩৮৩৯		বিবস্বান
৫৩	৮৭	৩৮১৪		বৈবস্বত মনু

(১০) পৃথুর সন্ততিগণের নাম দেখিলে সন্দেহ হয় যে পৃথুর পরেই বংশলোপ পাইয়াছিল। অন্তর্ধান নামের ইহাই ইঙ্গিত মনে হয়। প্রাচীনবর্হির রাজ্যকালে পৃথিবী প্রাচীন কুশ বা বর্হিদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া পুরাণে কথিত হইয়াছে। প্রচেতাগণ তপস্যায় রত হইলে অরণ্যানী নগর গ্রাস করে। প্রচেতাগণের পর অরাজক অবস্থা ৯০৭ বৎসর ছিল॥ ১০৩। আয়ুষ্কাল প্রকরণ দ্রষ্টব্য॥

(১১) প্রাচেতস দক্ষ চাক্ষুষ মন্বন্তরে জাত॥ বা। ৬৩। ২৮, ৫২॥ চাক্ষুষ মনুকাল ৪১৭১ খ্রী-পূ হইতে ৩৮১৪ খ্রী-পূ।

৭২। সমপর্যায় বিভিন্নবংশীয় প্রাচীন রাজগণ

৭২। সমপর্যায় বিভিন্নবংশীয় প্রাচীন রাজগণ

। ১৬২ ।

পর্যায় সংখ্যা	কাল খ্রী-পূ	ইক্ষ্বাকু	নাভাগ	অনু	পুরু
৮৭	৩৮১৪	বৈবস্বত	বৈবস্বত	বৈবস্বত	বৈবস্বত
৮৮	৩৭৯৫	ইক্ষ্বাকু	নেদিষ্ট	ইলা	ইলা
৮৯	৩৭৭৭	বিকুক্ষি ‡ দা	(১) নাভাগ	পুরুরবা	পুরুরবা
৯০	৩৭৫৮	পরঞ্জয়	ভলন্দন	আয়ু	আয়ু
৯১	৩৭৩৯	অনেনা	বৎসপ্রি	নহুষ	নহুষ
৯২	৩৭২১	পৃথু	প্রাংশু	যযাতি	যযাতি
৯৩	৩৭০২	বিশ্বগশ্ব	প্রজানি	অনু	পুরু
৯৪	৩৬৮৩	আর্দ্র	খনিত্র	সভানর	জনমেজয়
৯৫	৩৬৬৪	যুবনাশ্ব	ক্ষুপ	কালানর	প্রচিণ্বান
৯৬	৩৬৪৬	শ্রাবস্ত ‡ দা	অবিবিংশ	সৃঞ্জয়	প্রবীর
৯৭	৩৬২৭	বৃহদশ্ব	বিবিংশ	পুরঞ্জয়	মনস্যু
৯৮	৩৬০৮	কুবলয়াশ্ব	খনিনেত্র	জনমেজয়	অভয়দ
৯৯	৩৫৯০	দৃঢ়াশ্ব	অতিবিভূতি	মহামণি	সুদ্যুম্ন
১০০	৩৫৭১	বার্হশ্ব	(৪) করন্ধম	মহামনা	বহুগব
১০১	৩৫৫২	নিকুম্ভ	অবিক্ষি	তিতিক্ষু	সম্পাতি
১০২	৩৫৩৩	সংহতাশ্ব	(৪) মরুত্ত	উষদ্রথ	অহম্পাতি
১০৩	৩৫১৫	কৃশাশ্ব ‡ দা	নরিষ্যন্ত	হেম	রৌদ্রাশ্ব
১০৪	৩৪৯৬	প্রসেনজিৎ	দম	সুতপা	ঋতেয়ু
১০৫	৩৪৭৭	যুবনাশ্ব	রাজ্যবর্দ্ধন	(৫) বলি	(৬) রন্তিনার
১০৬	৩৪৫৮	মান্ধাতা	সুধৃতি	অঙ্গ	তংসু
১০৭	৩৪২২	পুরুকুৎস	নর	পার	ইলিন
১০৮	৩৩৮৬	ত্রসদস্যু	কেবল	দিবিরথ	দুষ্মন্ত
১০৯	৩৩৫০	সম্ভূত	বন্ধুমান	ধর্ম্মরথ	ভরত
১১০	৩৩১৪	অনরণ্য	বেগবান	চিত্ররথ	ভরদ্বাজ
১১১	৩২৭৯	পৃষদশ্ব	বুধ	(৭) দশরথ	(৮) ভবমন্যু

কুঞ্চিকা ॥ বংশচ্ছেদ বা নাম ধৃত হয় নাই × ॥ দায়াদ ‡ দা। ॥ বংশ সমাপ্তি —০— ॥

৭২। সমপর্যায় বিভিন্নবংশীয় প্রাচীন রাজগণ (অনুবৃত্তি)

যদু	হৈহয়	অমাবসু	জনক	কাল খ্রী-পূ	পর্যায় সংখ্যা
বৈবস্বত			বৈবস্বত	৩৮১৪	৮৭
ইলা			ইক্ষ্বাকু	৩৭৯৫	৮৮
পুরুরবা			(২) নিমি	৩৭৭৭	৮৯
আয়ু			×	৩৭৫৮	৯০
নহুষ			×	৩৭৩৯	৯১
যযাতি			×	৩৭২১	৯২
(৩) যদু			×	৩৭০২	৯৩
×			×	৩৬৮৩	৯৪
×			×	৩৬৬৪	৯৫
×			×	৩৬৪৬	৯৬
×			×	৩৬২৭	৯৭
×			×	৩৬০৮	৯৮
×			×	৩৫৯০	৯৯
×			×	৩৫৭১	১০০
×			×	৩৫৫২	১০১
×			×	৩৫৩৩	১০২
×			×	৩৫১৫	১০৩
×			×	৩৪৯৬	১০৪
×			×	৩৪৭৭	১০৫
×			×	৩৪৫৮	১০৬
×		অমাবসু	×	৩৪২২	১০৭
×		ভীম	×	৩৩৮৬	১০৮
×		কাঞ্চন	×	৩৩৫০	১০৯
×		সুহোত্র	×	৩৩১৪	১১০
×	সহস্রজিৎ	জহ্নু + যৌবনাশ্বপৌত্রী	×	৩২৭৯	১১১

ঐক্ষ্বাকব বৃহদ্বলকে ১৮১ ধরিয়া অন্যান্য পর্যায়সংখ্যা নির্দিষ্ট হইল। পাদটীকা প্রকরণের শেষে দ্রষ্টব্য।

৭২। সমপর্যায় বিভিন্নবংশীয় প্রাচীন রাজগণ (অনুবৃত্তি)

পর্যায় সংখ্যা	কাল খ্রী-পূ	ইক্ষ্বাকু	নাভাগ	অনু	পুরু
১১২	৩২৪৩	হর্য্যশ্ব	তৃণবিন্দু	তুরঙ্গ	বৃহৎক্ষত্র
১১৩	৩২০৭	সুমনা	বিশাল	পৃথুলাক্ষ	সুহোত্র
১১৪	৩১৭১	ত্রিধন্বা	হেমচন্দ্র	চম্প	হস্তী
১১৫	৩১৩৫	ত্রয্যারুণ	সুচন্দ্র	হর্য্যঙ্গ	×
১১৬	৩১০০	সত্যব্রত	ধূম্রাশ্ব	ভদ্ররথ	×
১১৭	৩০৬৪	হরিশ্চন্দ্র	সৃঞ্জয়	বৃহৎকর্ম্মা	×
১১৮	৩০২৮	রোহিতাশ্ব	সহদেব	বৃহদ্ভানু	×
১১৯	২৯৯২	হরিত	কৃশাশ্ব	বৃহন্মনা	×
১২০	২৯৫৮	চঞ্চু	সোমদত্ত	জয়দ্রথ	×
১২১	২৯৩৩	বিজয়	জনমেজয়	দৃঢ়রথ	×
১২২	২৯০৯	রুরুক	সুমতি	×	×
১২৩	২৮৮৫	বৃক	—০—	×	×
১২৪	২৮৬১	বাহু		×	×
১২৫	২৮৩৮	সগর		×	×
১২৬	২৮১৪	অসমঞ্জস		×	×
১২৭	২৭৯০	অংশুমান		×	×
১২৮	২৭৬৬	দিলীপ		×	×
১২৯	২৭৪২	ভগীরথ		×	×
১৩০	২৭১৯	শ্রুত		×	×
১৩১	২৬৯৫	নাভাগ ¦ দা		×	×
১৩২	২৬৭১	অম্বরীষ		×	×
১৩৩	২৬৪৭	সিন্ধুদ্বীপ		×	×
১৩৪	২৬২৩	অযুতাশ্ব		×	×
১৩৫	২৬০০	ঋতুপর্ণ ¦ দা		×	×
১৩৬	২৫৭৬	সর্ব্বকাম		×	×
১৩৭	২৫৫২	সুদাস		×	×

৭২। সমপর্যায় বিভিন্নবংশীয় প্রাচীন রাজগণ (অনুবৃত্তি)

যদু	হৈহয়	অমাবসু	জনক	কাল খ্রী-পূ	পর্যায় সংখ্যা
×	হৈহয়	সুজহ্নু	×	৩২৪৩	১১২
×	ধর্মনেত্র	অজক	×	৩২০৭	১১৩
×	কুন্তী	বলাকাশ্ব	×	৩১৭১	১১৪
×	সাহাঞ্জি	কুশ	×	৩১৩৫	১১৫
×	মহিষ্মান	কুশাশ্ব ।- পৌরকুৎসা	×	৩১০০	১১৬
×	ভদ্রশেণ্য	গাধি	×	৩০৬৪	১১৭
×	দুর্দম	সত্যবতী + ঋচীক ॥ বিশ্বামিত্র	×	৩০২৮	১১৮
×	ধনক	জমদগ্নি + রেণুকা ॥ শুনঃশেফ	×	২৯৯২	১১৯
×	কৃতবীর্য	(৯) পরশুরাম	×	২৯৫৮	১২০
×	(৯) অর্জুন		×	২৯৩৩	১২১
×			×	২৯০৯	১২২
×			×	২৮৮৫	১২৩
×			×	২৮৬১	১২৪
×			×	২৮৩৮	১২৫
×			×	২৮১৪	১২৬
×			×	২৭৯০	১২৭
×			×	২৭৬৬	১২৮
×			×	২৭৪২	১২৯
×			জনক	২৭১৯	১৩০
×			উদাবসু	২৬৯৫	১৩১
×			নন্দিবর্দ্ধন	২৬৭১	১৩২
×			সুকেতু	২৬৪৭	১৩৩
×			দেবরাত	২৬২৩	১৩৪
ক্রো[illegible]			বৃহদুক্থ	২৬০০	১৩৫
[illegible]মীবান			মহাবীর্য্য	২৫৭৬	১৩৬
[illegible]াহি			সত্যধৃতি	২৫৫২	১৩৭

৭২। সমপর্যায় বিভিন্নবংশীয় প্রাচীন রাজগণ (অনুবৃত্তি)

পর্যায় সংখ্যা	কাল খ্রী-পূ	ইক্ষ্বাকু	নাভাগ	অনু	পুরু	নীপ
১৩৮	২৫২৮	মিত্রসহ		×	×	
১৩৯	২৫০৪	অশ্মক		×	×	
১৪০	২৪৮১	উরুকাম		×	×	
১৪১	২৪৫৮	মূলক		×	×	
১৪২	২৪২৫	দশরথ		×	×	
১৪৩	২৩৯১	ইলিবিল		×	×	
১৪৪	২৩৫৮	কৃতশর্ম্মা		×	×	
১৪৫	২৩২৫	বিশ্বসহ		×	(১১) অজমীঢ়	অজমীঢ়
১৪৬	২২৯২	দিলীপ		×	নীল	বৃহদিষু
১৪৭	২২৫৮	দীর্ঘবাহু		×	শান্তি	বৃহদ্ধনু
১৪৮	২২২৫	রঘু		×	সুশান্তি	বৃহৎকর্ম্মা
১৪৯	২১৯২	অজ		×	পুরুজানু	জয়দ্রথ
১৫০	২১৫৮	(৭) দশরথ		×	চক্ষু	বিশ্বজিৎ
১৫১	২১২৪	রাম		×	হর্য্যাশ্ব	সেনজিৎ
১৫২	২১০০	কুশ		×	মুদ্গল	রুচিরাশ্ব
১৫৩	২০৭৭	অতিথি		×	বধ্যশ্ব	পৃথুসেন
১৫৪	২০৫৩	নিষধ		×	ইন্দ্রসেন	পার
১৫৫	২০৩০	নল		×	বৃদ্ধশ্ব	নীপ
১৫৬	২০০৬	নভ		×	দিবোদাস	সমর
১৫৭	১৯৮২	পুণ্ডরীক		×	মিত্রয়ু	পার
১৫৮	১৯৫৯	ক্ষেমধন্বা		×	চ্যবন	পৃথু
১৫৯	১৯৩৫	দেবানীক		×	সুদাস	সুকৃতি
১৬০	১৯১১	অহীনগু		×	সহদেব	বিভ্রাজ
১৬১	১৮৮৮	পারিপাত্র	‡ দা	×	(১১) সোমক	অনুহ
১৬২	১৮৬৪	দল		×	ঋক্ষ	ব্রহ্মদত্ত
১৬৩	১৮৪১	ছল		×	(১১) সংবরণ	বিষ্বক্‌সেন

৭২। সমপর্যায় বিভিন্নবংশীয় প্রাচীন রাজগণ (অনুবৃত্তি)

যদু	অন্ধক	বৃষ্ণি	জনক	কাল খ্রী-পূ	পর্যায় সংখ্যা
রুষদ্রু			ধৃষ্টকেতু	২৫২৮	১৩৮
চিত্ররথ			হর্য্যশ্ব	২৫০৪	১৩৯
(১০) শশবিন্দু			মরু	২৪৮১	১৪০
পৃথুশ্রবা			প্রতিবন্ধক	২৪৫৮	১৪১
তম			কৃতরথ	২৪২৫	১৪২
উশনা			কৃতি	২৩৯১	১৪৩
শিতেয়ু			বিবুধ	২৩৫৮	১৪৪
রুক্মকবচ			মহাধৃতি	২৩২৫	১৪৫
পরাবৃৎ			কৃতিরাত	২২৯২	১৪৬
জ্যামঘ			মহারোমা	২২৫৮	১৪৭
বিদর্ভ			সুবর্ণরোমা	২২২৫	১৪৮
ক্রথ, (৭) রোমপাদ			হ্রস্বরোমা	২১৯২	১৪৯
কুন্তী			সীরধ্বজ	২১৫৮	১৫০
বৃষ্ণি			ভানুমান	২১২৪	১৫১
দশার্হ			শতদ্যুম্ন	২১০০	১৫২
ব্যোমা			শুচি	২০৭৭	১৫৩
জীমূত			উর্দ্ধবহ	২০৫৩	১৫৪
বংশকৃতি			সত্ত্বরধ্বজ	২০৩০	১৫৫
ভীমরথ			কুনি	২০০৬	১৫৬
নবরথ			অঞ্জন	১৯৮২	১৫৭
দশরথ			ঋতুজিৎ	১৯৫৯	১৫৮
শকুনি			অরিষ্টনেমি	১৯৩৫	১৫৯
করম্ভি			শ্রুতায়ু	১৯১২	১৬০
দেবরাত			সূর্য্যাশ্ব	১৮৮৮	১৬১
দেবক্ষত্র			সঞ্জয়	১৮৬৪	১৬২
মধু			ক্ষেমারি	১৮৪১	১৬৩

৭২। সমপর্যায় বিভিন্নবংশীয় প্রাচীন রাজগণ (অনুবৃত্তি)

পর্যায় সংখ্যা	কাল খ্রী-পূ	ইক্ষ্বাকু	নাভাগ	অঙ্গ	পুরু	নীপ
১৬৪	১৮১৭	উক্থ		×	(১২) কুরু	উদক্‌সেন
১৬৫	১৭৯৪	বজ্রনাভ		×	(১৩) জহ্নু, পরীক্ষিৎ,	ভল্লাট জনমেজয়
১৬৬	১৭৭০	শঙ্খনাভ		×	সুরথ	দ্বিসীঢ়
১৬৭	১৭৪৬	ব্যুশিতাশ্ব		×	বিদূরথ	যবীনর
১৬৮	১৭২৩	বিশ্বসহ		×	সার্ব্বভৌম	ধৃতিমান
১৬৯	১৬৯৯	হিরণ্যনাভ		×	জয়সেন	সত্যধৃতি
১৭০	১৬৭৬	পুষ্য		×	আরাবি	দৃঢ়নেমি
১৭১	১৬৫২	ধ্রুবসন্ধি		×	অযুতায়ু	সুবর্ম্মা
১৭২	১৬২৮	সুদর্শন		×	অক্রোধন	সার্ব্বভৌম
১৭৩	১৬০৫	অগ্নিবর্ণ		×	দেবাতিথি	মহাপৌরব
১৭৪	১৫৮১	শীঘ্র		×	ঋক্ষ	রুক্সরথ
১৭৫	১৫৫৮	মরু		×	ভীমসেন	সুপার্শ্ব
১৭৬	১৫৩৪	প্রসুশ্রুত		বিজয়	দিলীপ	সুমতি
১৭৭	১৫১০	সুসন্ধি		ধৃতি	প্রতীপ	সন্নতিমান
১৭৮	১৪৮৭	অমর্ষ		ধৃতব্রত	শান্তনু	সুমতি
১৭৯	১৪৬৩	মহস্বান		সত্যকর্ম্মা	বিচিত্রবীর্য্য	(১৭) কৃত
১৮০	১৪৪০	বিশ্রুতবান		(১৫) অধিরথ	পাণ্ডু	উগ্রায়ুধ
১৮১	১৪১৬	বৃহদ্বল		কর্ণ	অর্জ্জুন	ক্ষেম্য
১৮২	১৩৯৬	বৃহৎক্ষণ † দা			অভিমন্যু	সুবীর
১৮৩	১৩৭৬	উরুক্ষেপ			পরিক্ষিৎ	নৃপঞ্জয়
১৮৪	১৩৫৬	বৎস			জনমেজয়	বহুরথ
১৮৫	১৩৩০	বৎসব্যূহ			শতানীক	—০—
১৮৬	১৩০৪	প্রতিব্যোম			অশ্বমেধদত্ত	
১৮৭	১২৭৭	দিবাকর			অধিসীমকৃষ্ণ	
১৮৮	১২৫১	সহদেব † দা			নিচক্ষু	

৭২। সমপর্যায় বিভিন্নবংশীয় প্রাচীন রাজগণ (অনুবৃত্তি)

বৃহদ্রথ	যদু	অন্ধক	বৃষ্ণি	জনক	কাল খ্রী-পূ	পর্যায় সংখ্যা
কুরু	অনবরত			অনেনা	১৮১৭	১৬৪
সুধন্বা	কুরুবৎস			মীনরথ	১৭৯৪	১৬৫
সুহোত্র	অনুরথ			সত্যরথ	১৭৭০	১৬৬
চ্যবন	পুরুহোত্র			সাত্যরথী	১৭৪৬	১৬৭
কৃতক	অংশ			উপগু	১৭২৩	১৬৮
উপরিচর বসু	সত্বত		সত্বত	শ্রুত	১৬৯৯	১৬৯
(১৪) বৃহদ্রথ	অন্ধক	অন্ধক	বৃষ্ণি	শাশ্বত	১৬৭৬	১৭০
কুশাগ্র	কুকুর	ভজমান	সুমিত্র	সুধন্বা	১৬৫২	১৭১
বৃষভ	ধৃষ্ট	বিদূরথ	অনমিত্র	সুভাষ	১৬২৮	১৭২
পুষ্পবাণ	কপোতরোমা	শূর	×	সুশ্রুত	১৬০৫	১৭৩
সত্যধৃতি	বিলোমা	শমী	×	জয়	১৫৮১	১৭৪
ধনুষ	ভব	প্রতিক্ষত্র	×	বিজয়	১৫৫৮	১৭৫
ঊর্জ্জ	অভিজিত	স্বয়ম্ভোজ	×	ঋত	১৫৩৪	১৭৬
সম্ভব	পুনর্বসু	হৃদিক	×	সুনয়	১৫১০	১৭৭
(১৪) বৃহদ্রথ	আহুক	কৃতবর্ম্মা	পৃশ্নি	বীতহব্য	১৪৮৭	১৭৮
সহদেব	দেবক	দেবমীঢ়ুষ	শ্বফল্ক	সঞ্জয়	১৪৬৩	১৭৯
সোমাপি | দা	দেবকী	শূর	অক্রূর	ক্ষেমাশ্ব	১৪৪০	১৮০
শ্রুতশ্রবা	কৃষ্ণ	বসুদেব, পৃথা	দেববান	ধৃতি	১৪১৬	১৮১
অযুতায়ু	প্রদ্যুম্ন	(১৬) কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির		বহুলাশ্ব	১৩৯৬	১৮২
নিরমিত্র	অনিরুদ্ধ			(১৭) কৃতি	১৩৭৬	১৮৩
সুক্ষত্র	বজ্র			—০—	১৩৫৬	১৮৪
বৃহৎকর্ম্মা	প্রতিবাহু				১৩৩০	১৮৫
সেনজিৎ	সুচারু				১৩০৪	১৮৬
শ্রুতঞ্জয়					১২৭৭	১৮৭
বিপ্র					১২৫১	১৮৮

৭২। সমপর্যায় বিভিন্নবংশীয় প্রাচীন রাজগণ (অনুবৃত্তি)

পর্যায় সংখ্যা	কাল খ্রী-পূ	ইক্ষ্বাকু	নাভাগ	অনু	পুরু
১৮৯	১২২৫	বৃহদশ্ব + দা			উক্ষ
১৯০	১১৯৮	ভানুরথ			চিত্ররথ
১৯১	১১৭২	সুপ্রতীক			শুচিরথ
১৯২	১১৪৬	মরুদেব			বৃষ্ণিমান
১৯৩	১১১৯	সুনক্ষত্র			সুষেণ
১৯৪	১০৯৩	কিন্নর			সুনীথ
১৯৫	১০৬৭	অন্তরিক্ষ			রুচ
১৯৬	১০৪১	সুবর্ণ			নৃচক্ষ
১৯৭	১০১৩	অমিত্রজিৎ			সুখীবল
১৯৮	৯৮৬	বৃহদ্রাজ			পরিপ্লব
১৯৯	৯৬০	ধর্মী			সুনয়
২০০	৯৩৩	(১৮) কৃতঞ্জয়			মেধাবী
২০১	৯০৭	রণঞ্জয়			নৃপঞ্জয়
২০২	৮৮১	সঞ্জয়			মৃদু
২০৩	৮৫৮	শাক্য			তিগ্ম
২০৪	৮৩৪	শুদ্ধোদন			বৃহদ্রথ
২০৫	৭৮৪	রাহুল			বসুদান
২০৬	৭৫৩	প্রসেনজিৎ			শতানীক
২০৭	৭৩৩	ক্ষুদ্রক			উদয়ন
২০৮	৬৯৩	কুণ্ডক			অহীনর
২০৯	৬৫৭	সুরথ			খণ্ডপাণি
২১০	৬৩৭	সুমিত্র			নিরমিত্র
২১১	৬১২	—০—			ক্ষেমক
					—০—

৭২। সমপর্যায় বিভিন্নবংশীয় প্রাচীন রাজগণ (অনুবৃত্তি)

বৃহদ্রথ	যদু	অন্ধক	বৃষ্ণি	জনক	কাল খ্রী-পূ	পর্যায় সংখ্যা
শুচি					১২২৫	১৮৯
ক্ষেম্য					১১৯৮	১৯০
সুব্রত					১১৭২	১৯১
ধর্ম					১১৪৬	১৯২
নিবৃতি					১১১৯	১৯৩
সুশ্রম					১০৯৩	১৯৪
দৃঢ়সেন					১০৬৭	১৯৫
সুমতি					১০৪১	১৯৬
সুবল					১০১৩	১৯৭
সুনীতি					৯৮৬	১৯৮
(১৮) সত্যজিৎ					৯৬০	১৯৯
বিশ্বজিৎ					৯৩৩	২০০
রিপুঞ্জয়					৯০৭	২০১
—০—					৮৮১	২০২
					৮৫৮	২০৩
					৮৩৪	২০৪
					৭৮৪	২০৫
					৭৫৩	২০৬
					৭৩৩	২০৭
					৬৯৩	২০৮
					৬৫৭	২০৯
					৬৩৭	২১০
					৬১২	২১১

সমপর্যায় বিভিন্নবংশীয় প্রাচীন রাজগণ—পাদটীকা

(১) এই নাভাগ নেদিষ্ঠপুত্র কি বৈবস্বতপুত্র সন্দেহ আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে নাভাগকে দিষ্টপুত্র বলা হইয়াছে এবং কি করিয়া তাঁহার বৈশ্যত্ব হইল তাহার বিবরণ আছে॥ মার্ক। ১১৩ অধ্যায়॥ (২) নিমি সহস্র বৎসর বিদেহ অর্থাৎ দেহহীন অবস্থায় ছিলেন॥ বি। ৫। ১-৭॥ নিমির পর ৪০ পুরুষ ছেদ আছে। (৩) বি। ৪।১০।৫ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে যদুসন্তানগণ রাজা হইবেন না। পরবর্তী কালে ক্রোষ্টু নিজকে যদুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন মনে হয়। যদুর পরে ৫১ পুরুষ ছেদ। আবার সহস্রজিৎকে যদুর পুত্র বলা হইয়াছে, তৎপুত্র হৈহয়। এই হৈহয় হইতে হৈহয় বংশের উৎপত্তি। হৈহয়গণকে মূল যদুবংশীয় বলা হয় নাই। মূল যদু ও নিমিবংশে প্রায় সহস্র বৎসরের কোন ইতিবৃত্ত নাই। (৪) তুর্বসু বংশে অগ্নি করন্ধম ও মরুত্ত আছেন। (৫) বলি সাবর্ণিক মন্বন্তরে। ইঁহার কাল আনুমানিক ৩৪৫৭ খ্রী-পূ। ইনি বিরোচনপুত্র অসুর বলির অবতার বলিয়া কথিত। মার্কণ্ডেয় মতে ১০১ অবীক্ষিত ১০৫ বলির জামাতা। ১২০। ১৬॥ (৬) রন্তিনার কন্যা গৌরী মান্ধাতার জননী। (৭) অনুবংশের ১১১ সংখ্যক রাজার নাম রোমপাদ দশরথ, যদুবংশের ১৪৯ সংখ্যক একজন রোমপাদ ও ইক্ষ্বাকুবংশের ১৫০ সংখ্যক দশরথ ইঁহারা সকলেই দশরথ নামে পরিচিত হওয়ায় একের সহিত অপরের গোলমাল হইয়াছে। ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথ ও যদুবংশীয় রোমপাদ সমসাময়িক। অনুবংশীয় দশরথের কন্যা ভ্রমক্রমে রামের ভগ্নী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এই কন্যার নাম শান্তা। ইঁহাকে যদুবংশীয় রোমপাদের পালিতকন্যাও বলা হইয়াছে। শান্তার স্বামী ঋষ্যশৃঙ্গ॥ বি।৪।১৮।৩ ও বা।৯৯।১০৩, ১০৪॥ (৮) ভবমন্যু ভরদ্বাজের ঔরসজাত ভরতের ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া মনে হয়। ভরতের মৃত্যুর পর বালক ভবমন্যুর অভিভাবকরূপে ভরদ্বাজ কিছু কাল রাজ্য পরিচালনা করেন। (৯) হরিশ্চন্দ্র, বিশ্বামিত্র ও শুনঃশেফ সমসাময়িক॥ বায়ু।৯১।৯৪॥ বিশ্বামিত্র ও সত্যবতী সমকালীন। সত্যবতীর পুত্র জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরাম। পরশুরাম ও হৈহয় কার্তবীর্যার্জুন সমকালীন। কার্তবীর্যার্জুন পরশুরাম কর্তৃক নিহত হন। পরশুরাম ১৯শ যুগে। উনবিংশ যুগকাল ২৯৫৮ খ্রী-পূ হইতে ২৭৯১ খ্রী-পূ। সগরও ১৯শ যুগে। পুরাণে অমাবসুকে পুরুরবার পুত্র এবং সহস্রজিৎকে যদুর পুত্র বলা হইয়াছে কিন্তু মৎস্য ২৪।৫০-৩৩ শ্লোকে দেখা যায় পুরুরবার পর বংশচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। যদুপুত্রেরাও কেহ রাজ্যলাভ করেন নাই। সহস্রজিৎ মূল যদুবংশীয় নহেন বলিয়াই মনে হয়। ৭২ প্রকরণের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। মূলক ত্রেতাদ্বাপর সন্ধিতে অর্থাৎ ২১শ যুগের শেষ ভাগে। ২১শ যুগকাল ২৬২৪ খ্রী-পূ হইতে ২৪৫১ খ্রী-পূ। ত্রেতাদ্বাপর সন্ধিকাল ২৪৫৮ খ্রী-পূ। জমদগ্নি প্রসেনজিৎ নৃপতির কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন॥ মহাভারত। বন। ১১৬॥ বিষ্ণুমতে জমদগ্নি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন॥ ৪।৭।১৬॥ রেণু ঐক্ষ্বাকব নৃপতি প্রসেনজিতের অপর নাম। প্রসেনজিতের পর্যায়সংখ্যা ১০৪ ধরিলে গণনায় পরশুরাম ১৯শ যুগে পড়েন না। অতএব রেণুকার পিতা রেণু বা প্রসেনজিৎ মূল ইক্ষ্বাকুবংশীয় ১০৪ পর্যায়ের প্রসেনজিৎ নহেন। বায়ুমতে রেণুকা ঐক্ষ্বাকব সুবেণুর কন্যা। (১০) শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীকে মান্ধাতার পত্নী বলা হইয়াছে। এই শশবিন্দু মান্ধাতার শ্বশুর হইলে ইঁহার পর্যায় ১০৫ হওয়া উচিত এবং ইহার পর পুনরায় পর্যায়চ্ছেদ ঘটিয়াছিল মানিতে হইবে নচেৎ কৃষ্ণ প্রভৃতির কাল মিলিবে না। হয়ত অপর

সমপর্যায় বিভিন্নবংশীয় প্রাচীন রাজগণ—পাদটীকা (অনুবৃত্তি)

কোন শশবিন্দুকন্যাকে মান্ধাতা বিবাহ করিয়াছিলেন। (১১) অজমীঢ়ের পূর্বে প্রায় ৩০ পুরুষ ছেদ আছে। অজমীঢ়পত্নী বহুকাল তপস্যা করিয়া পুত্রলাভ করেন। কোনও পুরাণমতে এই কাল শত বৎসর, কোন মতে অযুত বৎসর। মহাভারতে আছে অজমীঢ়পুত্র ঋক্ষের কালে সহস্র বৎসরের জন্য পুরুবংশীয়গণ রাজ্যচ্যুত হন। পরে ঋক্ষপুত্র সংবরণ পুনরায় রাজ্য অধিকার করেন। মহাভারতে ঋক্ষ সম্বন্ধে গোল আছে। নীপবংশ দেখিলে বুঝা যাইবে অজমীঢ়ের পূর্বেই রাজ্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল, সংবরণের কালে নহে। ১৬১ সোমকের অপর নাম অজমীঢ় ছিল মনে হয়। (১২) এবং (১৩) পুরুবংশবিচারের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। (১৪) বৃহদ্রথবংশে দুই জন বৃহদ্রথ ১৭০ ও ১৭৮। দ্বিতীয় বৃহদ্রথের অপর নাম জরাসন্ধ। (১৫) কর্ণের পালক পিতা অধিরথ সূত। অধিরথের পূর্বপুরুষ বিজয় অনুবংশীয় ১১৮ বৃহদ্ভানুর দ্বিতীয়া পত্নী সত্যার সন্তানের বংশধর। সত্যার বংশে অনেক পুরুষ ছেদ আছে। সত্যাবংশজাত অধিরথকে সূত বলা হইয়াছে। (১৬) অন্ধক বংশের তালিকায় কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরে পর্যায়সংখ্যা ১৮২ কিন্তু যদু ও পুরুবংশে তাঁহাদের পর্যায়সংখ্যা ১৮১। বিভিন্ন বংশ হিসাবে মাতৃ ও পিতৃকুলের আয়ুষ্কালের তারতম্যে একই ব্যক্তির পর্যায়সংখ্যা সামান্য ইতর বিশেষ হয়। (১৭) কৃতকে হিরণ্যনাভশিষ্য বলা হইয়াছে, হিরণ্যনাভ কোশলদেশীয়, ইনি ঐক্ষ্বাকব ১৬৯ হিরণ্যনাভ হইতে পারেন না। ব্যাসশিষ্য জৈমিনি, তৎশিষ্য সুকর্মা ও তৎশিষ্য হিরণ্যনাভ। ব্যাসের পর্যায় ১৭৯, কৃতেরও ১৭৯। পর্যায়সংখ্যা এক অথচ গুরুশিষ্য হিসাবে তিন পুরুষ ব্যবধান একেবারে অসম্ভব না হইলেও সন্দেহজনক। জনকবংশীয় ১৮৩ কৃতিরও হিরণ্যনাভশিষ্য হওয়া সম্ভবপর; ভাগবতে কৃতের নাম কৃতী। (১৮) ৯৫৮ খ্রী-পূর্বে কলিযুগ শেষ হইয়াছে ও তৎপরে দ্বিতীয় কল্পের কৃতযুগ আরম্ভ হইয়াছে। কৃতঞ্জয়, মেধাবী ও সত্যজিৎ এই কালের রাজা। কৃত বা সত্যযুগের আরম্ভে কৃতঞ্জয় ও সত্যজিৎ নাম লক্ষ্যণীয়।

৭৩। সমকালীন অর্বাচীন রাজগণ

। ১৬৩।

পর্যায় সংখ্যা	রাজ সংখ্যা	ইক্ষ্বাকুবংশ	রাজ সংখ্যা	বৃহদ্রথবংশ	রাজ সংখ্যা	প্রদ্যোত ও শিশুনাকবংশ	রাজ সংখ্যা	পুরুবংশ	পৌরব কাল
১৭৯		মহস্বান	১০	সহদেব † দা					খ্রী-পূ
১৮০		বিশ্রুতবান	১১	সোমাপি					
১৮১	১	বৃহদ্বল † দা	১২	শ্রুতশ্রবা			১	যুধিষ্ঠির	
১৮২	২	বৃহৎক্ষণ	১৩	অযুতায়ু			২	অভিমন্যু	১৪১৫
১৮৩	৩	গুরুক্ষেপ	১৪	নিরমিত্র			৩	(১)পরিক্ষিৎ	১৩৮০
১৮৪	৪	বৎস	১৫	সুক্ষত্র			৪	জনমেজয়	১৩৫৬
১৮৫	৫	বৎসব্যূহ	১৬	বৃহৎকর্ম্মা			৫	শতানীক	১৩৩[illegible]
১৮৬	৬	প্রতিব্যোম	১৭	সেনজিৎ			৬	অশ্বমেধদত্ত	১৩[illegible]
১৮৭	৭	দিবাকর	১৮	শ্রুতঞ্জয়			৭	অধিসীমকৃষ্ণ	১২৭[illegible]
১৮৮	৮	সহদেব † দা	১৯	বিপ্র			৮	নিচক্ষু	১২৫১
১৮৯	৯	বৃহদশ্ব	২০	শুচি			৯	উষ্ণ	১২২[illegible]
১৯০	১০	ভানুরথ	২১	ক্ষেম্য			১০	চিত্ররথ	১১৯৮
১৯১	১১	সুপ্রতীক	২২	সুব্রত			১১	শুচিরথ	১১৭[illegible]
১৯২	১২	মরুদেব	২৩	ধর্ম্ম			১২	বৃষ্ণিমান	১১৪৬
১৯৩	১৩	সুনক্ষত্র	২৪	নির্বৃতি			১৩	সুষেণ	১১১৯
১৯৪	১৪	কিন্নর	২৫	সুশ্রম			১৪	সুনীথ	১০৯[illegible]
১৯৫	১৫	অন্তরীক্ষ	২৬	দৃঢ়সেন			১৫	রুচ	১০৬৭
১৯৬	১৬	সুবর্ণ	২৭	সুমতি			১৬	নৃচক্ষ	১০৪[illegible]
১৯৭	১৭	অমিত্রজিৎ	২৮	সুবল			১৭	সুখীবল	১০১[illegible]
১৯৮	১৮	বৃহদ্রাজ	২৯	সুনীত			১৮	পরিপ্লব	৯৮[illegible]
১৯৯	১৯	ধর্ম্মী	৩০	সত্যজিৎ			১৯	সুনয়	৯৬০
২০০	২০	কৃতঞ্জয়	৩১	বিশ্বজিৎ			২০	মেধাবী	৯৩[illegible]
২০১	২১	রণঞ্জয়	৩২	রিপুঞ্জয়			২১	নৃপঞ্জয়	৯০৭
২০২	২২	সঞ্জয়			১	প্রদ্যোত	২২	মৃদু	৮৮[illegible]

(১) পরিক্ষিতের ৬০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়॥ মভা। আদি। ৪৯॥

৭৩। সমকালীন অর্বাচীন রাজগণ (অনুবৃত্তি)

পর্যায় সংখ্যা	রাজ সংখ্যা	ইক্ষ্বাকুবংশ	রাজ সংখ্যা	প্রদ্যোত ও শিশুনাকবংশ	রাজ সংখ্যা	পুরুবংশ	পৌরবকাল খ্রী-পূ
২০৩	২৩	শাক্য	২	পালক	২৩	তিগ্ম	৮৫৮
২০৪	২৪	শুদ্ধোদন	৩	বিশাখযূপ	২৪	বৃহদ্রথ	৮৩৪
২০৫	২৫	রাতুল	৪	জনক	২৫	বসুদান	৭৮৪
২০৬	২৬	প্রসেনজিৎ	৫	নন্দিবর্ধন	২৬	শতানীক	৭৫৩
২০৭	২৭	ক্ষুদ্রক	১	শিশুনাক	২৭	উদয়ন	৭৩৩
২০৮	২৮	কুণ্ডক	২	কাকবর্ণ	২৮	অহীনর	৬৯৩
২০৯	২৯	সুরথ	৩	ক্ষেমধন্বা	২৯	খণ্ডপাণি	৬৫৭
২১০	৩০	সুমিত্র	৪	ক্ষত্রৌজা	৩০	নিরমিত্র	৬৩৭
২১১			৫	বিম্বিসার	৩১	ক্ষেমক	৬১২

৭৪। মগধে অর্বাচীন রাজপরম্পরা

। ১৬৭ ।

পর্যায় সংখ্যা	রাজ সংখ্যা	নাম	ব্যষ্টি রাজ্যকাল বৎসর	অব্দনির্দেশ	সমষ্টি রাজ্যকাল বৎসর
		(১) প্রদ্যোতবংশ		খ্রী-পূ	
		প্রদ্যোতপিতা মুনিক	১০	৮৮১	১০
২০২	১	প্রদ্যোত	২৩	৮৭১	
২০৩	২	পালক	২৪	৮৪৮	
২০৪	৩	বিশাখযূপ	৫০	৮২৪	১৩৮
২০৫	৪	জনক	২১	৭৭৪	
২০৬	৫	নন্দিবর্দ্ধন	২০	৭৫৩	
				৭৩৩	
		(২) শিশুনাকবংশ	৩০		
২০৭	১	শিশুনাক	৪০	৭৩৩	
২০৮	২	কাকবর্ণ	৩৬	৬৯৩	
২০৯	৩	ক্ষেমধর্ম্মা	২০	৬৫৭	
২১০	৪	ক্ষত্রৌজা	২৫	৬৩৭	
২১১	৫	বিম্বিসার	৪০	৬১২	
২১২	৬	অজাতশত্রু	২৮	৫৭২	৩৩২
২১৩	৭	দর্ভক	২৫	৫৪৪	
২১৪	৮	উদয়াশ্ব	৩৩	৫১৯	
২১৫	৯	নন্দিবর্দ্ধন	৪২	৪৮৬	
২১৬	১০	মহানন্দি	৪১	৪৪৪	
		,, -রাজপ্রতিভূ নন্দ	২	৪০৩	
				৪০১	

(১) মুনিক নিজ বালকপুত্র প্রদ্যোতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজপ্রতিভূরূপে দশ বৎসর রাজ্যচালনা করেন। মৎস্য প্রদ্যোতকে বালক বলিয়াছেন। "অষ্টাত্রিংশচ্ছতং ভাব্যাঃ প্রদ্যোতাঃ পঞ্চ তে সুতাঃ" ॥ বা।৯৯।৩১৪

(২) বারাণসীতে ৩০ বৎসর রাজ্য করিয়া শিশুনাকবংশ মগধরাজ্য অধিকার করে। পূর্ববর্তী প্রদ্যোতবংশীয় রাজাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "হত্বা তেষাং যশঃ কৃৎস্নং শিশুনাকো ভবিষ্যতি। বারাণস্যাং

৭৪। মগধে অর্বাচীন রাজপরম্পরা (অনুবৃত্তি)

পর্যায় সংখ্যা	রাজ সংখ্যা	নাম	ব্যষ্টি রাজ্যকাল বৎসর	অব্দনির্দেশ খ্রী-পূ	সমষ্টি রাজ্যকাল বৎসর
		(৩) নন্দবংশ		৪০৩	
২১৭	১	মহাপদ্ম নন্দ	২৮	৪০১	
২১৮	২	নন্দ দায়াদ		৩৭৩	
২১৯	৩	" "			
২২০	৪	" "			
২২১	৫	" "	৫৮		৮৬
২২২	৬	" "			
২২৩	৭	" "			
২২৪	৮	" "			
২২৫	৯	" "			
				৩১৫	
		সামন্ত নন্দবংশীয়গণ	১২	৩০৩	

সংশুস্য সম্প্রাপ্স্যতি গিরিব্রজম্" ॥ বা ।৯৯।৩১৫॥ শিশুনাকগণের সমগ্র রাজ্যকাল ৩৩২ + ৩০ = ৩৬২ বৎসর বলা হইয়াছে। মৎস্যমতে শিশুনাক ১২ জন। হয়ত ২ জন বারাণসীতে রাজ্য করেন ও বাকী ১০ জন মগধে। ব্যষ্টিরাজ্যকালপরম্পরা বায়ুমতে ও রাজপরম্পরা বিষ্ণুমতে তালিকাবদ্ধ করা হইয়াছে। বায়ুমতে ২০৯ ক্ষেমধর্মার পরই অজাতশত্রু।

(৩) নন্দ ২ বৎসর মহানন্দীর নামে রাজ্য চালাইয়াছিলেন। ৪০১ খ্রী-পূর্বে তাঁহার রাজ্যাভিষেক। নন্দবংশীয়গণ মগধের সিংহাসনে ৮৬ বৎসরকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার সহিত নন্দের প্রতিভূকাল ২ বৎসর যোগ করিলে ৮৮ বৎসর হয়। মৎস্যে ৮৮ বৎসরই কথিত আছে। চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খ্রী-পূর্বাব্দে মগধসিংহাসন অধিকার করিলেও সামন্তনন্দগণকে উচ্ছেদ করিতে তাঁহার আরও ১২ বৎসর লাগিয়াছিল ॥ মৎস্য ॥ এই ১২ বৎসর যোগ করিলে নন্দবংশীয়গণের মোট রাজ্যকাল ৮৮ + ১২ = ১০০ বৎসর হয়।

৭৪। মগধে অর্বাচীন রাজপরম্পরা (অনুবৃত্তি)

পর্যায় সংখ্যা	রাজ সংখ্যা	নাম	ব্যষ্টি রাজ্যকাল বৎসর	অব্দনির্দেশ খ্রী-পূ	সমষ্টি রাজ্যকাল বৎসর
		(৪) মৌর্যবংশ	৫	৩২০	
২২৬	১	চন্দ্রগুপ্ত	১৯	৩১৫	
২২৭	২	বিন্দুসার	২৫	২৯৬	
২২৮	৩	* অশোকবর্দ্ধন	৩৬	২৭১	
২২৯	৪	সুযশা	৮	২৩৫	
২৩০	৫	দশরথ	৮	২২৭	১৩৭
২৩১	৬	সঙ্গত	৯	২১৯	
২৩২	৭	শালিশুক	১০	২১০	
২৩৩	৮	সোমশর্ম্মা	৭	২০০	
২৩৪	৯	শতধন্বা	৮	১৯৩	
২৩৫	১০	বৃহদ্রথ	৭	১৮৫	
				১৭৮	
		(৫) শুঙ্গবংশ			
২৩৫	১	পুষ্পমিত্র	৩৬	১৭৮	
২৩৬	২	অগ্নিমিত্র	৮	১৪২	১১২
২৩৭	৩	সুজ্যেষ্ঠ	৭	১৩৪	

(৪) মগধে আসিবার পূর্বে চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবে ৫ বৎসর রাজত্ব করেন; ৩২০ খ্রী-পূ হইতে ৩১৫ খ্রী-পূ। ৩১৫ খ্রী-পূর্বাব্দে তিনি মগধ অধিকার করেন। মৌর্যদিগের পূর্ণ রাজত্বকাল ১৪২ বৎসর কিন্তু মগধে রাজ্যকাল ১৩৭ বৎসর। অশোকরাজত্বকাল কোন কোন বায়ুপুঁথিমতে ২৬ বৎসর। অপর বায়ুপুঁথিমতে ও মৎস্যমতে ৩৬ বৎসর ॥ ম।২৭২।২৩ ॥ ২৩১ সঙ্গত বায়ুতে নাই। মৎস্যমতে ইঁহার নাম সপ্ততি, রাজ্যকাল ৯ বৎসর ॥ ম।২৭২।২৪

(৫) পুষ্পমিত্র নিজ প্রভুকে হত্যা করিয়া পুত্রের নামে রাজ্য করেন। এ জন্য ইঁহার ও বৃহদ্রথের একই পর্যায়সংখ্যা ২৩৫ ধরা হইয়াছে। বায়ুমতে পুষ্পমিত্রের রাজ্যকাল ৬০ বৎসর; মৎস্যমতে ৩৬ বৎসর। ॥ ম।২৭২।২৬ ॥ পুষ্পমিত্র নিজে রাজ্য করেন নাই, পুত্র অগ্নিমিত্রের নামে রাজ্যচালনা করেন। "কারয়িষ্যতি বৈ রাজ্যম্" বলা হইয়াছে।

* 'Three of his inscriptions are known in these provinces on pillars at Allahabad and Benares, and on a rock at Kalsi in Dehradun. The last mentions by name the contemporary kings of Syria, Egypt, Macedonia, Cyrene and Epirus, and thus fixes the date of Asoka's coronation at 270 or 269 B.C.' Imperial Gazetteer of India United Provinces of Agra and Oudh. Vol. I. 1908.

৭৪। মগধে অর্বাচীন রাজপরম্পরা (অনুবৃত্তি)

পর্যায় সংখ্যা	রাজ সংখ্যা	নাম	ব্যষ্টি রাজ্যকাল বৎসর	অব্দনির্দেশ খ্রী-পূ	সমষ্টি রাজ্যকাল বৎসর
২৩৮	৪	বসুমিত্র	১০	১২৭	
২৩৯	৫	আদ্রক	২	১১৭	
২৪০	৬	পুলিন্দক	৩	১১৫	
২৪১	৭	ঘোষবসু	৩	১১২	১১২
২৪২	৮	বজ্রমিত্র	১	১০৯	
২৪৩	৯	ভাগবত	৩২	১০৮	
২৪৪	১০	দেবভূতি	১০	৭৬	
				৬৬	
		(৬) কণ্ববংশ			
২৪৪	১	বসুদেব	৯	৬৬	
২৪৫	২	ভূমিমিত্র	১৪	৫৭	
২৪৬	৩	নারায়ণ	১২	৪৩	৪৫
২৪৭	৪	সুশর্মা	১০	৩১	
				২১	
		(৭) অন্ধ্র বংশ			
২৪৭	১	শিপ্রক	২৩	২১ খ্রী-পূ	
২৪৮	২	কৃষ্ণ	১৮	২ খ্রীষ্টাব্দ	
২৪৯	৩	শ্রীমল্লকর্ণি	১৮	২০	৩২৮
২৫০	৪	পূর্ণোৎসঙ্গ	১৮	৩৮	
২৫১	৫	স্কন্দস্তম্ভ	১৮	৫৬	

(৬) বসুদেব দেবভূতিকে হত্যা করিয়া রাজ্যলাভ করেন। ভূমিমিত্রের রাজ্যকাল বায়ুমতে ২৪ বৎসর কিন্তু মৎস্যমতে ১৪ বৎসর॥ ম।২৭২।৩৩॥

(৭) শিপ্রক সুশর্মাকে হত্যা করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। এই তালিকা Radcliffe manuscript of মৎস্য quoted by Wilson, Vishnu Purana. Bk. IV. Chap. 24. Pages 199-201 ও বঙ্গবাসী বিষ্ণু, মৎস্য ও বায়ু মিলাইয়া প্রস্তুত করা হইল। ইহাতে ৩০ জন অন্ধ্র নৃপতির নাম ও রাজ্যকাল পাওয়া যাইবে।

৭৪। মগধে অর্বাচীন রাজপরম্পরা (অনুবৃত্তি)

পর্যায় সংখ্যা	রাজ সংখ্যা	নাম	ব্যষ্টি রাজ্যকাল বৎসর	অব্দনির্দেশ খ্রীষ্টাব্দ	সমষ্টিরাজ্যকাল বৎসর
২৫২	৬	শান্তকর্ণি	৫৬	৭৪	
২৫৩	৭	লম্বোদর	১৮	১৩০	
২৫৪	৮	আপীতক	১২	১৪৮	
২৫৫	৯	মেঘস্বাতি	১৮	১৬০	
২৫৬	১০	স্বাতি	১৮	১৭৮	
২৫৭	১১	স্কন্দস্বাতি	৭	১৯৬	৩২৮
২৫৮	১২	মৃগেন্দ্রস্বাতিকর্ণ	৩	২০৩	
২৫৯	১৩	কুন্তলস্বাতিকর্ণ	৮	২০৬	
২৬০	১৪	স্বাতিকর্ণ	১	২১৪	
২৬১	১৫	পুলোম	৩৬	২১৫	
২৬২	১৬	গোরক্ষকৃষ্ণ	২৫	২৫১	
২৬৩	১৭	হাল	৫	২৭৬	
২৬৪	১৮	মন্দুলক	৫	২৮১	
২৬৫	১৯	(৮) পুরীন্দ্রসেন	২১	২৮৬	
				৩০৭	

(৮) একোনবিংশতির্হ্যেতে আন্ধ্রা ভোক্ষ্যন্তি বৈ মহীম্ ॥ ম ।২৭৩।১৬ ॥

আন্ধ্রাণাং সংস্থিতা রাজ্যে তেষাং ভৃত্যান্বয়ে নৃপাঃ ॥ ম ।২৭৩।১৭ ॥

সপ্তৈবান্ধ্রা ভবিষ্যন্তি দশাভীরাস্তথা নৃপাঃ ॥ ম ।২৭৩।১৮ ॥

পুরীন্দ্রসেন Radcliffe-এ নাই। ইঁহার রাজ্যকাল ২১ বৎসর ॥ বা ।৯৯।৩৫৩ ॥ অন্ধ্রবংশের মোট রাজ্যকাল পুরীন্দ্রসেনকে ধরিয়া ৪৫৬ বৎসর। বিষ্ণু ও বায়ুতে এই সংখ্যাই আছে। Radcliffe তালিকায় ৪৩৫½ বৎসর পাওয়া যায়।

৭৪। মগধে অর্বাচীন রাজপরম্পরা (অনুবৃত্তি)

পর্যায় সংখ্যা	রাজ সংখ্যা	নাম	ব্যষ্টি রাজ্যকাল বৎসর	অব্দনির্দেশ খ্রীষ্টাব্দ	সমষ্টি রাজ্যকাল বৎসর
		অন্ধ্রভৃত্যবংশ			
২৬৬	২০	সুন্দর শাতকর্ণি	৫	৩০৭	
২৬৭	২১	চকোর শাতকর্ণি	$\frac{1}{2}$	৩১২	
২৬৮	২২	শিবস্বাতি	২৮	৩১২	
২৬৯	২৩	গোতমীপুত্র	২১	৩৪০	
২৭০	২৪	পুলোমা	২৮	৩৬১	
২৭১	২৫	শিবশ্রী শাতকর্ণি	৭	৩৮৯	
২৭২	২৬	শিবস্কন্দ শাতকর্ণি	৭	৩৯৬	১২৮
		অন্ধ্রবংশ			
২৭৩	২৭	যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি	৯	৪০৩	
২৭৪	২৮	বিজয়	৬	৪১২	
২৭৫	২৯	চন্দ্রশ্রী শাতকর্ণি	১০	৪১৮	
২৭৬	৩০	পুলোমা	৭	৪২৮	
				৪৩৫	
					৪৫৬

৭৫। নক্ষত্রপ্রযুগ ও নবযুগ নির্দেশ

। ১৬৫ ।

ঘটনা	কাল খ্রী-পূ	নক্ষত্র	প্রযুগ	নবযুগ
নক্ষত্রযুগ আরম্ভ	৬০৭৮	জ্যেষ্ঠা	১	১৮
কল্পারম্ভ	৫৯৫৮	মূলা	২	১৯
কল্যব্দ	৩১০১	পূর্বাষাঢ়া	৩	২০
দ্বাপরান্ত-কলিআরম্ভ	১৪৫৮	মঘা	২০	১০
কৃষ্ণজন্ম	১৪৫৮	"	"	"
ভারতযুদ্ধ	১৪১৬	"	"	"
পরিক্ষিৎজন্ম	১৪১৬	"	"	"
অধিসীমকৃষ্ণ মৃত্যুকাল	১২৭৭	পূর্বফল্গুনী	২১	১১
নিচক্ষু "	১২৫১	উত্তরফল্গুনী	২২	১২
মরুদেব ঐক্ষ্বাকব "	১১৪৬	হস্তা	২৩	১৩
মেধাবী পৌরব "	৯৩৩	স্বাতী	২৫	১৫
রিপুঞ্জয় বার্হদ্রথ "	৯০৭	"	"	"
নিরমিত্র পৌরব "	৬৩৭	জ্যেষ্ঠা	১	১৮
সুমিত্র ঐক্ষ্বাকব "	৬৩৭	"	"	"
ক্ষেমক পৌরব "	৬১২	"	"	"
অজাতশত্রু "	৫৭২	"	২	১৯
নন্দাভিষেক	৪০১	পূর্বাষাঢ়া	৩	২০
নন্দগণ	৪০১ — ৩১৫ খ্রী-পূ	পূর্বাষাঢ়া-উত্তরাষাঢ়া	৩-৪	২০-২১
মৌর্য্যগণ	৩১৫ — ১৭৮ "	উত্তরাষাঢ়া-শ্রবণা	৪-৫	২১-২২
শুঙ্গগণ	১৭৮ — ৬৬ "	শ্রবণা-ধনিষ্ঠা	৫-৬	২২-২৩
কাণ্বায়নগণ	৬৬ — ২১ "	শতভিষা	৭	২৪
অন্ধ্রগণ ১৯ জন	২১ — ৩০৭ খ্রীষ্টাব্দ	শতভিষা-রেবতী	৭-১০	২৪-২৭
অন্ধ্রভৃত্যগণ ৭ জন ও অন্ধ্রগণ ৪ জন	৩০৭ খ্রীষ্টাব্দ—৪৩৫ "	রেবতী-অশ্বিনী	১০-১১	২৭-১
কলিশেষ ও কল্পশেষ	৯৫৮ খ্রী-পূ	চিত্রাশেষ	২৪	১৪

৭৬। বিশেষ কালনির্দেশ

। ১৬৬।

ঘটনা				কাল খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
সপ্তর্ষি যুগাদি				৬০৫৮
কল্পাদি				৫৯৫৮
স্বায়ম্ভুব	মনু	প্রথম	মনু	৫৯৫৮ — ৫৫১৯
স্বারোচিষ	"	দ্বিতীয়	"	৫৫১৯ — ৫২৪২
ঔত্তমি	"	তৃতীয়	"	৫২৪২ — ৪৮৮৫
তামস	"	চতুর্থ	"	৪৮৮৫ — ৪৫২৮
রৈবত	"	পঞ্চম	"	৪৫২৮ — ৪১৭১
চাক্ষুষ	"	ষষ্ঠ	"	৪১৭১ — ৩৮১৪
বৈবস্বত	"	সপ্তম	"	৩৮১৪ — ৩৪৫৭
সাবর্ণি	"	অষ্টম	"	৩৪৫৭ — ৩১০০
দক্ষ সাবর্ণি	"	নবম	"	৩১০০ — ২৭৪৩
ব্রহ্ম "	"	দশম	"	২৭৪৩ — ২৩৮৬
ধর্ম "	"	একাদশ	"	২৩৮৬ — ২০২৯
রৌদ্র "	"	দ্বাদশ	"	২০২৯ — ১৬৭২
রৌচ্য	"	ত্রয়োদশ	"	১৬৭২ — ১৩১৫
ভৌত্য	"	চতুর্দশ	"	১৩১৫ — ৯৫৮
কৃতযুগ				৫৯৫৮ — ৩৯৫৮
ত্রেতাযুগ				৩৯৫৮ — ২৪৫৮
দ্বাপরযুগ				২৪৫৮ — ১৪৫৮
কলিযুগ				১৪৫৮ — ৯৫৮
পঞ্জিকা মতে কল্যব্দ আরম্ভ				৩১০১
বৈবস্বত নৃপতি				৩৮১৪
ইক্ষ্বাকু				৩৭৯৫
কুবলয়াশ্ব ধুন্ধুমার, ভূমিকম্প				৩৬০৮
মান্ধাতা				৩৪৫৮
চঞ্চু, জামদগ্ন্য পরশুরাম				২৯৫৮
ভগীরথ, গঙ্গানয়ন				২৮৩৬

৭৬। বিশেষ কালনির্দেশ (অনুবৃত্তি)

ঘটনা	কাল খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
মূলক, হৈহয় পরশুরাম	২৪৫৮
রাম	২১২৪
কৃষ্ণজন্ম	১৪৫৮
কলিসন্ধ্যা	১৪৫৮ — ১৪১৬
ভারতযুদ্ধ, পরিক্ষিৎজন্ম	১৪১৬
নিচক্ষু, হস্তিনাপুরপ্লাবন	১২৫১
কল্পশেষ	৯৫৮
রিপুঞ্জয় বার্হদ্রথ	৯০৭
প্রদ্যোত	৮৮১
শিশুনাক	৭৩৩
সুমিত্র ঐক্ষ্বাকব	৬৩৭
ক্ষেমক পৌরব	৬১২
অজাতশত্রু	৫৭২
নন্দাভিষেক	৪০১
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	৩২০ — ২৯৬
পুষ্পমিত্র শুঙ্গ	১৭৮
বসুদেব কণ্ব	৬৬
শিপ্রক	২১
অন্ধ্রান্ত	৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ
দ্বিতীয় কৃত প্রাচীন পৌরাণিক মতে	৯৫৮ খ্রী-পূ — ১০৪২ „
„ ত্রেতা „ „ „	১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ— ২৫৪২ „
„ দ্বাপর „ „ „	২৫৪২ „ — ৩৫৪২ „
„ কলি „ „ „	৩৫৪২ „ — ৪০৪২ „

এই প্রবন্ধ লিখন কাল ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ প্রাচীন মতে ত্রেতা, অষ্টাদশ যুগ ; বিশাখা নক্ষত্রযুগ ; ষড়্‌বিংশ গ্রহযুগ ; ষোড়শ নবযুগ ।

২০। পুরাণ, মহাপুরাণ, উপপুরাণ

৭৭। আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা, কল্পশুদ্ধি

।১৬৭। পুরাণ পঞ্চলক্ষণযুক্ত এ কথা পূর্বে অনেক বার বলিয়াছি। পঞ্চ লক্ষণ যথা, ১। সর্গ বা সৃষ্টি, ২। প্রতিসর্গ বা প্রলয়, ৩। বংশ বা রাজা ও ঋষিগণের বংশানুক্রম, ৪। মন্বন্তর বা কালনির্দেশক সঙ্কেত, ৫। বংশানুচরিত বা বিশিষ্ট ব্যক্তির কীর্তিকলাপাদি বর্ণন। আদিতে পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণই ছিল এবং এই পঞ্চলক্ষণযুক্ত গ্রন্থ ইতবৃত্ত বা হিস্টরি। বেদব্যাস পুরাণসংহিতা করিয়াছিলেন। পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত পুরাণ ও পুরাণসংহিতা এক নহে। পুরাণকে পুরাণসংহিতার অন্তর্গত করা হয়।

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥ বি।৩।৬।১৬॥

পুরাণার্থবিশারদ ব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি পুরাণসংহিতার অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

স্বয়ংদৃষ্টার্থকথনং প্রাহুরাখ্যানকং বুধাঃ।
শ্রুতস্যার্থস্য কথনমুপাখ্যানং প্রচক্ষতে ॥
গাথাস্তু পিতৃপৃথ্বীপ্রভৃতিগীতয়ঃ।
কল্পশুদ্ধিঃ শ্রাদ্ধকল্পাদিনির্ণয়ঃ ॥

স্বয়ংদৃষ্ট বিষয়ের বিবরণের নাম আখ্যান, শ্রুত বিষয়ের বিবরণ উপাখ্যান, পিতৃগণের কৃত গীত গাথা, যথা, যযাতিগাথা, শ্রাদ্ধ-কল্পাদির বিবরণ কল্পশুদ্ধি। আধুনিক ইতবৃত্তে যেমন ভৌগোলিক বিবরণ, আচার ব্যবহার, ধর্মাদির বিষয়ও কথিত হইয়া থাকে সেইরূপ পুরাণেও এই সকল বিবরণ ক্রমে স্থান পাইয়াছিল। পঞ্চলক্ষণাত্মক পুরাণ ক্রমে দশলক্ষণ-যুক্ত মহাপুরাণে পরিণত হইয়াছিল। ইহাতে পুরাণের ইতবৃত্তীয় মূল্য বৃদ্ধিই পাইয়াছে। পরবর্তী প্রকরণে এ কথা পরিস্ফুট করিতেছি।

৭৮। মহাপুরাণলক্ষণ

।১৬৮। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উপপুরাণ, পুরাণ ও মহাপুরাণলক্ষণ কথিত আছে,

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং বিপ্র পুরাণং পঞ্চলক্ষণং॥
এতদুপপুরাণানাং লক্ষণঞ্চ বিদুর্বুধাঃ।
মহতাঞ্চ পুরাণানাং লক্ষণং কথয়ামি তে॥
সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তেষাঞ্চ পালনং।
কর্ম্মণাং বাসনা বার্ত্তা মনূনাঞ্চ ক্রমেণ চ॥
বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্য চ নিরূপণং।
উৎকীর্ত্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
দশবিধং লক্ষণঞ্চ মহতাং পরিকীর্ত্তিতং।
সংখ্যানঞ্চ পুরাণানাং নিবোধ কথয়ামি তে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। কৃষ্ণজন্মখণ্ড। ১৩০ অধ্যায় ৬-॥

অর্থাৎ, বিপ্র, সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ এবং বিদ্বানগণ এইগুলিকে উপপুরাণেরও লক্ষণ বলিয়া জানেন। তোমাকে মহাপুরাণের লক্ষণ বলিতেছি। সৃষ্টি, বিসৃষ্টি অর্থাৎ জীব হইতে জীবোৎপত্তি, স্থিতি, তাহাদের পালন, কর্মের বাসনারূপ বার্তা, মনুদিগের ক্রম, প্রলয়বর্ণনা এবং মোক্ষনিরূপণ, হরিকীর্তন এবং পৃথক পৃথক দেবতাদিগের কীর্তন মহাপুরাণের এই দশবিধ লক্ষণ বর্ণিত হইল। অতঃপর পুরাণগুলির সংখ্যা বলিতেছি শ্রবণ কর। ভাগবতপুরাণে ১২শ স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়েও মহাপুরাণের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, যথা,

সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তী রক্ষান্তরাণি চ।
বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ॥ ৯॥

অর্থাৎ, ১। সর্গ, ২। বিসর্গ, ৩। বৃত্তি, ৪। রক্ষা, ৫। অন্তর, ৬। বংশ, ৭। বংশানুচরিত, ৮। সংস্থা, ৯। হেতু, ১০। অপাশ্রয়। ভাগবতপুরাণের পরবর্তী শ্লোকগুলিতে এই সকল শব্দের অর্থ দেওয়া আছে। সর্গ অর্থে অব্যাকৃত প্রকৃতি হইতে জগৎসৃষ্টি, বিসর্গ অর্থে জীব হইতে জীবের উৎপত্তি, বৃত্তি অর্থে জীবিকা বা প্রাণধারণোপায়, রক্ষা অর্থে ভগবানের অবতার কর্তৃক দুষ্টদিগের বিনাশ ও ধর্মরক্ষা, অন্তর অর্থে মন্বন্তর, বংশ অর্থে রাজা, ঋষি প্রভৃতির বংশবিবরণ, বংশানুচরিত অর্থে বংশান্তর্গত ব্যক্তিগণের কীর্তিকলাপবর্ণন, সংস্থা অর্থে নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক নিত্য ও আত্যন্তিক এই চারি প্রকার প্রলয়, হেতু অর্থে

জগৎসৃষ্টির হেতু অনাদি বাসনাময় জীব বা প্রকৃতি, এবং অপাশ্রয় অর্থে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপী ব্রহ্ম।

। ১৬৯। পুরাণ ও উপপুরাণের লক্ষণ একই প্রকারের। উপপুরাণগুলি পুরাণের তুলনায় অর্বাচীন কালে প্রথম রচিত হয়। একাধিক পুরাণের সার সঙ্কলন করিয়া পুরাণসংহিতাগুলি রচিত হইয়াছিল; আবার স্কন্দপুরাণে একাধিক সংহিতার সার গৃহীত হইয়াছে। পুরাণের সহিত নানা বিষয় যোজিত হওয়ায় পুরাণ মহাপুরাণে পরিণত হইয়াছে। অধুনা প্রচলিত গরুড়পুরাণ মহাপুরাণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিষ্ণুপুরাণ প্রায় বিশুদ্ধ পুরাণসংহিতা। বায়ু ও মৎস্যপুরাণে মহাপুরাণের লক্ষণ থাকিলেও তাহাদের পৌরাণিক অংশ অবিকৃত আছে। মহাপুরাণগুলিতে ক্রমশ বহুবিধ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধতত্ত্ব, ব্রতকথা, জ্যোতিষ, বাস্তুশাস্ত্র, বার্তা, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ছন্দশাস্ত্র, ব্যাকরণ, গো-পরীক্ষা, রত্নপরীক্ষা, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি যাবতীয় বিদ্যা মহাপুরাণে স্থান পাইয়াছে। মহাপুরাণ বলিলে বুঝায় a historical and geographical account of ancient India together with a description of the manners, customs, traditions, government, arts and sciences of the people। কোন কোন মহাপুরাণকে encyclopedia বলিলে ভুল হয় না। পুরাণপ্রবেশের প্রথম সংস্করণে এই উক্তি লিপিবদ্ধ করার পর একটি বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়ে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। The Oxford History of England নামক ইতবৃত্ত গ্রন্থের প্রকাশক বিজ্ঞাপনে বলিতেছেন, 'The Oxford History of England has been undertaken in the belief that the time has come for a new full-scale survey of English history. It is now generally agreed that economic, intellectual and social developments are at least as important as the political constitutional happenings with which the older histories are mainly concerned. This point of view will be reflected in the Oxford History of England, while political and constitutional history will be in no way neglected, full space will be given to the description of economic conditions, manners and social life and the arts and sciences.' Advertisement at the end, p. 10, of the Concise Oxford Dictionary of Current English, 1934, অর্থাৎ, পূর্ণ মান প্রয়োগের দ্বারা নূতন করিয়া ইংলণ্ডের ইতবৃত্তের ক্ষেত্র পরিমাপনার সময়

আসিয়াছে এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া অকস্‌ফোর্ড হিস্টরি অফ্ ইংল্যাণ্ড রচনার আয়োজন করা হইয়াছে। এখন এ বিষয়ে অনেকেই একমত যে আর্থিক, বুদ্ধিবৃত্তীয়, এবং সামাজিক প্রগতির গুরুত্ব ন্যূনকল্পে পূর্বতন ইতবৃত্তগুলির প্রধান প্রতিপাদ্য রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গুরুত্বেরই সমান। অকস্‌ফোর্ড হিস্টরি অফ্ ইংল্যাণ্ড পুস্তকে এই দৃষ্টিভঙ্গীই দেখা যাইবে। রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ইতবৃত্তকে কিছুমাত্র অবহেলা না করিয়াও আর্থিক অবস্থা, আচার ব্যবহার, সামাজিক জীবন এবং কলা ও বিজ্ঞানের বিবরণের জন্য পুরা স্থান দেওয়া হইবে॥ কনসাইজ অকস্‌ফোর্ড ডিক্সনারীর শেষে ১০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন, ১৯৩৪॥ বিদেশীয় বিদ্বানগণ ইতবৃত্তের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে এত দিন পরে যাহা বুঝিতে পারিয়াছেন ভারতীয় পুরাণকারগণ বহুযুগ পূর্বেই তাহা উপলব্ধি করিয়া মহাপুরাণ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রাচীন হিন্দুর ইতবৃত্তীয় ভাবনা বা historical sense কত প্রখর ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। আদি বা ব্রহ্মপুরাণ সর্বাপেক্ষা পুরাতন, তৎপরে পদ্মপুরাণ, তৎপরে বিষ্ণুপুরাণ প্রণীত হয়। পদ্মপুরাণমতে পদ্মপুরাণই সর্বপ্রথম এবং ভাগবতপুরাণ সর্বশেষে রচিত হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে পুরাণগুলি রচনার পর হইতে ক্রমশ পরিবর্ধিত হইয়াছে। সকল পুরাণ সমান শ্রদ্ধা পায় নাই। পুরাণকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন বিভাগে ফেলা হইয়াছে। বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ এই ছয় পুরাণ সাত্ত্বিক। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রাহ্মপুরাণ রাজসিক। মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ তামসিক। সাত্ত্বিক পুরাণ মোক্ষদায়ক, রাজসিক পুরাণ স্বর্গপ্রদ এবং তামস পুরাণ নরকপ্রাপ্তির হেতু॥ পদ্ম। উত্তর খণ্ড। ৪৩ অধ্যায়॥ কি অর্থে এই বিভাগ করা হইয়াছে নিশ্চিত বলিতে পারি না। সম্ভবত যে পুরাণে ব্রহ্মের পালনশক্তি বিষ্ণু ও বিষ্ণুর অবতারগণের প্রাধান্য আছে তাহা সাত্ত্বিক নামে অভিহিত হইয়াছে, যাহাতে ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি বা ব্রহ্মার ও তাঁহার অবতারগণের প্রাধান্য তাহা রাজসিক পুরাণ ও যাহাতে ব্রহ্মের লয়শক্তি রুদ্রের ও রুদ্রাবতারগণের প্রাধান্য তাহা তামসিক পুরাণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাপুরাণগুলির অন্তর্গত পূর্বকথিত পঞ্চলক্ষণযুক্ত অধ্যায়গুলি প্রকৃত পুরাণ বা ইতবৃত্ত। অধুনা যে সকল পুরাণ প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণেই পঞ্চেতরলক্ষণযুক্ত অংশ সর্বাপেক্ষা কম। বিষ্ণু পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ দূষিত হয় নাই। বিষ্ণুপুরাণ নানা কারণে সমধিক শ্রদ্ধা পাইয়াছে। পুরাণগুলির মধ্যে মাত্র বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণের টীকা আছে। টীকাকারগণ অন্য পুরাণগুলিকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। ইতবৃত্ত হিসাবে

বিষ্ণুপুরাণ সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য এবং বিভিন্ন পুরাণে বিরোধ থাকিলে বিষ্ণুই গ্রাহ্য এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বিষ্ণু, বায়ু ও মৎস্যপুরাণের উপর নির্ভর করিয়া ভারতের প্রাচীন ইতবৃত্ত উদ্ধার করা সম্ভবপর। দুই এক ক্ষেত্রে মাত্র পাঠশুদ্ধিকরণের জন্য অন্য পুরাণের আশ্রয় লইতে হয়।

২১। আদি পুরাণ, পুরাণসংহিতা

৭৯। আদি পুরাণ

।১৭০। বিভিন্ন পুরাণে অনুরূপ শ্লোক দেখিয়া এক আদি পুরাণ ছিল এরূপ অনুমান অনেকে করেন। তাঁহাদের মতে এই আদি পুরাণ হইতেই অন্যান্য পুরাণের উৎপত্তি। বিষ্ণুপুরাণে আছে,

'অনন্তর পুরাণার্থবিশারদ ভগবান বেদব্যাস, আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধির সহিত পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিলেন। বেদব্যাসের অপর একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি সূতজাতীয় ও রোমহর্ষণ নামে বিখ্যাত। মহামুনি বেদব্যাস তাঁহাকে পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। লোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণ। কাশ্যপ অর্থাৎ অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইঁহারা রোমহর্ষণ হইতে প্রাপ্ত মূল সংহিতা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেকে এক একখানি পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করেন। মুনে, ঐ চারি সংহিতার সারোদ্ধার করিয়া আমি এই বিষ্ণুপুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিয়াছি।

'কথিত আছে, ব্রাহ্ম পুরাণ সমুদায় পুরাণের আদি। পুরাণবিৎ ব্যক্তিরা বলেন, পুরাণ সমুদায়ে অষ্টাদশসঙ্খ্য। তন্মধ্যে প্রথম ব্রাহ্ম পুরাণ, দ্বিতীয় পাদ্ম পুরাণ, তৃতীয় বৈষ্ণব পুরাণ, চতুর্থ শৈব পুরাণ, পঞ্চম ভাগবত পুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয়পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, অষ্টম আগ্নেয় পুরাণ, নবম ভবিষ্যপুরাণ, দশম ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, একাদশ লৈঙ্গ পুরাণ, দ্বাদশ বারাহ পুরাণ, ত্রয়োদশ স্কান্দ পুরাণ, চতুর্দ্দশ বামনপুরাণ, পঞ্চদশ কৌর্ম্ম পুরাণ, ষোড়শ মাৎস্য পুরাণ, সপ্তদশ গারুড় পুরাণ, অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ' ॥ বি। বসাক-অনুবাদ। ৩।৬।.৬—॥

।১৭১। বি।৩।৮।৪২-৫৯ শ্লোকগুলিতে ব্রহ্মা ও ঋভু হইতে আরম্ভ করিয়া শমীক পর্যন্ত বিষ্ণুপুরাণবক্তৃগণের নাম আছে। শমীক কলির অন্তে অর্থাৎ আনুমানিক ৯৫৮ খ্রীষ্টপূর্বে ছিলেন। তিনি ব্যাসের পরবর্তী। বিষ্ণুপুরাণবক্তৃগণের মধ্যে ব্যাসের নাম নাই। মৈত্রেয়ও পুরাণসংহিতাকর্তা। বি।১।১।৩০। শ্লোকমতে পরাশর মৈত্রেয়কে পুরাণসংহিতা বলিয়াছিলেন ; পরাশর বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্যের নিকট পুরাণসংহিতা শুনিয়াছিলেন ॥ বি ১।১।৬৩ ॥ অথচ বি।৩।৬।১৬-। শ্লোকগুলিতে বলা হইয়াছে যে চারি গ্রন্থ হইতে সারোদ্ধার করিয়া

বিষ্ণুপুরাণ প্রণীত হইয়াছে। পরিক্ষিতের কালে বিষ্ণুপুরাণ কথিত হইয়াছিল॥ বি। ৪।২০।১৩॥ বায়ুপুরাণকার পূর্বগামী পুরাণকর্তা ব্রহ্মা, বায়ু, মহেন্দ্র, বশিষ্ঠ, জাতুকর্ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নমস্কার করিয়া বায়ুপুরাণ কীর্তন করিতেছেন। এই পুরাণ সূতকর্তৃক দৃষদ্বতীনদীতীরে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞকালে কথিত হইয়াছিল। এই যজ্ঞ রাজা অসীমকৃষ্ণ বা অধিসীমকৃষ্ণের রাজ্যকালে মুনিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়॥ বা।১১৮॥ বা।১০৩।৫৮-। শ্লোকে বায়ুপুরাণবক্তৃগণের পরম্পরা কথিত হইয়াছে। এই পরম্পরা বিষ্ণুপুরাণবক্তৃগণের পরম্পরা হইতে পৃথক্। বায়ুপুরাণবক্তৃগণের মধ্যে পরাশর, জাতুকর্ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাম আছে। ব্রহ্মা সারস্বত, পরাশর ও জাতুকর্ণ উভয় পুরাণবক্তা। বিষ্ণুপুরাণবক্তা ২১। বশিষ্ঠ জাতুকর্ণের শিষ্য নহেন। বিষ্ণুমতে জাতুকর্ণের অপর শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের নাম বিষ্ণুতে ধৃত হয় নাই। বশিষ্ঠ কাহার নিকট বিষ্ণুপুরাণ পাইয়াছিলেন জানা নাই। পরাশর বলিয়াছেন বশিষ্ঠের বরে পুরাণ তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইয়াছে। পরাশরশিষ্য মৈত্রেয়, তৎশিষ্য শমীক।

৮০। পুরাণকারগণ

।১৭১।

বিষ্ণুপুরাণবক্তৃগণ ॥ ৬।৮।৪২- ॥	বায়ুপুরাণবক্তৃগণ ॥ ১০৩।৫৮- ॥
১। কমলোদ্ভব *	১। ব্রহ্মা *
২। ঋভু	‡ ২। মাতরিশ্ব
৩। প্রিয়ব্রত	০ ৩। উশনা ×
৪। ভাগুরি	৪। বৃহস্পতি ×
৫। স্তবমিত্র	৫। সবিতা ×
৬। দধীচ	৬। মৃত্যু ×
৭। সারস্বত *	৭। ইন্দ্র ×
৮। ভৃগু	৮। বশিষ্ঠ ×
৯। পুরুকুৎস	৯। সারস্বত * ×

* উভয়পুরাণবক্তা

× ইঁহারা ব্যাস বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। ৩৩৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য॥

‡ মাতরিশ্ব বা বায়ুঋষির কাল খ্রী-পূ ৩৭৭৭ অব্দ॥ মভা। শান্তি। ৭২ অধ্যায় এবং বা।২।২, ১৪॥

০ উশনার কাল খ্রী-পূ ৩৭৫৯ অব্দ॥ বা।১।১৪৫॥

১০। নর্ম্মদা	১০। ত্রিধামা ×
১১। ধৃতরাষ্ট্র	১১। শরদ্বান
১২। পুরণ	১২। ত্রিবিষ্ট ×
১৩। বাসুকি	১৩। অন্তরিক্ষ ×
১৪। বৎস	১৪। ত্রয্যারুণ ×
১৫। অশ্বতর	১৫। ধনঞ্জয় ×
১৬। কম্বল	১৬। কৃতঞ্জয় ×
১৭। এলাপত্র	১৭। তৃণঞ্জয় ×
১৮। বেদশিরা	১৮। ভরদ্বাজ ×
১৯। প্রমতি	১৯। গৌতম ×
২০। জাতুকর্ণ *	২০। নির্য্যন্তর ×
২১। বশিষ্ঠ	২১। বাজশ্রব
২২। পরাশর *	২২। সোমশুষ্ম্য
২৩। মৈত্রেয়	২৩। তৃণবিন্দু
† ২৪। শমীক	২৪। দক্ষ
	২৫। শক্তি
	২৬। পরাশর *
	২৭। জাতুকর্ণ *
	২৮। দ্বৈপায়ন
	২৯। রোমহর্ষণ
	৩০। রোমহর্ষণপুত্র

৮১। পুরাণসংহিতা

।১৭৩। বেদব্যাস পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিয়া তাহা রোমহর্ষণ সূতকে দেন। সূত এই পুরাণসংহিতাকে রোম র্ষণিকা নাম দেন। এই মূল সংহিতা হইতে শাংশপায়ন,

* উভয়পুরাণবক্তা

× ইঁহারা ব্যাস বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। ৩০৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

† মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২।৪৩ কথিত শমীক বোধ হয় এই শমীক।

অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি কর্তৃক আরও তিনটি পুরাণসংহিতা রচিত হয়। মূল সংহিতা রোমহর্ষণিকা ও এই তিন সংহিতার সার উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুপুরাণ রচিত হয় বলা হইয়াছে অথচ বিষ্ণুপুরাণবক্তৃগণের মধ্যে পরাশর ও তদূর্দ্ধ্বতন সকলেই ব্যাসের পূর্ববর্তী। বুঝিতে হইবে যে বিষ্ণুপুরাণ বহু পুরাকাল হইতেই প্রচলিত ছিল; রোমহর্ষণিকা ও অন্য তিন সংহিতা হইতে পরে তাহাতে নূতন বিষয় যোজিত হইয়াছে। এই জন্য বিষ্ণুপুরাণবক্তৃগণের মধ্যে ব্যাসের উল্লেখ নাই। ব্যাস যে কেবল পুরাণসংহিতাই রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, বায়ুপুরাণকেও তিনি স্বকালাবধিক (up-to-date) করিয়া দিয়াছিলেন। এই কারণে বায়ুপুরাণবক্তৃগণের মধ্যে তাঁহার নাম পাওয়া যায়।

।১৭৪। পুরাণ ও পুরাণসংহিতার প্রভেদ দ্রষ্টব্য। একাধিক পুরাণ মিলাইয়া ও তাহার সার উদ্ধার করিয়া যাহা রচিত হয় তাহাই পুরাণসংহিতা। বিষ্ণুপুরাণ পুরাণসংহিতা। যিনি পুরাণ রক্ষা ও পুরাণ পরিবর্ধিত করেন তিনিই পুরাণকার বা পুরাণবক্তা। বিষ্ণু ব্যতীত আরও পুরাণসংহিতা আছে। কূর্মপুরাণমতে পুরাণসংহিতার সংখ্যা চার। স্কন্দপুরাণে ছয়টি সংহিতার সার আছে বলা হইয়াছে।

ব্রাহ্মী ভাগবতী শৈবী বৈষ্ণবী চ প্রকীর্ত্তিতা।
চতস্রঃ সংহিতাঃ পুণ্যা ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাঃ॥ কূর্ম। ১ম অধ্যায়॥

অর্থাৎ, এই শ্লোকমতে ব্রাহ্ম, ভাগবত, শিব ও বিষ্ণুপুরাণ এই চারিটি সংহিতা।

স্কান্দমদ্যাভিবক্ষ্যামি পুরাণং শ্রুতিসম্মিতং।
ষড়্বিধং সংহিতাভেদৈঃ পঞ্চাশৎখণ্ডমণ্ডিতম্॥
আদ্যা সনৎকুমারোক্তা দ্বিতীয়া সূতসংহিতা।
তৃতীয়া শাঙ্করী বিপ্রাশ্চতুর্থী বৈষ্ণবী মতা॥
তৎপরা সংহিতা ব্রাহ্মী সৌরান্ত্যা সংহিতা মতা।
গ্রন্থতঃ পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্রেণোপলক্ষিতাঃ॥
স্কন্দপুরাণ। সূতসংহিতা। শিবমাহাত্ম্যখণ্ড। ১ম অধ্যায়॥

এই মতে সনৎকুমারোক্ত আদি পুরাণ, সূতসংহিতা, শাঙ্কর পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রাহ্ম পুরাণ ও সৌর পুরাণ এই ছয়টি পুরাণসংহিতা। শাঙ্কর ও শিবপুরাণ বোধ হয় একই। কেহ কেহ ইহাকেই বায়ুপুরাণ বলেন। এখন শিবপুরাণ নামে যাহা প্রচলিত তাহা বায়ুপুরাণ হইতে পৃথক। সূতসংহিতাই বোধ হয় রোমহর্ষণিকা। কূর্মপুরাণকথিত চারি সংহিতার অতিরিক্ত সূতসংহিতা ও সৌর সংহিতার নাম স্কন্দে আছে। ব্রাহ্ম পুরাণ ও আদি পুরাণ একই। আদি

অর্থে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। আদি পুরাণ হইতে অন্য পুরাণের উৎপত্তি হইয়াছে এরূপ কোন প্রমাণ নাই। আদি ও অন্যান্য পুরাণের ধারা পৃথক পৃথক চলিয়া আসিয়াছে। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি মূল পুরাণ বলা দুরূহ। এখন প্রায় সকলগুলিই মহাপুরাণে পরিণত হইয়াছে।

৮২। মাগধ, সূত, পুরাণকার, সংহিতাকার

।১৭৫। পুরাণসংহিতাকর্তা, পুরাণকর্তা, পুরাণবক্তা, সূত এবং মাগধ ইঁহাদের অধিকার বিভিন্ন। 'সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশবেদিনঃ। বন্দিনস্ত্বমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ'॥ শ্রীধরস্বামিধৃত শ্লোক॥ প্রত্যেক রাজার মাগধ থাকিত। মাগধ নিজ প্রভুর বংশবিবরণ ও তদ্বংশীয়দিগের কীর্তিকলাপ জানিয়া রাখিতেন। কাশীরাজের মাগধ কাশীরাজবংশের বিবরণই জানিতেন অন্য বংশের নহে; তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন মাগধগণ জানিতেন। সূতগণের স্বধর্ম 'বংশানাং ধারণং কার্য্যং' অর্থাৎ সকল রাজবংশেরই বিবরণ জানিয়া রাখা সূতের ধর্ম। পুরাণকার ঋষিগণ সূতমুখে শুনিয়া পুরাণ রচনা ও পুরাণ পরিবর্ধন করিতেন এবং সংহিতাকার ঋষি বিভিন্ন পুরাণের সারোদ্ধার করিয়া পুরাণসংহিতা প্রস্তুত করিতেন। স্কন্দপুরাণ সংহিতারও সংহিতা। বেদব্যাস সংহিতাকর্তা ও পুরাণকর্তা উভয়ই। রোমহর্ষণ সূত হইয়াও সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ, পরাশর, জাতুকর্ণ সকলেই সংহিতাকর্তা। ভারতীয় রাজগণ বহু প্রাচীন কালে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের অধীন ছিলেন; তখন মাগধ ও সূতগণ ইন্দ্রের মহিমাই কীর্তন করিতেন। পৃথু রাজার সময় হইতে ভারতীয় রাজগণ প্রথম নিজ নিজ মাগধ ও সূত নিয়োগ করিলেন। বিষ্ণুপুরাণ ১।১৩।৫১ শ্লোকে আছে পৃথুর যজ্ঞে প্রথম সূত উৎপন্ন হইলেন। সূত ও মাগধগণ সাধারণত নিজেদের সমকালীন রাজবংশাদির বিবরণ সংগ্রহ করিতেন; পুরাণকার সংক্ষেপে সূতোক্ত বিবরণ পুরাণে লিপিবদ্ধ করিতেন। হয়ত এক পুরাণে কোনও বিবরণ সংক্ষিপ্ত ও অন্য পুরাণে সেই ঘটনারই বিবরণ বিস্তারিত পাওয়া যায়। আবার ইতিহাসে এমন অনেক বিবরণ আছে যাহা পুরাণে নাই। ইতিহাস কোন বিশেষ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারে কিন্তু পুরাণে বহু প্রাচীন কাল হইতে কাহিনী আরম্ভ করিয়া আবহমানকাল তাহার ধারা অক্ষুণ্ন রাখিতে হইবে অথচ যাহাতে কলেবর অযথা বৃদ্ধি না পায় তাহাও দেখিতে হইবে। অগত্যা রামায়ণের যুদ্ধ, ভারতযুদ্ধ, চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠা

ইত্যাদি আমাদের নিকট গুরু ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইলেও পুরাণকারকে বাধ্য হইয়া সংক্ষেপে দুই চার ছত্রে তাহাদের বিবরণ সারিতে হইয়াছে। ইতিহাসকার বিশেষ বিশেষ ঘটনার প্রাধান্য দিয়াছেন।

৮৩। পুরাণের কাল

।১৭৬। অনেকে মনে করেন পুরাণ আধুনিক ; এই ধারণা ভ্রমাত্মক, পুরাণ চতুর্দশ বিদ্যার অন্তর্গত। চারি বেদ (ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব), ছয় বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, ছন্দ, নিরুক্ত ও ব্যাকরণ), মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই চতুর্দশ বিদ্যা বহু প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে ভারতে প্রচলিত আছে। পরবর্তী কালে আরও চারি বিদ্যা, যথা, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র চতুর্দশ বিদ্যার সহিত যুক্ত হইয়া বিদ্যার সংখ্যা অষ্টাদশ হইয়াছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে সপ্তম অধ্যায় প্রথম খণ্ডে আছে নারদ সনৎকুমারের নিকট শিক্ষার্থে গমন করিয়াছিলেন। সনৎকুমার বলিলেন, 'তুমি কি জান তাহা অগ্রে আমাকে বল।' নারদ বলিলেন, 'আমি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব বেদ, পঞ্চম ইতিহাস পুরাণ, বেদের বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণ ও নিরুক্তি, পৈত্র বিদ্যা, গণিত, দৈব শাস্ত্র, নিধিশাস্ত্র, বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (যোগশাস্ত্র), দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, সর্প ও দেবজনবিদ্যা অবগত আছি। আমি কেবল মন্ত্রবিৎ ; আত্মবিৎ নহি।' 'ছান্দোগ্য উপনিষদে ৩।৪।১, ২॥৭।১।২, ৪॥৭।২।১॥ ৭।৭।১ ; শতপথব্রাহ্মণে ১৩।৪।৩।১৩॥ ১১।৫।৬।৮॥ অথর্ববেদে ১৫ ৬।৪॥ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ২।৪।১০॥ ৪।১।২॥ ৪।৫।১১॥ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ২।৯॥ জৈমিনীয়, উপনিষদ্, ব্রাহ্মণ ১।৫৩॥ ইত্যাদি গ্রন্থে একই স্থলে ইতিহাস এবং পুরাণ শব্দ পৃথক পৃথক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। গোপথব্রাহ্মণ ১।১০ এবং শাঙ্খায়ন শ্রৌত সূত্রে ১৬।২।২১।২৭ উভয়কেই পৃথক পৃথকরূপে বেদ বলা হইয়াছে॥' মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন ও সীতানাথ তত্ত্বভূষণকৃত ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ২য় খণ্ড॥ ১৬০ পৃঃ॥ পুরাণ আয়ুর্বেদ ও অর্থশাস্ত্রেরও পূর্ববর্তী। কৌটিল্যেও পুরাণের উল্লেখ আছে। পুরাণে পুরাণকে বেদেরও পূর্ববর্তী বলা হইয়াছে।

প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ॥ বা।১।৩১॥

অর্থাৎ, সর্বশাস্ত্রমধ্যে পুরাণ প্রথমে ব্রহ্মা কর্তৃক স্মৃত হইল অনন্তর তাঁহার মুখসমূহ হইতে বেদসকল বিনিঃসৃত হইল।

।১৭৭। পুরাণের ভাষা দেখিয়া পুরাণকে অনেকে আধুনিক মনে করেন; পুরাণে গুপ্ত, অন্ধ্র ও ম্লেচ্ছ রাজাদের বিবরণ আছে অতএব সমগ্র পুরাণ আধুনিক ও পুরাণের পুরাতন বৃত্তান্ত কল্পনামাত্র এইরূপ যুক্তিও শুনা যায়। পুরাণ ইতবৃত্ত বা হিস্টরি; পুরাণে পুরাতন ও অধুনাতন সমস্ত ঘটনাই থাকিবে; কালে কালে পুরাণকারগণ সাধারণের বোধগম্য ভাষায় পুরাণ লিখিয়াছেন। চসারের সময়কার ও আধুনিক ইংলণ্ডের ইতবৃত্ত গ্রন্থের ভাষা এক নহে। ওয়েল্‌সের (Wells) ভাষা বিচার করিয়া এবং তাহার ইতবৃত্তে আধুনিক ঘটনার বিবরণ আছে বলিয়া ওয়েল্‌সের পুস্তক অবিশ্বাস্য বলাও যাহা, উপরি উক্ত যুক্তি অনুসারে পুরাণ অবিশ্বাস্য বলাও তাহা। পুরাণের অখণ্ড ধারা চলিয়া আসিয়াছে। পুরাণোক্ত ঘটনার সত্যতা বিচার দ্বারা পুরাণের প্রামাণ্য নিরূপিত হইবে, ভাষার দ্বারা নহে।

২২। ইতিহাস, কাব্য

।১৭৮। বাংলাভাষায় আধুনিক ইতিহাস শব্দ ইংরেজী হিস্টরি (history) শব্দের প্রতিশব্দরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃতে ইতিহাস অর্থে হিস্টরি নহে। পুরাণ শব্দই হিস্টরি অর্থে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। 'যস্মাৎ পুরা হ্যনিতীদং পুরাণং তেন তৎ স্মৃতম্' অর্থাৎ যেহেতু ইহা পুরাকালে জীবিত ছিল অর্থাৎ যেহেতু পুরাকালে এই প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছিল সেই জন্য ইহার নাম পুরাণ॥ বা ১৷২০৩॥ পুনশ্চ, 'পুরাতনস্য কল্পস্য পুরাণানি বিদুর্বুধাঃ'॥ মৎস্য ।৫৩।৭১॥ অর্থাৎ, বুধগণ পুরাতন কল্পের অর্থাৎ অতীত কালের ঘটনাবলীর বিবরণকেই পুরাণ বলিয়া জানেন। আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি যে পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, বংশানুচরিত ও মন্বন্তর অর্থাৎ বিভিন্ন ঘটনার কালনির্দেশে পুরাণ যে হিস্টরি তাহাই প্রমাণিত করিতেছে। পুরাণের অত্যুক্তি ও রূপক পুরাণকারের বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রসূত ও বিশেষ বিশেষ সূত্রানুমোদিত; পুরাণ যথার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য হিস্টরি বলিয়া গণ্য হইবার পক্ষে এগুলি কোন বাধা নহে; সূত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা করিলে দেখা যাইবে যে পুরাণে কোন অবাস্তব বা মিথ্যা কথা নাই। পৌরাণিক অত্যুক্তিগুলি পরে বিচার করিয়াছি। হিস্টরি অর্থে বর্তমান গ্রন্থে 'ইতবৃত্ত' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। ইত=গত, বৃত্ত=বিবরণ।

৮৪। ইতিহাস

।১৭৯। ইতিহাস শব্দের নিরুক্তি আলোচনা করিব। ইতিহাসের নানাপ্রকার সংজ্ঞার্থ পাওয়া যায়, যথা,

(১) আর্ষাদি বহুধাখ্যানং দেবর্ষিচরিতাশ্রয়ম্।
ইতিহাসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যাদ্ভুতধর্ম্মযুক্॥ বি। শ্রী।৩।৯।১০॥

ঋষি ও দেববিদিগের বিচিত্র ভবিষ্যধর্মনির্দেশক বহুবিধ আখ্যানের নাম ইতিহাস। দেখা যাইতেছে এই নির্বচন অনুসারে হিস্টরি ও ইতিহাস এক নহে।

(২) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পুরাবৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥ বি। শ্রী।১।১।৪॥

ধর্মার্থকামমোক্ষ সম্বন্ধীয় উপদেশবিশিষ্ট পুরাতন ঘটনার বিবরণযুক্ত কাহিনীর নাম ইতিহাস। এই নির্বচন অনুসারে ইতিহাসে অতীত ঘটনার উল্লেখ থাকিতে পারে এই কথা মাত্র বলা হইল, অতএব ইতিহাস ও হিস্টরি সমার্থবাচক হইল না।

(৩) ইতিহেত্যব্যয়ম্ পারম্পর্য্যোপদেশাভিধায়ি।
তস্যাসনম্ আসঃ অবস্থানমেতেম্বিতি ॥ বি। শ্রী।১।১।৪ ॥

'ইতিহ' শব্দটি অব্যয়, ইহার অর্থ পরম্পরাপ্রাপ্ত কাহিনী (tradition); এইরূপ কাহিনীর যে অবস্থান বা আসন তাহাই ইতিহাস। ইতিহ + আস = ইতিহাস। পরম্পরা-প্রাপ্ত যে কোন কাহিনী ইতিহাস। 'পারম্পর্য্যোপদেশে স্যাদৈতিহ্যমিতি হাহব্যয়ম্॥' অমরকোষ ব্রহ্মবর্গ।১২॥ অমরকোষ ইতিহ শব্দের এই অর্থই সমর্থন করিতেছেন। পুনশ্চ স্বর্গবর্গে।১৫৪ শ্লোকে অমরকোষ বলিতেছেন 'ইতিহাসঃ পুরাবৃত্তম্'। পরম্পরাপ্রাপ্ত পুরাতন ঘটনার বিবরণও ইতিহাস; এরূপ বিবরণকে অবশ্য ইতবৃত্তীয় বর্ণনা বা historical account বলা যায় কিন্তু মন্বন্তর বা কালনির্দেশ ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ না হওয়ায় ইতিহাস আধুনিক অর্থে হিস্টরি বা ইতবৃত্ত নহে। পুরাণই হিস্টরি বা ইতবৃত্ত। ইতিহাস tradition। ঐতিহ্য বা পুরাবৃত্ত (historical stories handed down by tradition) ইতিহাসের অন্তর্গত। ইতিহ হইতে ঐতিহ্য শব্দ নিষ্পন্ন। সাংখ্যকারিকার টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র প্রমাণবিচারে বলিতেছেন, ঐতিহ্য একটি প্রমাণ। 'ইতিহোচুর্বৃদ্ধাঃ ঐতিহ্যম্ প্রমাণম্। যথা, বটে যক্ষাঃ সন্তি'। ঐতিহ্যের উদাহরণে বলা হইয়াছে 'বটবৃক্ষে যক্ষ বাস করে' ইহা ঐতিহ্য, কারণ এই কথা লোকপরম্পরা শুনা যায়। কেহ কোন কালে বটবৃক্ষে যক্ষ দেখে নাই এবং কেহ চেষ্টা করিলেও তাহাকে দেখিতে পাইবে না। ঐতিহ্য জনশ্রুতি। আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে ইতি + হ + আস = ইতিহাস। 'ইতি' অর্থাৎ এই প্রকার, 'হ' নিশ্চয়ার্থে ও 'আস' অর্থাৎ ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ 'এই প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছিল' সে জন্য ইহার নাম ইতিহাস। এই নিরুক্তি মানিলে হিস্টরি অর্থে 'ইতিহাস' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে সত্য কিন্তু কোন প্রাচীন টীকাকার 'ইতি' শব্দ হইতে 'ইতিহাস' শব্দ নিষ্পন্ন করেন নাই এবং সংস্কৃতেও এই অর্থে ইতিহাস শব্দের প্রয়োগ নাই। 'ইতিহ' হইতেই ইতিহাস শব্দ নিষ্পন্ন, 'ইতি' হইতে নহে। পুরাণ ও ইতিহাস শব্দের যথার্থ অভিধা না বুঝায় আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে নানাপ্রকার ভ্রান্ত জ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিহাসকে হিস্টরি মনে করিয়া তাঁহারা মহাভারত ইত্যাদি বিচার করিয়াছেন। মহাভারত ইতিহাস বলিয়াই বিখ্যাত। মহাভারতের মধ্যে ঐতবৃত্তিক বিবরণ (historical

account) যথেষ্ট থাকিলেও মহাভারত প্রকৃত ইতবৃত্ত নহে ; এ জন্য তাঁহাদের ধারণা জন্মিয়াছে প্রাচীন হিন্দুর ইতবৃত্তীয় ভাবনা (historical sense) ছিল না। তাঁহারা পুরাণকে আরব্যোপন্যাসের মত কাহিনী মনে করিয়া প্রথম হইতেই পুরাণে অশ্রদ্ধাযুক্ত। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ (Vincent Smith) প্রমুখ ইতবৃত্তকারগণ মনে করেন পুরাণোক্ত বংশানুচরিত মাত্র ইতবৃত্তকারের বিচার্য॥ Early History of India. P. 12॥ বিদেশী ইতবৃত্তকার প্রতিসর্গকে secondary creation বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ বিচার করিলে তাঁহারা বুঝিতেন পুরাণই ইতবৃত্ত। পুরাণ mythology নহে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে জানাইয়াছেন যে ১০০ বৎসর পূর্বেও বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিত ব্যক্তি হিস্টরিকে পুরাণ বলিতেন॥ Ramgopal Sanyal's Bengal Celebrities. Vol. I. Page 190 দ্রষ্টব্য॥ রামগোপাল ঘোষ গোবিন্দচন্দ্র বসাককে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের On the Advantages of the Study of History নামক প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। 'পাদরি শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাণ পাঠে যে লভ্য হয় তদ্বিষয়ে পাঠ করিয়াছিলেন।' 'জ্ঞানান্বেষণে' এই History কথাটিকে 'পুরাণ' বলিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে॥ সমাচার-দর্পণ ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫ ; ২৬শে মে ১৮৩৮; 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'; ২য় খণ্ড। পৃ. ৮৯॥ পুরাণকে হিস্টরি বলিয়া মানিলে সহজেই পুরাণের অত্যুক্তি নিরাকৃত হইতে পারিত এবং প্রাচীন হিন্দুরা কেবল ধর্মালোচনাই করিতেন হিস্টরি লিখিতে জানিতেন না বা তাঁহাদের পুরাণ সাধনা ছিল না, শিক্ষিত ব্যক্তি এরূপ অদ্ভুত ধারণা পোষণ করিবার অবকাশ পাইতেন না।

৮৫। কাব্য

।১৮০। ইতিহাসে, এমন কি কাব্যেও, বহু ঐতবৃত্তিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। স্বপ্নবাসবদত্তা নামক নাটকে নাম পাইয়া বিদেশী ইতবৃত্তকার পুরাণোক্ত দর্ভকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও পুরাণের অনেক কথা সমর্থিত হইবে। এই হিসাবে মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পুরাণোক্ত ঘটনার বহিঃপ্রমাণ। ইতিহাসে বা কাব্যে ঐতবৃত্তিক বিবরণ পাইলেও ইতিহাস বা কাব্যকে পুরাণ বা ইতবৃত্ত বা হিস্টরি বলা চলিবে না। অবশ্য গৌরবার্থে অনেক সময় মহাভারতকে

পুরাণ ও এমন কি পঞ্চম বেদও বলা হয় এ কথা সত্য। ঋষিরা সূতকে মহাভারত কীর্তন করিতে অনুরোধ করিলেন,

ঋষয়ঃ উচুঃ।

দ্বৈপায়নেন যৎ প্রোক্তং পুরাণং পরমর্ষিণা॥ মভা। অনু।১।১৭॥

ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাম্॥ মভা। অনু।১।১৯॥

মহাভারতকে এক বার পুরাণ ও দ্বিতীয় বার ইতিহাস বলা হইল। গৌরবার্থেই পুরাণ শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে॥ সূত বলিতেছেন,

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনম্।

ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ॥ মভা। অনু।১।৫৪॥

সূত মহাভারতকে ইতিহাসই বলিলেন।

ইতিহাসো ভারতঞ্চ বাল্মীকং কাব্যমেব চ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত। ১৩২ অধ্যায়॥

আশ্চর্য এই যে ব্যাস নিজ গ্রন্থ মহাভারতকে ইতিহাস পর্য্যায়ভুক্তও করেন নাই, তিনি ইহাকে কাব্য বলিয়াছেন।

কৃতং ময়েদং ভগবন্ কাব্যং পরমপূজিতম্॥ মভা। অনু।১।৬১॥

ব্রহ্মা বলিলেন,

ত্বয়া চ কাব্যমিত্যুক্তং তস্মাৎ কাব্যং ভবিষ্যতি॥ মভা। অনু।১।৭২॥

ব্রহ্মা ব্যাসকে বলিলেন, 'তুমি যখন নিজ গ্রন্থ মহাভারতকে নিজেই কাব্য বলিতেছ তখন ইহা কাব্য বলিয়াই পরিচিত হইবে।'

৮৬। পরস্পর বিরোধ

।১৮১। কাব্য, ইতিহাস ও পুরাণে বিরোধ দৃষ্ট হইলে কাব্য অপেক্ষা ইতিহাসকেই অধিক প্রামাণিক মনে করিতে হইবে এবং ইতিহাস অপেক্ষা পুরাণই অধিক মান্য। বেদ ও পুরাণে বিরোধ দৃষ্ট হইলে শাস্ত্রমতে বেদই গ্রাহ্য। বেদের কোন পরিবর্তনই ঘটে নাই এবং ইহাতে কোন অবান্তর বিষয় প্রক্ষিপ্তও হয় নাই এ জন্য বেদে যদি কোন ঐতবৃত্তিক ঘটনার উল্লেখ থাকে এবং যদি তাহা পুরাণের বিরোধী হয় তবে বেদই প্রামাণিক। পুরাণ নিজেকে বার বার 'বেদসম্মিতম্' বলিয়াছেন এবং এমন কথাও বলিয়াছেন যে পুরাণ না জানা থাকিলে বিদ্বান ব্যক্তির নিকটেও বেদ প্রহৃত হইবেন বলিয়া ভীত হন। পুরাণের

সহিত বেদোক্ত কোন ঘটনার বিরোধ নাই আশা করা যায়। পার্জিটর প্রভৃতি যে সকল কল্পিত বিরোধ দেখিয়াছেন তাহা অজ্ঞতাপ্রসূত।

।১৮২। পুরাণকে ইতবৃত্ত বলিয়া মানিলে কবে বিষ্ণুপুরাণ বা বায়ুপুরাণ লিখিত হইয়াছিল এ প্রকার প্রশ্ন প্রামাণ্য নিরূপণকল্পে নিরর্থক। ওয়েল্‌সের ইতবৃত্তগ্রন্থ কবে লিখিত হইয়াছে এ প্রশ্ন ইতবৃত্তকার বিচার করেন না। অবশ্য ভাষাবিদের কাছে ইহা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন। পুরাণে প্রাচীন ও অর্বাচীন সকল সময়েরই ভাষার ছাপ আছে এবং পরম্পরাপ্রাপ্ত ইতবৃত্তে এইরূপই থাকিবে আশা করা যায়। উপন্যাস বা কাব্যে বা ইতিহাসে ইতবৃত্ত থাকিলে গ্রন্থের কাল অবশ্য বিচার্য; কালবিচার করিয়া সঙ্গত মনে হইলে ইতবৃত্তকার এরূপ ঘটনা গ্রহণ করিতে পারেন।

৮৭। পাঠোদ্ধার

।১৮৩। অনেকে মনে করেন পুরাণের সঠিক পাঠ পাওয়া যায় না ও বিভিন্ন পুরাণে অনৈক্য আছে অতএব যত দিন পর্যন্ত এই সমস্যা নিরাকৃত না হয় তত দিন পুরাণে ইতবৃত্ত সন্ধান করা বৃথা। ইহারা ভুলিয়া যান যে পুরাণে হিস্টরি সন্ধান করিতে হয় না; পুরাণই হিস্টরি। যদি বিভিন্ন ইতবৃত্তকারের গ্রন্থে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায় তবে প্রকৃত ইতবৃত্ত নির্ণয়ের সুবিধাই হয়। চিলিন্‌ওয়ালা যুদ্ধের বা গত প্রথম ইউরোপীয় মহাসমরের সকল ইতবৃত্তকারলিখিত বিবরণে ঐক্য নাই। বিভিন্ন পুরাণে এরূপ অনৈক্য দেখিলে বিশেষ কিছু যায় আসে না। পুরাণকার একই ঘটনার যতগুলি বিভিন্ন বিবরণ (version) পাইয়াছেন সবই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই জন্য একই পুরাণে সময় সময় অসঙ্গতি আছে মনে হয়। পুরাণবেত্তা এইরূপ অসঙ্গতি হইতে সত্য নির্ধারণ করিবেন। অপর পক্ষে বিভিন্ন পুরাণে কোন গুরুতর অসঙ্গতি নাই। ওয়েল্‌সের ইতবৃত্তে যদি ছাপার ভুল থাকে বা কোন গ্রন্থে যদি দুই চার ছত্র খণ্ডিত থাকে তবে কি আসে যায়? সেইরূপ যদি বিষ্ণুপুরাণের বিভিন্ন পুঁথিতে অল্প স্বল্প পাঠভেদ লক্ষিত হয় তাহাতেই বা প্রকৃত ইতবৃত্তবিচারের কি ক্ষতি হয়? দুই চারিখানি পুঁথি বা পুরাণ মিলাইলে সহজেই পাঠোদ্ধার হয়।

বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণং বৈ দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥ স্কন্দ। প্রভাস।২।৯০॥

অর্থাৎ, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, পুরাণ বেদবৎ নিশ্চল অর্থাৎ অবিকৃত বলিয়াই জ্ঞাতব্য, সকল বেদ পুরাণে প্রতিষ্ঠিত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২৩। পুরাণসংরক্ষণ

৮৮। পুরাণলিখন

।১৮৪। মোহন-জ-দরোর লেখযুক্ত মুদ্রণদ্রব্য আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে অধিকাংশ পুরাবিৎ পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে প্রাচীন ভারতীয় লিখিতে জানিতেন না। তাঁহাদের মতে প্রাচীন গ্রীকগণ লিখিতে জানিতেন, প্রাচীন বাবিলোনিয়গণ লিখিতে জানিতেন, প্রাচীন মিশরীয় লিখিতে জানিতেন কিন্তু প্রাচীন হিন্দু লিখিতে জানিতেন না কারণ তাঁহারা কোনও প্রাচীন হিন্দু লিপি পান নাই। শিথিল ভিত্তির উপর মতস্থাপনার ইহা এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মোহন-জ-দরো খননের পূর্বে ভারতের যে সকল প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছিল তাহার কোনটাই মৌর্যযুগের পূর্বের নহে। মৌর্যকাল প্রায়িক খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ। বস্তুর প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে যে তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা ভুল বিদেশীয় পণ্ডিত পক্ষপাতবশে তাহা বুঝেন নাই। যেখানে বলা উচিত ছিল প্রাগ্‌মৌর্যযুগের কোনও লেখা আমরা পাই নাই সেখানে তিনি বলিলেন প্রাগ্‌মৌর্যযুগে হিন্দু লিখিতে জানিত না। এই হেত্বাভাস সমর্থনের জন্য তিনি নানা বিচিত্র যুক্তির অবতারণা করিলেন। প্রাচীন মিশরের যে লেখ তাহাকে ideogram বা ভাবলেখ বলা হয় কারণ সে লিখনে এক একটি চিহ্ন বা চিত্র এক একটি বিশেষ ভাবের দ্যোতক। আধুনিক বাঙ্গালা বর্ণমালার এক একটি অক্ষর এক একটি ধ্বনির দ্যোতক। এইরূপ লিখনকে phonogram বা ধ্বনিলেখ বলা যায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকের ফিনিসিয়া দেশের স্মৃতিফলকে ধ্বনিলেখের প্রথম আবির্ভাব দেখিয়াছেন। ধ্বনিলেখের বহু শতাব্দী পূর্বে ভাবলেখের উৎপত্তি। ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিলেন, 'ভারতে যখন প্রাগ্‌মৌর্যযুগের কোন ধ্বনিলেখ পাওয়া যাইতেছে না এবং ফিনিসিয়ায় যখন তৎপূর্ববর্তী ধ্বনিলেখ দেখা যাইতেছে তখন নিশ্চয় ফিনিসিয়া হইতে যে সকল বণিক ভারতে যাতায়াত করিত তাহাদের দ্বারাই এই ধ্বনিলেখ ভারতে আমদানি হইয়াছে।' ফিনিসিয়ার বর্ণমালার অক্ষর বাইশটি মাত্র, এবং ইহার প্রায় সবগুলিই ব্যঞ্জনবর্ণ। এই অক্ষরগুলির সহিত ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। ভারতীয় বর্ণমালা যে ফিনিসিয়দের নিকট হইতে ধার করা, ইহা তাহার এক প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইল। বিদেশীয় পণ্ডিত বলিলেন যে 'যখন আর্য গ্রীক ও রোমান জাতি ফিনিসিয় বর্ণমালা

হইতে নিজেদের বর্ণমালা প্রস্তুত করিয়াছেন তখন প্রাচীন হিন্দুর পক্ষেই বা তাহা অসম্ভব হইবে কেন? অবশ্য হিন্দুর বর্ণমালা উন্নত এবং তাহাতে অক্ষরের সংখ্যাও অনেক অধিক কিন্তু এ সকল উন্নতি তাঁহারা ক্রমে করিয়াছেন। ইহার জন্য না হয় আরও ৩০০ বৎসর দেওয়া গেল, অতএব খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পূর্বে হিন্দুর লিখন ছিল না বুঝা যাইতেছে। ফিনিসীয় বর্ণমালা হইতে হিবরু, আরবী প্রভৃতি সেমেটিক (semetic) বর্ণমালার উৎপত্তি। আধুনিক কালেও ভারতীয়েরা হিন্দী ভাষা লিখনের জন্য সেমেটিক বর্ণমালার আশ্রয় লইয়াছেন। উর্দুতে হিন্দী শব্দগুলি পারস্য অক্ষরেই লেখা হয়।' বিদেশীয় পণ্ডিত কৃপাপরবশ হইয়া আরও বলিলেন, 'হে হিন্দুগণ, তোমরা যে পূর্বে লিখিতে জানিতে না তাহার জন্য দুঃখ করিও না; তোমরা খুবই বুদ্ধিমান জাতি কিন্তু কোন দিনই লিখনের দিকে তোমরা ঝোঁক দাও নাই, দিলে নিশ্চয়ই বর্ণমালা আবিষ্কার করিতে পারিতে। তোমাদের স্মৃতিশক্তি বিস্ময়কর, তোমরা চিরকাল সমস্ত শাস্ত্র মুখস্থ রাখারই পক্ষপাতী। দেখ, তোমাদের 'বেদ,' 'বিদ্যা,' 'শাস্ত্র,' 'শ্রুতি,' 'স্মৃতি' ইত্যাদি শব্দ লিখনশক্তির অভাবেরই পরিচয় দেয়, সংস্কৃতে literature শব্দের কোন প্রতিশব্দ নাই।' হেবর (Weber), বুলর (Buhler), মনিয়র উইলিয়মস্ (Monier Williams) প্রভৃতি ইউরোপীয় প্রাচ্য-শাস্ত্রবিশারদগণ বিনা দ্বিধায় এই সকল অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। শ্রুতি ও স্মৃতি লিখিত হইত না এই উক্তির কোন মূল্য নাই; literature কথার প্রতিশব্দ সংস্কৃতে না থাকিতে পারে, তাহাতে লিখন ছিল না বা literature ছিল না বলা অযৌক্তিক। 'লগ্ন' কথার ইংরেজী প্রতিশব্দ নাই অতএব সাহেবদের লগ্নজ্ঞান বা সময়জ্ঞান নাই বলাও এই প্রকার। 'ধর্ম' শব্দেরও ইংরেজী প্রতিশব্দ নাই। এই যুক্তিতে সাহেবদের ধর্ম নাই। 'শুক্লপক্ষে'র ইংরেজী প্রতিশব্দ নাই অতএব বিলাতে শুক্লপক্ষ হয় না। 'অভিমানে'র ইংরেজী নাই অতএব বিলাতী বিবি অভিমান করেন না। শ্রুতি ও স্মৃতি অর্থে যাহা স্মরণাতীত কাল হইতে শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে চলিয়া আসিয়াছে। 'শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রস্তু বৈ স্মৃতিঃ॥' মনু।২।১০॥ অর্থাৎ শ্রুতিই বেদ এবং স্মৃতি ধর্মশাস্ত্র। পূর্বমন্বন্তরের আচার স্মরণ করিয়া যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা স্মৃতি। স্মার্ত ধর্ম বর্ণাশ্রমবিভাগজ, শ্রৌত ধর্ম যজ্ঞ-বেদাত্মক॥ বায়ু।৫৭।৩২, ৩৯॥ বেদ ও ধর্মশাস্ত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; ঐতিহ্য বা tradition ইহাদের ভিত্তি। এই জন্যই ইহারা শ্রুতি ও স্মৃতি নামে পরিচিত। শ্রুতি ও স্মৃতি অর্থে এমন বুঝায় না যে শ্রুতি ও স্মৃতি লিখিত হইত না। ভারতে বহু প্রাচীন কাল হইতে লিপিবিদ্যার চর্চা প্রচলিত আছে। মৎস্য।২১৫।২৫-২৮ শ্লোকগুলিতে

উত্তম লেখকের কি কি গুণ থাকা উচিত তাহা কথিত হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণ দ্বিতীয় মধ্যম পর্বে সপ্তম অধ্যায়ে পুরাণ লিখনের বিধিনিষেধের বিবরণ আছে। মৎস্য ও ভবিষ্যের উক্তি প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়, তবে কত প্রাচীন তাহা নির্ধারণের উপায় নাই। পুরাকালে অনেকেই অষ্টাদশ বিদ্যা শিখিতেন। এই সমস্ত বিদ্যাই যে তাঁহারা মুখস্থ করিয়া রাখিতেন ইহা অসম্ভব কথা। ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ-সনৎকুমারসংবাদে দেখা যায় এক এক জনে কতগুলি বিদ্যা জানিতেন।

। ১৮৫। প্রাচীন হিন্দু অঙ্কলিখনপ্রণালীর আবিষ্কারক এ কথা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। বণিকের অঙ্কের প্রয়োজন বেশী। অথচ ফিনিসীয় প্রাচীন লেখে অঙ্ক পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন ভারতীয়ের ফিনিসীয় বণিকের নিকট হইতে বর্ণমালা পাওয়া অপেক্ষা অঙ্কলিখনপ্রণালী পাওয়ার সম্ভাবনাই অধিক ছিল। হিন্দু বণিকগণের নিকট ফিনিসীয়গণ অঙ্কমালা ও বর্ণমালা উভয়ই শিক্ষা করিয়াছিল, এই অনুমান অধিকতর যুক্তিসহ। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এ যুক্তি ইচ্ছা করিয়াই অবহেলা করিয়াছেন।

। ১৮৬। মোহন-জ-দরো লেখ আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে প্রাচীন হিন্দু লিখিতে জানিতেন না এ কথা আর কেহ বলিতেছেন না তবে সবিস্তারে এই ভুল দেখাইবার কি আবশ্যক ছিল? ভারতপুরাবৃত্ত বিচারে কি প্রকার ভুলের ভিত্তিতে এক একটি বিরাট মতের সৃষ্টি হয় তাহাই দেখান উদ্দেশ্য। বিদেশীয় পণ্ডিত সজ্ঞানে ভুল করিয়াছেন তাহাতে ক্ষোভের কিছু নাই তবে স্বদেশীয় ইতবৃত্তকারগণ যে এই সকল সাহেবী মত বিনা বিচারে গলাধঃকরণ করেন ও রোমন্থন করিতে করিতে তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া লন ইহাই দুঃখের কথা। প্রাচীন হিন্দুর সংস্কৃতি আদিম দ্রাবিড়ীদের নিকট হইতে ধার করা, তাহার কোন ইতবৃত্তীয় ভাবনা ছিল না, সাংসারিক ব্যাপার ও ঐহিক সুখভোগে হিন্দু উদাসীন ছিল; মাত্র ৩৫০০ বৎসর হইল আর্যহিন্দু ভারতে আসিয়াছে ইত্যাদি বহু কথা আমরা বিনা বিচারে মানিয়া লইয়াছি। এখন নূতন করিয়া ভারতীয় পুরাবৃত্ত বিচারের সময় আসিয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মূল বস্তুপ্রমাণগুলির পুনঃ পরীক্ষা আবশ্যক। বহু স্থলে মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি বস্তুসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তে ভ্রান্ত ধারণা স্থান পাইয়াছে সে জন্যই এ প্রয়োজন।

। ১৮৭। পুরাণের কাহিনী প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ছয় সহস্রাব্দে আরম্ভ হইয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এত পুরাতন বলিয়াই কাহিনী অগ্রাহ্য এ মত পোষণ করা অন্যায়। কিসে পৌরাণিক ইতবৃত্ত অখণ্ডিত পরম্পরাক্রমে

লিপিবদ্ধ হইতে পারে এবং কি প্রকারেই বা তাহা সংরক্ষিত হইতে পারে সে বিষয়ে পুরাণকার নব্য ইতবৃত্তকারগণ অপেক্ষা অনেক অধিক সচেতন ছিলেন। শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি বহুদিনস্থায়ী হইলেও কল্পকালস্থায়ী হইতে পারে না। প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রবিপর্যয়ে এ সকল ধ্বংস হয়; তদ্ব্যতীত শিলালিপিতে সমগ্র ইতবৃত্ত রক্ষণ সম্ভবপর নহে। অতি প্রাচীন কালেও তাম্রশাসন প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ আছে তথাপি ইতবৃত্ত সংরক্ষণে হিন্দু পুরাবৃত্তকার এই সকল উপায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে পারেন নাই। লিখিত গ্রন্থ ভিন্ন অপর প্রকারে সমগ্র ইতবৃত্ত রক্ষণের উপায় নাই অথচ কাগজ, তালপত্র, ভূর্জপত্র প্রভৃতি বহুকাল রক্ষা করা যায় না। অনুলিপির সাহায্যে ইতবৃত্ত রক্ষণ সম্ভবপর এ কথা সত্য কিন্তু এই প্রকার ইতবৃত্তীয় গ্রন্থের সংখ্যা অল্প হইলে নানা কারণে তাহা লোপ পাইতে পারে। সংরক্ষণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে হইলে বহুসংখ্যক অনুলিপির প্রয়োজন এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তি সর্বকালেই যাহাতে নূতন করিয়া অনুলিপি প্রস্তুতকরণে আগ্রহান্বিত থাকে তাহাও দেখিতে হইবে। যে কোনও দেশে সমগ্র লোকসংখ্যার তুলনায় ইতবৃত্তীয় আগ্রহযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প। কেবল ইঁহারাই অনুলিপি প্রস্তুতে ও ইতবৃত্ত সংরক্ষণে যত্নবান হইতে পারেন সেজন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন ব্যতীত লিখিত ইতবৃত্ত বহুকালস্থায়ী হইবে এরূপ আশা করা ভ্রম। ইতবৃত্তকারের পুত্রপৌত্রাদির ইতবৃত্তীয় আগ্রহ না থাকিতে পারে এ কারণে বহু আয়াসে সংগৃহীত গ্রন্থাদির ক্রমে অযত্ন হয় ও তাহা নষ্ট হইয়া যায়। লাইব্রেরি বা পুস্তকাগারও সর্বকালে নিরাপদ নহে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অগ্ন্যুৎপাত ব্যতীত ব্যক্তিগত বা জাতিগত আক্রোশের ফলে গ্রন্থাগার বিনষ্ট হয়। নালন্দা আলেকজেন্ড্রিয়া প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

। ১৮৮। আধুনিক ইতবৃত্তকারগণ এরূপ বিপৎপাত হইতে তাঁহাদের লিখিত ইতবৃত্ত রক্ষা করিবার কি আয়োজন করিয়াছেন আমার তাহা জানা নাই। আরও এক বিষয়ে নব্য ইতবৃত্তকারের অনবধানতা দেখা যায়। বাঙ্গালা দেশে যে কয় জন খ্যাতনামা ইতবৃত্তকার আছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই পুরাবৃত্ত উদ্ধারে ব্যস্ত, আধুনিক কালের কোন বিবরণ তাঁহারা লিখিতেছেন না। এখনকার কাহিনী কি করিয়া রক্ষা পাইবে সে চিন্তা তাঁহাদের নাই। মোগলযুগের ইতবৃত্ত, ইংরেজী আমলের প্রথম যুগের ইতবৃত্ত এমন কি শতবর্ষ পূর্বেকার বাঙ্গালী সমাজের ইতবৃত্ত উদ্ধারে কি বিপুল পরিশ্রম করিতে হয় তাঁহারা ভুক্তভোগী বলিয়া বিলক্ষণ জানেন। তদানীন্তন ইতবৃত্তকারগণ যদি সেই কালের লিখিত ইতবৃত্ত রাখিয়া যাইতেন এবং তাহা রক্ষণের ব্যবস্থা করিতেন তবে ইঁহাদের পরিশ্রম লাঘব

হইত। দুই শত বৎসরের পরবর্তী ইতবৃত্তকারকেও ইঁহাদের মতই বিপুল পরিশ্রম করিয়া এখনকার কাহিনী উদ্ধার করিতে হইবে। এখনকার গভর্মেণ্ট রেকর্ড হয়ত তখনও থাকিবে কিন্তু কেবল গভর্মেণ্ট রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া প্রকৃত ইতবৃত্ত রচিত হয় না। জনসাধারণের সামাজিক ব্যাপারে গভর্মেণ্ট উদাসীন। বিদেশী গভর্মেণ্টের রাজনৈতিক পক্ষপাত প্রবল। কোনও কারণে যদি গভর্মেণ্ট রিপোর্ট নষ্ট হয় তবে পরবর্তী কালে এখনকার আংশিক ইতবৃত্ত উদ্ধারও কতটা দুঃসাধ্য হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। স্বদেশীয় ইতবৃত্তকারগণের এখনকার ইতবৃত্ত লেখা ও তাহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা নিতান্ত কর্তব্য। প্রাচীন পুরাণকার এ বিষয়ে অতিশয় সতর্ক ছিলেন। তাঁহার ইতবৃত্তীয় ভাবনা আধুনিক ইতবৃত্তকারের ইতবৃত্তীয় ভাবনা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তিনি পুরাণে ও মহাপুরাণে রাজগণ ও জনসাধারণের সমগ্র বিবরণ ত দিয়াছেনই অধিকন্তু যাহাতে ঐ বিবরণ বহুকাল সংরক্ষিত হইতে পারে তাহারও উপায় করিয়াছেন।

।১৮৯। পুরাণকার জানিতেন যে জনসাধারণ যদি পুরাণে আগ্রহান্বিত হয় তবেই পুরাণ রক্ষা পাইতে পারে। পুরাণকে ইতবৃত্ত মাত্র জানিলে সাধারণে তাহা রক্ষার জন্য তৎপর হইবে না। পুরাণকে যদি ধর্মগ্রন্থের মধ্যে স্থান দেওয়া যায় তবে তাহা ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইবে। মনুষ্যের ধর্মবুদ্ধি সনাতন। মানুষ কোনও না কোন ধর্ম আশ্রয় করিবে। প্রাকৃত জনের ধর্মবুদ্ধি অলৌকিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ না থাকিলেও এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হইলেও লোকে পাপ, পুণ্য, নরক, স্বর্গ, পরলোক, পুনর্জন্ম ইত্যাদিতে আস্থাবান হয়। পুরাণকে জনসাধারণের প্রিয় করিতে হইলে তাহাতে লোকরুচিকর অতিরঞ্জনও আবশ্যক। পুরাণকার এজন্য ইতবৃত্তীয় সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অলৌকিক ও অতিরঞ্জিত কাহিনীসমূহের অবতারণা করিয়া পুরাণকে সাধারণের ধর্মবুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ দিলেন। প্রাচীন হিন্দু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে দেবতার সম্মান দিয়াছেন। ইঁহাদের জন্মতিথি প্রভৃতি পুণ্যাহ বলিয়া কথিত হইয়াছে। জন্মাষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন; কত যুগ হইল কৃষ্ণ গত হইয়াছেন কিন্তু এখনও প্রতি বৎসর হিন্দু কৃষ্ণের জন্মদিন পালন করে। রামনবমী, ভীম একাদশী প্রভৃতি বহু তিথি প্রাচীন পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণের নামের সহিত জড়িত রহিয়াছে। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতা বলিয়া কল্পিত না হইলে লোকের মন হইতে তাঁহাদের কথা বহুদিন পূর্বেই লুপ্ত হইয়া যাইত। হিন্দুর ধর্মবুদ্ধিই এই সকল ব্যক্তির নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। রাম প্রভৃতির কীর্তিকলাপ সাধারণ মনুষ্যের কীর্তিকলাপের ন্যায় বর্ণিত হইলে তাঁহাদের প্রতি দেবত্বজ্ঞান আসে না। এ জন্যই

রামের একাদশ বর্ষ রাজত্বকাল একাদশ সহস্র বর্ষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুরাণকারের অতিরঞ্জনে প্রকৃত রহস্য কোথাও চাপা পড়ে নাই। পুরাণকার বলিলেন যে প্রত্যহ পুরাণোল্লিখিত রাজক্রম পাঠ করে তাহার বংশচ্ছেদ হয় না; অনুলিপি করাইয়া যে ব্রাহ্মণকে পুরাণ দান করে তাহার অশেষ পুণ্য; পুরাণপাঠে সকল বিপদ কাটিয়া যায়, ইত্যাদি। এই প্রকার কথা বলিবার পরই মৎস্যপুরাণ বলিলেন 'পুরাতনস্য কল্পস্য পুরাণানি বিদুর্বুধাঃ' ॥ ৫৩।৭১ ॥ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ পুরাণকে প্রাচীন কালের কাহিনী বলিয়াই জানিবেন। পাছে কোনও সত্যান্বেষী বিদ্বান পুরাণের তত্ত্ব অবগত না হন এজন্য পুরাণকার বার বার পুরাণের যথার্থ মর্ম নির্দেশ করিয়াছেন; এই জন্যই তাঁহার অতিরঞ্জন এমনই সরল যে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তদ্দ্বারা বিভ্রান্ত হন না।

।১৯০। ধর্মগ্রন্থের পাঠ সহজে কেহ পরিবর্তন করিতে সাহসী হয় না এবং বহুসংখ্যক অনুলিপি থাকায় প্রক্ষেপ বা পরিবর্তন সহজেই ধরা পড়ে। পুরাণের প্রাচীন কাহিনী মূলত অপরিবর্তিতই আছে। প্রত্যেক পুরাণের বহু অনুলিপি হইয়াছিল এবং পুরাণসমূহ সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই কারণে হিন্দুর জ্যোতিষাদি বহু বিজ্ঞানগ্রন্থ লোপ পাইলেও পুরাণ নষ্ট হয় নাই। গত এক শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে যে সকল পুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ধর্মবুদ্ধিপ্রণোদিত। ১২৭৫ সালে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসাক বিষ্ণুপুরাণের এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন। উৎসর্গ-পত্রে তিনি লিখিতেছেন, 'পিতঃ! এক্ষণে আপনি আমাদিগকে অপার শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।…অনেকেই আমাকে ভূয়োভূয় অনুরোধ করেন যে আপনকার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন রাখা আবশ্যক। স্মরণচিহ্ন অনেকে অনেক প্রকার রাখিয়া থাকেন।…এই ভারতবর্ষে কত শত হিন্দু রাজা নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কত শত দেবালয়, কত শত ঘাট, কত শত দীর্ঘিকা, কত শত মহাস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। অনন্তর কিরূপে আপনকার নাম চিরস্মরণীয় করি তদ্বিষয়ে চিন্তাপরায়ণ হইলাম। পরিশেষে কোন কোন বিচক্ষণ পণ্ডিতের পরামর্শে স্থির করিলাম যে মহর্ষিপ্রণীত যে সকল অতি প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থ লুপ্তপ্রায় হইতেছে, তৎসমুদায় অনুবাদ সমেত ক্রমশঃ মাসে মাসে প্রচার করিয়া আপনাকে উৎসর্গ করি তাহা হইলে সেই গ্রন্থের সহিত আপনকার নামও দিগন্তব্যাপী ও চিরস্থায়ী হইতে পারিবে।…এক্ষণে আমি আপনকার প্রীতির উদ্দেশে ও স্মরণার্থ চিহ্ন রাখিবার জন্য ভক্তি ও শ্রদ্ধাতিশয় সহকারে এই বিষ্ণুপুরাণ উৎসর্গ করিলাম এবং আপনকার নামে ইহার অনুবাদ 'বিষ্ণ্বর্থ বৈদ্যনাথ' এই

নামকরণ হইল।' শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় 'বঙ্গবাসী' অফিস হইতে যে সকল পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহারও মূলে ধর্মপ্রেরণা। পুরাণকার পুরাণসংরক্ষণের জন্য হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কিছুমাত্র ভুল করেন নাই। কত শত দেবালয়, প্রস্তর-মহাস্তম্ভ প্রভৃতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ভূর্জপত্র বা কাগজে লিখিত পুরাণ এখনও বর্তমান। পুরাণকারের উদ্দেশ্য মনে রাখিলে পুরাণের অতিরঞ্জন বা অলৌকিক প্রসঙ্গকে দোষ বলিয়া মনে হইবে না এবং এই কারণে পুরাণকে ইতবৃত্ত বলিয়া মানিতে বাধা থাকিবে না। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে কথিত আছে দস্যুর আক্রমণ হইতে নিজ বা অপরের প্রাণ বা সম্পত্তি রক্ষার জন্য, স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত পরিহাসছলে মিথ্যা বলায় পাপ হয় না। কালের কবল হইতে পুরাণরূপ অমূল্য জাতীয় সম্পত্তি রক্ষার জন্য অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করায় পুরাণকার পাতকগ্রস্ত হন নাই।

।১৯১। পুরাণসংরক্ষণের জন্য সাধারণের ধর্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া পুরাণকার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। তন্নির্বাচিত উপায়ের প্রকৃষ্টতার প্রমাণ পুরাণ এখনও বর্তমান রহিয়াছে কিন্তু পৃথিবীতে অপর কোন জাতির এত পুরাতন ও এতকালব্যাপী লিখিত ধারাবাহিক ইতবৃত্ত নাই। শিলালিপি, কবর, স্তূপ ইত্যাদি হইতে ইতবৃত্ত অনুমান করা এক কথা আর লিখিত পুরাবৃত্ত রক্ষা করা আর এক কথা। প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে একমাত্র হিন্দুই ইতবৃত্ত সম্বন্ধে সতর্ক ছিলেন। তিনি অতি উন্নত এবং উৎকৃষ্ট আদর্শ স্থির করিয়াছেন এবং সেই কল্পনার সাধনায় সিদ্ধিলাভও করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত অতি প্রাচীন ইতবৃত্ত কালে কালে পরিপুষ্ট হইয়া এখনও বর্তমান রহিয়াছে ও সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। হিন্দুর historical achievement বা ইতবৃত্তীয় কীর্তি জগতে অতুলনীয়।

৮৯। পুরাণকারের শ্রুতিপ্রমাদ ও সত্যনিষ্ঠা

।১৯২। পুরাণের অনেক স্থানে শ্রুতিপ্রমাদ আছে। ইহা দেখিয়াও কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন পুরাণ লিখিত হইত না কেবল সূতগণ কর্তৃক মুখে মুখে পুরাণ প্রচারিত হইত। এ কথা ভিত্তিহীন। সূতগণের মৌখিক বিবরণ হইতে পুরাণকার ঋষি পুরাণ লিপিবদ্ধ করিতেন। বৃহৎ সত্রে বা যজ্ঞে সূতগণ পুরাণ পাঠ করিতেন এবং সমাগত পুরাণকর্তা ঋষিগণ সূতমুখে পুরাণ শুনিয়া নিজ নিজ পুঁথি সংশোধিত বা পরিবর্ধিত করিতেন। এই জন্যই পুরাণে শ্রুতিপ্রমাদ আসিয়াছে। পুরাণের ভবিষ্য অংশেও বহু

শ্রুতিপ্রমাদ আছে। ভবিষ্য অংশ যখন রচিত হয় তখন লিখনপ্রণালী জানা ছিল না এমন কথা ঘোরতর পুরাণবিদ্বেষীও বলিবেন না। লিখনপ্রণালী জানা থাকিলে পুরাণের মত বৃহৎ গ্রন্থ মাত্র স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া রক্ষণের চেষ্টা করা নিতান্তই অস্বাভাবিক। অশোকের সময়ের বহু লিখন পাওয়া গিয়াছে কিন্তু পুরাণে অশোকের পরবর্তী ঘটনার বিবরণেও শ্রুতিপ্রমাদ আছে। শ্রুতলিপিতে (dictation) এইরূপ ভুল হয়। এই ভুল অবশ্য সহজেই লিপির সহিত মিলাইয়া শুদ্ধ করা যায় কিন্তু পুরাণে শ্রুতিপ্রমাদ থাকায় বুঝা যায় যে পুরাণকার সংশোধনের সুযোগ পান নাই। অনুমান হয় মাগধগণ নিজ নিজ দেশের রাজবংশের বিবরণ সংগ্রহ করিতেন এবং সূতগণ সেই সকল বিবরণ একত্র করিয়া সত্রে পাঠ করিতেন ও পুরাণকার ঋষিগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন ও আবশ্যকমত নিজ নিজ পুঁথি সংশোধন করিয়া লইতেন। সত্রে এককালীন বহু ব্যক্তির নিকট পুরাণ পঠিত হইত বলিয়া শ্রুতিপ্রমাদ সংশোধনের সুযোগ মিলিত না। সূত কর্তৃক পুরাণকীর্তন শেষ হইলেই সূতকে বিদায় দেওয়া হইত ও ঋষিগণ যজ্ঞকার্যে ব্যাপৃত হইতেন।

ইতি দত্ত্বাশিষস্তস্মৈ দত্ত্বাবাসো বিভূষণম্।

বিসৃজ্য লোমশং সূতং যজ্ঞকর্ম্মাণ্যথাচরন্॥ স্কন্দ। প্রভাস।৪৪।২৭॥

অর্থাৎ, তাঁহাকে আশীর্বাদ দিয়া, বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া লোমশ সূতকে বিদায় দিয়া অনন্তর (ঋষিগণ) যজ্ঞকর্ম আচরণ করিতে লাগিলেন। সূতোক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় কখনই পরিত্যক্ত হইত না। পুরাণকার সূতের অস্পষ্ট উচ্চারণজন্য বা অন্য কারণে শব্দ যথার্থ ধরিতে না পারিলেও তাহা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। শ্রুতিপ্রমাদে যেখানে কেবল নামে গোলমাল হইয়াছে সেখানে প্রমাদ সংশোধনের কোন চেষ্টাই হয় নাই; সূতোক্তি যে ঋষি যেমন শুনিয়াছেন তিনি তাহাই রাখিয়া গিয়াছেন। একই রাজার নাম পুরাণে চারি রকম আছে, যথা, অধিসীমকৃষ্ণ, অধিসামকৃষ্ণ ও অধিসোমকৃষ্ণ ও অসীমকৃষ্ণ। এ প্রকার পার্থক্যের ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। শ্রুতিপ্রমাদের বশে যেখানে অর্থবোধে ব্যাঘাত বা অসঙ্গতি ঘটিয়াছে সেখানে প্রত্যেক পুরাণকার শব্দসাদৃশ্য বজায় রাখিয়া নিজ নিজ বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুসারে পাঠসংশোধন করিয়াছেন, ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পুরাণের অনুরূপ শ্লোকে শব্দসাদৃশ্য আছে কিন্তু ঘটনাসাদৃশ্য নাই।

।১৯৩। সূতোক্তি অবিকৃত রাখার চেষ্টা পুরাণকারের আশ্চর্য সত্যানুরাগ প্রমাণিত করিতেছে। পুরাণকার ও সূতগণ যথার্থই সত্যব্রতপরায়ণ ছিলেন। আধুনিক

ইতবৃত্তকারের পক্ষেও পুরাণকারের সত্যপ্রিয়তা অনুকরণীয়। পরবর্তী প্রকরণে উদাহরণ দিতেছি।

৯০। ক্ষত্রবংশপ্রবর্তকগণ

।১৯৪। দৈব মানের চতুর্যুগ শেষ হইলে অর্থাৎ মহাকল্পক্ষয়ে দৈব কলিযুগে পৃথিবী ধ্বংস হয়। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া পৌরাণিক কল্পনা করিলেন যে লৌকিক কল্পক্ষয়েও কলিযুগে ক্ষত্রিয় রাজবংশ থাকিবে না। ক্ষত্রিয়বংশগুলি ক্ষয় হইবার পূর্বেই কোন কোন বিশিষ্ট রাজা যোগাবলম্বনপূর্বক কলাপগ্রামে যাইয়া আশ্রয় লইবেন। কলিযুগের পর নূতন সত্যযুগ প্রবর্তিত হইলে ইঁহারা পুনরায় বংশপ্রবর্তন করিবেন। যুগক্ষয়ে ক্ষত্রিয়ক্ষয় ঘটিবে এই ধারণা হইতে পৌরাণিক স্থির করিলেন যে ক্ষত্রিয়ক্ষয় হইলে সেই কালকে যুগক্ষয় বলিয়াই ধরিতে হইবে। ভারতযুদ্ধকালে এবং মহাপদ্ম নন্দের সময়ে ঘোর ক্ষত্রিয়সংহার ঘটিয়াছিল, এই জন্য পুরাণে এই দুই কাল ও কলিযুগশেষ বংশপ্রবর্তক রাজগণের কলাপগ্রামগমনকাল বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। শ্রীধর বি ।৪।২৪।৪৫ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন মহাপদ্ম নন্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়বিনাশের পর পুনরায় ক্ষত্রবংশ প্রবর্তনের জন্য দেবাপি ও মরু যোগাবলম্বন করেন। ভারতযুদ্ধকাল বিংশ পুরাতন নক্ষত্রযুগ বা বিংশ প্রযুগ, নন্দকাল বিংশ নূতন নক্ষত্রযুগ বা নববিংশযুগ এবং কলিযুগ শেষকাল চতুর্বিংশ পুরাতন নক্ষত্রযুগ বা চতুর্বিংশ প্রযুগ।

।১৯৫। যুগপ্রবর্তন সম্বন্ধে সমস্ত উক্তি বিষ্ণু, বায়ু ও মৎস্যপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা,

> ততশ্চ শীঘ্রঃ ততোঽপি মরুঃ পুত্রোঽভূৎ। যোঽসৌ
> যোগমাস্থায় অদ্যাপি কলাপগ্রামমাশ্রিতস্তিষ্ঠতি।
> আগামিযুগে সূর্য্যবংশক্ষত্রপ্রবর্ত্তয়িতা ভবিষ্যতীতি॥ বি ।৪।৪।৪৮॥

অর্থাৎ, শীঘ্রের পুত্র মরু হইলেন যিনি যোগাবলম্বন করিয়া অদ্যাপি কলাপগ্রাম আশ্রয় করিয়া আছেন। আগামী যুগে ইনি সূর্যবংশক্ষত্রপ্রবর্তয়িতা হইবেন। শীঘ্রপুত্র মরুর কাল ১৫৫৮ খ্রী-পূ॥ ৭২ প্রকরণে সারণী দ্রষ্টব্য। এই কাল উনবিংশ প্রযুগের অন্তর্গত॥ ৫৪ প্রকরণ।

> অগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রস্তু শীঘ্রকস্য মনুঃ স্মৃতঃ।
> মনুস্তু যোগমাস্থায় কলাপগ্রামমাস্থিতঃ।
> একোনবিংশপ্রযুগে ক্ষত্রপ্রাবর্ত্তকঃ প্রভুঃ॥ বা ।৮৮।২১০॥

অর্থাৎ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র, শীঘ্রপুত্র মনু। মনু যোগাবলম্বন করিয়া কলাপগ্রামে আছেন। এই প্রভু একোনবিংশ প্রযুগের ক্ষত্রপ্রবর্তক। বিষ্ণুপুরাণে এই মনুর নামই মরু। বায়ুতে মরুর কাল স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। প্রযুগ অর্থে প্রাচীন নক্ষত্রযুগ। 'প্র' উপসর্গ 'দূরতর' অর্থে প্রযুক্ত হয়, যথা, প্রপিতামহ, প্রপৌত্র ইত্যাদি। বিংশ প্রযুগে ভারতযুদ্ধে প্রজাক্ষয় হয় এজন্য তৎপূর্ববর্তী উনবিংশ যুগে ক্ষত্রপ্রাবর্তক কল্পিত হইয়াছে মনে হয়। এই মরুর পরবর্তী আরও এক মরুও ক্ষত্রপ্রবর্তকরূপে পরিচিত আছেন। ইহার কথা পরে বলিতেছি।

দেবাপিঃ পৌরবো রাজা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
মহাযোগবলোপেতৌ কলাপগ্রামসংশ্রয়ৌ॥
কৃতে যুগে ইহাগত্য ক্ষত্রপ্রাবর্ত্তকৌ হি তৌ।
ভবিষ্যতো মনোর্ব্বংশে বীজভূতৌ ব্যবস্থিতৌ॥
এতেন ক্রমযোগেন মনুপুত্রৈর্ব্বসুন্ধরা।
কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞানি যুগানি ত্রীণি ভুজ্যতে॥
কলৌ তু বীজভূতাস্তে কেচিৎ তিষ্ঠন্তি ভূতলে।
যথৈব দেবাপিমরূ সাম্প্রতং সমবস্থিতৌ॥ বি।৪।২৪।৪৫-৪৮॥

অর্থাৎ, পৌরব রাজা দেবাপি ও ইক্ষ্বাকুবংশজ মরু ইঁহারা দুই জনে মহাযোগবলযুক্ত হইয়া কলাপগ্রাম আশ্রয় করিয়া আছেন। কৃতযুগে ইঁহারা অত্র আগমন করিয়া ক্ষত্রিয়প্রাবর্তক হইবেন এই দুই জন ভবিষ্য মনুবংশের বীজস্বরূপ হইয়া আছেন। মনুপুত্রগণ এইরূপ ক্রম অনুসারে কৃতত্রেতাদিনামা তিন যুগ যাবৎ বসুন্ধরা ভোগ করেন। কলিকালেও কেহ কেহ বীজভূত হইয়া ভূতলে অবস্থান করেন যেরূপ দেবাপি ও মরু সম্প্রতি অর্থাৎ পরাশরকালে দ্বাপরে রহিয়াছেন। এই মরুও ৪।৪।৪৮ শ্লোকোক্ত ক্ষত্রপ্রবর্তক মরু একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমান হয়। দেবাপির নাম নূতন আসিয়াছে। শান্তনুর এক ভ্রাতার নাম দেবাপি।

।১৯৬। এই শ্লোকগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে বিচার্য। বায়ু ও মৎস্যেও কিঞ্চিৎ ভিন্ন আকারে অনুরূপ শ্লোক আছে, পরে তাহা আলোচনা করিব। শান্তনুভ্রাতা দেবাপি ও শীঘ্রপুত্র মরুর কাল দ্বাপর যুগ। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন কলিতেও এইরূপ কেহ কেহ বীজভূত হইয়া অবস্থান করিবেন যেমন দেবাপি ও মরু রহিয়াছেন। বাস্তবিক কলির দেবাপি ও মরু আদিতে ক্ষত্রিয়প্রবর্তক বলিয়া কল্পিত হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে নামসাদৃশ্যে পূর্বতন দ্বাপরের দেবাপি ও মরু ক্ষত্রপ্রবর্তক বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

বিষ্ণুপুরাণে দেবাপি ও মরুকে ক্ষত্রপ্রবর্তক না বলিয়া ক্ষত্রপ্রাবর্তক বলা হইয়াছে, কারণ ক্ষত্রিয়বংশের আবর্তনে ইহারা পুনরায় আসিবেন ইহাই কল্পনা। দ্বাপরের দেবাপি শান্তনুর ভ্রাতা। তিনি রাজা ছিলেন না অথচ দেবাপিকে শ্লোকে পৌরব রাজা বলা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে পরবর্তী দেবাপি রাজা ছিলেন। নামের মিলেই প্রথম দেবাপিকে ক্ষত্রপ্রবর্তক রাজা বলা হইয়াছে নচেৎ তাঁহার বংশপ্রবর্তনের উপযুক্ত কোন গুণই ছিল না। প্রথম দেবাপি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,

দেবাপির্বাল্য এবারণ্যং বিবেশ ॥ বি ।৪।২০।৪ ॥

অর্থাৎ, দেবাপি বাল্যকালেই অরণ্যে গমন করেন।

দেবাপিস্তু প্রবব্রাজ বনং ধর্ম্মপরীপ্সয়া।
উপাধ্যায়স্তু দেবানাং দেবাপিরভবন্মুনিঃ ॥ বা ।৯৯।২৩৬ ॥

অর্থাৎ, দেবাপি ধর্মপালনে ইচ্ছুক হইয়া বনগমন করেন। দেবাপি দেবতাদিগের উপাধ্যায় ও মুনি হইয়াছিলেন।

দেবাপিস্তু হ্যপধ্যাতঃ প্রজাভিরভবন্মুনিঃ ॥ ম ।৫০।৩৯ ॥

অর্থাৎ, প্রজাগণকর্তৃক অপদস্থ হইয়া দেবাপি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করেন।

কিলাসীদ্রাজপুত্রস্তু কুষ্ঠী তং নাভ্যপূজয়ন্ ॥ ম ।৫০।৪১ ॥

অর্থাৎ, রাজপুত্র (দেবাপি) কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ছিলেন বলিয়া প্রজাদিগের পূজা প্রাপ্ত হন নাই।

অসাবপি বেদবাদবিরোধিযুক্তিদূষিতমনেকপ্রকারং তানাহ ।······
পতিতোঽয়মনাদিকালমহিতবেদবচনদূষণোচ্চারণাৎ ॥ বি ।৪।২০।৯ ॥

অর্থাৎ, শান্তনু স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অভিলাষী হইলে দেবাপি বেদবাদবিরুদ্ধ দূষিতযুক্তিবিশিষ্ট অনেক প্রকার কথা বলিতে লাগিলেন।···ব্রাহ্মণগণ বলিলেন 'অনাদিকাল পূজিত ও সম্মানিত বেদবাক্যে দোষারোপ করায় ইনি পতিত হইয়াছেন।' যে দেবাপির রাজ্যচালনার উপযুক্ত শারীরিক বা মানসিক গুণ ছিল না তিনি যে আদিতে ক্ষত্রিয়প্রবর্তক বলিয়া কল্পিত হইবেন সে সম্ভাবনা কম। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন,

দেবাপিঃ পৌরবো রাজা ইক্ষ্বাকোশ্চৈব যো মতঃ।
মহাযোগবলোপেতঃ কলাপগ্রামমাস্থিতঃ ॥ ৪৩৭
সুবর্চ্চাঃ সোমপুত্রস্তু ইক্ষ্বাকোস্তু ভবিষ্যতি।
এতৌ ক্ষত্রপ্রণেতারৌ চতুর্ব্বিংশে চতুর্যুগে ॥ ৪৩৮

ন চ বিংশে যুগে সোমবংশস্যাদির্ভবিষ্যতি।
দেবাপিরসপত্নস্তু ঐলাদির্ভবিতা নৃপঃ॥ ৪৩৯
ক্ষত্রপ্রবর্ত্তকৌহ্যেতৌ ভবিষ্যেতে চতুর্যুগে।
এবং সর্ব্বত্র বিজ্ঞেয়ং সন্তানার্থে তু লক্ষণম্॥ বা।৯৯।৪৩৭-৪৪০॥

৪৩৯ শ্লোকের পাঠভেদ যথা,

নববিংশে যুগে সোঽথ বংশস্যাদির্ভবিষ্যতি।৪৩৯

অর্থাৎ, পৌরব রাজা দেবাপি এবং যিনি ইক্ষ্বাকু হইতে জাত বলিয়া কথিত, যিনি মহাযোগবল-যুক্ত হইয়া কলাপগ্রামে আছেন, (এবং যিনি) ইক্ষ্বাকু হইতে জাত সোমের পুত্র সুবর্চ্চা নামে পরিচিত হইবেন ইঁহারা দুই জনে চতুর্বিংশ চতুর্যুগের ক্ষত্রপ্রণেতা। বিংশ যুগে সোমবংশের আদি কেহই থাকিবেন না (অথবা পাঠান্তরে, নববিংশ যুগে তিনি বংশের আদি হইবেন) এবং দেবাপি শত্রুহীন হইয়া ঐলবংশের আদি নৃপতি হইবেন। ইঁহারা দুই জনে চতুর্যুগে ক্ষত্রপ্রবর্তক হইবেন। সন্তান অর্থাৎ বংশধারা বিষয়ে সর্বত্র এবম্প্রকার লক্ষণ জ্ঞাতব্য। অনুরূপ শ্লোকগুলিতে মৎস্য বলিতেছেন,

দেবাপিঃ পৌরবো রাজা ঐক্ষ্বাকো যশ্চ তে মতঃ।
মহাযোগবলোপেতৌ কলাপগ্রামমাশ্রিতৌ॥
এতৌ ক্ষত্রপ্রণেতারৌ নববিংশে চতুর্যুগে।
সুবর্চ্চা মনুপুত্রস্তু ঐক্ষ্বাকাদ্ যো ভবিষ্যতি॥
নববিংশে যুগে সো বৈ বংশস্যাদির্ভবিষ্যতি।
দেবাপিপুত্রঃ সত্যস্তু ঐলানাং ভবিতা নৃপঃ॥
ক্ষত্রপ্রবর্ত্তকাবেতৌ ভবিষ্যো তু চতুর্যুগে।
এবং সর্ব্বেষু বিজ্ঞেয়ং সন্তানার্থস্তু লক্ষণম্॥ ম।২৭৩।৫৫-৫৮॥

অর্থাৎ, পৌরব রাজা দেবাপি এবং আপনি যাঁহাকে ঐক্ষ্বাক বলিয়া জানেন, ইঁহারা উভয়ে মহাযোগবলযুক্ত হইয়া কলাপগ্রাম আশ্রয় করিয়া আছেন। ইঁহারা নববিংশ চতুর্যুগে ক্ষত্রপ্রণেতা হইবেন। ঐক্ষ্বাক হইতে জাত মনুর পুত্র সুবর্চ্চা নামে পরিচিত হইবেন। তিনিই নববিংশ যুগে বংশের আদি হইবেন এবং দেবাপিপুত্র সত্য ঐলদিগের নৃপতি হইবেন। ইঁহারা দুই জনে ভবিষ্য চতুর্যুগের ক্ষত্রপ্রবর্তক। সকল ক্ষেত্রেই সন্তান অর্থাৎ বংশপ্রবাহ বিষয়ে ইহাই লক্ষণ বলিয়া জ্ঞাতব্য।

।১৯৭। ইক্ষ্বাকুবংশ মনুবংশ বা সূর্যবংশ বা বৈবস্বত বংশ বলিয়া খ্যাত এবং পুরুবংশ ঐলবংশ বা চন্দ্রবংশ বা সোমবংশ বলিয়া খ্যাত।

ইক্ষ্বাকোস্তু স্মৃতঃ ক্ষত্রস্সুমিত্রান্তং বিবস্বতঃ।
ঐলক্ষত্রক্ষেমকান্তং সোমবংশবিদো বিদুঃ ॥ বা ।৯৯।৪৩০ ॥

অর্থাৎ, বিবস্বান হইতে আরম্ভ হইয়া সুমিত্রতে যে বংশ শেষ হইয়াছে তাহা ক্ষত্র ইক্ষ্বাকুবংশ নামে পরিচিত এবং সোমবংশবিদগণ জানেন যে ক্ষত্র ঐলবংশ ক্ষেমকে শেষ হইয়াছে। মূল ইক্ষ্বাকু ও সোমবংশ সুমিত্র ও ক্ষেমকে শেষ হইলেও এই দুই বংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজগণ নন্দের কাল পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। দেবাপি ও তৎপুত্র সত্য এবং সোম ও তৎপুত্র সুবর্চ্চা নন্দের সমকালীন। ইঁহারা নববিংশ যুগে বর্তমান ছিলেন। মৎস্যমতে সুবর্চ্চা মনুপুত্র, বায়ুমতে সোমপুত্র। মরু, মনু ও সোম একই ব্যক্তির নাম মনে হয়।

।১৯৮। বায়ু ও মৎস্যের শ্লোকগুলির ॥ বা ।৯৯।৪৩৭-৪৪০ ॥ ও ॥ ম ।২৭২।৫৫-৫৮ ॥ শব্দসাদৃশ্য বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। অর্থে ভেদ আছে কিন্তু উভয় পুরাণের উদ্দিষ্ট ঘটনা সত্য। বিষ্ণু, বায়ু ও মৎস্যের শ্লোকগুলিতে যে সকল নৃপতির নাম ও কাল উল্লিখিত আছে তাহা তালিকাবদ্ধ করা হইল।

পৌরব দেবাপি।	কৃতযুগে ক্ষত্রপ্রাবর্তক ও বর্তমানে অর্থাৎ পরাশরকালে দ্বাপরে কলাপগ্রামবাসী ॥ বি ॥
	চতুর্বিংশ চতুর্যুগে ক্ষত্রপ্রণেতা ॥ বা ॥
	নববিংশ যুগে ঐলবংশের আদি নৃপতি ॥ বা ॥
	নববিংশ চতুর্যুগে ক্ষত্রপ্রণেতা ॥ ম ॥
ঐক্ষ্বাকব শীঘ্রপুত্র মরু বা মনু।	দ্বাপরে কলাপগ্রামবাসী ও কৃতযুগে ক্ষত্রপ্রাবর্তক ॥বি॥
	একোনবিংশপ্রযুগে ক্ষত্রপ্রাবর্তক ॥ বা ॥
ইক্ষ্বাকুজাত সোমপুত্র সুবর্চ্চা।	চতুর্বিংশ চতুর্যুগে ক্ষত্রপ্রণেতা ॥ বা ॥
ঐক্ষ্বাকব মনুপুত্র সুবর্চ্চা।	নববিংশ চতুর্যুগে ক্ষত্রপ্রণেতা ॥ ম ॥
সোম।	নববিংশযুগে বংশের আদি ॥ বা ॥
দেবাপিপুত্র সত্য।	নববিংশযুগে ঐল নৃপ।

এই উক্তিগুলি হইতে দেখা যাইতেছে,

দ্বিতীয় কৃতযুগে।	পৌরব দেবাপি, ঐক্ষ্বাকব মরু ॥ বি ॥
চতুর্বিংশ চতুর্যুগে।	পৌরব দেবাপি, সোমপুত্র সুবর্চ্চা ॥ বা ॥

নববিংশ যুগে। সোম, দেবাপি ॥ বা ॥
নববিংশ চতুর্যুগে। ঐক্ষ্বাক, পৌরব দেবাপি ॥ ম ॥
ভবিষ্য চতুর্যুগে। দেবাপিপুত্র সত্য, মনুপুত্র সুবর্চ্চা ॥ ম ॥
একোনবিংশ প্রযুগে। মনু (শীঘ্রপুত্র) ॥ বা ॥

পুরাণে ইক্ষ্বাকুবংশীয় দুই মরুর উল্লেখ আছে। এক জনের পর্যায়সংখ্যা ১৭৫, ইহাকে কোন কোন পুরাণে মনুও বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় মরুর পূর্ণ নাম মরুদেব ও পর্যায়সংখ্যা ১৯২। পূর্বের শ্লোকগুলিতে কোন্ মনু উদ্দিষ্ট হইয়াছেন পরে বিচার করিতেছি। পৌরব দেবাপি শান্তনুর ভ্রাতা। ইহার পর্যায়সংখ্যা ১৭৮। পুরাণে অনেক সময় শব্দ-সাদৃশ্যে ভুল হইয়াছে। সন্দেহ হয় পৌরব মেধাবীর পরিবর্তে দেবাপি উল্লিখিত হইয়াছে। মেধাবীর পর্যায়সংখ্যা ২০০। ইনি কলিযুগের শেষে জন্মিয়াছিলেন ও দ্বিতীয় কৃতযুগের প্রথমেই রাজা ছিলেন। এই হিসাবে ইনি যুগপ্রবর্তক। ভবিষ্যপুরাণের প্রতিসর্গ পর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে ৯৫ শ্লোকে আছে,

পিতুস্তুল্যঃ কৃতং রাজ্যং ক্ষেমকস্তৎসুতোঽভবৎ ॥
রাজ্যং ত্যক্ত্বা স মেধাবী কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ ॥

অর্থাৎ, তাঁহার পুত্র ক্ষেমক হইলেন এবং তিনি পিতার তুল্য রাজ্য করিলেন। সেই মেধাবী রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কলাপগ্রামে আশ্রয় লইলেন। ক্ষেমক মূল পুরুবংশের শেষ রাজা। ভবিষ্যপুরাণ বোধ হয় এই জন্য বলিয়াছেন তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া কলাপগ্রামে গিয়াছিলেন ও পরিশেষে ম্লেচ্ছহস্তে নিহত হইয়াছিলেন ॥ ভ। বেঙ্কট। প্র।৩।৯৭ ॥ অনুমান হয় মেধাবী যুগপ্রবর্তক বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধেই প্রথমে 'কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে ভবিষ্যপুরাণে তাহা ক্ষেমকে অর্পিত হইয়াছে। অন্যথা ক্ষেমক সম্বন্ধে 'মেধাবী' বিশেষণ বিচিত্র মনে হয়। পৌরব মেধাবী চতুর্বিংশ প্রযুগে।

।১৯৯। পৌরব দেবাপি ও ঐক্ষ্বাকব মরুকে বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় কৃতযুগপ্রবর্তক বলিয়াছেন ॥ বি।৪।২৪।৪৫, ৪৬ ॥ বায়ুমতেও দেবাপি চতুর্বিংশ যুগে বর্তমান ॥ ৯৯।৪৩৮ ॥ চতুর্বিংশ যুগ কলিশেষ, ইহাই মেধাবীর কাল। আবার বায়ুমতে নববিংশ যুগে সোম ও দেবাপি বর্তমান ॥ ৯৯।৪৩৯ ॥ মৎস্যমতেও পৌরব দেবাপি নববিংশ যুগে ॥ ম।২৭৩।৫৭ ॥ দেখা যাইতেছে দুই জন দেবাপি ছিলেন। প্রথম দেবাপি মূল পুরুবংশীয় রাজা শান্তনুর ভ্রাতা ও দ্বিতীয় দেবাপি নববিংশ যুগের অর্থাৎ নন্দের সমকালীন। এতদ্ব্যতীত মেধাবীর সহিতও দেবাপির গোলমাল হইয়াছে অতএব পুরাণে তিন পৌরব দেবাপির কথা আসিয়াছে, যথা,

প্রথম দেবাপি।	শান্তনুর ভ্রাতা, পর্যায়সংখ্যা ১৭৮, ইনি রাজা নহেন। ইনি দ্বাপরের উনবিংশ প্রযুগে।
দ্বিতীয় দেবাপি।	পৌরব মেধাবী, মূল পুরুবংশীয় রাজা, পর্যায়সংখ্যা ২০০। ইনি কলিশেষে চতুর্বিংশ প্রযুগে।
তৃতীয় দেবাপি।	নন্দের সমকালীন, পুরুবংশীয় সামন্তরাজ, পর্যায়সংখ্যা আনুমানিক ২১৭। ইঁহার সত্য নামে পুত্র ছিল। ইনি নববিংশ যুগে।

উপর্যুক্ত শ্লোকগুলি হইতে এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের নাম দেখিলে বুঝা যাইবে যে মরুও তিন জন ছিলেন, যথা,

প্রথম মরু বা মনু।	শীঘ্রপুত্র, মূল ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা, পর্যায়সংখ্যা ১৭৫। ইনি দ্বাপরে উনবিংশ প্রযুগে।
দ্বিতীয় মরু বা মরুদেব।	মূল ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা, পর্যায়সংখ্যা ১৯২। পূর্বোক্ত শ্লোকগুলিতে ইঁহার কোন উল্লেখ নাই। ইনি ত্রয়োবিংশ প্রযুগে।
তৃতীয় মরু বা মনু বা সোম।	ইনি নন্দের সমকালীন ইক্ষ্বাকুবংশীয় সামন্তরাজ। ইঁহার সুবর্চ্চা নামে পুত্র ছিল। ইনি বিংশ প্রযুগে।

ক্ষত্রপ্রবর্তক রাজগণের ও যুগক্ষয়ের কালনির্দেশক তালিকা

পর্যায় সংখ্যা	নাম	কাল খ্রী-পূ	পৈত্র যুগ	পুরাতন নক্ষত্র-যুগ বা প্রযুগ	নূতন নক্ষত্রযুগ বা নবযুগ	যুগক্ষয়
১৭৫	প্রথম দেবাপি	১৪৮৭	২৭, দ্বাপর	১৯	৯	ভারতযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগ।
২০০	দ্বিতীয় দেবাপি বা মেধাবী	৯৩৩	৩০, কলি ও ১, কৃত	২৪ ও ২৫	১৫	কল্পক্ষয়।
২১৭	তৃতীয় দেবাপি বা সত্যপিতা	৪০১	৩, কৃত	৩	২০	নন্দকর্তৃক ক্ষত্রিয়ক্ষয়।
১৭৫	প্রথম মরু বা মনু	১৫৫৮	২৭, দ্বাপর	১৯ আরম্ভ	৯	ভারতযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগ।
১৯২	দ্বিতীয় মরু বা মরুদেব	১১৪৬	২৯, শেষ কলি	২৩	১৩	কল্পক্ষয়ের পূর্ববর্তী যুগ।

পর্য্যায় সংখ্যা	নাম	কাল খ্রী-পূ	পৈত্র যুগ	পুরাতন নক্ষত্র-যুগ বা প্রযুগ	নূতন নক্ষত্রযুগ বা নবযুগ	যুগক্ষয়
২১৭	তৃতীয় মরু বা মনু বা সোম বা সুবর্চ্চাপিতা	৪০১	৩, কৃত	৩	২০	নন্দকর্তৃক ক্ষত্রিয়ক্ষয়।
২১৭	মহাপদ্ম নন্দ	৪০১	৩, কৃত	৩	২০	নন্দকর্তৃক ক্ষত্রিয়ক্ষয়।
	ভারতযুদ্ধ	১৪১৬	২৮, কলি	২০	১০	ভারতযুদ্ধে ক্ষত্রিয়ক্ষয়।
	কলিশেষ	৯৫৮	৩০	২৪	১৪	কল্পক্ষয়।

।২০০। এত ক্ষণে পুরাণোক্তিগুলির অর্থবোধ হইবে। কৃতযুগে পৌরব দেবাপি ও ঐক্ষ্বাকব মরু আসিবেন ॥ বি ।৪।২৪। ৪৫, ৪৬ ॥ পুরাণের এই উক্তি দ্বিতীয় ও তৃতীয় দেবাপি ও তৃতীয় মরু সম্বন্ধে প্রযোজ্য। দেবাপি ও সোমপুত্র সুবর্চ্চা চতুর্বিংশ চতুর্যুগে ॥ বা ।৯৯। ১৩৮ ॥ এই দেবাপি দ্বিতীয় দেবাপি। সুবর্চ্চা সম্বন্ধে এই উক্তি ভুল। চতুর্বিংশ যুগে (পুরাতন নক্ষত্র) যুগক্ষয়, নববিংশ যুগেও যুগক্ষয়। বোধ হয় এই কারণেই বায়ুর উক্তিতে ভুল হইয়াছে। চতুর্বিংশের পরিবর্তে নববিংশ যুগ বলিলে কোনও ভুল হইত না। দেবাপি তৃতীয় দেবাপি হইতেন ও সোমপুত্র সুবর্চ্চাও এই যুগেই পড়িতেন। মৎস্যের অনুরূপ শ্লোকে ॥ ম ।২৭৩।৫৬ ॥ চতুর্বিংশ যুগের পরিবর্তে নববিংশ যুগেরই উল্লেখ আছে। মৎস্যমতে মনুপুত্র সুবর্চ্চা ও দেবাপিপুত্র সত্য এই যুগেরই। এই মনু তৃতীয় মরু ও এই দেবাপি তৃতীয় দেবাপি। শীঘ্রপুত্র মনু একোনবিংশ প্রযুগে ॥ বা ।৮৮।২১০ ॥ এই মনুই প্রথম মরু। ইনি ও প্রথম দেবাপি উভয়েই একোনবিংশ প্রযুগে বা পুরাতন নক্ষত্রযুগে। পুরাতন বিংশ নক্ষত্রে ভারতযুদ্ধ। ক্ষত্রিয়ক্ষয়হেতু ভারতযুদ্ধকালও যুগক্ষয়কাল। প্রথম দেবাপি ও প্রথম মরু যুগক্ষয়কর বিংশ প্রযুগের পূর্বেই ঊনবিংশ প্রযুগে কলাপগ্রাম আশ্রয় করিয়াছেন বলা হইয়াছে। বিষ্ণু ইঁহাদিগকেই দ্বাপরে কলাপগ্রামবাসী বলিয়াছেন। ঊনবিংশ যুগের অপর রাজাদের নাম না করিয়া মরু ও দেবাপির নাম ধৃত হইবার কারণ এই যে পরবর্তী কালে এই নামাই দুই নরপতি অর্থাৎ তৃতীয় মরু ও তৃতীয় দেবাপি যুগপ্রবর্তক হইয়াছিলেন। নামসাদৃশ্যে শ্লোকগুলিতে গোল দেখা যাইলেও বাস্তবিক ভুল বলিয়া কিছু নাই। বিভিন্ন

ঘটনা বিভিন্ন শ্লোকে উদ্দিষ্ট হইয়াছে মাত্র। পুরাণকারের শ্রুতিপ্রমাদ সত্ত্বেও সূতোক্তি অবিকৃত রাখার চেষ্টা এই শ্লোকগুলিতে পরিস্ফুট।

৯১। সূতোক্তি উদ্ধার

।২০১। সূতোক্তির প্রকৃত রূপ কি ছিল পুরাণকার তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা করেন না। তিনি ব্যাকরণ বাঁচাইয়া ও শ্লোকোক্ত ঘটনা যাহাতে মিথ্যা না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া 'যথাশ্রুতম্' পুরাণ লিখিয়াছেন। প্রকৃত সূতোক্তি কি ছিল পুরাণব্যাখ্যাকারের তাহা অনুমান করার অধিকার আছে কিন্তু লিপি ও মুদ্রাকরের প্রমাদ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার পাঠশোধনের অধিকার কাহারও নাই। আমার মতে বায়ু, মৎস্য ও বিষ্ণুধৃত শ্লোকগুলির সূতোক্ত মূল রূপ তিন প্রকার ছিল, যথা,

(১) দেবাপিঃ পৌরবো রাজা সোমশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
মহাযোগবলোপেতৌ কলাপগ্রামমাশ্রিতৌ॥
নববিংশে যুগে সোমো বংশস্যাদির্ভবিষ্যতি।
দেবাপিরসপত্নস্তু ঐলাদির্ভবিতা নৃপঃ॥
ক্ষত্রপ্রবর্ত্তকৌ হ্যেতৌ ভবিষ্যেতে চতুর্যুগে।
এবং সর্ব্বত্র বিজ্ঞেয়ং সন্তানার্থে তু লক্ষণম্॥

(২) দেবাপিঃ পৌরবো রাজা সোমশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
মহাযোগবলোপেতৌ কলাপগ্রামমাশ্রিতৌ॥
এতৌ ক্ষত্রপ্রণেতারৌ নববিংশে চতুর্যুগে।
সুবর্চ্চা সোমপুত্রস্তু ঐক্ষ্বাকাদ্যো ভবিষ্যতি॥
নববিংশে যুগে সো বৈ বংশস্যাদির্ভবিষ্যতি।
দেবাপিপুত্রঃ সত্যস্তু ঐলাদির্ভবিতা নৃপঃ॥
ক্ষত্রপ্রবর্ত্তকৌ হ্যেতৌ ভবিষ্যেতে চতুর্যুগে।
এবং সর্ব্বত্র বিজ্ঞেয়ং সন্তানার্থে তু লক্ষণম্॥

(৩) দেবাপিঃ পৌরবো রাজা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
মহাযোগবলোপেতৌ কলাপগ্রামমাশ্রিতৌ।
এতৌ ক্ষত্রপ্রণেতারৌ নববিংশে চতুর্যুগে॥
সুবর্চ্চা মরুপুত্রস্তু ঐক্ষ্বাকাদ্ যো ভবিষ্যতি।

নববিংশে যুগে সো বৈ বংশস্যাদির্ভবিষ্যতি।
দেবাপিপুত্রঃ সত্যস্তু ঐলাদির্ভবিতা নৃপঃ॥
ক্ষত্রপ্রবর্তকৌ হ্যেতৌ ভবিষ্যেতে চতুর্যুগে।
এবং সর্বত্র বিজ্ঞেয়ং সন্তানার্থে তু লক্ষণম্॥

।২০২। উপরে যে তিন প্রকার শ্লোক দিলাম তাহার মধ্যে (১) শ্লোকগুলিই সূতের আদিম উক্তি বলিয়া মনে হয়। শ্লোকগুলিতে দেবাপি ও সোমকেই বংশপ্রবর্তক বলা হইয়াছে। কলাপগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইঁহারা বংশপ্রবর্তন করিবেন ইহাই কল্পনা।

।২০৩। (২) শ্লোকগুলিতে দেবাপি ও সোমকে কলাপগ্রামবাসী বলা হইয়াছে। দেবাপিপুত্র সত্য ও সোমপুত্র সুবর্চ্চা আসিয়া নূতন বংশপ্রতিষ্ঠা করিলেন। পাছে সোমপুত্র বলিলে তাঁহাকে সোম বা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া ভুল হয় সে জন্য সূত 'ঐক্ষ্বাকাদ্ যো ভবিষ্যতি' বলিলেন। সোমের অপর নাম মরু হওয়ায় (৩) শ্লোকগুলির উৎপত্তি। বিষ্ণুপুরাণ (১) ও (৩) শ্লোকগুলি ভিত্তি করিয়াছেন। বায়ু (১) ও (২) শ্লোকগুলির উপর নির্ভর করিয়াছেন; এই সকল শ্লোকে মরুর নাম না থাকায় বায়ু পৃথক শ্লোকে প্রথম মরু বা মনুকে ধরিয়া তাঁহাকে একোনবিংশ প্রযুগে ফেলিয়াছেন॥ বা।৮৮।২১০॥ দ্বিতীয় দেবাপিকে উদ্দেশ করায় বায়ু ৯১।৪৩৮ শ্লোকে চতুর্বিংশ চতুর্যুগের উল্লেখ করিয়াছেন। (১) ও (২) শ্লোকগুলিকে ভিত্তি করায় কোন কোন বায়ু পুঁথিতে ৯১।৪৩৯ শ্লোকে 'সোমো বংশস্যাদির্ভবিষ্যতি' না বলিয়া ভ্রমে 'সোমবংশস্যাদির্ভবিষ্যতি' বলা হইয়াছে; তাহাতে ঘটনা সত্য রাখিবার জন্য 'নববিংশে যুগে'র পরিবর্তে 'ন চ বিংশে যুগে' লিখিত হইয়াছে। ইহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে বিংশ যুগে অর্থাৎ নন্দকালে সোমবংশীয় বা চন্দ্রবংশীয়দিগের আদি পুরুষরূপে কেহ থাকিবেন না। আবার কোন কোন বায়ু পুঁথিতে 'সোমো বংশস্যাদির্ভবিষ্যতি'র স্থলে 'সোঽথ বংশস্যাদির্ভবিষ্যতি' বলা হইয়াছে ও 'নব' শব্দ ঠিকই আছে; 'সঃ' শব্দের দ্বারা পূর্বের শ্লোকের সোমপুত্র সুবর্চ্চা উদ্দিষ্ট হওয়ায় অর্থ হইয়াছে 'সুবর্চ্চা নববিংশযুগে ইক্ষ্বাকুবংশের আদি হইবেন।'

।২০৪। মৎস্য মূলত (৩) শ্লোকগুলি অপরিবর্তিতই রাখিয়াছেন। (১) ও (২) শ্লোকগুলির প্রভাব কেবলমাত্র মৎস্যের ২৭৩।৫৫ শ্লোকের 'ঐক্ষ্বাকো যশ্চ তে মতঃ' পদে দ্রষ্টব্য। (১) শ্লোকের 'সোম' শব্দের শব্দসাদৃশ্য রাখিতে যাইয়া বায়ুর 'যো মতঃ'॥ বা।৯১।৫৩৭॥ ও মৎস্যের 'তে মতঃ'॥ মা।২৭৩।৫৫॥ আসিয়াছে। (২) ও (৩) শ্লোকগুলিতে

'সো বৈ বংশস্যাদির্ভবিষ্যতি' পদের 'সো বৈ' আর্ষ প্রয়োগ। 'সো বৈ' না হইয়া ইহা 'স বৈ' হওয়া উচিত ছিল; (৩) শ্লোকের 'সোম' স্থানে এই শব্দ আসায় ছন্দের জন্য 'সো' লিখিতে হইয়াছে।

।২০৫। পুরাণকারের সূতোক্তি অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা পূর্বোক্ত উদাহরণগুলি হইতে দেখা যাইবে। শ্রুতিপ্রমাদ সত্ত্বেও ঘটনার বিবরণ মিথ্যা হয় নাই। শ্রুতিপ্রমাদের ফলে যেখানে নাম বা সংখ্যায় বিভিন্ন পুরাণে পার্থক্য ঘটিয়াছে সেখানে প্রমাদ নিরাকরণের কোন চেষ্টাই হয় নাই। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে শ্লোকদ্বারা বিভিন্ন ঘটনা নির্দেশ করা সম্ভব নহে। পৌরব ১৮৬ অশ্বমেধদত্তের পুত্রের নাম বিষ্ণুমতে অধিসীমকৃষ্ণ, বায়ুমতে অধিসামকৃষ্ণ বা অসীমকৃষ্ণ ॥ ১।১১ ॥ এবং মৎস্যমতে অধিসোমকৃষ্ণ। একই রাজার এই চারি প্রকারের নাম ছিল এরূপ সম্ভব নহে এবং চারি নামে যে চারি বিভিন্ন রাজা উদ্দিষ্ট হইয়াছেন তাহাও নহে। এই রাজার প্রকৃত নাম কি ছিল বলা দুঃসাধ্য। বিভিন্ন পুরাণকার 'যথাশ্রুতম্' লিখিয়াছেন; সকলেরই শ্রুতিপ্রমাদের সম্ভাবনা সমান ধরিতে হইবে। ইতবৃত্তবিচারে রাজার নামের সামান্য ইতরবিশেষে কিছু যায় আসে না কিন্তু যেখানে সংখ্যার সাহায্যে কালনির্ণয় করিতে হইবে অথচ শ্রুতিপ্রমাদের ফলে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন পাঠ ধৃত হইয়াছে সেখানে পুরাণব্যাখ্যাকারকে বিশেষ বিচার সহকারে শুদ্ধ পাঠ স্থির করিতে হইবে। সকল পাঠই শুদ্ধ বলা চলিবে না। পুরাণকার নিজে কোন বিচার করেন না এ কথা বহু বার বলিয়াছি।

৯২। পরিক্ষিন্নন্দান্তরবিচার

।২০৬। ভারতপুরাবৃত্তে পরিক্ষিৎজন্মকাল বা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধকাল গৌরবান্বিত সন্ধিকাল। তদ্রূপ নন্দাভিষেককালও পৌরাণিক কাল নিরূপণে এক প্রধান সন্ধিকাল। পরিক্ষিৎজন্মকাল ও নন্দাভিষেককালের মধ্যে যে ব্যবধান তাহাকে সংক্ষেপে পরিক্ষিন্নন্দান্তর বলিব। পরিক্ষিৎজন্ম বা নন্দাভিষেক এই উভয়ের যে-কোন একটি কাল এবং পরিক্ষিন্নন্দান্তর সঠিক নির্ণয় করিতে পারিলে পুরাণোক্ত প্রাচীন ও অর্বাচীন প্রায় সকল রাজার কালই নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই কারণেই পরিক্ষিন্নন্দান্তরের গুরুত্ব। দুঃখের বিষয় শ্রুতিপ্রমাদের ফলে এই অন্তরকালনির্দেশে সকল পুরাণে ঐক্য নাই। কোন পুরাণমতে পরিক্ষিন্নন্দান্তর ১০১৫ বৎসর, কোন মতে ১০৫০ বৎসর, কোন মতে ১১১৫ বৎসর এবং কোন মতে ১৫০০ বৎসর। অগত্যা পুরাণব্যাখ্যাকারকে বিচার করিয়া এই সকল নির্দিষ্ট

সংখ্যার মধ্যে কোনও একটি গ্রহণ করিতে হইবে। বিভিন্ন পুরাণের শ্লোকগুলি দেখিলেই বুঝা যায় যে শ্রুতিপ্রমাদের ফলেই বিভিন্ন পাঠ ধৃত হইয়াছে। পরিক্ষিন্নন্দান্তর সম্বন্ধে বিভিন্ন পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥ বি। বঙ্গবাসী।২৪।৩২॥

অর্থাৎ, পরীক্ষিৎজন্ম হইতে নন্দাভিষেককাল পঞ্চদশ অধিক সহস্র বৎসর বলিয়া জ্ঞাতব্য।

২। যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রং তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্॥
বিষ্ণুমহাপুরাণং বিষ্ণুচিত্ত্যাত্মপ্রকাশাখ্য-
শ্রীধরীয়ব্যাখ্যাদ্বয়োপেতম্।৪।২৪।১০৪। বেঙ্কটেশ্বর প্রেস॥

অর্থাৎ, পরীক্ষিৎজন্ম হইতে নন্দাভিষেককাল পঞ্চাশ অধিক সহস্র বৎসর বলিয়া জ্ঞাতব্য।

৩। মহাপদ্মাভিষেকাত্তু যাবজ্জন্ম পরীক্ষিতঃ।
এবং বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্॥ মৎস্য। আনন্দ। ২৭৩।৩৬॥

অর্থাৎ, মহাপদ্মের অভিষেক হইতে পরীক্ষিৎজন্মকাল পঞ্চাশ অধিক সহস্র বৎসর বলিয়া জ্ঞাতব্য।

৪। মহাদেবাভিষেকাত্তু জন্ম যাবৎ পরীক্ষিতঃ।
এতদ্বর্ষসহস্রং তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্॥ বায়ু। আনন্দ। ৯৯।৪১৫॥

অর্থাৎ, মহাদেবের অভিষেক হইতে পরীক্ষিৎজন্মকাল পঞ্চাশ অধিক সহস্র বৎসর বলিয়া জ্ঞাতব্য।

৫। আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ভাগবত। ১২।২।২৬॥

অর্থাৎ, আপনার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দাভিষেককাল পর্যন্ত এক শত পঞ্চদশ অধিক সহস্র বৎসর বলিয়া জ্ঞাতব্য।

৬। মহাপদ্মাভিষেকাত্তু যাবজ্জন্ম পরীক্ষিতঃ।
এবং বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরম্॥ উইল্সন, মৎস্য।

(Vishnupurana. Wilson. Bk. Ch. IV. xxiv. Foot-note. Pp. 230, 231.)

অর্থাৎ, মহাপদ্মের অভিষেক হইতে পরীক্ষিৎজন্মকাল পঞ্চশত অধিক সহস্র বৎসর বলিয়া জ্ঞাতব্য।

।২০৭। বিষ্ণুপুরাণের পাঠভেদ প্রথমে বিচার করিব। এক বেঙ্কটেশ্বর পুস্তক॥ ২ পাঠ॥ ব্যতীত অপর সকল বিষ্ণুপুরাণেই পরিক্ষিন্নন্দান্তর ১০১৫ বৎসর বলিয়া কথিত হইয়াছে। বোম্বাই রামচন্দ্র মুদ্রণালয় হইতে বেঙ্কটেশ্বর সংস্করণের অনুরূপ আরও একখানি বিষ্ণুপুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে॥ এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রাপ্য॥ তাহাতেও ১০১৫ বৎসরেরই উল্লেখ আছে, এই পুস্তকে বিষ্ণুচিত্তি নামক টীকা নাই। অনুমান হয় বিষ্ণুচিত্তি টীকাকার বায়ুপুরাণাদি বিচার করিয়া নিজেই মূলশ্লোকের 'পঞ্চদশোত্তরম্' পরিবর্তন করিয়া 'পঞ্চাশদুত্তরম্' করিয়াছেন। বিষ্ণুচিত্তিকার এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় নিজে যে টীকা লিখিয়াছেন ও শ্রীধরলিখিত বলিয়া যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন নিম্নে তাহা দিলাম,

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রং তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্॥ বি। বেঙ্কট। ৪।২৪।১০৪॥

বিষ্ণুচিত্তিব্যাখ্যা, যাবদিতি॥ পঞ্চাশতোত্তরং বর্ষসহস্রম্। পাঠান্তরে পরীক্ষিৎসমকাল মাগধং সোমমারভ্য রিপুঞ্জয়ান্তং মাগধানাং সহস্রাব্দত্বস্যোক্তত্বাৎ অনন্তরং প্রদ্যোত-শিশুনাগানাং পঞ্চশতাব্দত্বস্যোক্তত্বাৎ সার্দ্ধসহস্রস্যোক্তস্য ব্যাখ্যাতং বায়ুক্তেপি পরীক্ষিন্নন্দান্তরং সার্দ্ধসহস্রমেবেত্যুক্তম্॥ বিষ্ণুচিত্তি॥ বিষ্ণুচিত্তিকারধৃতশ্রীধরব্যাখ্যা, তত্র তত্র ক্ষত্রবংশমাহ, যাবদিতি॥ এতদ্বর্ষসহস্রং পঞ্চাশদধিকং শুদ্ধক্ষত্রবংশোপেতং জ্ঞেয়ম্॥ ততঃ প্রদ্যোতনাদিবংশান্তরসঞ্চারস্যোক্তত্বাদিত্যর্থঃ। নতু কালমাত্রসংখ্যেয়ং তথা সতি পরীক্ষিৎসমকালং মাগধং সোমমারভ্য রিপুঞ্জয়ান্তং মাগধানাং সহস্রাব্দবর্তিত্বাৎ অনন্তরং প্রদ্যোতশিশুনাগানাং চ পঞ্চশতাব্দবর্তিত্বাৎ সার্ধসহস্রোক্তত্বস্যৈব ব্যাঘাতপ্রসঙ্গাৎ॥ ১০৪॥ বিষ্ণুচিত্তিধৃত শ্রীধর॥

।২০৮। শ্রীধর বিষ্ণু ও ভাগবত উভয় পুরাণেরই টীকা করিয়াছেন এবং উভয় পুরাণেই পরিক্ষিন্নন্দান্তর কথিত হইয়াছে। এই কাল বিষ্ণুমতে ১০১৫ ও ভাগবতমতে ১১১৫ বৎসর। শ্রীধর বিষ্ণুপুরাণ ব্যাখ্যাকালে মাত্র বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকগুলির উপরেই নির্ভর করিয়াছেন, ভাগবতোক্ত শ্লোকদ্বারা প্রভাবিত হন নাই এবং ভাগবতের অনুরূপ শ্লোক ব্যাখ্যাকালে বিষ্ণুর শ্লোকের কথাও আনেন নাই। ভাগবতের নবম স্কন্ধে যে সকল শ্লোক আছে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দ্বাদশ স্কন্ধোক্ত পরিক্ষিন্নন্দান্তর বিচার করিয়াছেন। ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। অপর পক্ষে বিষ্ণুচিত্তিকার নিজে মূল শ্লোক পরিবর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি সেই শ্লোকের যে শ্রীধরকৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও বিকৃত। শ্রীধরের বিষ্ণু ও ভাগবতের শ্লোকব্যাখ্যা মিশ্রিত করিয়া ও তাহার

অংশবিশেষ পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করিয়া শ্রীধরব্যাখ্যা বলিয়া চালাইয়াছেন। বিষ্ণুচিত্তিকার-ধৃত শ্রীধরটীকার অন্যসর্বত্র-প্রচলিত শ্রীধরব্যাখ্যার সহিত মিল নাই।

।২০৯। নিম্নে অন্যসর্বত্র-প্রচলিত বিষ্ণু ও ভাগবতের মূলশ্লোক ও তাহাদের শ্রীধরকৃত টীকা উদ্ধৃত করিতেছি,

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্‌বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥ বি।৪।২৪।৩২॥ বঙ্গবাসী॥
আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ভাগবত।১২।২।২৬॥ বঙ্গবাসী॥

শ্রীধরটীকা বি।৪।২৪।৩২।, উক্তং রাজবংশং নিগময়তি, অতীতা ইতি। অনাগতা ভূপালাশ্চ উক্তাঃ॥ ৩১॥ অনাগতঃ ক্ষত্রিয়বংশঃ কিয়ৎকালং স্থাস্যতীত্যপেক্ষায়ামাহ, যাবদিতি। পঞ্চদশোত্তরসহস্রবর্ষপর্য্যন্তং শুদ্ধঃ ক্ষত্রিয়বংশঃ স্থাস্যতি, অনন্তরং নন্দেন সর্ব্বক্ষত্রিয়-নাশাদিত্যর্থঃ॥ ৩২॥

শ্রীধরটীকা ভাগবত।১২।২।২৬।, কলিযুগাবান্তরবিশেষং বক্তুমাহ আরভ্যেত্যাদিনা। বর্ষসহস্রং পঞ্চদশোত্তরং শতঞ্চেতি কয়াপি বিবক্ষয়া অবান্তরসংখ্যেয়ম্। বস্তুতস্তু পরীক্ষিন্নন্দয়োরন্তরং দ্বাভ্যাং ন্যূনং বর্ষাণাং সার্দ্ধসহস্রং ভবতি। যতঃ পরীক্ষিৎসমকালং মাগধং মার্জ্জারিমারভ্য রিপুঞ্জয়ান্তা বিংশতী রাজানঃ সহস্রসংবৎসরং ভোক্ষ্যন্তীত্যুক্তং নবমস্কন্ধে। যে বার্হদ্রথভূপালা ভাব্যা সহস্রবৎসরমিতি। ততঃ পরং পঞ্চ প্রদ্যোতনা অষ্টত্রিংশোত্তরং শতম্। শিশুনাগাশ্চ ষষ্ঠ্যুত্তরশতত্রয়ং ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীমিত্যত্রৈ-বোক্তত্বাৎ॥ ২৬॥ বিষ্ণুচিত্তিকার শ্রীধরের ভাগবতের টীকার বশে বিষ্ণুর শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও ভাগবতের টীকা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া বিষ্ণুর টীকা বলিয়া তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের বহু শ্লোকের পাঠ বিষ্ণুচিত্তিকারকর্তৃক বিকৃত হইয়াছে, এই জন্য বেঙ্কটেশ্বরপ্রকাশিত এই পুস্তক প্রামাণিক নহে।

।২১০। উইল্‌সন সাহেবের বিষ্ণুপুরাণের বহু পুঁথি দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। বিষ্ণুধৃত 'পঞ্চদশোত্তরম্' পাঠ সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন, 'All the copies concur in this reading.' Vishnupurana. Wilson. Bk. IV, Chap. xxiv. P. 230. Foot-note। অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণের সকল পুঁথিতেই পরিক্ষিন্নন্দান্তরকাল ১০১৫ বৎসর বলিয়া কথিত হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক কয়েকটি পুরাতন বিষ্ণুপুরাণের পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল পুঁথিতে উক্ত শ্লোকের কি পাঠ আছে জানাইবার জন্য

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়কে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় দ্বারা পত্র লিখাইয়াছিলাম। উত্তরে ভট্টশালী মহাশয় জানাইয়াছেন যে ১৩৮৮, ১৪৩২, ১৬২৩, ১৬৭০, ১৭৬৫ শকাব্দে লিখিত পুঁথিগুলিতে ও তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন আরও একখানি পুঁথিতে 'পঞ্চদশোত্তরম্' পাঠই আছে। পুঁথিগুলি বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত। এই সকল পুঁথি বিচার করিয়া নিঃসঙ্কোচে বলা যায় 'পঞ্চদশোত্তরম্' পাঠই বিষ্ণুপুরাণের প্রামাণিক পাঠ।

।২১১। মৎস্য ও বায়ু উভয় পুরাণই পরিক্ষিন্নন্দান্তর ১০৫০ বৎসর বলিতেছেন। কেবল মৎস্যের একটি পুঁথিতে ১৫০০ বৎসরের উল্লেখ আছে। ভাগবত ১১১৫ বৎসর নির্দেশ করিয়াছেন। উইল্‌সন পূর্বোদ্ধৃত পাদটীকায় বলিতেছেন, Three copies of Vayu assign to the same interval 1050 years পঞ্চাশত্যুত্তরম্ and of the Matsya five copies have the same পঞ্চাশত্যুত্তরম্ or 1050 years while one copy has 1500 years পঞ্চশতোত্তরম্। The Bhagabata has 1115 years.... In Colonel Wilford's manuscript extract from the Brahmandapurana the reading is পঞ্চদশোত্তরম্ thus making the period one of 1015 years। অর্থাৎ বায়ুর তিনখানি পুঁথিতে ১০৫০ বৎসর আছে এবং মৎস্যের পাঁচখানি পুঁথিতেও তাহাই আছে। কেবল একখানি মৎস্যপুঁথিতে ১৫০০ বৎসর আছে। ভাগবতে ১১১৫ বৎসর আছে। উইল্‌ফোর্ড সাহেবের ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের পুঁথিতে ১০১৫ বৎসর আছে। বায়ুপুরাণের উক্তি সম্বন্ধে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে মহাপদ্মের নাম না করিয়া 'মহাদেবাভিষেকাত্তু' বলা হইয়াছে। উইল্‌সন বলিতেছেন, All my manuscripts have to be sure at the beginning of this stanza মহাদেবাভিষেকাৎ॥ Page 235॥ উইল্‌সন মনে করেন 'মহাপদ্মাভিষেকাৎ' স্থলে ভ্রমে 'মহাদেবাভিষেকাৎ' আসিয়াছে। পুরাণকে হঠাৎ ভুল বলিতে যাওয়া দুঃসাহসিকতার কার্য। মহাদেব অর্থে মহারাজ। নন্দের মহাদেব পদবী বিচিত্র নহে। বঙ্গবাসী বায়ুপুরাণের পাঠ 'মহাপদ্মাভিষেকাৎ'। সম্ভবত কেহ মূল শ্লোক সংশোধন করিয়া এই পাঠ লিখিয়াছেন।

।২১২। প্রত্যেক পুরাণ বিচার করিয়া শুদ্ধ পাঠ মিলিলেও বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন পাঠ আছে দেখা যাইতেছে। সকল পুরাণের পাঠে শব্দসাদৃশ্য থাকায় অনুমান হয় মূল সূতোক্তি লিখিবার সময় অস্পষ্ট উচ্চারণের ফলে বিভিন্ন পুরাণকারের শ্রুতিপ্রমাদ ঘটিয়াছে। এই জন্যই পাঠভেদ। পুরাণকারগণ পাঠসংশোধনের চেষ্টা করেন নাই। যিনি যেমন শুনিয়াছিলেন তিনি তেমনি লিখিয়াছেন। কোন্ পাঠ গ্রহণীয় পুরাণব্যাখ্যাকার তাহার

বিচার করিবেন। শ্রীধর পুরাণের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যাখ্যাকার। সৌভাগ্যের বিষয় তিনি বিষ্ণু ও ভাগবত উভয় পুরাণেরই টীকা লিখিয়াছেন। এই দুই পুরাণে পরিক্ষিন্নন্দান্তর সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিষ্ণুপুরাণ ব্যাখ্যাকালে এই শ্লোক সম্বন্ধে শ্রীধর বিশেষ কিছুই বলেন নাই। শ্রীধরমতে অনাগত শুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশ পরিক্ষিতের পর আর কত কাল বর্তমান থাকিবে তাহা বলিবার জন্যই এই শ্লোকের অবতারণা কিন্তু বায়ু ও মৎস্যের অনুরূপ শ্লোকের পূর্ব ও পরবর্তী শ্লোকগুলি দেখিলে মনে হয় যে মহাপদ্ম নন্দকে মধ্যবিন্দু ধরিয়া নন্দ হইতে পূর্বতন পরিক্ষিৎ ও অধস্তন অন্ধ্রান্তকাল এই দুই অন্তরকাল নির্দেশ করাই পুরাণকারের উদ্দেশ্য। ভাগবতের শ্লোকব্যাখ্যায় শ্রীধর বলিতেছেন যে ভাগবতমতে পরিক্ষিন্নন্দান্তর বাস্তবিক পক্ষে ১৪৯৮ বৎসর, কারণ পরিক্ষিতের সমকালীন বৃহদ্রথবংশীয় মার্জারি (অপর পুরাণমতে ইহার নাম সোমাপি) হইতে রিপুঞ্জয় পর্যন্ত বিংশতি রাজায় সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, তৎপরে পঞ্চ প্রদ্যোত ১৩৮ বৎসর ও নন্দের পূর্ববর্তী শিশুনাকগণ ৩৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। অর্থাৎ পরিক্ষিন্নন্দান্তর বাস্তবিক ১০০০ + ১৩৮ + ৩৬০ = ১৪৯৮ বৎসর কিন্তু পুরাণকার 'কয়াপি বিবক্ষয়া' অর্থাৎ কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে এই কালের এক অন্তরবিভাগকে ১১১৫ বৎসর নির্দেশ করিয়াছেন। এই বিশেষ উদ্দেশ্য কি শ্রীধর তাহা বলেন নাই। শ্রীধরের বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখিলে মনে হয় যে তিনি অনুমান করেন যে পরিক্ষিৎপরবর্তী শুদ্ধক্ষত্রিয়বংশ কত কাল থাকিবে পুরাণকারের অবান্তর কালনির্দেশদ্বারা তাহাই বলা উদ্দেশ্য ছিল। বিষ্ণুপুরাণ এই কাল ১০১৫ বৎসর বলিয়াছেন। এই ১০১৫ বৎসর গত হইবার পরেও আরও ১০০ বৎসর ভাগবতমতে শুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশ ছিল। এই অনুমানের দ্বারা শ্রীধর বিষ্ণু ও ভাগবতের বিরোধ সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন মনে হয়। অর্থাৎ শ্রীধরমতে পরিক্ষিন্নন্দান্তর বাস্তবিক ১৪৯৮ বৎসর কিন্তু বিষ্ণু ও ভাগবতের 'পরিক্ষিন্নন্দান্তরের' অর্থ এই অন্তরকালের মধ্যে যত কাল শুদ্ধক্ষত্রিয়বংশ বর্তমান ছিল। সেই জন্য শ্রীধর ইহাকে অবান্তর বিভাগ বলিয়াছেন। বিষ্ণুমতে পরিক্ষিতের পর ১০১৫ বৎসর শুদ্ধক্ষত্রিয়বংশ ছিল, ভাগবতমতে ১১১৫। এই মতভেদ গুরু বিরোধ নহে।

। ২১৩। শ্রীধরের তুল্য পুরাণব্যাখ্যাকার আর দ্বিতীয় নাই কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে শ্রীধরব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত মনে হইতেছে। প্রথমত পরিক্ষিন্নন্দান্তর যে অবান্তর বিভাগমাত্র এবং তাহা শুদ্ধক্ষত্রিয়বংশের স্থিতিকাল হিসাবে উক্ত হইয়াছে এই ধারণা বায়ু ও মৎস্যপুরাণ দ্বারা সমর্থিত হয় না। এই দুই পুরাণেই পরবর্তী শ্লোকে অন্ধ্রান্তনন্দান্তর কাল উল্লিখিত হইয়াছে। নন্দ হইতে পরিক্ষিৎ ও নন্দ হইতে অন্ধ্রান্তকাল নির্দেশ করাই

পুরাণকারের স্পষ্ট উদ্দেশ্য। অবান্তর বিভাগের কোন কথাই আসিতে পারে না। অবান্তর বিভাগ উদ্দিষ্ট হইলে পুরাণকার তাহা স্পষ্ট বলিতেন। 'যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্' এই পদের অর্থ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

।২১৪। শ্রীধরব্যাখ্যা মানিবার পক্ষে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে শ্রীধর বিংশতি জন বার্হদ্রথ রাজায় ১০০০ বৎসর গত হইয়াছিল বলিয়াছেন এবং এই বিংশতি জনের প্রথম মার্জ্জারিকে পরিক্ষিতের সমকালীন ধরিয়াছেন। বার্হদ্রথগণ সহস্র বৎসর রাজ্য করেন এ কথা সকল পুরাণেই আছে সত্য কিন্তু বিংশতি জন মাত্র বার্হদ্রথ রাজা ছিলেন এ কথা ভাগবতে বা অন্য কোন পুরাণে নাই। ভাগবতে বিংশতি জন রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র। এই সকল রাজাদের নাম করিয়া পরে ভাগবতকার বলিলেন,

বার্হদ্রথাশ্চ ভূপালা ভাব্যাঃ সাহস্রবৎসরম্ ॥ ভাগবত ।৯।২২।২৯ ॥

ইহার অর্থ এমন নহে যে বিংশতি জনেই ১০০০ বৎসর রাজ্যভোগ করেন। উপরিচর বসুর পুত্র বৃহদ্রথ হইতে বার্হদ্রথগণের উৎপত্তি। এই বৃহদ্রথ জরাসন্ধের আট পুরুষ পূর্ববর্তী। বৃহদ্রথবংশবিচার দ্রষ্টব্য ॥ ৫৯, ৬০ প্রকরণ ॥ ভাগবত বলিতেছেন,

পরীক্ষিঃ সুধনুর্জহ্নুর্নিষধাশ্চ কুরোঃ সুতাঃ।
সুহোত্রোঽভূৎ সুধনুষশ্চ্যবনোঽথ ততঃ কৃতিঃ ॥
বসুস্তস্যোপরিচরো বৃহদ্রথমুখাস্ততঃ।
কুশাম্বমৎস্যপ্রত্যগ্রাশ্চেদিপাদাশ্চ চেদিপাঃ ॥৯।২২।৫, ৬ ॥

অর্থাৎ, সংক্ষেপে, কুরুর পুত্র সুধনু, তৎপুত্র চ্যবন, তৎপুত্র কৃতি, তৎপুত্র উপরিচর বসু ও তৎপুত্র বৃহদ্রথ। ইনিই প্রথম বৃহদ্রথ ও বার্হদ্রথ বংশপ্রবর্ত্তক। ইহাকেই মৎস্য 'মহারথো মগধরাড়্ বিশ্রুতো যো বৃহদ্রথঃ' বলিয়াছেন। এই বৃহদ্রথ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাত্রিংশ নরপতির নাম আমি বৃহদ্রথবংশের তালিকায় দিয়াছি। এই দ্বাত্রিংশ জন ১০০০ বৎসর রাজ্য করেন। পরিক্ষিৎকে প্রথম বৃহদ্রথের সমকালীন না ধরিলে পরিক্ষিন্নন্দান্তর ১৪৯৮ বৎসর হয় না, কিন্তু পরিক্ষিৎ প্রথম বৃহদ্রথের বহু পরবর্তী। মৎস্য বলিতেছেন,

দ্বাত্রিংশতি নৃপা হ্যেতে ভবিতারো বৃহদ্রথাঃ।
পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু তেষাং রাজ্যং ভবিষ্যতি ॥ ম ।২৭১।২৯, ৩০ ॥

বায়ু বলিতেছেন,

দ্বাত্রিংশচ্চ নৃপা হ্যেতে ভবিতারো বৃহদ্রথাৎ।
পূর্ণবর্ষসহস্রং বৈ তেষাং রাজ্যং ভবিষ্যতি ॥ বা ।৯৯।৩০৮, ৩০৯ ॥

বায়ু ও মৎস্য উভয়েই একমত যে দ্বাত্রিংশ জন বার্হদ্রথ সহস্র বৎসর রাজ্য করিবেন। পুরাণগুলির ভবিষ্য অংশে কোথাও ২০ কোথাও বা ২২ জন বার্হদ্রথের নাম ধৃত হইয়াছে। সেই জন্য অনেকে শ্রীধরের মত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

।২১৫। শ্রীধরের মতগ্রহণে তৃতীয় আপত্তি এই যে বিষ্ণু ও ভাগবত উভয় পুরাণই পরিক্ষিৎকে সপ্তর্ষিযুগের মঘানক্ষত্রে ফেলিয়াছেন এবং নন্দকে পূর্বাষাঢ়ায় বলিয়াছেন। মঘার আরম্ভ হইতে পূর্বাষাঢ়া শেষ পর্যন্ত একাদশ সপ্তর্ষিযুগ হয়। সপ্তর্ষিযুগ শত বৎসরের। এই জন্য মঘা হইতে পূর্বাষাঢ়া ১১০০ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। পরিক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে ১৫০০ বৎসর ব্যবধান ও পরিক্ষিৎ মঘায় ছিলেন ধরিলে নন্দ শতভিষায় পড়েন। অতএব পরিক্ষিন্নন্দান্তরকাল কিছুতেই ১১০০ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। ভাগবতোক্ত ১১১৫ বৎসর ও উইলফোর্ড মৎস্যপুঁথির ১৫০০ বৎসর অস্পষ্ট সূতোক্তিজনিত শ্রুতিপ্রমাদ। পুরাণকার শ্রুতিপ্রমাদ সংশোধনের চেষ্টা করেন নাই এ কথা বহু বার বলিয়াছি। এই যুক্তিতে শ্রীধরকথিত ১৪৯৮ বৎসর সমর্থিত হইতেছে না।

৯৩। পঞ্চদশোত্তরম্ অথবা পঞ্চাশদুত্তরম্

।২১৬। পরিক্ষিন্নন্দান্তর অবান্তর বিভাগ মাত্র না ধরিয়া যথার্থ কালনির্দেশ বলিয়াই ধরিতে হইবে। এই কাল ১১১৫ বা ১৫০০ বৎসর হইতে পারে না। অতএব পরিক্ষিন্নন্দান্তর হয় বায়ু ও মৎস্যধৃত ১০৫০ বৎসর, নয় বিষ্ণুধৃত ১০১৫ বৎসর। পরিক্ষিতের পর্যায়সংখ্যা ১৮৩ ও নন্দের ২১৭। পর্যায় অন্তর ৩৪। পরিক্ষিৎ ৩৬ বৎসর বয়সে রাজ্যারোহণ করেন। যদি নন্দের ও পরিক্ষিতের রাজ্যারোহণকালে বয়স একই ছিল ধরা যায় তবে উভয়ের একই বয়স হইতে হিসাব করিয়া অন্তরকাল বায়ু ও মৎস্যমতে ১০৫০ – ৩৬ = ১০১৪ বৎসর ও বিষ্ণুমতে ১০১৫ – ৩৬ = ৯৭৯ বৎসর। অতএব পরিক্ষিৎ হইতে নন্দ পর্যন্ত গড় পর্যায়কাল বায়ু ও মৎস্যমতে ১০১৪ ÷ ৩৪ = ২৯·৮ বৎসর ; বিষ্ণুমতে ৯৭৯ ÷ ৩৪ = ২৮·৮ বৎসর। ইহার কোনটিই অবিশ্বাস্য নহে তবে বিষ্ণুনির্দেশই ঠিক হইবার সম্ভাবনা অধিক, কারণ গড় পর্যায়কাল সূক্ষ্ম গণনা হিসাবে ২৭·১৬ ± ০·১৯। পর্যায়কাল বিচার দ্রষ্টব্য॥ ১৩ অধ্যায়॥

।২১৭। যদিও পরিক্ষিন্নন্দান্তর ১০১৫ বৎসর হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক বুঝা যাইতেছে তথাপি পর্যায়গণনার সাহায্যে নিশ্চিত নির্দেশ পাওয়া গেল না। পরিক্ষিৎ ভারতযুদ্ধকালে জন্মিয়াছিলেন। ভারতযুদ্ধকাল কলির সন্ধ্যাশেষে। কলিসন্ধ্যা ৫০০ মাস

অর্থাৎ প্রায় ৪২ বৎসর। মঘানক্ষত্রে কলিযুগ আরম্ভ ॥ বি ।৪।২৪।৩৪ ॥ ভাগবত। ১২।১।৩১ ॥ অতএব মঘানক্ষত্রের ৪২ বৎসর গতে পরিক্ষিৎজন্ম। নন্দ পূর্বাষাঢ়ায়, নন্দরাজত্বকাল ২৮ বৎসর ॥ বা ।৯৯।৩২৮ ॥ বিষ্ণুপুরাণে আছে,

প্রযাস্যন্তি যদা তে চ পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ বি ।৪।২৪।৩৯ ॥

অর্থাৎ, যখন সেই মহর্ষিগণ পূর্বাষাঢ়ায় যাইবেন অর্থাৎ সংক্রমিত হইবেন তখন নন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া এই কলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবেন। ভাগবতেও অনুরূপ শ্লোক আছে, যথা,

যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ভাগবত। ১২।২।৩২ ॥

অর্থাৎ, মহর্ষিরা যখন মঘা হইতে পূর্বাষাঢ়ায় যাইবেন তখন নন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া এই কলি বৃদ্ধি পাইবেন। বিষ্ণু ও ভাগবতের শ্লোকের ভাষা দেখিয়া অনুমান হয় সপ্তর্ষিগণের পূর্বাষাঢ়ায় সংক্রমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ পূর্বাষাঢ়ার প্রথম ভাগেই নন্দ বর্তমান ছিলেন। পরিক্ষিৎজন্মের ৪২ বৎসর পূর্বেই মঘা আরম্ভ হইয়াছিল। এই ৪২ বৎসর ও নন্দরাজ্যকাল ২৮ বৎসর এবং বায়ু ও মৎস্যপ্রোক্ত পরিক্ষিন্নন্দান্তর ১০৫০ বৎসর যোগ করিলে ৪২+২৮+১০৫০=১১২০ বৎসর হয়। মঘা আরম্ভ হইতে পূর্বাষাঢ়া শেষ মাত্র ১১০০ বৎসর। অতএব বায়ু ও মৎস্যমত মানিলে নন্দ পূর্বাষাঢ়া ছাড়াইয়া যান। মঘারম্ভ হইতে পরিক্ষিৎজন্ম ৪২ বৎসর, নন্দরাজ্যকাল ২৮ বৎসর ও বিষ্ণুমতে পরিক্ষিন্নন্দান্তর ১০১৫ বৎসর যোগ করিলে ১০৮৫ বৎসর হয়; ইহাতে নন্দ পূর্বাষাঢ়াতেই থাকেন। অতএব পরিক্ষিন্নন্দান্তর ১০১৫ বৎসর হইতেছে।

।২১৮। পুনশ্চ বায়ু ও মৎস্য মতে নন্দ হইতে অন্ধ্রশেষকাল ৮৩৬ বৎসর ॥ বা ।৯৯।৪১৬, ৪১৭ ॥ ম ।২৭৩।৩৬ ॥ উভয় পুরাণই বলিতেছেন অন্ধ্রশেষকালে সপ্তবিংশতি নক্ষত্রক্ষয় হইয়া নূতন করিয়া সপ্তর্ষিযুগ প্রবর্তিত হইবে। বায়ু বলিতেছেন,

সপ্তর্ষয়স্তদা প্রাহুঃ প্রতীপে রাজ্ঞি বৈ শতম্।
সপ্তবিংশৈঃ শতৈর্ভাব্যা অন্ধ্রানান্তে ত্বয়া পুনঃ ॥ বা ।৯৯।৪১৮ ॥

মৎস্য অনুরূপ শ্লোকে বলিতেছেন,

সপ্তর্ষয়স্তদা প্রাংশু প্রদীপ্তেনাগ্নিনা সমাঃ।
সপ্তবিংশতি ভাব্যানামান্ধ্রানান্তে যদাপুনঃ ॥ ম ।২৭৩।৩৮ ॥

মংস্য ও বায়ূক্তির শব্দসাদৃশ্য লক্ষণীয়। শব্দসাদৃশ্য রাখিতে যাইয়া বায়ুপুরাণকার পাঠ দুরূহ করিয়াছেন। বায়ুর শ্লোকের অন্বয় যথা, অন্ধ্রাণাং (কালে) শতং (সংখ্যাঃ) রাজ্ঞি প্রতীপে বৈ তদা পুনঃ তে সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তবিংশৈঃ শতৈঃ ত্বয়া ভাব্যাঃ (ইতি) প্রাহুঃ (শ্রুতর্ষয়ঃ)। অর্থাৎ, অন্ধ্রদিগের কালে শত রাজা বিপরীতপথগামী বা গত হইলে পর সেই সপ্তর্ষিগণ পুনরায় ২৭০০ বৎসর প্রবর্তিত হইবেন জানিবে, শ্রুতর্ষিগণ ইহা বলিয়াছেন। মৎস্যধৃত শ্লোকের অর্থ যথা, ভাবী সপ্তবিংশতি অন্ধ্রগণের কালে সপ্তর্ষিগণ পুনরায় সম্যক্ প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় প্রবর্তিত হইবেন অথবা সপ্তর্ষিগণ প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় পুনরায় প্রাংশু বা তুঙ্গ হইবেন। মৎস্যপাঠ যদি 'সপ্তবিংশতি ভাব্যানাম্' না ধরিয়া 'সপ্তবিংশতির্ভাব্যানাম্' ধরা যায় তবে অন্বয় হইবে যথা, যদা ভাব্যানাম্ অন্ধ্রাণাং (কালঃ) তদা প্রাংশু প্রদীপ্তেনাগ্নিনা সমাঃ সপ্তবিংশতিঃ সপ্তযয়ঃ পুনঃ (ভবিষ্যন্তি)। অর্থাৎ ভাবী অন্ধ্রদিগের কালে সম্যক প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় সপ্তবিংশতি সপ্তর্ষি পুনরায় প্রবর্তিত হইবেন অর্থাৎ, পুনরায় সপ্তবিংশতি সপ্তর্ষিনক্ষত্রযুগ প্রবর্তিত হইবে।

।২১৯। বায়ু ও মৎস্য উভয় পুরাণই একমত যে অন্ধ্রান্তকালে সপ্তর্ষিযুগ শেষ হইয়া পুনরায় প্রথম হইতে প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই সপ্তর্ষিযুগ নবযুগ, প্রযুগ নহে। শব্দসাদৃশ্য রাখিয়া দুই পুরাণ দুই ভাবে একই কথা বলিলেন। বায়ুধৃত শ্লোক বিশেষ কৌতূহলপ্রদ। দেখা যাইতেছে বায়ুমতে শত রাজায় ২৭ নক্ষত্রযুগ বা ২৭০০ বৎসর গত হয় অর্থাৎ, বায়ুমতে গড় রাজ্যকাল বা পর্যায়কাল ২৭ বৎসর। সত্যের অপলাপ না করিয়া পুরাণকারগণ অস্পষ্ট সূতোক্তি অবিকৃত রাখিবার কিরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, এই দুই শ্লোকেও তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

।২২০। নূতন সপ্তর্ষিযুগ বা নবযুগ অশ্বিনীতে আরম্ভ। নক্ষত্রযুগ সারণী দ্রষ্টব্য ॥ ৫৪ প্রকরণ ॥ মঘাদি হইতে অশ্বিনী শেষ ১৯ নক্ষত্রযুগকাল অর্থাৎ ১৯০০ বৎসর। মঘাদি-পরিক্ষিতান্তর ৪২ বৎসর, পরিক্ষিন্নন্দান্তর বায়ু ও মৎস্যমতে ১০৫০ বৎসর ও বিষ্ণুমতে ১০১৫ বৎসর, অন্ধ্রনন্দান্তর ৮৩৬ বৎসর। এইগুলি যোগ করিলে মঘাদি হইতে অন্ধ্রান্তকালান্তর পাওয়া যাইবে। বায়ু ও মৎস্যমতে এই কাল ৪২+১০৫০+৮৩৬=১৯২৮ বৎসর ও বিষ্ণুমতে ৪২+১০১৫+৮৩৬=১৮৯৩ বৎসর। বায়ু ও মৎস্যমত মানিলে অন্ধ্রান্তকাল অশ্বিনী ছাড়াইয়া যায়। বিষ্ণুমতে অন্ধ্রান্তকাল অশ্বিনীতেই থাকিবে। অতএব বিষ্ণুমতই প্রামাণিক এবং পরিক্ষিন্নন্দান্তর ১০১৫ বৎসর।

২৪। প্রামাণ্যবিচার

।২২১। ইতবৃত্ত সংকলনে প্রামাণ্যবিচার অত্যাবশ্যক। কিরূপ প্রমাণের বলে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা সর্বদাই বিচার্য। কি বিশ্বাস্য এবং কি অবিশ্বাস্য এবং কোন ক্ষেত্রেই বা বিশ্বাস অবিশ্বাস উভয় বর্জন করিয়া নূতন প্রমাণের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে তাহা নিরূপণ করা উচিত, অর্থাৎ, কিরূপ প্রমাণের বলে 'ছিল না' বলিতে পারিব এবং কিরূপ প্রমাণে 'নিশ্চিত ছিল' বলিব এবং কখনই বা বলিতে হইবে 'থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে' তাহা জানা দরকার।

।২২২। ভারতের হিন্দু সভ্যতা ঠিক কত কাল পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আধুনিক পুরাবিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ আছে। আর্য হিন্দু ভারতে আসিবার পূর্বে ভারতের অবস্থা কি ছিল তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন হিন্দু আসিবার পূর্বেও ভারতে আর্যেতর সভ্য জাতি ছিল। মোহন-জ-দরোয় যে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাকে অনেকে আর্যেতর সভ্যতা বলিতেছেন ; ইহাদের মতে প্রাচীন হিন্দু এই অনার্য জাতির নিকট হইতে সভ্যতার নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল। মোহন-জ-দরোর সভ্যতা বহুবিস্তৃত ছিল। এই সভ্যতা যে অতি প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাচীন সভ্যতার যে সকল বস্তুগত নিদর্শন ভারতে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে মোহন-জ-দরোর দ্রব্যাদি তন্মধ্যে প্রাচীনতম। পণ্ডিতগণ মোহন-জ-দরোর আনুমানিক কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দ স্থির করিয়াছেন। ইহাদের মতে এই সভ্যতার উৎপত্তিকাল হয়ত আরও ৫০০ বৎসর পূর্বে। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে পুরাণমতে ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০০ অব্দে আরম্ভ হইয়াছে।

।২২৩। ভারত ইতবৃত্তকারগণ মৌর্য যুগেরও বহু দ্রব্যাদির সন্ধান পাইয়াছেন। মৌর্যকাল প্রায়িক খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে মোহন-জ-দরো ও মৌর্যযুগের মধ্যগত কালের নিশ্চিত নিদর্শনস্বরূপ কোন দ্রব্য আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

।২২৪। ভূগর্ভপ্রোথিত দ্রব্যাদি, প্রাচীন মন্দির গৃহাদি, ভাস্কর্য, তাম্রশাসন, মুদ্রা, স্তম্ভলেখ প্রভৃতি পর্যালোচনার দ্বারা পুরাকাহিনী নির্ণীত হইতে পারে। প্রাচীন লিখিত কোন পুরাবৃত্ত রক্ষা পাইয়া থাকিলে প্রামাণ্যবিচার করিয়া তাহা গ্রহণ করা যায়। ঐতিহ্য

হইতেও প্রাচীন কালের কিছু সন্ধান মিলিতে পারে। মোহন-জ-দরোর গৃহাদি ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি হইতে বুঝা যায় তখনকার সভ্যতা কত উন্নত ছিল। তৎকালীন জনগণ গৃহাদি নির্মাণে সুনিপুণ ছিল, ব্যবসাবাণিজ্য করিত, লিখিতে পড়িতে জানিত, সমাজবদ্ধ হইয়া কি করিয়া সুখে শান্তিতে থাকিতে পারা যায় তাহার উপায়সমূহ অবগত ছিল। বিশেষজ্ঞগণ মৃত্তিকাস্তরের অবস্থা ও অন্যান্য নিদর্শনের সাহায্যে মোহন-জ-দরোর কাল অনুমান করিয়াছেন। বহু দিন পূর্বে ইটালির পম্পিয়াই নগরী আগ্নেয় গিরির উৎপাতে ধ্বংস হয় ও কালক্রমে তাহার সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হইয়া যায়। অধুনা খনন করিয়া এই নগরীর গৃহাদি বাহির করা হইয়াছে এবং তখনকার অধিবাসিগণ কি করিয়া জীবন যাপন করিত তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া গিয়াছে। মোহন-জ-দরোর ধ্বংসাবশেষ পম্পিয়াইয়ের মত সুনির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত না হওয়ায় তৎসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ।

।২২৫। ধ্বংসাবশেষ দ্রব্যাদি হইতে যে প্রাচীন কাহিনী উদ্ধার করা হয় তাহা অনুমানসাপেক্ষ। অনুমান কখনও বা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বাসযোগ্য, কখনও বা তাহার ভিত্তি অতি শিথিল। এ জন্য বিভিন্ন বিদ্বান ব্যক্তি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সাধারণে নিজ নিজ পক্ষপাত অনুসারে এক এক পণ্ডিতের সিদ্ধান্তকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লন। মোহন-জ-দরোর সভ্যতা আর্য কি আর্যেতর এখনও তাহা নিশ্চিত বলা যায় না তথাপি অনেক বিদ্বান ব্যক্তি এই সভ্যতাকে অনার্য বলিয়াই মানিয়া লইয়াছেন। এক কালে যেমন যাহা কিছু প্রাচীন কীর্তি সমস্তই আর্য জাতির প্রতি আরোপিত হইত এখন তদ্রূপ অনার্য ও দ্রাবিড়ী সভ্যতার অতিগৌরবে পণ্ডিতগণ মোহিত হইতেছেন। কোন্‌টা প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত এবং কোন্‌টাই বা অনুমান এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানী সত্যাশ্রয়ী ইতবৃত্তকার সর্বদা সচেতন থাকিবেন।

।২২৬। প্রমাণবিচারে শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতির গৌরব অত্যন্ত অধিক। কেহ কেহ এরূপ প্রমাণ ব্যতীত কিছুই মানিতে চাহেন না। এই মনোভাব অযৌক্তিক। রামের মুদ্রা বা স্তম্ভ না পাইলে রামের অস্তিত্ব মানিব না বলা ভুল। ইংরেজী ইতবৃত্তে বহু রাজার কোন বস্তুগত নিদর্শন নাই কিন্তু তজ্জন্য হ্যারল্ড (Harold) প্রভৃতির অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করেন না। লিখিত বিবরণ প্রমাণসহ হইলে তাহা গ্রাহ্য। শিলালিপি হইতে যে কাহিনী গঠিত হয় তাহার অধিকাংশই আনুমানিক ; এ জন্য মুদ্রা, স্তম্ভলেখ, তাম্রশাসন প্রভৃতি হইতে সংকলিত ইতবৃত্ত সব সময়ে নির্ভুল হয় না। আধুনিক ইতবৃত্তকারগণ কর্তৃক সংগৃহীত অন্ধ্ররাজগণের কাহিনী ইহার উদাহরণ। মৎপ্রণীত

'Reconstruction of Andhra Chronology' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য॥ Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal. Vol. V. 1939॥

।২২৭। ধরা যাক কোন পর্বতগাত্রে এক শিলালিপি পাওয়া গেল, তাহাতে লিখা আছে 'মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র রাজা শ্রীনৃগকে যুদ্ধে নিহত করিয়া দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন ও তাঁহার রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ করাইলেন।' এইরূপ লেখ হইতে এই মাত্র বলা যায় যে খুব সম্ভবত রামচন্দ্র ও নৃগ নামে দুই রাজা ছিলেন এবং রামচন্দ্র যুদ্ধে জয়ী হইয়া দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কেহ যদি শিলালিপি হইতে অনুমান করেন যে রামচন্দ্র সম্রাট ছিলেন কারণ সম্রাট ভিন্ন অপরে অশ্বমেধ করিতে পারে না তবে সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহ হইবে না। সন্দেহবাদী বলিবেন নিজ রাজ্যে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া শিলালিপি উৎকীর্ণ করাইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। অধিকতর সন্দেহবাদী বলিবেন যে নৃগকে যুদ্ধে পরাজিত করার বিবরণও হয়ত কাল্পনিক, রাজার গৌরববর্ধনের জন্য তাহা লিখিত হইয়াছে। যিনি একেবারে সুনিশ্চত প্রমাণ খোঁজেন তিনি বলিবেন সমস্ত শিলালিপিটাই যে জাল নহে, তাহাই বা কে বলিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে এ সকল বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা একপ্রকার অসম্ভব। সম্ভাব্য গণিতের সূত্রানুসারে সিদ্ধান্তের সত্যতার সম্ভাবনা অধিক কি অল্প কেবল তাহাই বলা যায়।

।২২৮। উদাহরণের শিলালিপি বিচারে যদি বুঝা যায় তাহা জাল হইবার সম্ভাবনা কম তবে বলিতে পারিব যে শ্রীরামচন্দ্র নামে যে একজন রাজা ছিলেন ইহার সম্ভাবনা খুবই অধিক, তিনি নৃগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন এই কথার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম, তিনি সম্রাট ছিলেন তাহার সম্ভাবনা আরও কম, ইত্যাদি। সকল সময়ে এইরূপ সূক্ষ্ম বিচারের আবশ্যক হয় না এ কথা সত্য। শিলালিপিতে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহার সমস্তটাই আমরা সাধারণত প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করি ও তৎসংক্রান্ত অনেক অনুমানকেও সত্য বলিয়া মানি কিন্তু যখন শিলালিপির সহিত অপর প্রকারে প্রাপ্ত বিবরণের বিরোধ উপস্থিত হয় তখনই সূক্ষ্ম বিচার প্রয়োজন হয়, তখনই অনুমানপ্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলি কত দূর বিশ্বাস্য যাচাই করিতে হয়। শিলালিপি হইতে কখন কখন দুষ্ট অনুমান করা হইয়া থাকে, যথা, কোনও পণ্ডিত দেখিলেন যে রামচন্দ্র ও নৃগ এই দুই নাম রামায়ণে পাওয়া যাইতেছে; রামায়ণে নৃগকে রামচন্দ্রের পূর্ববর্তী উক্ত হওয়ায় পণ্ডিত স্থির করিলেন যেহেতু শিলালিপি গ্রন্থপ্রমাণ অপেক্ষা প্রবল সে জন্য রামায়ণে ভুল আছে স্বীকার করিতে হইবে। এই অনুমানে শিলালিপিবর্ণিত রামচন্দ্র ও নৃগকে রামায়ণের রামচন্দ্র ও নৃগ বলিয়া ধরা

হইয়াছে। বিনা প্রমাণে এরূপ কল্পনা অন্যায়। বাস্তবিক যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে শিলালিপি ও রামায়ণকথিত ব্যক্তি এক তবেই শিলালিপি বা রামায়ণ কোন্‌টি বিশ্বাস্য এই প্রশ্ন উঠিবে। শিলালিপিকে সকল ক্ষেত্রে নির্ভুল মনে করিবার হেতু নাই। কলিকাতার অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ এই উক্তি সমর্থন করিবে।

।২২৯। শিলালিপি কবে উৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহা সকল সময়ে নিশ্চিত নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। শিলালিপিকথিত রাজা যদি কোন অব্দ প্রবর্তিত করিয়া থাকেন এবং যদি লিপিতে উল্লেখ থাকে যে তাহা তাঁহার রাজত্বের অমুক বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছে তবে শিলালিপির কাল সম্বন্ধে অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ভ্রমের অবকাশ আছে। অব্দপ্রবর্তক রাজার নামে যদি একাধিক রাজা থাকেন এবং সে অব্দ যদি প্রচলিত না থাকে তবে কে কখন শিলালিপি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন নির্দেশ করা দুরূহ হয়। কোন্ বিক্রমাদিত্য বিক্রমসংবৎ প্রচার করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

।২৩০। কোনও স্থানে কোন রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা পাইলেই যে সেই রাজা সেই প্রদেশে রাজত্ব করিতেন এমন অনুমান করা যায় না। বণিকগণ কর্তৃক মুদ্রা দেশ বিদেশে নীত হয়। হয়ত খনন করিয়া এক স্থানে বহু বিভিন্ন মুদ্রা পাওয়া গেল ; এই সকল মুদ্রা দেখিয়া অনুমান করা হইল কোন্ রাজার পর কোন্ রাজা সেই প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এ প্রকার অনুমানেও যথেষ্ট ভ্রমের সম্ভাবনা আছে। মন্দিরে দেবতার নিকট বহু দেশের তীর্থযাত্রী বহুপ্রকার মুদ্রা প্রণামী দেয়। এই প্রথা বহু কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। রাজা নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচারিত করিলেই যে তিনি সম্রাট অথবা স্বাধীন নৃপতি ছিলেন এমন মনে করিবারও কারণ নাই। প্রাদেশিক শাসনকর্তার পক্ষেও নিজ নামে মুদ্রাপ্রবর্তন সম্ভবপর ; তাঁহারা অনেক সময় স্বাধীন রাজার ন্যায় ব্যবহার করিতেন এ কথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভারতের কোন কোন সামন্তরাজ এখনও নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করেন।

।২৩১। মন্দির, প্রাসাদ প্রভৃতির গঠনপ্রণালী দেখিয়া তাহা কত পুরাতন অনুমান করা হয়। এরূপ অনুমানও সব সময়ে অভ্রান্ত নহে। উৎকীর্ণ অক্ষরের রূপ দেখিয়াও তাহা কত পুরাতন বলা যাইতে পারে কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ভ্রমের সম্ভাবনা আছে। এই সকল কারণে একই প্রকার বস্তুপ্রমাণ হইতে বিভিন্ন পণ্ডিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত করেন। মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপিতে অনেক সময় নির্মাতা রাজার নাম থাকে। তীর্থস্থানে বিভিন্ন প্রদেশের

রাজগণ কর্তৃক দেবালয়নির্মাণ প্রথা ভারতে আবহমানকাল প্রচলিত; অতএব কেবল রাজার নাম ও অবস্থান দেখিয়া রাজ্যের সংস্থান নির্ণয় করা যায় না।

।২৩২। তাম্রশাসনে গ্রামাদি দানের উল্লেখ থাকিলে যেখানে সেই তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই প্রদেশ দাতা রাজার অধীন ছিল এই অনুমান অনেকটা যুক্তিসহ কারণ মুদ্রার ন্যায় তাম্রশাসন এক স্থান হইতে অপর স্থানে সাধারণত নীত হয় না। বস্তুসাপেক্ষ অনুমানগুলিকে স্থির সিদ্ধান্ত মনে না করিয়া সম্ভাব্য গণিতের সূত্রানুসারে তাহাদের সত্যতার সম্ভাবনা অধিক কি অল্প মনে রাখিলে কোনও ক্ষেত্রে গুরুতর ভ্রমে পতিত হইতে হইবে না।

।২৩৩। অতীতের নিদর্শনস্বরূপ যে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায় সাবধানে সেগুলি বিচার করিলে বহুমূল্য তথ্য নির্ণীত হয়। এই জন্যই বস্তুপ্রমাণের গৌরব। দুর্ভাগ্য-বশত অনেক স্থলেই বস্তুপ্রমাণসাপেক্ষ অনুমানের ন্যায্য গণ্ডী অতি সংকীর্ণ। এ জন্য কেবল বস্তুপ্রমাণ সাহায্যে কখনও বিস্তৃত পুরাবৃত্ত রচনা সম্ভবপর নহে। পরম্পরাপ্রাপ্ত লিখিত বিবরণ ও ঐতিহ্যে পুরাকালের যে সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে কেবল তাহার দ্বারাই পূর্ণ প্রকৃত ইতবৃত্ত সংকলিত হইতে পারে কিন্তু এ বিষয়ে এক গুরুতর বাধা আছে। ঐতিহ্যের প্রামাণ্য অতি অল্প। কেবল ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করিয়া পুরাবৃত্ত উদ্ধার করা চলে না, আবার ঐতিহ্য একেবারে পরিত্যাজ্যও নহে। যদি সমসাময়িক বিশ্বাস্য বিবরণ সমন্বিত পুরাকালের কোন লিখিত ইতবৃত্ত বা হিস্টরি রক্ষা পাইয়া থাকে তবে ইতবৃত্তকারের পক্ষে তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। পরম্পরাপ্রাপ্ত লিখিত ইতবৃত্ত প্রক্ষেপ এবং পক্ষপাতদোষযুক্ত হইতে পারে সত্য কিন্তু তৎসত্ত্বেও লিখিত ইতবৃত্তের মূল্য অত্যন্ত অধিক। লিখিত ইতবৃত্তে যে সকল সংবাদ পাওয়া যায় কেবল বস্তুপ্রমাণের সাহায্যে তাহা উদ্ধার করা যায় না। বাবরনামা, কাফী খাঁর ইতবৃত্ত, আইন-ই-আকবরী, তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী ইত্যাদি লিখিত ইতবৃত্তের সাহায্য ভিন্ন কেবল হুমায়ুনের কবর, ফতেপুর সিক্রি, তাজমহল, আকবরী মোহর বিচার করিয়া মোগলযুগের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাইত না। আদি লিখিত ইতবৃত্ত অধিক পুরাতন হইতে পারে না। আমাদের দেশে কাগজপত্র দুই পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। অনুলিপি সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা প্রযোজ্য নহে। যত্নলিখিত অনুলিপি কালে কালে নূতন হইয়া চিরস্থায়ী হইতে পারে। অনুলিপিতে লিপিকারপ্রমাদ ও প্রক্ষেপ আসিতে পারে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এ প্রকার দোষ

মারাত্মক নহে। ধ্বংসাবশেষ বস্তুপ্রমাণ, লিখিত পুরাবৃত্ত এবং ঐতিহ্য এই তিনের সাহায্যে অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য ইতবৃত্ত সংকলন করা যায়।

।২৩৪। কিরূপ বিবরণকে লিখিত ইতবৃত্ত বা হিস্টরি বলিব তাহা বিচার্য। যে বিবরণে কালক্রমিক ঘটনাপরম্পরা যথাযথ কালনির্দেশ সহকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যাহাতে রাজগণের কীর্তিকলাপ, যুদ্ধবিগ্রহ, প্রজাদিগের অর্থনৈতিক অবস্থা, জনগণের আচার ব্যবহার ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘটনার বিবরণ আছে তাহাকে ইতবৃত্ত বলা যায়। ভ্রমণবৃত্তান্ত, নাটক প্রভৃতি হইতে কিছু কিছু ইতবৃত্তীয় কাহিনী সংকলন সম্ভবপর কিন্তু এগুলি ইতবৃত্তপদবাচ্য নহে। রামায়ণে মহাভারতে ঘটনাবলীর কালনির্দেশ নাই। ইহা ব্যতীত বহু স্থলে অতিরঞ্জন থাকায় লেখকের কোন ইতবৃত্তীয় উদ্দেশ্য ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। এই সকল কারণে রামায়ণ ও মহাভারতকে ইতবৃত্ত বলা যায় না। রামায়ণ কাব্য এবং মহাভারত ইতিহাস বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ইতবৃত্তকার সত্যসন্ধ হইবেন, তাঁহার জানা উচিত যে তাঁহার কাহিনী পরবর্তী কালে পঠিত হইবে এবং তাহা হইতে লোকে প্রাচীন কালের অবস্থা জানিবে। বিদেশীয় পণ্ডিত আমাদের শিখাইয়াছেন প্রাচীন হিন্দুর কোন historical sense বা ইতবৃত্তীয় ভাবনা ছিল না এজন্য তাঁহারা কোন ইতবৃত্ত লিখিয়া যান নাই। এ উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইতবৃত্ত বলিতে কি বুঝায় এবং ইতবৃত্তকারের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক প্রাচীন হিন্দু তাহা ভালই জানিতেন এবং পুরাণগুলিতে তিনি প্রকৃত ইতবৃত্ত লিখিয়াও গিয়াছেন।

।২৩৫। পরম্পরাপ্রাপ্ত লিখিত ইতবৃত্ত বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ইতবৃত্তে যে সকল কথা থাকা উচিত তাহা বিবরণে স্থান পাইয়াছে কি না, কাহিনীতে সঙ্গতি আছে কি না, কোন প্রকারের অতিরঞ্জন আছে কি না, থাকিলে তাহার প্রকৃতি কিরূপ এবং কেনই বা বিবরণে স্থান পাইয়াছে, অবান্তর প্রসঙ্গ কিছু আছে কি না, থাকিলে কি উদ্দেশ্যে তাহা ইতবৃত্তের মধ্যে আসিয়াছে, লিপিকারপ্রমাদ ও প্রক্ষেপ কিছু আছে কি না, ইতবৃত্তকারের কোন বিষয়ে পক্ষপাত আছে কি না, কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া তাঁহাকে লিখিতে হইয়াছে কি না, তিনি যে সকল ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা কি প্রকারে সংগ্রহ করিয়াছেন, কোন্‌টা তাঁহার নিজের দেখা কোন্‌টাই বা পরম্পরাপ্রাপ্ত, পরম্পরাপ্রাপ্ত বিবরণ কোথা হইতে পাইলেন, সেই সংবাদদাতার ইতবৃত্তকারোপযোগী গুণাবলি ছিল কি না, ইত্যাদি বহু বিষয়ে অন্তঃপ্রমাণ এবং প্রাপ্তব্য হইলে বহিঃপ্রমাণের সাহায্যেও বিচার করিয়া কাহিনী প্রকৃত ইতবৃত্ত কি না নির্ণীত হয়। বিচারফল

সন্তোষজনক হইলে বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারি ও পদে পদে বস্তুপ্রমাণের আবশ্যক অনুভব করি না। লিখিত ইতবৃত্ত সম্বন্ধে এই যে নিশ্চিন্ত ভাব ইহাকে বিশ্বাসের ভিত্তি বলিব। বিশ্বাসের ভিত্তি না থাকিলে কোন লিখিত ইতবৃত্ত টিকিতে পারে না। ইংলণ্ডীয় হিস্টরির বা আইন-ই-আকবরীর প্রত্যেক কথাটিকে যদি বস্তুপ্রমাণ দ্বারা যাচাই করিতে হয় তবে লোম বাছিতে কম্বল উজাড় হইয়া যায়। ইতবৃত্তকারের সমস্ত কথা সমর্থনের জন্য বস্তুপ্রমাণ থাকিবে এরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র। যে সকল ক্ষেত্রে বস্তুপ্রমাণ পাওয়া যাইবে লিখিত বিবরণ তদ্দ্বারা সমর্থিত হইতেছে কি না অবশ্যই দেখিতে হইবে। বস্তুপ্রমাণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যদি বিরোধী হয় তবে পুরাবৃত্তকারের কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মে। অল্প বিরোধ থাকিলে বিচারপূর্বক বিবরণ সংশোধন করিতে হয়।

।২৩৬। ইংলণ্ডের পুরাবৃত্ত বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। কেহ যদি বলেন হ্যারল্ড বা প্রথম উইলিয়ম ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন না তবে তাঁহাকেই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। প্রচলিত বিবরণের বিরুদ্ধবাদীর উপর তাঁহার নিজ কথা প্রমাণের ভার ন্যস্ত হয়। ইংরেজীতে বলি the onus of proof lies with the objector। বিরুদ্ধবাদী যদি বলেন হ্যারল্ডের অস্তিত্বের কোন বস্তুপ্রমাণ নাই, পরম্পরাপ্রাপ্ত লিখিত বিবরণের প্রামাণ্য স্বীকার করি না তবে তাঁহার কথা কেহ মানিবে না। বিশ্বাসের ভিত্তি আছে বলিয়াই আমরা বিরুদ্ধবাদীর কথা বিনা প্রমাণে স্বীকার করি না; পরম্পরাপ্রাপ্ত লিখিত কাহিনীকে সত্য বলিয়া মানি। অপর পক্ষে ভারতীয় পুরাবৃত্ত বিচারে কেহ যদি বলেন মহারাজ রামচন্দ্র পুরাকালে অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন তবে সমস্ত আধুনিক ইতবৃত্তকারই বলিবেন 'প্রমাণ কর'। এখানে প্রমাণের ভার অস্তিত্ববাদীর উপর অর্পিত হয়; বিরুদ্ধবাদী নিশ্চেষ্ট থাকেন। ইংলণ্ডের পুরাবৃত্ত ও ভারতের পুরাবৃত্ত বিচারে কেন এই প্রভেদ তাহা ভাবিবার কথা। ইংলণ্ডের পুরাবৃত্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্থাপিত কিন্তু ভারতপুরাবৃত্ত এখন পর্যন্ত অবিশ্বাসের ভিত্তির উপরেই রহিয়াছে। রাম, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ছিলেন বলিলে লোকে বস্তু-প্রমাণ চায়; হ্যারল্ড, উইলিয়ম ছিলেন বলিলে নির্বিরোধে তাহা মানিয়া লয়। ইউরোপীয় পুরাবৃত্তে বহিঃপ্রমাণ অধিকাংশ স্থলেই অনাবশ্যক বিবেচিত হয় কিন্তু ভারতপুরাবৃত্ত বিচারে পণ্ডিতগণ পদে পদে বস্তুপ্রমাণ চাহিয়া বসেন।

।২৩৭। ভারতীয় পুরাবৃত্ত অবিশ্বাসের ভিত্তিতে কেন স্থাপিত হইল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে প্রথমত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ জাতিগত পক্ষপাতবশে

ভারতের প্রাচীন কীর্তিতে অবিশ্বাসী। প্রত্যেক প্রাচীন ঘটনার কালই তাঁহারা সাধ্যমত সম্মুখে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও অনেক পুরাতন বিবরণ মাইথলজি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয়ত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা কোন লিখিত ইতবৃত্ত পান নাই। কালনির্দেশ না থাকিলে কোন ঘটনার বিবরণকেই ইতবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না এ জন্য মহাভারত প্রভৃতিকে তাঁহারা ইতবৃত্ত বলিয়া গণ্য করেন নাই। মহাভারত, রামায়ণ, বেদ ও এমন কি প্রাচীন নাটকাদি গ্রন্থেও ইতবৃত্তোপযোগী বহু উপাদান আছে সত্য কিন্তু এগুলির কোনটিকেই লিখিত হিস্টরি বা ইতবৃত্ত বলা যায় না।

।২৩৮। প্রকৃত ভারত ইতবৃত্তের সন্ধান না পাইয়া বৈদেশিক পণ্ডিত বলিলেন হিন্দুর ইতবৃত্তীয় ভাবনা ছিল না, প্রাচীন হিন্দু কোন ইতবৃত্ত রাখিয়া যান নাই। পক্ষপাত-বশেই তিনি প্রাচীন হিন্দুর ইতবৃত্ত দেখিয়াও দেখেন নাই। স্বদেশীয় ইতবৃত্তকারগণও বিনা বিচারে তাঁহার কথা শিরোধার্য করিয়াছেন। হিন্দুর প্রকৃত ইতবৃত্ত নাই এ কথা সমর্থনকল্পে এক অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করা হয়। বলা হয় history শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'ইতিহাস'; মহাভারত যে ইতিহাস মহাভারতেই সে কথা লেখা আছে; মহাভারতে কোন রাজার বা কোন ঘটনার কাল উল্লেখ নাই এবং প্রচুর অবান্তর বিষয় তাহাতে স্থান পাইয়াছে; অতএব মহাভারত হিস্টরি নহে; হিন্দুর মহাভারত অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট ইতিহাসগ্রন্থ নাই; অতএব প্রাচীন হিন্দু হিস্টরি বা প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে জানিত না। এই যুক্তির অনুরূপ যুক্তি দেওয়া যাইতেছে; সংস্কৃত 'ধর্ম' শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ religion; সকল সাহেবে স্বীকার করেন বাইবেল তাঁহাদের সর্বোৎকৃষ্ট religious book বা ধর্মগ্রন্থ; মনুসংহিতা প্রভৃতি হিন্দু ধর্মগ্রন্থে রাজা সমাজ ও ধর্মদূষক ব্যক্তির কি প্রকার শাস্তিবিধান করিবেন, সাধারণে কি কি আইনকানুন মানিয়া চলিবে, ইত্যাদি ধর্মরক্ষা সম্বন্ধীয় বিশদ ব্যবস্থা আছে: বাইবেলে ইহার কিছুই নাই; অতএব সাহেবদের ধর্মসম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। এই প্রকার যুক্তির মধ্যে যে ভ্রম আছে তাহা সহজে লোকের চোখে পড়ে না। History শব্দের প্রতিশব্দ 'ইতিহাস' নহে এবং 'ধর্ম' শব্দের প্রতিশব্দও religion নহে। 'ইতিহাস' অর্থে যাহা ঐতিহ্য বা যে কাহিনী লোকপরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে অর্থাৎ, ইতিহাস tradition। ইতিহাসের সব কথা সত্য না হইতেও পারে। সত্য ঘটনাও tradition বা ইতিহাসের অন্তর্গত হইতে পারে। ইতিহাসে সাধারণত কালনির্দেশ থাকে না। ইতিহাস হইতে ইতবৃত্তোপযোগী বহু সত্য কাহিনী পাওয়া যাইলেও ইতিহাস ইতবৃত্ত নহে। ইতিহাস পড়িয়া হিন্দুর হিস্টরি ছিল না বলা আর

বাইবেল পড়িয়া সাহেবের সমাজরক্ষার জন্য আইনকানুন বা penal code ছিল না বলা একই কথা॥ ২২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য॥ অধুনা 'ইতিহাস' শব্দ 'হিস্টরি' অর্থে চলিয়াছে সত্য কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে এই অর্থে কুত্রাপি 'ইতিহাস' শব্দের প্রয়োগ নাই।

।২৩৯। পুরাণোক্ত অনেক ঘটনার উল্লেখ ইতিহাস ও কাব্যে আছে। ইতিহাস বা কাব্যে যে সকল ঐতবৃত্তিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় তাহা যে সকল সময় পুরাণ হইতে সংকলিত এমন কথা বলা যায় না। মহাভারতের অনেক ঘটনাই পুরাণে নাই; মহাভারত পুরাণের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হয় নাই। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের কালে যে সকল ঐতিহ্য বা কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল তাহার উপর নির্ভর করিয়াই মহাভারত রচিত হইয়াছিল। ঐতিহ্য পুরাণান্তরগত হইতে পারে না অথচ ঐতিহ্য রক্ষণ কর্তব্য এ জন্য পুরাণকর্তা ব্যাস পৃথক গ্রন্থ মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন মনে হয়॥ বা।১।৪৪, ৪৫॥ মহাভারতে যে সকল পৌরাণিক ঘটনার বিবৃতি পাওয়া যায় তাহা হইতে পুরাণের বিশ্বাসযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। স্বপ্নবাসবদত্তায় দর্ভকের নাম পাওয়ার পর বিদেশী ইতবৃত্তকার পুরাণের কথা মানিলেন. তিনি স্বপ্নবাসবদত্তা নাটিকাকে পুরাণোক্ত ঘটনার বহিঃপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেন এইরূপ মহাভারত, রামায়ণ, বেদ, জ্যোতিষ প্রভৃতি গ্রন্থে পৌরাণিক ব্যাপারের কিছু কিছু উল্লেখ থাকায় এই সকল গ্রন্থ পুরাণের বিশ্বাসযোগ্যতার বহিঃপ্রমাণ স্বীকার করা যায়।

৯৪। অন্তঃপ্রমাণ ও বহিঃপ্রমাণ

।২৪০। পূর্বে বলিয়াছি পুরাণোক্ত ঘটনার সত্যতা দুই প্রকার প্রমাণ দ্বারা বিচার করিতে হইবে, যথা, অন্তঃপ্রমাণ ও বহিঃপ্রমাণ। পুরাণে যদি কোন অসঙ্গতি না থাকে এবং পুরাণকারের সত্যতা সম্বন্ধে যদি নিঃসন্দেহ হওয়া যায় তবে পুরাণ গ্রাহ্য। বিশ্বস্ত পর্যটক কোন নূতন দেশ দেখিয়া আসিয়া যদি তাহার বিবরণ লেখেন এবং সেই বিবরণে যদি কোন অবাস্তব কথা বা অসঙ্গতি না থাকে তবে বহিঃপ্রমাণ অভাবেও তাহা পরিত্যাজ্য নহে। বিশেষ পর্যটক যদি নিজে ভৌগোলিক হন এবং যদি নূতন দেশের ভৌগোলিক বিবরণই লিখিয়া থাকেন তবে তাহা অধিকতর বিশ্বাস্য। পুরাণকার ইতবৃত্ত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, তিনি সত্যবাদী, তিনি যে সকল অত্যুক্তি করিয়াছেন তাহা বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রসূত এবং এতই সুস্পষ্ট যে সকলেই তাহা অত্যুক্তি বলিয়া বুঝিতে পারে, কাহাকেও তাঁহার প্রতারণা করিবার আবশ্যক নাই। তিনি নিজে বলিতেছেন যে তিনি যথাশক্তি সত্য বলিবেন, তিনি পক্ষপাতদোষযুক্ত নহেন, তাঁহার গ্রন্থে কোন অসঙ্গতি নাই এবং সূত্রানুযায়ী

ব্যাখ্যা করিলে দেখা যাইবে যে কোন অবাস্তব কথাও নাই। এরূপ ক্ষেত্রে পুরাণকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। অন্তঃপ্রমাণ পূর্বেই বিচার করিয়াছি; অন্তঃপ্রমাণ পৌরাণিক উক্তির সত্যতাই সমর্থন করিতেছে।

৯৫। গ্রন্থপ্রমাণ ও বস্তুপ্রমাণ

।২৪১। পুরাণে উল্লেখ ব্যতীত অপর কোন উপায়ে যদি পৌরাণিক ঘটনার সত্যতা নির্ধারণ করা যায় তবে সেই প্রমাণ বহিঃপ্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। বহিঃপ্রমাণ দুই প্রকার, গ্রন্থপ্রমাণ ও বস্তুপ্রমাণ। বেদ, মহাভারত প্রভৃতিতে পুরাণোক্তির সমর্থক কথা আছে এই জন্য এই সকল গ্রন্থ বহিঃপ্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। জৈন মহাবংশ, দ্বীপবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ, মুদ্রারাক্ষস, মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতি নাটক পুরাণসমর্থক বহিঃপ্রমাণ। বিদেশীয় গ্রন্থপ্রমাণও পাওয়া যায়। আলেক্জাণ্ডারসংক্রান্ত গ্রীকবিবরণীতে চন্দ্রগুপ্তের নাম আছে। প্লিনিলিখিত বিবরণে অন্ধ্রদের কথা আছে। চৈনিক বিবরণেও অন্ধ্রদের বিবরণ পাওয়া যায়॥ The Peutingerian Tables. Vishnupurana. Bk. IV. Wilson. P. 203॥

।২৪২। মুদ্রা, শিলালিপি, ভাস্কর্য, মন্দির প্রভৃতি বস্তুও অনেক সময় পুরাণোক্তির সমর্থক হইতে পারে। এই সকল বস্তুপ্রমাণ বহিঃপ্রমাণের পর্যায়ভুক্ত। পুরাণবর্ণিত অর্বাচীন মৌর্য, শুঙ্গ, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজগণ সম্বন্ধে এরূপ বহু প্রমাণ মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতিতে পাওয়া গিয়াছে। মৌর্যপূর্বযুগের এখনও কোন বিশ্বাসযোগ্য বস্তুপ্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন খারবেল উৎকীর্ণ শিলালিপিতে নন্দিবর্দ্ধনের উল্লেখ আছে; তিনি আনুমানিক ৪৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এক খাল খনন করাইয়াছিলেন॥ V. Smith. Early History of India. P. 44॥ পুরাণমতে নন্দিবর্দ্ধনকাল ৫৮৬ খ্রী-পূ হইতে ৫৫৫ খ্রী-পূ। খারবেল পাঠ শুদ্ধ হইলে মৌর্যপূর্বযুগের পুরাণোক্তির বহির্বস্তুপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। মোহন-জ-দরোর দ্রব্যাদি ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার বস্তুপ্রমাণ। এক হিসাবে এই সকল প্রমাণ পুরাণোক্ত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সমর্থক। বস্তুপ্রমাণ অতি গুরু প্রমাণ সন্দেহ নাই কিন্তু বস্তুপ্রমাণের অভাবে প্রমেয় বস্তু ছিল না বলা নিতান্তই মূর্খতা। বিদেশী ইতবৃত্তকার মোহন-জ-দরো আবিষ্কারের পূর্বে বস্তুপ্রমাণের অভাব দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন ভারতীয় সভ্যতা ১৫০০ বা ২০০০ খ্রী-পূর্বাব্দের পূর্বে যাইতে পারে না। বস্তুরূপ বহিঃপ্রমাণাভাবে প্রমেয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া তাঁহারা

ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। বহু প্রাচীন ব্যাপারে বস্তুপ্রমাণ নাও পাওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন মিশরীয়দিগের আচারব্যবহার ও মিশরের আবহাওয়া তাহাদের দেশে প্রাচীন বস্তুপ্রমাণ সংরক্ষণের অনুকূল হওয়ায় মিশরে প্রাচীন সভ্যতার অনেক বস্তুপ্রমাণ রহিয়া গিয়াছে কিন্তু ভারতের অবস্থা ভিন্ন। তথাপি ভারতের প্রাচীন স্থানগুলি নিরূপণ করিয়া খনন করাইলে তাম্রশাসন, মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি বস্তুপ্রমাণ আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব। পুরাকালেও দানাদি ব্যাপারে তাম্রশাসনে তাহা লিপিবদ্ধ করার প্রথা ছিল। দাশরথি রাম চতুশ্চত্বারিংশ বয়সে তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম দান করেন। তিনি ধর্মশাসনও লিখাইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের কালেও রামের তাম্রশাসন বর্তমান ছিল ও ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পূজিত হইত॥ স্কন্দ। ব্রহ্ম। ৩৪ অধ্যায়। ধর্মারণ্যখণ্ড॥ পুরাণোক্ত সকল ঘটনার বহিঃপ্রমাণ না মিলিলে সেগুলি বিশ্বাস করিব না এরূপ বলা চলে না। পুরাণকারের কতকগুলি উক্তির সত্যতা যখন বহিঃপ্রমাণদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে তখন অন্যগুলিও বিশ্বাসযোগ্য এ কথা বলা অন্যায় নহে। ইংলণ্ডের ইতবৃত্তে যে সকল রাজগণের নাম আছে তাঁহাদের অনেকেরই অস্তিত্বপ্রমাণোপযোগী কোন শিলালিপি বা অপর বস্তুপ্রমাণ নাই।

।২৪৩। আর এক দিক দিয়া পুরাণোক্ত ভারতীয় সভ্যতার বহিঃপ্রমাণ মিলিতে পারে। অনেকের মতে হিন্দুসভ্যতার উৎপত্তিস্থান উত্তরমেরুর নিকটবর্তী কোন প্রদেশে। টিলক এই মত সমর্থন করিয়াছেন। পুরাণোক্ত উত্তরকুরু কাহারও কাহারও মতে সাইবেরিয়া বা আধুনিক রাশিয়ায়। এই স্থান হইতে প্রাচীন হিন্দুগণ মধ্যএশিয়া পূর্বতুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশে প্রথমে আসেন। ইন্দ্রের পুরী মধ্যএশিয়ার কোন স্থানে ছিল। মধ্যএশিয়া হইতে হিন্দুগণ ভারতে আসেন। সাইবেরিয়া, রাশিয়া, মধ্যএশিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। উত্তর-ইউরোপের অনেক স্থলে অশ্বমেধের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে॥ The Scythians by E. H. Minns॥ লিথুনিয়ানামক প্রদেশে প্রাচীন রীতিনীতি আচারব্যবহার এখনও বর্তমান। ইউরোপীয় সভ্যতার প্লাবনে এখানে প্রাচীন স্মৃতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় নাই। লিথুনিয়ন ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার অদ্ভুত সাদৃশ্য। A. Paskevicius (পোস্ক) নামক একজন লিথুনিয়াবাসী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন (এপ্রিল ১৯০৪)। তাঁহার নিকট শুনিলাম লিথুনিয়ার নদীর নামের সহিত ভারতীয় নদীর নামের মিল আছে, যথা,

লিথুনিয়া	ভারত
নেমুনা	যমুনা
তাপ্তি	তাপ্তি
শ্রোবতি	সরস্বতী
পুরুস্নে } পয়ুস্নে }	পয়োষ্ণী
নর্বুদে	নর্মদা

লিথুনিয়ায় যে সকল জাতি ছিল বা এখনও আছে তাহাদের নাম, যথা, কুরু, পুরু, যাদব, সুদব, সেলুস, জাহ্নবীকাই ইত্যাদি। দেবতাদিগের নাম, যথা, দিইব, দেবুক, ইন্দ্র, বরুণ, পুরকন্য (পর্যন্য), বেত্র ইত্যাদি। এই সকল সাদৃশ্য এতই অদ্ভুত যে হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। বিশেষজ্ঞদিগের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করিতেছি। যদি বাস্তবিকই দেখা যায় যে লিথুনিয়া ও ভারতের সভ্যতার সাদৃশ্য রহিয়াছে তবে অনুমান করিতে হইবে যে বহু প্রাচীন কালে লিথুনিয়া ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। ইংরেজ যেমন আমেরিকায় যাইয়া সেখানকার নগরের নাম ইংলণ্ডের শহরগুলির নামানুযায়ী করিয়াছিল, সেইরূপ প্রাচীন হিন্দু উত্তরমেরু হইতে ক্রমশ ভারতে আসিয়া পূর্বস্মৃতিমত নদনদীর নামকরণ করিয়াছিল। পোক্ষের নিকট শুনিলাম, লিথুনিয়ান প্রত্নতাত্ত্বিক Pulk Tarasenka তাঁহার Priesistoirie Lietuva (Prehistoric Lithunia) গ্রন্থে লিথুনিয়ান জাতিগণের ইতবৃত্ত প্রায় ১২০০০ বৎসর পূর্বে আরম্ভ অনুমান করিয়াছেন। দুই চারি হাজার বৎসরের মধ্যে ভারত ও লিথুনিয়ার কোন সংযোগ ঘটে নাই ইহা নিশ্চিত। ভারতীয় সভ্যতার আরম্ভ পুরাণমতে প্রায় ৬০০০ খ্রী-পূর্বে। তৎপূর্বে প্রায় ৫০০০ বৎসরের দেবগণের কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাও মধ্যএশিয়ার হিন্দু সভ্যতা। হিন্দু ও লিথুনিয়ন সভ্যতা প্রায় একই সময়ে যাইয়া পড়িতেছে। যাহা হউক এ বিষয়ে এখন আরও প্রমাণ না পাইলে কিছুই বলা যাইবে না।

।২৪৪। এ পর্যন্ত পৌরাণিক উক্তির বিরুদ্ধে কোন বহিঃপ্রমাণ পাওয়া যায় নাই; অপর পক্ষে পুরাণের ভবিষ্য অংশের অনেক উক্তির সমর্থক বহিঃপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন অংশের সমর্থক স্বদেশীয় গ্রন্থপ্রমাণ আছে। অন্তঃপ্রমাণ পূর্ণরূপে পুরাণের সত্যতা সমর্থন করিতেছে। অতএব পুরাণকে ইতবৃত্ত বা হিস্টরি বলিয়া মানিতেই হইবে।

২৫। বিদেশীয় পক্ষপাত

৯৬। হিন্দুগর্ব

।২৪৫। প্রাচীন ভারতের ইতবৃত্ত একমাত্র পুরাণেই পাওয়া যাইবে অথচ বিদেশী ঐতবার্তিক পুরাণের প্রাচীন অংশ একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বিদেশীর নিকট ভারতের ইতবৃত্তের নিরপেক্ষ বিচার আশা করা বৃথা। বিদেশী ইতবৃত্তকারের পক্ষপাত অবশ্যম্ভাবী। বিদেশীয়রা নিজেদের ভারতীয় অপেক্ষা উন্নত জাতি মনে করেন। পুরাতন বাবিলোনে বা পুরাতন মিশরে উচ্চ সভ্যতা ছিল এ কথা স্বীকার করিতে তাঁহাদের তত আপত্তি নাই কারণ প্রাচীন সভ্যতার দাবি লইয়া কোন বাবিলোনীয় বা মিশরীয় তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় না। অপর পক্ষে হিন্দু যখন তাহার আট হাজার বৎসরের সভ্যতার অখণ্ড ধারা লইয়া গর্ব করে এবং বলে যে ইউরোপীয়েরা যখন অসভ্য ছিল তখন সে বিদ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠায় উঠিয়াছিল, তাহার ধর্ম, তাহার দর্শনের নাগাল এখন পর্যন্ত ইউরোপীয়রা পাইল না, তাহার সভ্যতা উচ্চস্তরের, ইউরোপীয়ের সংস্পর্শে আসিলে তাহার জাতি যায়, তাহার মন্দিরে ইউরোপীয়ের প্রবেশ নিষেধ ইত্যাদি, তখন বিদেশী ইতবৃত্তকারের কাছে তাহা অসহ্য বোধ হয়। বিদেশী ইতবৃত্তলেখকের হিন্দুবিদ্বেষ প্রবল, বিশেষ ব্রাহ্মণবিদ্বেষ অতি প্রবল। বিদেশী ইতবৃত্তকার নিজ দেশে শাসক ও ধর্ম্মযাজকে (between the Church and the State) চিরন্তন বৈর দেখিয়াছেন। তিনি মনে করেন ভারতেও বুঝি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে চিরকাল শত্রুতা ছিল। তাঁহার ব্রাহ্মণবিদ্বেষ এই ধারণায় ইন্ধন যোগাইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধের দুই একটি ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন ব্রাহ্মণদিগের অন্য জাতিকে ধর্মের ভয় দেখাইয়া ও ঠকাইয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষা করা ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কোন কাজই ছিল না; চিরকাল তাঁহাদের সহিত ক্ষত্রিয়রাজগণের কলহ হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণ নিজেদের সুবিধামত মিথ্যা করিয়া পুরাণ লিখিয়াছেন, লোককে ঠকাইবার জন্য তাঁহারা হিন্দুধর্মে প্রাচীনত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন ইতবৃত্তীয় ভাবনা (historical sense) ছিল না, তাঁহারা লিখিতে জানিতেন না, খুব বেশী করিয়া ধরিলেও কিছুতেই তাঁহাদের সভ্যতা ১০০০, বড় জোর ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্বে যাইতে পারে না; প্রাচীনতার নিদর্শনস্বরূপ যে সকল

উক্তি আছে তাহা হয় ভুল না হয় মিথ্যা কথা ইত্যাদি। খ্রীষ্টধর্মপ্রীতি ব্রাহ্মণবিদ্বেষ বাড়াইয়াছে। বিদেশীয়গণের মধ্যে পার্জিটর একজন প্রধান পুরাণার্থবিচক্ষণ বা authority on Purana ॥ V. Smith. Early History. P. 24 ॥ কিন্তু সেই পার্জিটর কি প্রকার অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখাইয়াছি। গড় রাজ্যকাল কল্পনা করিয়া কালনির্ণয় হইতে পারে না এই সহজ কথা পার্জিটর বোঝেন নাই, ভিন্‌সেন্ট স্মিথ প্রভৃতিও সেই ভুল ধরিতে পারেন নাই। ভারতযুদ্ধকাল নির্ণয় করিতে যাইয়া পার্জিটর উপরি উপরি যে সকল ভুল করিয়াছেন তাহা অমার্জনীয়। পরিক্ষিৎজন্ম ও নন্দের ব্যবধান পুরাণমতে ১০১৫ বা ১০৫০ বৎসর। ইহা সত্য বলিয়া মানিলে ভারতযুদ্ধ ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্বে যায়, অগত্যা বিনা বিচারেই পার্জিটর পুরাণের এই উক্তি অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। পার্জিটরের ভারতযুদ্ধকালবিচার পড়িলে ধারণা হয়, কিসে তাহা ১০০০ খ্রী-পূর্বাব্দের পরে আসে তিনি তাহার চেষ্টা করিয়াছেন। পক্ষপাত মানুষকে অন্ধ করে।

৯৭। বিদেশী ইতবৃত্তকার

।২৪৬। ভারতের দিক হইতে আলেক্‌জাণ্ডারের আক্রমণ কোন গুরু বা প্রধান ঘটনা নহে ; পুরাণে বা অপর কোন ভারতীয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পর্যন্ত নাই। ভিন্‌সেন্ট স্মিথ বলিতেছেন, The campaign although carefully designed to secure a permanent conquest was in actual effect no more than a brilliantly successful raid on a gigantic scale, which left upon India no mark save the horrid scars of bloody war. India remained unchanged. The wounds of battle were quickly healed ··India was not hellenized. এইরূপ উক্তি সত্ত্বেও ভিন্‌সেন্ট স্মিথ The Early History of India গ্রন্থে আলেক্‌জাণ্ডারের বিজয়কাহিনীর ৬৭ পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণ দিয়াছেন। এই পুস্তকে চন্দ্রগুপ্তের ও বিন্দুসারের বিবরণ একত্রে ৪১ পৃষ্ঠা ও অশোকের বিবরণ ৪৪ পৃষ্ঠা মাত্র। নিরপেক্ষ ইতবৃত্তকার বলিবেন আলেক্‌জাণ্ডার এক সামন্তরাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন মাত্র, তাঁহার সেনাধ্যক্ষগণের ও সৈন্যগণের ভারতীয় প্রধান রাজগণের মধ্যে কাহাকেও আক্রমণ করিতে সাহসে কুলায় নাই এই জন্য তাঁহারা তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিলেন। নিজ্ঞানমনোবিৎ বলিবেন ভিন্‌সেন্ট স্মিথের অজ্ঞাত মনে ইউরোপীয় কর্তৃক ভারতবিজয়ের গর্বই আলেক্‌জাণ্ডারের কাহিনীর অতি-বিস্তাবিত বিবরণ ভারতীয় ইতবৃত্তে লিপিবদ্ধ করাইবার

জন্য দায়ী। বিদেশী ইতবৃত্তকার সাহেবের কথাই সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন, তার পর মুসলমানের কথা, তৎপরে জৈন বা বৌদ্ধ সাক্ষ্য, তৎপরে ব্রাহ্মণেতর হিন্দু সাক্ষ্য, ব্রাহ্মণের কথার মূল্য তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ।

।২৪৭। বিদেশী ইতবৃত্তকারগণের মনোভাব কিরূপ বুঝাইবার জন্য তাঁহাদের কতিপয় উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি। নিঃসঙ্কোচে বলা যায় প্রায় তাবৎ বিদেশী ঐতবাৰ্ত্তিক একদলের। কাহারও বা পক্ষপাত পরিস্ফুট, কেহ বা বিজ্ঞানের ও যুক্ত্যাভাসের দোহাই দিয়া পক্ষপাত ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব, শ্রদ্ধার অভাব, জাতি ও ধর্মগর্ব, বিজেতা ও বিজিত সম্বন্ধ ইত্যাদি নানা কারণে ইউরোপীয়গণ ভারতীয় ইতবৃত্ত বিচার করিতে আসিয়া পক্ষপাতগ্রস্ত হইয়া পড়েন। যে নিরপেক্ষতার সহিত তাঁহারা নিজ নিজ দেশের ঐতবৃত্তিক বিবরণ আলোচনা করেন, ভারতীয় ইতবৃত্ত বিচারে তাহার সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পক্ষপাত এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহাদেরও নির্জ্ঞানমনস্থিত হিন্দুবিদ্বেষ তাঁহাদের বিচারশক্তি ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। একমাত্র পাশ্চাত্ত্য পক্ষপাতের প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ ভারতবাসীর দ্বারাই ভারতের প্রকৃত ইতবৃত্ত নির্ণীত হওয়া সম্ভব।

৯৮। উদ্ধৃতি

।২৪৮। *A Historical View of the Hindu Astronomy by John Bentley, London : Smith Elder & Co.,Cornhill, MDCXXV.*

Early in this period, that is to say, about the year A.D. 51. Christianity was preached in India by St. Thomas. This circumstance introduced new light into India, in respect of the history and opinions of the people of the West, concerning the time of the creation, in which the Hindus found they were far behind in point of antiquity ; their account of the creation going back only to the year 2352 B.C. which was the year of the Mosaic flood, and therefore would be considered as a modern people in respect of the rest of the world. To avoid this imputation, and to make the world believe they were the most ancient people on the face of the earth, they resolved to change the time of the creation, and carry it back to the year 4225 B.C., thereby making

it older than the Mosaic account ; and making it appear, by means of false history written on purpose, that all men sprang from them. But to give the whole the appearance of reality, they divided anew the Hindu history into other periods, carrying the first of them back to the autumnal equinox in the year 4225 B.C. : these periods they called Manwantaras, or patriarchal periods, and fixed the dates of their respective commencement by the computed conjuctions of Saturn with the Sun, in the same manner as those of the four ages already given, were fixed by the conjunctions of Jupiter and the Sun. This, no doubt, was done with a view of making the world believe, that such conjunctions were noticed by the people who lived in respective periods ; and therefore, might be considered as the real genuine and indisputable periods of history founded on actual observations. Pp. 79-80.

। ২৪৯ । The fabrication of the incarnation and birth of Krishna, was most undoubtedly meant to answer a particular purpose of the Brahmins, who probably were sorely vexed at the progress Christianity was making. and fearing, if not stopped in time, they would lose all their influence and emoluments. It is, therefore, not improbable but that they conceived, that by inventing the incarnation of a deity nearly similar in name to Christ, and making some parts of his history and precepts agree with those in the gospels used by the Eastern Christians, they would then be able to turn the tables on the Christians by representing to the common people, who might be disposed to turn Christians, that Christ and Krishna were but one and the same deity ; and as a proof of it, that the Christians retained in their books some of the precepts of Krishna, but that they were wrong in the time they assigned to him ; for that Krishna, or Christ, as the Christians called him, lived as far back as the time of Yudhishthira and not at the time set forth by the Christians. Therefore, as Christ and Krishna were but one and the same deity, it would be ridiculous in them, being already of the true faith, to follow the imperfect doctrines of a set of outcasts, who had not only forgotten the religion of their forefathers,

but the country from which they originally sprung. Moreover, that they were told by Krishna, in his precepts, that a man's own religion, though contrary to, is better than, the faith of another, let it be ever so well followed. "It is good to die in one's own faith ; for another faith beareth fear." Geeta, pp. 48, 49.

। ২৫০ । I have thus endeavoured to explain, what I conceive the motives of the Brahmins to have been, in their invention of the incarnations of Vishnu, particularly that of Krishna : nor have I any doubt but that the whole of the incarnations were invented at one and the same period ; and as they were then destroying the old, and forging new books, to answer the purpose of the newly introduced system above explained, an opportunity offered of referring them to different portions of history, that the whole might have the appearance of reality. Krishna they artfully threw back to the time of Yudhishthira, because by that means they put the matter beyond the power of investigation. following exactly the examples of the Egyptians, Chaldeans, and Greek priests and poets, in throwing back the times of the war between the gods and giants, the Argonautic expedition, and the war of Troy, to periods of time out of the power of any one to contradict them : and this in fact is the case with almost all fictions, however plausible they may be. Pp. 112-113.

। ২৫১ । In replying to a critic Bentley says,

By his attempt to uphold the antiquity of Hindu books against absolute facts, he thereby supports all those horrid abuses and impositions found in them, under the pretended sanction of antiquity, *viz.*, the burning of widows, the destroying of infants, and even the immolation of men. Nay, his aim goes still deeper ; for by the same means he endeavours to overturn the Mosaic account, and sap the very foundation of our religion : for if we are to believe in the antiquity of Hindu books, as he would wish us, then the Mosaic account is all a fable, or a fiction. Preface xxvii.

। ২৫২ । The fact is, that literary forgeries are now so common in India, that we can hardly know what book is genuine, and what not: perhaps there is not one book in a hundred, nay, probably in a thousand, that is not a forgery, in some point of view or other; and even those that are followed or supposed to be genuine, are found to be full of interpolations, to answer some particular ends: nor need we be surprised at all this, when we consider the facilitics they have for forgeries, as well as their own general inclination and interest in following that profession; for to give the appearance of antiquity to their books and authors increases their value, at least in the eyes of some. Their universal propensity to forgeries, ever since the introduction of the modern system of astronomy and immense period of years in A. D. 583, are but too well known to require any further elucidation than those already given. They are under no restraint of laws, human or divine, and subject to no punishment, even if detected in the most flagrant literary impositions. P. 181.

। ২৫৩ । *Ancient Indian Historical Tradition by F. E. Pargiter,* M.A. *London. Oxford University Press, Humphrey Milford. 1922.*

Ancient India has bequeathed to us no historical works. History is the one weak spot in Indian literature. It is, in fact, non-existent. The total lack of the historical sense is so characteristic, that the whole course of Sanskrit literature is darkened by the shadow of this defect, suffering as it does from an entire absence of exact chronology. P. 2.

। ২৫৪ । On the other hand, though eminent rishis commanded veneration from kings and their services were at time keenly solicited and handsomely rewarded, yet the religious doctrines of the rishis lay generally outside the purview of kings, unless they were brahmanya, 'brahmanically-minded'. Such was the attitude of the people also at large. P. 5.

। ২৫৫ । The distinction between ksatriya and brahmanic tradition is very important. It is entirely natural, and there would be matter

for wonder if it had not existed, because the Vedic literature confined itself to religious subjects, and notices political and secular occurrences only incidentally so far as they had a bearing on the religious subjects; and it is absurd to suppose that that literature contains all the genuine tradition that existed about political and secular occurrences, such as those involved in the Aryan conquest of North India and those revealed partially in the Rigveda. The very fact that that literature deals almost exclusively with brahmanic thought and action implies that there must have been a body of other tradition dealing with the ksatriyas and the great part that they played during that conquest and in the political life that was the outcome of it. The distinction existed from the earliest times, until the original Purana was compiled and passed into the custody of the Puranic brahmans, as will be explained in Chapter II. It is strikingly illustrated in the epic and Puranic literature, and in the Vedic literature, and secondly, by the difference between the two kinds of tradition. P. 6.

। ২৫৬ । It is beyond doubt that the Vedic literature has deliberately ignored him (Vyasa) ; there is a conspiracy of silence in it both about the compilation of the Rigveda and about the pre-eminent rishi who is declared to have 'arranged' it. The reason is patent. The brahmans put forward the doctrine that the Veda existed from everlasting, hence, to admit that any one had compiled or even arranged it struck at the root of their doctrine and was in common parlance. 'to give their whole case away.'.....The Brahmans, its authors, lacked the historical sense. P. 10.

। ২৫৭ । It was preserved by the sutas or bards and when collected into the Purana soon passed into the hands of the Puranic brahmans, as will be shown in the next chapter. The attitude of the latter to ancient matters differed from that of the former, and changed still more as time went on through the causes that will be explained in Chapter V, taking more and more a brahmanical colouring, so that

generally the more brahmanical a statement is, the later or less trustworth it is. P. 13.

।২৫৮। The absolute dearth of traditional history after that stage is quite intelligible, both because the compilation of the Purana had set a seal on tradition, and because the Purana soon passed into the hands of brahmans, who preserved what they had received, but with the brahmanic lack of the historical sense added nothing about later kings. P. 57.

।২৫৯। Brahmanic tradition speaks from the brahmanical standpoint, describes events and expresses feelings as they would appear to brahmans, illustrates brahmanical ideas, maintains and inculcates the dignity, sanctity, supremacy and even super-human character of brahmans, enunciates brahmanical doctrines and advocates whatever subserved the interests of brahmans, often enforcing the moral by means of marvellous incidents, that not seldom are made up of absurd and utterly impossible details. It often introduces kings, because kings were their chief patrons, yet even so the brahmans' dignity is never forgotten. Ksatriya tradition, on the other hand, speaks from the ksatriya standpoint, describes event and expresses feelings as they would appear to ksatriyas, as concerned chiefly with kings and heroes and their great deeds, and displays the ideas and code of honour of ksatriyas.

।২৬০। The difference between the two kinds of tradition is best brought out where fortunately both the ksatriya and the brahmanic versions exist. That is found in the stories about Trisanku, Vasistha and Visvamitra. The ksatriya ballad gives a simple and natural account of Trisanku's fortunes as affected by those two rishis, while the brahmanical versions are a farrago of absurdities and impossibilities, utterly distorting all the incidents. Pp. 59-60.

। ২৬১ । The lack of the historical sense was a special characteristic of the brahmans. The Vedic texts, notoriously, are not books of historical purpose, nor do they deal with history.

The lack of the historical sense, especially among brahmans, while on the one hand it failed to compose genuine history or fabricated incorrect stories and fables, on the other hand has been of valuable service in that it often neglected to revise or harmonize historical tradition. P. 61.

Fifthly, the brahmans freely misapplied historical or other tradition to new places and conditions to subserve religious ends. P. 71.

। ২৬২ । It is mainly the brahmanical mistakes and absurdities that have discredited the Puranas. If, however, we put them aside and consider statements and stories that are evidently of ksatriya origin and have not been over-tampered with by the brahmans, it is remarkable what an amount of consistency they reveal, though unconnected and drawn from different contexts. P. 75.

। ২৬৩ । The Puranic brahmans took over the ksatriya traditions, some they preserved without modification ; but others they reshaped more or less according to brahmanic ideas, and these form a considerable portion of the intermediate or combined class mentioned above. Different stages of that process are discernible, as has been noticed. P. 77.

। ২৬৪ । The brahmans, and the Puranic brahmans as much as other brahmans, had a natural and obvious incentive to preserve and, if necessary, to fabricate brahman genealogies. The brahmans have constituted a priestly power unique in history ; they aggrandized themselves in every way and their pretensions have been notorious ; yet, as pointed out (chapter XVI) they have produced no real brahman genealogy. If then they did not construct their own genealogies, it is

absurd to suppose they fabricated elaborate ksatriya genealogies ; and the only reasonable conclusion is that these genealogies are ancient and genuine ksatriya tradition which was incorporated in the Purana. The internal evidence corroborates this, for these genealogies in the earliest Puranas are, on the whole, manifestly ksatriya literature, as, for instance the stories of Trisanku and Sagara, so often alluded to show. P. 123.

। ২৬৫। They give us history as handed down in tradition by men whose business it was to preserve the past ; and they are far superior to historical statements in the Vedic literature, composed by brahmans who lacked the historical sense and were little concerned with mundane affairs. P. 125.

২৬। পৌরাণিক অত্যুক্তিবিচার

৯৯। পুরাণে সৃষ্টি, প্রলয় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়

।২৬৬। প্রাকৃতিক ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য পুরাণের একটি নিজস্ব ভঙ্গি আছে। এই সূত্র জানা না থাকিলে বর্ণনা অতিপ্রাকৃত মনে হইবে। পুরাণ সর্বত্র হিন্দুশাস্ত্রানুগামী। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্ব হিন্দু দর্শনকার বিচার করিয়াছেন। পুরাণ সেই দার্শনিক তত্ত্ব ভিত্তি করিয়া নৈসর্গিক ঘটনাসমূহ বিবৃত করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রমতে ব্রহ্মের শক্তিতে উদ্ভাসিত না হইলে জড় জগৎ প্রকাশিত হয় না। জড় ও চৈতন্য বিরুদ্ধধর্মী। চৈতন্যই ব্রহ্ম। জড়ে চৈতন্যশক্তি না থাকিলে জড় জগৎ মানুষের চৈতন্যে প্রতিভাসিত হইতে পারে না। এই জন্য প্রত্যেক জড় পদার্থে চৈতন্যশক্তি বিরাজ করিতেছে স্বীকার করিতে হয়। আধুনিক মনোবিদ্যার ভাষায় ইহা এক প্রকার pan-psychism বা সর্বমনোবাদ। বহু মনোবিৎ বলেন, জড়ে (material) ও চৈতন্যে (mental) প্রকৃতিগত পার্থক্য বর্তমান। অগত্যা ইহাদের মধ্যে একে যে অন্যকে প্রভাবিত করিতে পারে এরূপ কল্পনা করিতে পারা যায় না। শরীর খারাপ হইলে মন খারাপ হয় ও মন খারাপ হইলে শরীর খারাপ হয়, এই যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ইহা জড় ও চৈতন্যের পরস্পরাশ্রয় প্রমাণিত করে না। ইহাদের মতে জড়প্রকৃতিজাত শরীর নিজ নিয়মে স্বাধীনভাবে চলিতেছে ও তাহার সহিত চৈতন্যোদ্ভাসিত মনও নিজ পথে চলিয়াছে; ইহাদের পরস্পরের এক সাহচর্য ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ নাই। একটি লাল ও একটি কাল বলকে যদি একত্রে গড়াইয়া দেওয়া যায় তবে তাহারা উভয়ে পাশাপাশি চলিবে কিন্তু একের গতি অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এমন কথা বলা চলিবে না। শরীর ও মনও সেইরূপ পাশাপাশি চলিতেছে কিন্তু একের দ্বারা অন্যে বাস্তবিক প্রভাবিত হইতেছে না। শরীর ও মন পরস্পরে আশ্রিত এই অনুভূতি ভ্রমাত্মক; ইহা illusion বা মায়ামাত্র। এই মত মনোবিদ্গণের মধ্যে psycho-physical parallelism বা মনোদৈহিক সহচারবাদ নামে পরিচিত। পূর্বপক্ষ বলিবেন, মদ জড় পদার্থ কিন্তু মদ খাইলে মনে স্ফূর্তি হয় এবং না খাইলে সে স্ফূর্তি হয় না অতএব অন্বয়ব্যতিরেক ন্যায়ানুযায়ী জড় ও চৈতন্য ব্যপাশ্রিত মানিতেই হইবে। অগত্যা যদি জড় ও চৈতন্যের পরস্পরের প্রভাব কল্পনাতীত মনে করি, স্বীকার করিতে হইবে যে জড় পদার্থ মধ্যে

চৈতন্যশক্তি আছে এবং এই জড়াশ্রিত চৈতন্যশক্তিই মনকে প্রভাবিত করিতেছে। প্রত্যেক জড় পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ায় সমস্ত জড়ে চৈতন্যশক্তি মানিতে হইতেছে। চৈতন্যশক্তি আছে বলিয়াই জড় চৈতন্যে প্রতিভাসিত হয়। অতএব জড়াশ্রিত চৈতন্যই জড়কে দ্যোতনশীল করিয়াছে। যাহা দ্যোতন করে তাহাই দেবতা। অতএব প্রত্যেক জড় পদার্থে তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা আছে বলা অন্যায় নহে। ইন্দ্রিয়গণও দ্যোতনশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া শাস্ত্রে তাহাদিগকেও দেবতা বলা হইয়াছে। ঘটে পটে দেবতা মানিলেও হিন্দু শাস্ত্রকারগণ এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার নামকরণ করেন নাই কিন্তু সমস্ত প্রধান প্রধান জড় পদার্থের ও প্রাকৃতিক শক্তির দেবতা কল্পিত হইয়াছে। বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র, পবনের বায়ু, সূর্যের বিবস্বান, চন্দ্রের সোম ইত্যাদি। সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা, স্থিতির বিষ্ণু ও লয়ের রুদ্র। ইহারা সকলেই ব্রহ্মশক্তি ; ইহাদের প্রত্যেকের প্রকারভেদ আছে।

।২৬৭। শাস্ত্রমতে এই বিশ্ব প্রথমে অতি সূক্ষ্ম 'আকাশ'ময় ছিল ; ক্রমে তাহা ঘনীভূত হইতে লাগিল। আকাশময় আবরণের মধ্যে স্থূলতর 'বায়ু' সৃষ্ট হইল, তন্মধ্যে 'তেজ'রূপী পদার্থ জন্মিল, তাহার অভ্যন্তরে 'জল' হইল ও জলে স্থূলতম 'ক্ষিতি' পদার্থ উৎপন্ন হইল। এইরূপে এক বিরাট অণ্ড জন্মিল। এই অণ্ডের উপাদান ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত, আমাদের পরিচিত মৃত্তিকা জল ইত্যাদি নহে, তবে গুণতারতম্যানুসারে এই সকল পরিচিত প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের নামানুযায়ী পঞ্চ মহাভূতের নামকরণ হইয়াছে। পঞ্চমহাভূতজাত অণ্ড প্রথমে সূর্যের জ্যোতিঃসম্পন্ন ছিল। এই অণ্ডের অধিষ্ঠাতৃদেবতার নাম হিরণ্যগর্ভ। জ্যোতির্ময় অণ্ড হইতে ক্রমে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল ও অণ্ডমধ্যে সূর্য প্রভৃতি গ্রহ, তারকা ও আমাদের পৃথিবী সৃষ্ট হইল। মহাভূতগুলি যেরূপ ক্রমশ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপ তাহাদের পঞ্চীকৃত সংমিশ্রণে উৎপন্ন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকাশ প্রভৃতি জড় দ্রব্য সূক্ষ্ম হইতে স্থূলতর রূপ ধারণ করিল। ক্রমশ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও সর্বশেষে জলমধ্যে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। বিশাল জলরাশির মধ্যে পৃথিবী বহু কাল যাবৎ নিমজ্জিত ছিল। এই জলের অধিষ্ঠাতৃদেবতার নাম নারায়ণ। মৎস্য জলের সুপরিচিত প্রাণী, এজন্য ভগবানের প্রথম অবতার মৎস্যরূপী নারায়ণ। জলমগ্ন পৃথিবী বিপুল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে জল হইতে উত্থিত হইল। বিষ্ণুপুরাণে এই বিপর্যয়ের বিবরণ আছে। ॥ বিষ্ণু ১।৪।২৫ ॥ যে শক্তি পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতার নাম বরাহরূপী বিষ্ণু। কর্দমলিপ্ত জলোত্থিত মহাকায় বরাহের ন্যায় পৃথিবী দেখিতে

হইয়াছিল বলিয়া বরাহ অবতার কল্পনা। এই উত্থানের সময় জলরাশি চতুর্দিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মহাবায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল, পৃথিবী ঘন ঘন কম্পিত হইয়াছিল এবং ঘোর শব্দে জলসমূহ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। তখন ভূপৃষ্ঠে পর্বতাদি বিভাগ দৃষ্টিগোচর হইল।

।২৬৮। বরাহাবতার কর্তৃক পৃথিবীর উদ্ধারের বিবরণ পড়িলে মনে হয় প্রাচীন পুরাণকারগণ এরূপ কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা ব্যাপক ভাবে আদি সৃষ্টিকালে আরোপ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ জলপ্লাবন, আগ্নেয় উৎপাত, ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধ্বংসকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় হইতে তাঁহারা প্রলয়কালীন অবস্থা অনুমান করিয়াছেন। প্রলয়কাল ব্রহ্মার শয়নকাল। ব্রহ্মাই সৃষ্টির দেবতা। পুরাণে বলা হইয়াছে সত্য প্রভৃতি মহর্ষি মহর্লোকে অবস্থিত হইয়া বর্তমান কল্পের পূর্ববর্তী প্রলয়াবস্থা দেখিয়াছিলেন। প্রলয়ে মহর্লোক নষ্ট হয় নাই। মহর্লোক আদিতে ভৌম ছিল।

এবং ব্রাহ্মীষু রাত্রীষু হ্যতীতাসু সহস্রশঃ।
দৃষ্টবন্তস্তথা হ্যন্যে সুপ্তং কালং মহর্ষয়ঃ॥ বা।৭।৭৬॥

অর্থাৎ, এইরূপ সহস্র সহস্র ব্রাহ্ম রাত্রি অতীত হইয়াছে। অন্য মহর্ষিগণ সেই সময় কালকে সুপ্তাবস্থায় দেখিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণও বলিয়াছেন যে প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে মহর্ষিগণ পলাইয়া জনলোক প্রভৃতিতে আশ্রয় লন। অনেকের মতে জনলোক চীনদেশের প্রাচীন নাম।

।২৬৯। পুরাণে প্রলয়কালের বর্ণনা আছে। দৈব মানের চতুর্যুগসহস্র অতীত হইলে নৈমিত্তিক ব্রাহ্ম প্রলয় উপস্থিত হয়। প্রথমে অত্যন্ত উগ্র শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হয়। রুদ্ররূপী ভগবান সূর্যরশ্মিতে অবস্থানপূর্বক পৃথিবীস্থ যাবতীয় জল পান করিয়া নিঃশেষ করেন। সূর্যের সপ্ত রশ্মি সপ্ত সূর্যরূপ ধারণ করে ও ভূমণ্ডল অশেষরূপে দগ্ধ হইতে থাকে। যাবতীয় পদার্থ বিশুষ্ক হইয়া বসুধা কূর্মপৃষ্ঠবৎ প্রতীয়মান হয়। তৎপরে পাতালবাসী সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্র পাতাল হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীতল ভস্মসাৎ করেন। স্বর্গ প্রভৃতি লোকও দগ্ধ হইয়া যায়। অখিল ভূমণ্ডল এক বৃহৎ ভর্জনকটাহে পরিণত হয়। তৎপরে রুদ্রমুখনিঃশ্বাস হইতে বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনিবিশিষ্ট ভীষণাকার বিভিন্ন বর্ণের সংবর্তক মেঘসমূহ উৎপন্ন হয় ও অবিশ্রান্ত জলধারা শত বর্ষেরও অধিক কাল বর্ষিত হইতে থাকে। অগ্নি নির্বাপিত হইলে ভূমণ্ডল জলপ্লাবিত হইয়া যায়। তখন শতবর্ষব্যাপী প্রচণ্ড

বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে ও ভগবান নারায়ণরূপে নাগশয্যায় শয়ন করেন। এই অবস্থা সহস্র চারি-যুগকাল বর্তমান থাকে। ইহাই ব্রাহ্ম রাত্রি। রাত্রিশেষে ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ করেন। বরাহ অবতার তখন জল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। পৃথিবীর পর্বতাদি বিভাগ পরিস্ফুট হয় ও ব্রহ্মার বৈকারিক সৃষ্টি বা বিসর্গ আরম্ভ হয়। প্রথমে উদ্ভিদ, তৎপরে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু প্রভৃতি তির্যকযোনি, তৎপরে অসুর, তৎপরে দেবতা ও সর্বশেষে মনুবংশীয় মানব সৃষ্ট হয়। ইহাই পুরাণোক্ত সৃষ্টিক্রম। সৃষ্টিব্যাপার পূর্বকল্পানুযায়ী প্রবর্তিত হয়।

।২৭০। প্রতি দিন অনুক্ষণ যে জীবাদি সৃষ্ট হইতেছে তাহার নাম নিত্যসর্গ। জীবের যে স্থিতি বৃদ্ধি তাহা নিত্যস্থিতি, তদ্রূপ জীবের মৃত্যুতে নিত্য লয় সংঘটিত হইতেছে। বিষ্ণু ১।২২।৩৬। শ্লোকগুলিতে কথিত আছে এক প্রাণী হইতে অপর প্রাণী সৃষ্ট হইলে জন্মদাতা প্রাণীকে সৃষ্টিবিষয়ে হরির অবতার বলিয়া জানিবে, সেইরূপ যদি এক প্রাণী অপর প্রাণীকে বধ করে, তবে বধকর্তা প্রাণীকে রুদ্রের অবতার বলিয়া জানিও। মনুষ্যের যে যে নিত্যপ্রবৃত্তির বশে জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সাধিত হয় সেই সকলে সৃষ্টিলয়াদির কর্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে। এই জন্য ইহাদিগকে ব্রহ্মার নররূপী মানস সন্তান বলা হয়। দক্ষ, মনু প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্র। কারণ এই সকল নামধারী প্রকৃত মনুষ্য হইতে এককালে মানববংশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। মনুষ্য দক্ষ হইতে বংশবিস্তার হইয়াছিল বলিয়া দক্ষ প্রজননশক্তির দেবতা কল্পিত হইয়াছেন। এই জন্য দক্ষ ব্রহ্মার এক মানস পুত্র। প্রজাসৃষ্টি করেন বলিয়া ইঁহারা প্রজাপতি। এখনও বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রে প্রজাপতিকে প্রণাম জ্ঞাপন করা হয়। মানবী দক্ষকন্যাগণের নামানুসারে নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছিল এই জন্য নক্ষত্রেরাও দক্ষসন্তান।

।২৭১। পৌরাণিক অধিষ্ঠাতৃ- বা অভিমানিদেবতা এবং অবতার কল্পনার সূত্র মনে রাখিলে পুরাণবর্ণিত সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপারকে একেবারেই অতিরঞ্জিত বা কাল্পনিক মনে হইবে না বরং দেখা যাইবে সেগুলি অনেক স্থলেই বিজ্ঞানানুমোদিত। বার বার সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সংঘটিত হইতেছে কি না আধুনিক বিজ্ঞানী বলিতে পারেন না কিন্তু পুরাণবর্ণিত সৃষ্টিব্যাপারকে বিজ্ঞান অনুমোদন করিবেন।

।২৭২। সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্র সম্বন্ধে পুরাণ যে সকল কথা বলিয়াছেন পূর্বোক্ত সূত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা করিলে তাহাদের প্রকৃত অর্থ ধরা পড়িবে। সঙ্কর্ষণ রুদ্র পাতালবাসী। পাতাল অর্থে ভূবিবর বা ভূগর্ভ ও দক্ষিণ দেশ উভয়ই বুঝায়। সাপ পাতালে থাকে,

অর্থাৎ সাপ মাটির মধ্যে গর্তে থাকে। মাটির নীচে হইতে যে জল প্রস্রবণের ন্যায় নির্গত হয় তাহা পাতালগঙ্গা। অপর পক্ষে পুরাণ বলেন, পাতালে বহু সুন্দর নগর ও উপবন প্রভৃতি আছে; পুরাকালে পাতালে বলি রাজা ছিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি বলির রাজ্য। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে পাতাল। পুরাণের বর্ণনার এক আশ্চর্য সূত্র এই যে, কোন শব্দের দুই প্রকার অর্থ থাকিলে উভয় অর্থই গ্রহণীয় এবং দেখা যাইবে যে উভয়ই সত্য। পাতালে নাগগণ থাকে, ইহার এক অর্থ মাটির নীচে সাপ থাকে, অপর অর্থ দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে নাগজাতির বাস। নাগজাতীয় রাজা সর্পের রাজা বলিয়া পরিচিত। বাসুকি এক জন নাগরাজা ছিলেন। ইতিহাসে বাসুকি সর্প বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সঙ্কর্ষণ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন,

'পাতালসমূহের অধোভাগে বিষ্ণুর যে শেষনামা তামসী মূর্তি আছে, যাঁহার গুণাবলি দৈত্যদানবেরাও বর্ণন করিতে পারগ নহে, যিনি অনন্ত নামে সিদ্ধগণ কর্তৃক স্তুত হন, যিনি দেব ও দেবর্ষিগণপূজিত, তিনি সহস্রশির ও নির্মল স্বস্তিক ভূষণে শোভিত। তিনি ফণামণিসহস্রদ্বারা দিকসমূহ উদ্ভাসিত করিয়া আছেন। জগৎহিতের জন্য তিনি সমস্ত অসুরদের নির্বীর্য করেন। তিনি মদাঘূর্ণিতলোচন ও সদা এক কুণ্ডল ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি কিরীট ও মালা ধারণ করিয়া অগ্নিযুক্ত শ্বেত পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার পরিধানে নীল বাস, তিনি মদোন্মত্ত, শ্বেত হার ধারণ করায় অভ্র ও গঙ্গাপ্রবাহ দ্বারা অলঙ্কৃত উন্নত কৈলাসগিরির ন্যায় শোভমান হইয়াছেন। তাঁহার এক হস্তে লাঙ্গল ও অপর হস্তে উত্তম মুষল রহিয়াছে। কান্তি ও মদিরা দেবী বারুণী মূর্তিমতী হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। কল্পান্তে তাঁহার মুখসমূহ হইতে উজ্জ্বল বিষানলশিখাযুক্ত সঙ্কর্ষণনামা রুদ্র নির্গত হইয়া জগৎত্রয় ভক্ষণ করেন ও তিনি অশেষ ক্ষিতিমণ্ডল মস্তকে ধারণ করিয়া পাতালমূলে অশেষ সুরগণকর্তৃক অর্চিত হইয়া শেষরূপে অবস্থান করিতেছেন। দেবতাগণও তাঁহার বীর্য, প্রভাব, স্বরূপ এবং রূপ বর্ণনা করিতে বা জানিতে পারেন না। সমস্ত পৃথিবীতে যাঁহার ফণামণিশিখায় অরুণ বর্ণ হইয়া কুসুমমালার ন্যায় (মস্তক) ধৃত আছে, তাঁহার বীর্য কে বর্ণনা করিতে সমর্থ? অনন্ত যখন মদাঘূর্ণিতলোচনে জৃম্ভা পরিত্যাগ করেন তখন সমুদ্র, সলিল ও কাননসমূহের সহিত এই ভূমি কম্পিত হয়। গন্ধর্ব, অপ্সর, সিদ্ধ, কিন্নর, উরগ ও চারণগণ ইঁহার গুণের অন্ত পান না, সেই হেতু ইঁহাকে অব্যয় ও অনন্ত বলা হয়। যাঁহার গাত্রস্থিত নাগবধূগণকর্তৃক লিপ্ত হরিচন্দন শ্বাসবায়ুর দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া দিকসকল সুবাসিত করে, যাঁহাকে আরাধনা করিয়া পুরাণর্ষি গর্গ জ্যোতিঃতত্ত্ব ও

সকল নিমিত্ততত্ত্ব (শুভাশুভজ্ঞাপক লক্ষণসমূহ) অবগত হইয়াছিলেন সেই নাগবরের দ্বারা মস্তকে বিধৃত হইয়া পৃথিবী দেবাসুরমানুষসমন্বিত লোকসমূহের মালা ধারণ করিতেছে' ॥ বিষ্ণু ২।৫।১৩—২৭ ॥

।২৭৩। বিষ্ণুর তামসী তনু হইতে সঙ্কর্ষণ উৎপন্ন হন। প্রলয়কারী বলিয়া এই তনু তামসী। ইঁহাকে শেষ বলা হয়, কারণ প্রলয়কালে ইনি জগৎত্রয় শেষ করেন। ইনি নাগবর কারণ ইনি পাতালসমূহেরও নিম্নে থাকেন, ইনি অতিবীর্যশালী, ইঁহার গুণের অন্ত নাই এই জন্য ইনি অনন্ত। ইঁহার অগ্নিময়ী সহস্র ফণা। সেই ফণামণির জ্যোতিতে ইনি পৃথিবীতল অরুণালোকে উদ্ভাসিত করিয়া আছেন। ইঁহার ভীষণ ও চঞ্চল সৌন্দর্য; কান্তি ও মদিরা দেবী ইঁহার উপাসিকাদ্বয়। ইনি নীলবাস ও মদাঘূর্ণিতলোচন। ইনি স্বস্তিক বা বজ্র, লাঙ্গল ও মুষল ধারণ করেন। এই সকল বিশেষণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে সঙ্কর্ষণ ভূগর্ভস্থ অগ্নি। ভূগর্ভের দিকে দিকে ইহা ফণাবিস্তার করিয়া আছে। ঋষিগণ বহু স্থানে ভূগর্ভস্থ অগ্ন্যুৎপাত দেখিয়া এই কল্পনা করিয়াছিলেন মনে হয়। তাঁহাদের মতে এই অগ্নিজাত শক্তিই পৃথিবীর উপরিভাগস্থ কঠিন স্তর ধারণ করিয়া আছে। পৃথিবীর অভ্যন্তর অগ্নিময়। অভ্যন্তরস্থ অগ্নির জৃম্ভণে অর্থাৎ ফণার সঙ্কোচন প্রসারণে ভূমিকম্প ও আগ্নেয় গিরির উৎপাত উভয়ই হয়, ইহাই পৌরাণিক মত। বাসুকি নাগের দ্বারা পৃথিবী ধৃত হওয়ার ও তাঁহার ফণাকম্পনে ভূমিকম্প হওয়ার ইহাই প্রকৃত অর্থ। আগ্নেয় গিরির উৎপাতে যে ভস্মরাশি নির্গত হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত হয় ঋষিগণ তাহা জানিতেন। ভস্মরাশিকে সুবাসিত হরিদ্রা বা কপিলবর্ণের হরিচন্দনের রেণুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পদ্মরেণুর নামও হরিচন্দন। ভূকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের আনুষঙ্গিক বজ্রধ্বনি সঙ্কর্ষণের স্বস্তিকচিহ্নদ্বারা উপলক্ষিত হইয়াছে; মৃত্তিকাবিদারণ ও ধ্বংসশক্তি লাঙ্গল ও মুষল দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

।২৭৪। প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভারতের ঋষিগণ আগ্নেয় গিরির উৎপাত কোথায় দেখিয়াছিলেন? পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাণের কোন কথার একাধিক অর্থ থাকিলে তাহার সকলগুলিই গ্রহণীয়। পৌরাণিক বলিয়াছেন, পাতালসকলেরও নীচে সঙ্কর্ষণ আছেন। সপ্ত পাতালের নিম্নতম প্রদেশের নামও পাতাল। ইহা ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণ অংশ। ইহারও দক্ষিণে ঋষিগণ আগ্নেয় গিরি দেখিয়াছিলেন। অনুমান হয়, বহু পুরাকাল হইতেই মলয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান জানা ছিল। এই সকল প্রদেশেই আগ্নেয় গিরি আছে। বায়ুপুরাণের ৪৮ম অধ্যায়ে ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৫২ম অধ্যায়ে বোর্ণিও, মলয় প্রভৃতি দ্বীপের

অতি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আছে। বর্হিণদ্বীপবর্ষের অন্তর্গত বহু দ্বীপ আছে বলা হইয়াছে। অঙ্গদ্বীপ, যমদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ, বরাহদ্বীপ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। এই সকল দ্বীপে ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জাতি বাস করে। আরও বলা হইয়াছে, তত্রস্থ প্রজা

দীর্ঘশ্মশ্রুধরাত্মানো নীলা মেঘসমপ্রভাঃ।
জাতমাত্রাঃ প্রজাস্তত্র অশীতিপরমায়ুষঃ॥
শাখামৃগসধর্ম্মাণঃ ফলমূলাশিনস্তথা।
গোধর্ম্মাণো হ্যনির্দিষ্টাঃ শৌচাচারবিবর্জ্জিতাঃ॥ বা।৭৮।৮, ৯॥

অর্থাৎ, তত্রত্য প্রজা জন্মিবামাত্র দীর্ঘশ্মশ্রুধারী ও নীলমেঘকান্তি এবং অশীতিবর্ষ পরমায়ুশীল হয়। তাহারা বানরের ন্যায় ফলমূলভোজী, গোধর্মী অর্থাৎ গম্যাগম্য বিচারহীন ও তাহাদের শৌচাচার বা নির্দিষ্ট আচারব্যবহার নাই। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও ॥৫২।৮॥ অনুরূপ শ্লোক আছে। কেবল 'জাতমাত্রাঃ' স্থানে 'জানুমাত্রাঃ' শব্দ আছে। 'জানুমাত্রাঃ' অর্থে যাহাদের দেহপরিমাণ একজানু মাত্র। এই বিবরণ সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপের খর্বকায় আদিম অধিবাসী এবং ওরাংউটাং সম্বন্ধে লিখিত মনে হয়। বর্হিণদ্বীপপুঞ্জকে রত্নের ও চন্দনাদির আকর বলা হইয়াছে।

।২৭৫। এখন যেমন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন পুরাকালেও বিভিন্ন ঋষি সেইরূপ বিভিন্ন বিজ্ঞান আলোচনা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান আহরণ করিতেন। গর্গ সঙ্কর্ষণের আরাধনা করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্র ও নিমিত্তবিদ্যা অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বলক্ষণসমূহের জ্ঞান লাভ করেন। আধুনিক ভাষায় বলা যায়, গর্গ ভূকম্পবিৎ (seismologist) ছিলেন। পুরাকালে ভারতে নানা বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচিত হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

।২৭৬। সঙ্কর্ষণ ধ্বংসশক্তি বলিয়া রুদ্র বা রুদ্রের অবতার। পুরাণে সঙ্কর্ষণেরও অবতার কল্পিত হইয়াছে। ধুন্ধুনামক অসুর সঙ্কর্ষণের প্রথম অবতার ও কৃষ্ণভ্রাতা বলদেব, বলরাম বা বলভদ্র সঙ্কর্ষণের দ্বিতীয় অবতার। ধুন্ধু শব্দ ধূম হইতে নিষ্পন্ন। ধু ধাতুর অর্থ কম্পন। সঙ্কর্ষণের অবতারের সহিত ধূম ও কম্পনের সম্বন্ধ বিচিত্র নহে। বলরাম ধ্বংসকারী প্রবল যোদ্ধা ছিলেন, হল বা লাঙ্গল তাঁহার অস্ত্র ছিল। কীর্তিসাদৃশ্যে হলধর বলরাম, হলধর সঙ্কর্ষণের অবতার হইলেন। বলরামের পরবর্তী কালে যে সকল ভূমিকম্প

হইয়াছে তাহাও বলরামের কীর্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। বলরামের বহুকাল পূর্বে এক ভূমিকম্প হয়। ইহার উল্লেখ পুরাণে আছে; এই ভূমিকম্প ধুন্ধুর কীর্তি।

।২৭৭। বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ দ্বিতীয় অধ্যায় ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব মহর্ষি উতঙ্কের উপকারার্থ একবিংশতি সহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া বৈষ্ণবতেজঃপ্রভাবে ধুন্ধুনামক অসুরকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই ধুন্ধুমুখনিঃশ্বাসজনিত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হন, কেবল তিন পুত্র অবশিষ্ট থাকে। বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ পড়িয়া সন্দেহ হয় যে কুবলয়াশ্বের ২১০০০ প্রজা বা সেনা ভূমিকম্পে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বায়ুপুরাণে এই ঘটনার বিশদ বিবরণ আছে। বায়ুর অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, বৃহদশ্ব বানপ্রস্থ অবলম্বনে উদ্যত হইলে মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহাকে বলিলেন 'হে ভূপতে, আমার আশ্রমের সমীপে এক বালুকাপূর্ণ সমুদ্র অর্থাৎ মরুভূমি আছে; সেখানে দেবতাদিগেরও অবধ্য মহাকায় মহাবল ক্রূর ধুন্ধুনামক মধুতনয় শত শত লোকবিনাশের জন্য অন্তর্ভূমিগত হইয়া অর্থাৎ মৃত্তিকানিম্নে বালুকায় অন্তর্হিত থাকিয়া সুদারুণ তপ করিতেছে। সম্বৎসরশেষে সে যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তখন সকাননা মহী কম্পিত হয় ও মহান রজ উত্থিত হইয়া আদিত্যপথ অবরোধ করে, তখন সপ্তাহকালব্যাপী ভূমিকম্প হইতে থাকে ও প্রদীপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সহ দারুণ ধূম নির্গত হয়।' ধুন্ধুর অত্যাচার নিবারণের জন্য বৃহদশ্ব স্বীয় তনয় কুবলয়াশ্বকে আজ্ঞা দিলেন। কুবলয়াশ্ব ২১০০০ পুত্র সহ তথায় যাইয়া বালুকার্ণব খনন করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু পশ্চিমদিকাশ্রিত ধুন্ধুর মুখ হইতে অনল নির্গত হইয়া সকলকে উল্টাইয়া ফেলিতে লাগিল এবং মহোদধি চন্দ্রোদয়ে যেরূপ চঞ্চল হয় তদ্রূপ প্লবমান জলরাশি প্রবাহিত হইল। তিন জন ব্যতীত সমস্ত কুবলয়াশ্বসন্তান ধুন্ধু কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন কুবলয়াশ্ব যোগবলে সেই জলদ্বারা অগ্নি নির্বাপিত করিয়া সমস্ত জল পান করিয়া ফেলিলেন এবং ধুন্ধুকে নিরস্ত করিলেন। অনুমান হয়, কুবলয়াশ্ব ২১০০০ লোক লইয়া ভূকম্পপীড়িত স্থানে উদ্ধারকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই জন্যই তিনি বালুকার্ণব খনন করিতেছিলেন। সেই সময় পুনরায় ভূকম্প ও তজ্জনিত জলপ্লাবনে সমুদায় ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গত বিহারের ভূমিকম্পের মত এই ভূমিকম্পেও জলরাশি উত্থিত হইয়াছিল, অধিকন্তু মৃত্তিকাগর্ভ হইতে ধূম ও অগ্নি নির্গত হইয়াছিল। পুরাণ পাঠ করিলে অনুমান হয় যে উতঙ্কের আশ্রম সিন্ধুদেশে ছিল। সিন্ধুদেশে অনেক বার প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর কিছু কাল পরে নিকটবর্তী দ্বারকানগরী সমুদ্রগর্ভে চলিয়া যায় ইহাও ভূমিকম্পের ফল বলিয়া

মনে হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কচ্ছপ্রদেশের ২০০০ বর্গমাইলপরিমিত স্থান সমুদ্রগর্ভে লুপ্ত হয় ও প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ ও দশ মাইল প্রস্থ ভূমি দশ ফুট উচ্ছ্রিত হয়। সিন্ধুপ্রদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ। উতঙ্ক বলিয়াছিলেন সংবৎসরান্তে ধুন্ধু অত্যাচার করে। কুবলয়াশ্বের রাজত্বকাল ৩৬০০ খ্রী-পূ॥ ৭২ প্রকরণ দ্রষ্টব্য॥ ইহার পূর্বের কোন ভূমিকম্পের প্রামাণিক লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না।

।২৭৮। পুরাণে কথিত হইয়াছে, একদা বলরাম বৃন্দাবনে মদিরাপানে বিহ্বল ও ঘর্মাক্ত হইয়া স্নান করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি যমুনার উদ্দেশে বলিলেন, 'হে যমুনে, তুমি এই স্থলে আগমন কর' কিন্তু বলভদ্রের মত্ততাপ্রসূত বাক্যের অবমাননা করিয়া নদী যমুনা সেই স্থানে যাইলেন না। তখন লাঙ্গলী ক্রুদ্ধ হইয়া লাঙ্গল গ্রহণ করিলেন এবং তদ্দারা যমুনাকে আকর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, 'রে পাপে, তুমি আসিবে না, আসিবে না বটে? এখন নিজ ইচ্ছায় গমন কর দেখি।' বলভদ্র কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া নদী বলভদ্র যে বনে ছিলেন তাহা প্লাবিত করিল। তখন যমুনা মূর্তিমতী হইয়া বলিলেন, 'হে মুষলায়ুধ, আমাকে পরিত্যাগ কর।' বলভদ্র তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অনন্তর কান্তিদেবী বলভদ্রকে অবতংসোৎপল এক কুণ্ডল ও দুইটি নীল বস্ত্র দিলেন। তখন কৃতাবতংস-চারুকুণ্ডলভূষিত, নীলাম্বর ও মাল্যধারী বলভদ্র কান্তিযুক্ত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ বিষ্ণু ৫।২৫॥ বলভদ্র পূর্ববর্ণিত সঙ্কর্ষণের ন্যায় নীলবাস, এক কুণ্ডল, মালা, মুষল ও হলধারী। তিনিও মদাঘূর্ণিতলোচন। পাছে কেহ বলভদ্রের কাহিনীর প্রকৃত অর্থ না বুঝিতে পারে এই জন্য পুরাণকার এই সকল ইঙ্গিত করিলেন। অন্যত্র পুরাণে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে বলভদ্র সঙ্কর্ষণের অবতার। বুঝা যাইতেছে ভূমিকম্পের ফলে যমুনার গতি পরিবর্তিত হইয়াছিল। এই ভূমিকম্পের পূর্বে বৃন্দাবন যমুনা হইতে বহু দূরে অবস্থিত ছিল। বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ অষ্টাদশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে কংস কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অক্রূর বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণ ও বলরামকে সঙ্গে লইয়া মথুরায় গিয়াছিলেন। বিমল প্রভাতে অক্রূর, কৃষ্ণ ও বলরাম অতিবেগবান অশ্বসমূহযুক্ত রথারোহণে যাত্রা করিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে তাঁহারা যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্নানাদি সারিয়া পুনরায় রথারোহণ করিলেন। অক্রূর বায়ুবেগবান অশ্বগণকে অতিদ্রুত চালাইতে লাগিলেন। অতিসায়াহ্নে অর্থাৎ সায়াহ্ন অতীত হইলে তাঁহারা মথুরা পৌঁছিলেন। বেগবান অশ্বযুক্ত রথ ঘণ্টায় সাত আট মাইল যাইতে পারে। এই হিসাবে বৃন্দাবন হইতে যমুনার দূরত্ব চল্লিশ মাইল আন্দাজ হয়। মথুরা আরও চল্লিশ মাইল দূরে। এখন টাঙ্গায়

এক ঘণ্টার মধ্যেই মথুরা হইতে বৃন্দাবন যাওয়া যায়। অতএব আধুনিক বৃন্দাবন প্রাচীন বৃন্দাবন নহে। যমুনার গতি পরিবর্তিত হওয়ায় প্রাচীন বৃন্দাবন যমুনাগর্ভে গিয়াছিল অনুমান হয়। মথুরার নিকটে নূতন বৃন্দাবন স্থাপিত হয়। কবে বৃন্দাবন জলপ্লাবিত হইয়াছিল ঠিক বলা যায় না। বলরামের জন্মকাল আনুমানিক ১৪৬০ খ্রী-পূ। এই ভূমিকম্প বলরামের জীবিতকালে হইয়াছিল কি না তাহাও নিশ্চিত বলিবার উপায় নাই, কারণ পরবর্তী কালের ভূমিকম্পও সঙ্কর্ষণাবতার বলরামের কীর্তি বলিয়াই কথিত হইবে। বলরামের কীর্তিস্বরূপ আরও একটি ভূমিকম্পের কথা পুরাণে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়ে লিখিত আছে, 'পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়, অনন্ত, অপ্রমেয় ধরণীধারী শেষের কীর্তি বলিতেছি শ্রবণ কর।' কৃষ্ণতনয় জাম্ববতীপুত্র বীর শাম্ব দুর্যোধনকন্যাকে বলপূর্বক হরণ করেন। তাহাতে কর্ণ, দুর্যোধন ও অপর কুরুবীরগণ শাম্বকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। বলভদ্র শাম্বকে ফিরাইয়া দিবার জন্য দুর্যোধন প্রভৃতিকে অনুরোধ করিলে তাঁহারা বলভদ্রকে কটুবাক্যে অপমানিত করেন। তখন হলায়ুধ কোপে মত্ত ও আঘূর্ণিত হইয়া পার্ষ্ণিভাগ (গোড়ালি) দ্বারা বসুধা তাড়িত করিলেন। মহাত্মা বলভদ্রের পদতলপ্রহারে পৃথ্বী বিদারিত হইল। সকল দিক শব্দে পূরিত করিয়া বলভদ্র বাহ্বাস্ফোটন করিলেন। মদলোলাকুলকণ্ঠে বলরাম বলিলেন, 'কুরুকুলাধীনা হস্তিনানগরীকে কুরুগণের সহিত উৎপাটিত করিয়া ভাগীরথীমধ্যে নিক্ষেপ করিব।' মুষলায়ুধ বলরাম কর্ষণাধোমুখ লাঙ্গল হস্তিনাপুরীর প্রাকারে বিন্যস্ত করিয়া নগরীকে আকর্ষণ করিলেন। অনন্তর সেই নগরী সহসা আঘূর্ণিত হইতেছে দেখিয়া কৌরবগণ 'রাম রাম ক্ষমা কর, ক্ষমা কর,' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কৌরবগণ শাম্বকে স্বীয় পত্নীর সহিত প্রত্যর্পণ করিলে বলরাম ক্ষান্ত হইলেন। পরাশর বলিলেন, 'হে দ্বিজ, এই কারণে হস্তিনাপুর অদ্যাপি আঘূর্ণিতাকারে লক্ষিত হইয়া থাকে। বলরামের বল ও শৌর্য উপলক্ষণে এই প্রবাদ।'

।২৭৯। গত ভূমিকম্পের ফলে বিহারের মতিহারি নামক নগর বিপর্যস্ত হয়। পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, মতিহারি শহর 'twisted' হইয়া গিয়াছে। পৌরাণিক ভাষায় ইহাই আঘূর্ণিত হওয়া। বলভদ্র হস্তিনাপুরীকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন। বাস্তবিকই যুধিষ্ঠিরের সাত পুরুষ পরে নিচক্ষুর রাজ্যকালে হস্তিনাপুরী গঙ্গাগর্ভে চলিয়া যায়॥ বিষ্ণু ৪।২১।৩॥ নিচক্ষু রাজধানী কৌশাম্বীতে লইয়া যান। নিচক্ষুর কাল আনুমানিক ১২৫১ খ্রী-পূ॥ ৭৩ প্রকরণ দ্রষ্টব্য॥ পূর্ববর্তী

ভূমিকম্পের ফলে পরবর্তী কালে গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হইয়া হস্তিনাপুরী ধ্বংস হয় কি না বলা যায় না। পরিক্ষিতের কালে হস্তিনাপুরী আঘূর্ণিত আকারে দৃষ্ট হইত। ভূমিকম্প খ্রী-পূ ১৪১৬ অব্দের পূর্বে ঘটিয়াছিল। ১৪১৬ খ্রী-পূ পরিক্ষিৎজন্মকাল। কৃষ্ণজন্মের শত বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল পরে দ্বারকানগরী সমুদ্রদ্বারা প্লাবিত হয়॥ বিষ্ণু ৫।৩৭।১৭, ৫৪॥ শ্রীধরোদ্ধৃত শুকবচনমতে উল্লিখিত শ্লোকোক্ত কাল কৃষ্ণজন্মের ১২৫ বৎসর পরে অর্থাৎ আনুমানিক ১৩৩৩ খ্রী-পূ। গঙ্গা ও যমুনার গতিপরিবর্তন ও দ্বারকাপ্লাবন বিভিন্ন কালের হইলেও হয়ত একই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ঘটিয়াছিল। এ বিষয়ে কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না।

।২৮০। চাক্ষুষ মন্বন্তরের পর যে বিপুল জলপ্লাবন হয়, তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে, বহু বৎসর অনাবৃষ্টির পর অতিবৃষ্টি হইয়া এই প্লাবন ঘটে। নর্মদাতীর প্লাবিত হয় নাই। মনু ও মার্কণ্ডেয় নৌকারোহণে রক্ষা পান। চাক্ষুষ মন্বন্তর ৩৮১৪ খ্রী-পূর্বাব্দে শেষ হয়। তাহার কিছু কাল পরে এই প্লাবন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিদ্যার অধ্যাপক (Dr. W. J. Sollas) ডাক্তার সোলাসের মতে নোয়ার সময়কার প্লাবন সত্য ঘটনা। অধ্যাপক স্টিফেন ল্যানডন (Prof. Stephen Landon) প্রত্নতাত্ত্বিক খননদ্বারা ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন। সোলাসের মতে মহাপ্লাবন (deluge) ৩২০০ খ্রী-পূর্বের পূর্ববর্তী ঘটনা। (Quotation from "The Statesman" June 30, 1929, by Kumud Ranjan Ray—Evolution of Gita, p. 14.)

।২৮১। বায়ুপুরাণে আছে সত্য প্রভৃতি ঋষি কালকে সুপ্তাবস্থায় দেখিয়াছিলেন ॥ বায়ু ৭।৭৫ ॥ কালের সুপ্তাবস্থা ব্রাহ্ম রাত্রি। এই সময় পৃথিবী জলপ্লাবিত থাকে। বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ে আছে, সত্য ঔত্তমি মন্বন্তরে ছিলেন। ঔত্তমি মনুকাল ৫১১২ খ্রী-পূ হইতে ৪৮৮৫ খ্রী-পূ। এই কালের মধ্যেও এক বার মহাপ্লাবন ঘটিয়াছিল পুরাণ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

১০০। ভৌগোলিক বিবরণ

।২৮২। পুরাণের ভৌগোলিক বিবরণকে অনেকে কাল্পনিক মনে করেন। পুরাণে আছে জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর এই সপ্ত দ্বীপ ক্রমান্বয়ে লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ এবং জল এই সপ্ত সমুদ্রদ্বারা সর্বত্র সমভাবে পরিবেষ্টিত ॥ বি ।২।২।৫, ৬ ॥ জম্বুদ্বীপ সকলের মধ্যস্থিত এবং তাহার মধ্যস্থলে কনকপর্বত মেরু। ইহার

উচ্চতা ৮৪০০০ যোজন, ইত্যাদি। পুরাণোক্ত ভৌগোলিক তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা আমি করি নাই। যে কোন ভৌগোলিক যত্নসহকারে এ চেষ্টা করিবেন তিনিই সফলকাম হইবেন আশা করি। আমি কতিপয় সূত্র মাত্র নির্দেশ করিয়া ক্ষান্ত থাকিব।

।২৮৩। লবণ, ইক্ষু, সুরা ইত্যাদি নাম মাত্র; বাস্তবিক সুরার সমুদ্র আছে এরূপ অর্থ নহে। 'সমুদ্র' শব্দ নদী ও সাগর উভয় অর্থবাচক। যে ভূমির দুই দিকে নদী বা সাগর আছে তাহাই দ্বীপ। মেরু পর্বত ও মেরু অক্ষ (pole) ভিন্ন। ৮৪০০০ যোজন উচ্চতা উপলক্ষণে কথিত হইয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ বিচার্য। পর্বতের উচ্চতা হয়ত পর্বতশিখরে উঠিবার রাস্তার দৈর্ঘ্য হিসাবে উক্ত হইয়াছে; এখনকার মত উচ্চতা (height) হয়ত মাপা হইত না। ইলাবৃত প্রভৃতি বর্ষ জম্বুদ্বীপান্তর্গত। বর্ষ, দ্বীপের অন্তর বিভাগ। ইলাবৃতবর্ষই স্বর্গ। ইলাবৃতবর্ষ ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী পার্বত্য ভূমি অন্তরীক্ষ, ভারতবর্ষের উত্তরাংশ পৃথিবী ও দক্ষিণাংশ পাতাল। দিবি আরোহণের ফলে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পাতাল প্রভৃতির আদিম অর্থ বিকৃত হইয়াছে। দেবযান, পিতৃযান প্রভৃতি ভৌম পথ।

।২৮৪। জম্বুদ্বীপের নামোৎপত্তির কাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক। গন্ধমাদন পর্বতে একাদশ শত যোজন উচ্চ জম্বুবৃক্ষ আছে। সেই জম্বুই জম্বুদ্বীপ নাম হইবার কারণ। সেই জম্বুবৃক্ষে মহাগজপরিমিত ফল হয় ও তাহা পর্বতপৃষ্ঠে পতিত হইয়া সশব্দে ফাটিয়া যায়, সেই ফলের রসে বিখ্যাত জম্বুনদী উৎপন্ন হইয়াছে। তীরস্থ মৃত্তিকা বিশোধিত হইয়া জাম্বুনদ নামে সুবর্ণরূপে পরিণত হয়। জম্বুফল বরফের চাপ বলিয়া অনুমিত হয়। জম্বুনদী তুষারনদী (glacier) হইতে উৎপন্ন। কাশ্মীরের এক প্রদেশ এখনও জম্মু নামে অভিহিত হয়। কারাকুরুম পর্বতে হিমপাতিকা (avalanche) ও তুষারনদী দেখা যায়। কারাকুরুম পুরাণের গন্ধমাদন হইতে পারে। জম্বুনদীতীরের বালুকায় স্বর্ণ আছে। ভৌগোলিক জম্বুনদী নির্ণয় করিতে পারিবেন। মেরুপর্বত কাহারও মতে পামির, কাহারও মতে এলটাই পর্বত। যোগেশমতে টিয়ন্‌সিন পর্বতের উত্তর-পশ্চিম কোণস্থিত শিখরমেরু। ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতির পুরী কোথায় অবস্থিত ছিল পুরাণে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের সংস্থাননির্ণয় সম্ভব। পুরাকালে ভারতবর্ষের কি বিভাগ ছিল পুরাণ হইতে তাহা জানা যাইবে। পুরাণমতে সামুদ্রিক জলের জোয়ার ও ভাটার সময়কার বৃদ্ধি ও ক্ষয় ৫১০ অঙ্গুল পরিমাণ। এই পরিমাণ ঠিক কিনা লক্ষ্যণীয়।

।২৮৫। মানুষের বৈশিষ্ট্য এই যে পুরাতন স্থানের মায়া মানুষ সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে না। কোন নগরী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বা অন্য কোন কারণে ধ্বংস

হইলে সেই পুরাতন স্থানেই পুনরায় নূতন নগরী নির্মিত হয়। মোহন-জ-দরো, দিল্লি প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মোহন-জ-দরো খনন করিয়া বিভিন্ন কালের বিভিন্ন নগরীর চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন স্তরে পাওয়া গিয়াছে। দিল্লি ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে বহু বার নূতন নগরীর পত্তন হইয়াছে। পুরাতন স্থানের মোহবশেই দিল্লিতে ভারতের রাজধানী পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নামপরিবর্তন সহজেই হয় কিন্তু স্থানপরিবর্তন সহজসাধ্য নহে। এই কারণে অনুমান করা যাইতে পারে ভারতের বহু পুরাতন নগরী এখনও নূতন নামে বর্তমান আছে। উপযুক্ত স্থাননির্ণয় করিয়া খনন করিলে নিশ্চয় প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কৃত হইবে। আমার আরও অনুমান হয়, মধ্যএশিয়া ও ভারতের মধ্যে যে সকল বণিকপথ এখনও বর্তমান তাহাই পুরাকালে ইলাবৃতবর্ষে যাইবার পথ ছিল। ইলাবৃতবর্ষেরও পুরাতন নগরীর স্থাননির্ণয় সম্ভব।

।২৮৬। পুরাণে অনেক স্থলে স্বর্গ, পাতাল প্রভৃতি শব্দ বিভিন্ন দেশ বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। পুরাণান্তর্গত ভৌগোলিক বিবরণে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় হিমালয়। হিমালয়ের উত্তরে এবং হেমকূট পর্বতমালার দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ। হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। হরিবর্ষের উত্তর সীমা নিষধ পর্বত। নিষধের উত্তরে ইলাবৃত বর্ষ। ইলাবৃতের উত্তরসীমা নীলাচল। এই সকল পর্বতের অবস্থান সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার না করিয়াও মোটামুটি বলা যায় যে ইলাবৃতবর্ষ মধ্যএশিয়ায় অবস্থিত। সম্ভবত আধুনিক পামির বা পূর্বতুর্কীস্থান ইলাবৃতবর্ষের অন্তর্গত। ইলাবৃতবর্ষের অপর নাম স্বর্গ। এই প্রদেশে দেবগণ বাস করিতেন। পুরাকালে ইলাবৃতবর্ষ অতি সমৃদ্ধ প্রদেশ ছিল। অনুমান হয় ক্রমে এই স্থানের নদ নদী শুষ্ক হইয়া তথাকার সভ্যতা লুপ্ত হয়। জলাভাবের জন্যই হউক বা অপর কোন কারণেই হউক ইলাবৃতবর্ষ হইতে তত্রস্থ অধিবাসিগণ ভারতে আসিয়া রাজ্যবিস্তার করিতে থাকেন। ইলাবৃতবাসিগণ আর্য ছিলেন। কালবশে তাঁহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। এক দল নিজেদের দেব ও অপর দল নিজেদের অসুর বলিতেন। অসুরগণ দেবগণের জ্ঞাতি ও বন্ধু ছিলেন॥ ব্র।৩২।১১॥ এই অসুরগণ এশিরিয়াবাসী সেমেটিক জাতীয় অসুর হইতে ভিন্ন। ইলাবৃতবর্ষ যে দেববাসভূমি পুরাণে তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। ইলাবৃতবর্ষস্থিত মেরু পর্বতের (এই মেরু পৃথিবীর অক্ষপ্রান্ত মেরু নহে) ওপর ইন্দ্রাদি দেবগণের পুরী ছিল। 'বেদবেদাঙ্গবিদগণ নাকপৃষ্ঠ, দিব, স্বর্গ ইত্যাদি পর্যায়বাচক শব্দে মেরুমহিমা কীর্তন করেন। এই গিরিতেই দেবলোক বিরাজিত সমস্ত শ্রুতি বা বেদে কথিত আছে'॥ বা।৩৪।৯৪—॥ মৎস্য বলিতেছেন, 'যেখানে বলি যজ্ঞ

করিয়াছিলেন সেই সুবিস্তৃত প্রদেশ ইলাবৃতবর্ষ নামে খ্যাত। এই স্থানে দেবগণের জন্মভূমি বলিয়া তিন লোকে বিখ্যাত। দেবদিগের বিবাহ, যজ্ঞ, জাতকর্ম, কন্যাদান প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ এই প্রদেশেই অনুষ্ঠিত হয়॥ ম।১৩৫।২-৪॥ অনুমান হয় দেবগণ তুর্কীস্থান কাশ্মীরের পথে প্রথমে ভারতে আসেন। তাঁহারা কাশ্মীর হইতে পঞ্জাব ও পঞ্জাব হইতে বিন্ধ্যাচলের উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত ক্রমে অধিকার করেন। তৎপরে বিন্ধ্যের দক্ষিণেও আর্যগণ রাজ্যবিস্তার করেন। পরবর্তী কালে মোগল ও ইংরেজ রাজত্ব যেরূপ দ্রুত বিস্তৃত হইয়া সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছে আর্যগণও তদ্রূপ দ্রুতই সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। পুরাণ আলোচনায় দেখা যায় যে দক্ষিণাপথে আর্যরাজ্য অতি প্রাচীন। ইলাবৃতবর্ষ, কাশ্মীর বিন্ধ্যোত্তর ভারত এবং দক্ষিণাপথ পর্যায়ক্রমে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, মর্ত এবং পাতাল নামে পুরাণে পরিচিত আছে। ভারতীয়দের পূর্বপুরুষগণ প্রথমে কাশ্মীর বা অন্তরীক্ষে আসিয়া বসবাস করেন বলিয়া অন্তরীক্ষের অপর নাম পিতৃলোক। অন্তরীক্ষ অর্থে মধ্যবর্তী দেশ। দেবলোক পিতৃলোক ও মর্তলোক অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষ, কাশ্মীর ও উত্তরভারত প্রাচীন কালে আরও তিন নামে পরিচিত ছিল, যথা, ইলা, সরস্বতী ও ভারতী। একাধিক ঋক্‌সূক্তে এই তিন নাম পাওয়া যায়। এই তিন প্রদেশেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাক্‌দেবতা নামে উক্ত হইয়াছেন॥ ঋগ্বেদ। ৭ম।২।৮॥ যখন দেবগণ ক্রমে ভারতে আসিলেন তখন প্রথমে তাঁহারা ইন্দ্রের অধীন ছিলেন। স্বর্গ বা ইলাবৃতবর্ষের অধিপতির সাধারণ নাম ইন্দ্র। ভারতে তখন কেহ রাজা ছিলেন না। ভারতে নামিয়া দেবগণ মানব নামে পরিচিত হইলেন। ইন্দ্রের প্রতিভূর নাম হইল মনু বা প্রজাপতি। ভারতে বেণরাজাই সর্বপ্রথম ইন্দ্রের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন॥ বি।১।১৩।১৩॥ ইলাবৃতবর্ষ ভারতীয়দের আদি বাসস্থান বলিয়া অতি পবিত্র তীর্থভূমি বিবেচিত হইত। যুধিষ্ঠিরের কালেও লোকে স্বর্গে তীর্থ করিতে যাইত। স্বর্গের পথ ক্রমে দুর্গম হইয়া পড়ে। কাশ্মীর হইতে তুর্কীস্থান যাইবার যে বণিকপথ এখনও আছে তাহাই স্বর্গে যাইবার আদি পথ বা দেবযান পথ বলিয়া মনে হয়। উত্তরদেশস্থ উচ্চ ভূমি এবং পর্বতও পরবর্তী কালে স্বর্গ নাম পাইয়াছিল। দিবি আরোহণের ফলে স্বর্গ মৃত পুণ্যাত্মাদিগের বাসস্থান কল্পিত হইয়াছে, দেবযান নক্ষত্রবীথিতে পরিণত হইয়াছে। এখন স্বর্গপ্রাপ্তি মৃত্যুর নামান্তর। পুরাকালে কোন এক ইন্দ্র সামরিক উদ্দেশ্যে দেবযান নামক বণিকপথ পাহাড় ফেলিয়া রোধ করেন। মৎস্যপুরাণ ১৯১।১০। শ্লোকে আছে 'যখন হইতে হীনচেতা ইন্দ্র বজ্রদ্বারা স্বর্গপথ রোধ করেন তখন হইতেই লোকসকলের স্বর্গমার্গ নিবারিত হইয়াছে।' দেবযান পথ রুদ্ধ হইলে

বদরীনারায়ণ ও মানস সরোবরের পথে লোকে স্বর্গে যাইত। যুধিষ্ঠির এই পথেই গিয়াছিলেন। ইহাই পিতৃযান পথ। কৈলাসপতি রুদ্র তিব্বতের রাজা ছিলেন অনুমান হয়। রুদ্র, শিব প্রভৃতি শব্দ কৈলাসপতির সাধারণ নাম। ভূত প্রেতাদি শিবের অনুচর, এখনও তিব্বতের ভূতনাচ প্রসিদ্ধ। পিতৃযান পথ বণিকপথ হওয়ায় এই কালে শিবের প্রভাব বর্ধিত হয়। পুরাকালে শিব যজ্ঞভাগী ছিলেন না। তাঁহার নিজ শ্বশুর দক্ষ তাঁহাকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন নাই। ইন্দ্র প্রভৃতির বহু পরে শিব পূজা পাইয়াছেন। বিষ্ণু ও রুদ্রের নরত্বের বহু প্রমাণ পুরাণে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদেও আছে যে বিষ্ণু উন্নত অর্থাৎ উত্তর দেশবাসী। তাঁহার রাজ্যে 'ভূরিশৃঙ্গাঃগাবঃ' অর্থাৎ হরিণ পাওয়া যায়॥ ঋগ্বেদ।১ম। ১৫৪॥ পৌরাণিক নির্দেশ অনুসারে মনে হয় বিষ্ণুর রাজ্য ক্যাসপিয়ন সাগরের উত্তরে ছিল। হিন্দু তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসী ক্যাসপিয়ন সাগরের তীরে যাইতেন তাহার প্রমাণ আছে॥ নূতন পত্রিকা, ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬। বাকুতে হিন্দু মন্দির নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য॥ ব্রহ্মলোক ও বিষ্ণুলোক স্বর্গেরও উত্তরে উত্তর-কুরুতে অবস্থিত ছিল। উত্তর-কুরু সাইবিরিয়া বা রাশিয়ার কোন স্থান বলিয়া মনে হয়। উপনিষদে ব্রহ্মলোক যাইবার পথে আর হ্রদ ও বিজরা নদীর উল্লেখ আছে। আর হ্রদ ও Lake Aral বোধ হয় একই। বিজরা ও আধুনিক Pechora একই নাম মনে হয়। যাহাই হউক ব্রহ্মা ও বিষ্ণুলোক সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান ব্যতীত নিশ্চিত কিছু বলা যাইবে না। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, টিলক, যোগেশচন্দ্র প্রভৃতি অনেকে পুরাণের ভৌগোলিক বিবরণ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য নির্দেশ করিয়াছেন। ধর্মরাজ্যের স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে পুরাণ বলিতেছেন, যাহা মনের প্রীতিকর তাহাই স্বর্গ. ইহার বিপরীত নরক। পুণ্যই স্বর্গ, পাপই নরক॥ বি।২।৬।৪২, ৪৩॥

।২৮৭। ভারতবর্ষের বিন্ধ্যাচলের উত্তর ভাগের নাম পৃথিবী বা মর্ত্য ছিল: পৃথু রাজার রাজ্যই পৃথিবী। স্বর্গ অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষ ও উত্তরভারত অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানসমূহকে অন্তরীক্ষ বলা হইত। কাশ্মীরের উত্তরাংশ আফগানিস্থান, তুর্কীস্থানের দক্ষিণ অংশ, হিমালয়ের উত্তর অংশ, তিব্বত প্রভৃতি অন্তরীক্ষ। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ ভাগ পাতাল। 'পাতাল' শব্দ পুরাণে ভূবিবর ও দক্ষিণদেশ এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। স্বর্গ পার্বত্যপ্রদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের অনেক উচ্চে অবস্থিত এই জন্য স্বর্গ উচ্চ ভূমি। পাতাল সমুদ্রনিকটবর্তী নিম্ন ভূমি। আরও এক কারণে স্বর্গভূমি উচ্চ ভূমি বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল। উত্তর দিককে পুরাণকারগণ উচ্চ দিক বলিয়া মনে করিতেন। উত্তর, উদক, উদীচী প্রভৃতি শব্দ ঊর্ধ্ববাচক। দক্ষিণ দিকের অপর নাম অবাচী। অবাচী শব্দ অধোবাচক।

'অবাচী দক্ষিণ দিক্ অধোদিক্ ইতি ব্যাড়িঃ।' ভাস্করাচার্যের গোলাধ্যায়ে আছে, 'উদগ্‌দিশং যাতি যথা যথা নরস্তথা তথা খান্নত মৃক্ষমণ্ডলম্॥' গোলাধ্যায়, চক্রভ্রমণ-ব্যবস্থা। ২॥ অর্থাৎ মনুষ্য যতই উত্তর দিকে যাইতে থাকে নক্ষত্রমণ্ডল ততই অবনত দৃষ্ট হয়। এই জ্যোতিষিক ব্যাপার হইতে উত্তরদিক যে উর্ধ্ব দিক প্রাচীন হিন্দু তাহা অনুমান করিয়াছিলেন। পুরাণে যে নক্ষত্র বা গ্রহ যত উত্তরে তাহাকে ততই উচ্চে বলা হইয়াছে। ধ্রুব সকল নক্ষত্রমণ্ডলের উপরে। আধুনিক মানচিত্রেও উপর দিকেই উত্তর দিক। পাতাল শব্দ পত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। দ্রব্যাদি উচ্চ হইতে নিম্নেই পতিত হয়। নিম্নদিক বা দক্ষিণ দিককে পাতাল বলা হইত। পাতালের সপ্ত বিভাগ। অতল সর্ব উচ্চে বা উত্তরে এবং পাতাল সর্বনিম্নে বা দক্ষিণে। পাতালপ্রদেশে বহু সুন্দর নদ, নদী, উপবন ও নগর প্রভৃতি আছে পুরাণে এ কথা বলা হইয়াছে। নারদ পাতালের সমস্ত দেশ দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে পাতাল স্বর্গাপেক্ষাও মনোরম। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে পাতালের কোন অংশে কাহার রাজত্ব ছিল কথিত হইয়াছে, যথা,

১। অতল— ময়পুত্র মহামায়।

২। বিতল— হাটকেশ্বর হর। এই প্রদেশে হাটকী নদী আছে।

৩। সুতল— বৈরোচন বলি।

৪। তলাতল— ময়, ত্রিপুরাধিপতি।

৫। মহাতল— সর্পজাতি।

৬। রসাতল— দানবজাতি।

৭। পাতাল— নাগজাতি।

।২৮৮। পুরাণে আছে বলি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের রাজা ছিলেন। পদ্মপুরাণে এই সকল প্রদেশকেই সুতল বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে আছে পাতালের অধস্তম প্রদেশে সঙ্কর্ষণাগ্নি আছে। সঙ্কর্ষণাগ্নি ভূমধ্যস্থ অগ্নি। ভারতের দক্ষিণে যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে আগ্নেয় গিরি দেখিয়া বোধ হয় সঙ্কর্ষণাগ্নি কল্পিত হইয়াছিল॥ ৯৯ প্রকরণ॥ ভারতের দক্ষিণপ্রদেশ বা পাতাল বহু পুরাকাল হইতেই পরিজ্ঞাত ছিল। বলির রাজ্যকাল আনুমানিক ৩৪৫৭ খ্রী-পূর্বাব্দ। অনেকে আমেরিকাকে পুরাণোক্ত পাতাল মনে করেন। ইহার কোন প্রমাণ নাই। কপিলও পাতালবাসী ছিলেন। আধুনিক সগরদ্বীপ কপিলের আশ্রম বলিয়া বিখ্যাত।

১০১। জ্যোতিষ

।২৮৯। পুরাণে জ্যোতিষবিষয়ক বহু উক্তি আছে। প্রথম দৃষ্টিতে কোন কোন জ্যোতিষিক পৌরাণিক বিবরণ অতিরঞ্জিত মনে হইতে পারে সত্য কিন্তু এই সকলের প্রকৃত অর্থনির্ণয় দুরূহ নহে। বিশেষজ্ঞ সহজেই পুরাণোক্ত জ্যোতিষতত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিবেন। আমি জ্যোতির্বিদ্যা জানি না, সেই জন্য মাত্র পুরাণোক্ত জ্যোতিষিক অত্যুক্তির কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

।২৯০। বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয় অংশের সপ্তম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত বহুবিধ জ্যোতিষতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন, 'সূর্য ও চন্দ্রকিরণের দ্বারা যত দূর পর্যন্ত সমুদ্র, নদী, পর্বত প্রভৃতি স্থান আলোকিত হয়, পৃথিবীর বিস্তার তত দূর। ভূমি হইতে লক্ষ যোজন ঊর্ধ্বে সূর্যমণ্ডল, তাহার লক্ষ যোজন ঊর্ধ্বে চন্দ্রমণ্ডল, তদূর্ধ্বে বুধ, তদূর্ধ্বে শুক্র ইত্যাদি এবং সর্বোর্ধ্বে জ্যোতিশ্চক্রের মেধীভূত ধ্রুব অবস্থিত। সমস্ত গ্রহনক্ষত্র ধ্রুবের সহিত বায়ুরশ্মির দ্বারা আবদ্ধ। ঐ সমস্ত বায়ুরশ্মি স্বয় নিরন্তর ঘুরিতেছে, নক্ষত্রমণ্ডলকেও অবিশ্রান্ত ঘুরাইতেছে' ইত্যাদি।

।২৯১। বায়ুরশ্মি অর্থে invisible lines of force বা অদৃশ্য গতিবিধায়ক রজ্জুরূপী শক্তিরেখা। যে অদৃশ্য শক্তিবশে গতি উৎপন্ন হয় তাহাকে শাস্ত্রে বায়ু বলা হইয়াছে। এই অর্থেই আয়ুর্বেদশাস্ত্রে 'প্রাণবায়ু' প্রযুক্ত হয়। Nerve impulse আয়ুর্বেদে বায়ু শব্দদ্বারা অভিহিত হইয়াছে। পবনের বিশেষ গুণ এই যে তাহা গতিশীল, অপর পদার্থে গতিবেগ উৎপন্ন করে কিন্তু স্বয়ং অদৃশ্য। এই জন্যই নক্ষত্রের গতিবেগ উৎপন্নকারী অদৃশ্য শক্তিকে বায়ুরজ্জু বা বায়ুরশ্মি বলা হইয়াছে। উত্তর দিক পুরাণমতে উচ্চদিক, এই কথা ভৌগোলিক বিবরণে আলোচনা করিয়াছি॥ ১০০ প্রকরণ॥ জ্যোতিশ্চক্রের উত্তর ধ্রুবই (north pole) সর্বোচ্চে অবস্থিত। চন্দ্রকে ক্ষিতিজে (horizon) সূর্য অপেক্ষা উত্তরে উদিত হইতে দেখা যায়, এই জন্য চন্দ্রমণ্ডল সূর্যের ঊর্ধ্বে অবস্থিত বলা হইয়াছে। কোন্ গ্রহ কত ঊর্ধ্বে কৌণিক (angular) মাপনাদ্বারা নির্ণীত হইয়াছিল মনে হয়। এই কৌণিক দূরত্ব যোজন মানে কথিত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞ এই মান নির্ণয় করিবেন। রাজা বিবস্বান সপ্তাশ্বযুক্ত রথে দেবতাদিপরিবৃত হইয়া গমন করিতেন। বিবস্বান সূর্যের সহিত এক হওয়ায় তাঁহার রথের সপ্তাশ্বের অনুযায়ী সূর্যের সপ্ত রশ্মি কল্পিত হইয়াছে। আরও পরে জ্যোতিষিক রূপকের প্রভাবে আদিত্যের দ্বাদশ অর-বিশিষ্ট রথচক্র কল্পিত হইয়াছিল। সূর্যরথে প্রতি মাসে ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবতা,

ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। সপ্ত সূর্যরশ্মিকে সপ্ত ছন্দ বলা হইয়াছে ; এই সপ্ত রশ্মি যে বর্ণালীর সপ্তবর্ণচ্ছটা বা seven colours of the spectrum নহে তাহা নিশ্চিত। নক্ষত্রবীথির নামকরণ ভৌম বীথির নামানুসারে হইয়াছিল। গ্রহাদির নামকরণ বৈবস্বত মন্বন্তরের আদিতে পরলোকগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নামানুযায়ী হইয়াছিল॥ বা।৫৩।৭৯॥ ইহার পূর্বেও গ্রহ ও নক্ষত্রগুলি পরিজ্ঞাত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, অতএব এই নামকরণ দ্বিতীয় নামকরণ বুঝিতে হইবে। বোধ হয় জ্যোতিষিক পরিভাষা এই কালে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। যে যে ব্যক্তির নামে গ্রহাদির নামকরণ হইল, সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই গ্রহ বা নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা কল্পিত হইলেন। অদিতিপুত্র বৈবস্বতমনুপিতা বিবস্বানের নামে সূর্য পরিচিত হইলেন। মনুষ্য বিবস্বান চাক্ষুষ মন্বন্তরে জন্মিয়াছিলেন॥ বা।৫৩।১০৪॥ কিন্তু সূর্য বৈবস্বত মন্বন্তরে বিবস্বান নাম পাইলেন॥ বা।৫৩।৭৯॥ ধর্মপুত্র হ্বিষিমান বসু চন্দ্রের দেবতা কল্পিত হইলেন। অসুরযাজক ভার্গবের নামানুযায়ী শুক্র গ্রহের নামকরণ হইল। তদ্রূপ বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নামে বিভিন্ন গ্রহের নাম হইল। অনুমান হয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পৌর্বাপর্য অনুসারে সর্বোর্ধ্ব ধ্রুব হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রহগণের নামকরণ হইয়াছিল। দক্ষকন্যাগণের নামানুসারে বিভিন্ন নক্ষত্র পরিচিত হইল। সিংহিকাপুত্র ভূতসন্তাপন অসুরের নামে সূর্যচন্দ্রগ্রাসকারী রাহু কল্পিত হইল, ইত্যাদি। রাহু সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলিতেছেন, 'তুল্যস্তয়োস্তু স্বর্ভানুর্ভূত্বাধস্তাৎ প্রসর্পতি। উদ্ধৃত্য পার্থিবচ্ছায়াং নির্ম্মিতো মণ্ডলাকৃতিঃ'॥ ব্র।৫৮।৬৩॥ অর্থাৎ স্বর্ভানু বা রাহু তাহাদের (চন্দ্র সূর্যের) সমান হইয়া তাহাদের নিম্নদেশে গমন করে। পৃথিবীর ঊর্ধ্বগত মণ্ডলাকৃতি ছায়া দ্বারাই রাহু নির্মিত। বৈবস্বত মনুকাল ৩৮১২ হইতে ৩৪৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

১০২। বিশ্বকর্মা ও সূর্য

।২৯২। ভবিষ্য মন্বন্তর বর্ণনায় বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এক উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানে কথিত হইয়াছে যে বিশ্বকর্মার তনয়া সংজ্ঞাকে সূর্য পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। সংজ্ঞা স্বীয় স্বামীর তেজ সহ্য করিতে না পারায় অশ্বীরূপ ধারণ করিয়া তপস্যায় যান। পরে সূর্য সংজ্ঞাকে ফিরাইয়া আনেন ও তখন বিশ্বকর্মা তেজঃপ্রশমনের জন্য সূর্যকে ভ্রমিযন্ত্রে চড়াইয়া তাঁহার সাত ভাগ চাঁচিয়া ফেলেন, সূর্যের অক্ষয় অষ্টম অংশ রহিয়া গেল। ভূপতিত সূর্যতেজ হইতে বিষ্ণুচক্র, রুদ্রের ত্রিশূল প্রভৃতি

নির্মিত হইয়াছিল। সূর্যপত্নী সংজ্ঞার মনু, যম ও যমী নামে তিন সন্তান জন্মিয়াছিল এবং যখন তিনি অশ্বা হইয়াছিলেন তখন তাঁহার অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও রেবন্ত নামে আরও তিন পুত্র হইয়াছিল। সংজ্ঞা তপস্যায় যাইবার সময় ছায়ানাম্নী এক স্ত্রীলোককে স্বামীর নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই ছায়ার গর্ভে সূর্যের এক পুত্র জন্মে; ইঁহারও নাম মনু। ইনি অগ্রজ সংজ্ঞাসুত মনুর সবর্ণ বলিয়া ইঁহার নাম সাবর্ণ মনু হয়। ইনি অষ্টম মনু।

।২৯৩। উপরি উক্ত রূপক উপাখ্যানের প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট নহে। মনুগণনা সপ্তম মনু পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, পরে তাহা রহিত হয়। বৈবস্বতের পরবর্তী সপ্ত মনু ভবিষ্য মনুই থাকিয়া যান। সপ্ত মনু পরিত্যক্ত হওয়ায় বোধ হয় সূর্যের সপ্ত ভাগ চাঁচিয়া ফেলার রূপক; বৈবস্বত মনুকাল কল্পশেষ পর্যন্ত বর্ধিত হওয়ায় ইহাকে সূর্যের অক্ষয় অষ্টম অংশ বলা হইয়াছে। সাবর্ণি মনু নামে মাত্র ছিলেন বলিয়া মনে হয় তাঁহাকে ছায়াগর্ভজাত বলা হইয়াছে। বিষ্ণুচক্র প্রভৃতি নির্মাণের অর্থ বুঝা গেল না।

১০৩। আয়ুষ্কাল

।২৯৪। পুরাণে কোন কোন স্থলে মনুষ্যাদির অতি দীর্ঘ আয়ুষ্কাল কল্পিত হইয়াছে। নিম্নে বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদাহরণ দিতেছি,

১। কণ্ডু মুনি প্রম্লোচানাম্নী অপ্সরার সহিত কিছু কাল বাস করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি তোমার সহিত কত কাল কাটাইলাম বল।' তাহাতে প্রম্লোচা উত্তর দিলেন,

সপ্তোত্তরাণ্যতীতানি নব বর্ষশতানি তে।
মাসাশ্চ ষট্ তথৈবান্যৎ সমতীতং দিনত্রয়ম্॥ বি।১।১৫।৩২॥

অর্থাৎ নয় শত সাত বৎসর ছয় মাস তিন দিন।

২। প্লক্ষ দ্বীপের অধিবাসিগণ চিরকাল বাঁচিয়া থাকেন॥ বি।২।৪।৯॥ প্লক্ষ দ্বীপের অধিবাসিগণ ৫০০০ বৎসর বাঁচিয়া থাকেন॥ বি।২।৪।১৫॥ পুষ্কর দ্বীপের মানবগণ ১০০০০ বৎসর জীবিত থাকেন॥ বি।২।৪।৭৯॥

৩। রাজা অলর্ক ৬৬০০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন॥ বি।৪।৮।৮॥ কার্তবীর্যার্জুন ৮৫০০০ বৎসর রাজ্য করেন॥ বি।৪।১১।৬৭॥

।২৯৫। কাহাকেও আশীর্বাদ করিতে হইলে আমরা এখনও বলিয়া থাকি সহস্র বৎসর পরমায়ু হউক। এখানে সহস্র বৎসর অর্থে বহু বৎসর। সহস্র শব্দের প্রকৃত অর্থ

না বুঝাইয়া আশীর্বচনে সহস্র সংখ্যার বহুত্ব মাত্র বুঝাইল। এইরূপ প্রয়োগকে ন্যায়শাস্ত্রে উপলক্ষণ প্রয়োগ বলে। বেদে মনুষ্যের আয়ু শত বৎসর বলা হইয়াছে এবং পুরাণ নিজেকে বার বার বেদানুগামী বলিয়াছেন। অতএব আয়ু সম্বন্ধে পুরাণকারের অত্যুক্তি অনেক ক্ষেত্রেই উপলক্ষণ প্রয়োগ বুঝিতে হইবে।

কার্তবীর্যাজুর্ন সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন,

> এবং পঞ্চাশীতিসহস্রাণ্যব্দানব্যাহতারোগ্যশ্রীবলপরাক্রমো রাজ্যমকরোৎ ॥ বি ।৪।১১।১৬॥

অর্থাৎ, তিনি এই প্রকারে অব্যাহত, আরোগ্য, শ্রী, বল ও পরাক্রম সহকারে পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। প্রকৃত অর্থ এই যে, কার্তবীর্যাজুর্ন ৮৫ বৎসর রাজ্যভোগ করেন। ৮৫ বৎসর রাজ্যকাল অতিদীর্ঘ ও কদাচিৎ দৃষ্ট হয় বলিয়া পুরাণকার ইহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। 'পঞ্চাশীতিসহস্র' যে উপলক্ষণ প্রয়োগ, বিষ্ণুপুরাণ পরের শ্লোকে তাহা স্পষ্ট বলিতেছেন, যথা,

> যঃ পঞ্চাশীতিবর্ষসহস্রোপলক্ষণকালাবসানে ভগবন্নারায়ণাংশেন পরশুরামেন উপসংহৃতঃ ॥ বি ।৪।১১।১৭ ॥

অর্থাৎ, পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর উপলক্ষণকাল গত হইলে তিনি নারায়ণাংশ পরশুরামের দ্বারা হত হন।

তদ্রূপ অলর্ক সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,

> ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষশতানি চ।
> অলর্কাদপরো নান্যো বুভুজে মেদিনীং যুবা ॥ বি ।৪।৯।১৮ ॥

অর্থাৎ, অলর্ক ব্যতীত অন্য কোনও নৃপতি যুবাবস্থায় ষাট হাজার ষাট শত বৎসর পৃথিবী ভোগ করিতে পারেন নাই। উপলক্ষণ বাদ দিলে শ্লোকের প্রকৃত অর্থ হয় অলর্ক যুবার ন্যায় সামর্থ্য সহকারে ৬৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

।২৯৬। প্লক্ষ দ্বীপের অধিবাসিগণ ৫০০০ বৎসর ও পুষ্কর দ্বীপের মানবগণ ১০০০০ বৎসর জীবিত থাকে বলার উদ্দেশ্য যে তাহারা দীর্ঘজীবী। কল্পকাল ৫০০০ বৎসর হওয়ায় প্লক্ষ দ্বীপবাসিগণকে উপলক্ষণে চিরজীবী বলা হইয়াছে। কল্পান্তে পৃথিবী ধ্বংস হয় ইহাই পৌরাণিক ধারণা। আমরা এখনও বলি চিরজীবী হও।

।২৯৭। কণ্ডু মুনির প্রম্লোচার সহিত নয় শত সাত বৎসর ছয় মাস তিন দিন বিহার করার বিবরণ উপলক্ষণদ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। কণ্ডু প্রম্লোচার সহিত সহস্র

বৎসর যাপন করিয়াছিলেন বলিলে উপলক্ষণ বুঝা যাইত। কণ্ডুর আখ্যানের ঘটনাবলি বিচার করিলে এই অত্যুক্তির প্রকৃত অর্থ নির্ণীত হইবে। বেণ রাজার অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ঋষিরা বেণকে হত্যা করেন কিন্তু তাঁহারা রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না; নিষাদগণ বেণরাজ্য অধিকার করিল। পরে পৃথু নিষাদদিগকে বিতাড়িত করিয়া রাজা হইলেন। পৃথুর মৃত্যুর পর অন্তর্ধান, হবির্ধান ও প্রাচীনবর্হি পরম্পরাক্রমে রাজ্য লাভ করিলেন। প্রচেতানামা প্রাচীনবর্হির পুত্রেরা রাজ্য ত্যাগ করিয়া বহু কাল যাবৎ তপস্যায় রত থাকায় নগরাদি জঙ্গলে পরিণত হইল। পরে প্রচেতাগণ ফিরিয়া আসিয়া অগ্নিসংযোগে বৃক্ষসকল দগ্ধ করিলেন ও কণ্ডু ও প্রম্লোচার কন্যা মারিষাকে বিবাহ করিয়া পুনরায় রাজ্য স্থাপনা করিলেন। এই আখ্যায়িকা হইতে অনুমান হয় যে প্রচেতাগণ ও পৃথুর রাজ্যকালের মধ্যে বহু বৎসর অরাজক অবস্থা গিয়াছে ও সেই সময় সমাজধর্ম প্রভৃতি লোপ পাইয়াছিল। লোকে কামপরতন্ত্র হইয়া স্বৈরাচারে কাল যাপন করিত। কণ্ডু মুনি ধর্মকর্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রম্লোচার সহিত কিঞ্চিদধিক ৯০৭ বৎসর কাটাইয়াছিলেন, পুরাণকার এই রূপক আখ্যায়িকায় জানাইয়াছেন যে প্রচেতাগণের পূর্বে কিঞ্চিদধিক ৯০৭ বৎসর অরাজক কাল গিয়াছে। স্বায়ম্ভুব ও বৈবস্বত মনুর মধ্যে ২১৪৪ বৎসর ব্যবধান। এই কালের অন্তর্গত উত্তানপাদবংশে মাত্র ১৯ জন রাজার নাম বিষ্ণুতে পাওয়া যায়। বেণ, পৃথু প্রভৃতি এই ১৯ জনের মধ্যে। বেণের পর ও পৃথুর পূর্বে এক বার অরাজক অবস্থা আসে ও পৃথুর পরে এবং প্রচেতাদিগের পূর্বে আর এক বার অরাজক অবস্থা ঘটে। ১৯ পুরুষে ঊর্ধ্বকল্পে ৬০০ বৎসর গত হইতে পারে।

।২৯৮। স্বায়ম্ভুব মনুপুত্র প্রিয়ব্রতের বংশে প্রিয়ব্রত হইতে বিশ্বগজ্যোতি পর্যন্ত ২৯ জনের নাম বিষ্ণুতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন পুরাণ বিচার করিলে স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্যন্ত রাজগণের ইতবৃত্ত নির্ধারণ করা যাইবে। বিষ্ণুপুরাণ পাঠে ॥ বি।২।১।৪২-৪৭॥ অনুমান হয় প্রিয়ব্রতবংশের ক্ষয় হইলে উত্তানপাদবংশ আরম্ভ হয়। শ্রীধরও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধরটীকা দ্রষ্টব্য। বায়ু, মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণ মিলাইয়া দেখা যায় যে স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্যন্ত প্রিয়ব্রতবংশে ৩২ পুরুষ ও উত্তানপাদবংশে ২১ জন বর্তমান ছিলেন ॥ ৭১ প্রকরণ স্বায়ম্ভুববংশ সারণী দ্রষ্টব্য ॥ এই দুই বংশ পর পর ধরিলে স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত পর্যন্ত ৫৩ জনের নাম পাওয়া যায়। গড় পর্যায়কাল ২৫ বৎসর ধরিলে ৫৩ পুরুষে আনুমানিক ৫২ × ২৫ = ১৩০০ বৎসর গত হইতে পারে। এই হিসাবে অরাজক কাল ২১৪৪ – ১৩০০ = ৮৪৪ বৎসর। ৮৪৪ ও ৯০৭এর প্রভেদ গুরু নহে।

বৈবস্বতের পর্যায় ৮৭ ধরায় মধ্যে ৩৪ পুরুষ ছেদ আছে বুঝিতে হইবে। ৩৪ পুরুষে ৯০৭ বৎসর গত হওয়া স্বাভাবিক। অতএব বুঝা যাইতেছে বেণ ও পৃথুর মধ্যবর্তী অরাজক অবস্থা অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। প্রচেতাগণের কালেই ৯০৭ বৎসর যাবৎ মনুবংশীয় কেহ রাজা ছিলেন না। পৃথুর পর হইতে সূতনিয়োগপ্রথা প্রচলিত হওয়ায় সূতগণ এই কালের যথার্থ হিসাব রাখিয়াছিলেন।

১০৪। রৈবত ককুদ্মী

।২৯৯। বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে প্রথম অধ্যায়ে রৈবত ককুদ্মীর উপাখ্যান আছে। ককুদ্মী গান শুনিতে যাইয়া বহু যুগ অতিবাহিত হইয়াছে জানিতে পারেন নাই। এই উপাখ্যান সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রকৃত অর্থ বিচার করিব।

'রেবত কুশস্থলী নামে নগরীতে অধিষ্ঠান করিয়া আনর্তনামক রাজ্যভোগ করেন। রেবতের এক শত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রৈবত ও ককুদ্মী। ইনি ধর্মাত্মা ছিলেন। রৈবতের একটি কন্যা হইয়াছিল, তাহার নাম রেবতী। রৈবত ঐ কন্যাকে কোন্ পাত্রে সম্প্রদান করা কর্তব্য, এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত ঐ কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রহ্মলোকে ভগবান পদ্মযোনির নিকট গমন করিলেন। এই সময় হাহা হূহূ নামক গন্ধর্বদ্বয় ব্রহ্মার সমীপে অতি মধুর স্বরে দিব্য গান্ধর্ব গান করিতেছিলেন। ঐ গানে ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার স্বর এরূপ পরিবর্তিত হইতেছিল যে, রৈবত সেই স্থানে অবস্থান করিয়া যত ক্ষণ শুনিতেছিলেন, তাহার মধ্যে কত যুগ পরিবর্তিত হইয়া গেল, তথাপি তিনি সেই গত অনেক যুগকে মুহূর্তের ন্যায় বোধ করিলেন। যখন সঙ্গীত নিবৃত্তি হইল, তখন রৈবত, ভগবান পদ্মযোনিকে প্রণাম করিয়া কন্যার উপযুক্ত বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান তাঁহাকে কহিলেন, কোন্ বরে কন্যাদান করা তোমার অভিপ্রেত? রৈবত পুনর্বার প্রণামপূর্বক, কোন্ কোন্ বরে সমর্পণ করা তাঁহার অভিপ্রায়, তাহা ব্যক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এ সকল পাত্রের মধ্যে কোন্‌টি আপনকার অভিমত? কাহাকে কন্যা দান করি? অনন্তর ভগবান পিতামহ কিঞ্চিৎ অবনতমস্তক হইয়া ঈষৎ হাস্যপূর্বক কহিলেন, তুমি যাহাদের নামোল্লেখ করিতেছ, এক্ষণে তাহাদের কথা দূরে থাকুক, পৃথিবীতে তাহাদের বংশীয় কোন ব্যক্তিও বিদ্যমান নাই। তুমি যে সময় এই স্থানে গান্ধর্ব গান শ্রবণ করিতেছিলে, তাহার মধ্যে বহুসংখ্যক চতুর্যুগ অতীত হইয়াছে। অধুনা পৃথিবীতে মনুর অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগ অতীতপ্রায় হইয়াছে। অধুনা কলিযুগ চলিতেছে।

(এক্ষণে তোমার বন্ধুবান্ধব কেহই নাই) এখন তুমি একাকীই অন্য কোন ব্যক্তিকে এই কন্যারত্ন সম্প্রদান কর। বহু কাল হইল তোমার বন্ধু, বান্ধব, মন্ত্রী, ভৃত্য, কলত্র, সৈন্য, কোষ এতৎসমুদায়ই অতীত হইয়াছে। অনন্তর সেই রাজা সশঙ্ক হইয়া পুনর্বার ভগবান ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যখন ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তখন এক্ষণে কোন্ ব্যক্তিকে এই কন্যা সম্প্রদান করা কর্তব্য? ব্রহ্মা কহিলেন, ভূপতে, পূর্বকালে কুশস্থলী নামে অমরাবতীর ন্যায় পরমরমণীয় যে তোমার পুরী ছিল এক্ষণে সেই স্থানে দ্বারকা নামে পুরী সংস্থাপিত হইয়াছে। বিষ্ণুর অংশ বলদেব সেই দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করিতেছেন। রাজেন্দ্র, সেই মায়ামনুষ্য বলদেবকে এই কন্যা সম্প্রদান কর। এই কন্যা তাঁহার ভার্যা হইবে; তিনিই এক্ষণে শ্লাঘ্য বর। এই কন্যা স্ত্রীরত্নস্বরূপ, এই উভয়ের যোগ হইলে উত্তম সুসদৃশ হইবে। অনন্তর রাজা ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং দেখিলেন যে পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্যই হ্রস্বাকার, তেজোহীন, স্বল্পসামর্থ্যবিশিষ্ট ও সামান্যজ্ঞানসম্পন্ন। তখন অসীম জ্ঞানশালী ভূপাল কুশস্থলী নগরীতে উপস্থিত হইয়া নিজপুরী অন্যবিধ দর্শন করিয়া স্ফটিকময় পর্বতের ন্যায় বক্ষঃস্থলবিশিষ্ট বলদেবকে কন্যা প্রদান করিলেন। বলদেব সেই কন্যাকে অতি দীর্ঘাঙ্গী দেখিয়া আপনার লাঙ্গলাগ্রের দ্বারা নত করিয়া লইলেন। কন্যাও তৎক্ষণাৎ অন্যান্য রমণীর ন্যায় হইল। অনন্তর হলধর রৈবতরাজকন্যা রেবতীকে যথাবিধানে বিবাহ করিলেন। রাজা রৈবতও কন্যাসম্প্রদানের পর হিমালয়পর্বতে গমন করিয়া সংযতাত্মা হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন॥ বি। বসাক অনুবাদ।৪।১॥

।৩০০। রৈবত ককুদ্মী যে সময় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় পুণ্যজন নামক রাক্ষসগণ কুশস্থলী নামক তাঁহার পুরী ধ্বংস করে। তাঁহার শত ভ্রাতা তৎকালে পুণ্যজনদিগের ভয়ে নানা দেশে পলায়ন করিয়াছিল॥ বি।৪।২।১, ২॥ বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ প্রথম অধ্যায়ে দেখা যায় যে বৈবস্বতমনুপুত্র শর্যাতির আনর্ত নামে পুত্র জন্মে। আনর্তের পুত্র রেবত। এই রেবত কুশস্থলীর রাজা ছিলেন। রেবতের পুত্র রৈবত ককুদ্মী। রৈবতের পর আনর্তবংশের অন্য কোনও রাজার উল্লেখ নাই। পুণ্যজন নামক রাক্ষসগণ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া রৈবতগণ নানা দেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজ্য না থাকায় পুরাণে তাঁহাদের বংশক্রম ধৃত হয় নাই। রৈবত ককুদ্মী ও বলরামের মধ্যে প্রায় ৯২ পর্যায়কাল অর্থাৎ ২০০০ বৎসরেরও অধিক ব্যবধান। বলরামের শ্বশুর রৈবত ও রেবতপুত্র রৈবত এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। অনুমান

হয় রৈবতবংশ লোপ পায় নাই এবং এই বংশের কোন ব্যক্তির কন্যা রেবতীকে বলরাম বিবাহ করিয়াছিলেন। রৈবতবংশ ইক্ষ্বাকুবংশের মতই গৌরবান্বিত অভিজাত বংশ। বলরাম হীনক্ষত্রিয়বংশোৎপন্ন। বংশমর্যাদায় কন্যা বর অপেক্ষা অনেক উচ্চে কিন্তু এ দিকে হলধর বলরাম নিজশৌর্যে অদ্বিতীয়, কোন বীরই তাঁহার প্রিয় অস্ত্র হলের সম্মুখীন হইতে সাহসী হন না। পুরাণকার রূপকের সাহায্যে বলিলেন, বলরাম অতিদীর্ঘাঙ্গী কন্যাকে হলসাহায্যে হ্রস্ব করিয়া নিজ সমান করিয়া লইলেন। রৈবতগণ রাজ্যচ্যুত হইয়া হয়ত সঙ্গীতাদি ললিতকলার আলোচনায় কালযাপন করিতেন। এই জন্য আখ্যায়িকায় সঙ্গীতের অবতারণা। ব্রহ্মার মানে এক মুহূর্ত মানবমানের বহু যুগের সমান। রৈবতগণ জীবিত ছিলেন এবং বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। এই দুই ব্যাপার উপাখ্যানে ব্রহ্মার নিকট একজন রৈবত মুহূর্তকালমাত্র গান শুনিয়াছিলেন এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

১০৫। নিমি ও সীতা

।৩০১। ইক্ষ্বাকুর নিমি নামে এক পুত্র ছিলেন। কোন যজ্ঞ উপলক্ষ্য করিয়া বিবাদ হওয়ায় বশিষ্ঠ একদা নিমিকে শাপ প্রদান করেন যে তিনি বিদেহ হইবেন অর্থাৎ তাঁহার দেহ নষ্ট হইবে; রাজাও বশিষ্ঠের দেহপাত হইবে বলিয়া প্রতিশাপ দিলেন। তদনন্তর রাজার ও বশিষ্ঠের উভয়েরই মৃত্যু হইল। মিত্রাবরুণ হইতে বশিষ্ঠ অপর দেহ লাভ করিলেন। নিমির যজ্ঞের ঋত্বিক্গণ নিমির প্রাণহীন দেহ মনোহর তৈলগন্ধাদির দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া রাখিলেন; তাহাতে দেহ সদ্যোমৃতের ন্যায় অবিকৃত রহিল। নিমি সহস্র বর্ষব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। যজ্ঞকাল অতীত হইলে দেবগণ নিমিকে পুনর্জীবিত করিলেন ও বর দিতে চাহিলেন। নিমি বলিলেন, 'আমি আর শরীর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না।' তখন দেবগণ নিমিকে সকল প্রাণীর নেত্রে অবস্থিতি করাইলেন; ইহাতেই প্রাণীদের চক্ষের নিমেষ হইল। নিমির কোনও পুত্র না থাকায় মুনিগণ তাঁহার শরীর মন্থন করিলেন; তাহাতে পুত্র উৎপন্ন হইল। জনকের দেহ হইতে জন্ম বলিয়া ঐ পুত্রের নাম জনক হইল। নিমি বিদেহ হন বলিয়া জনকবংশ বৈদেহ নাম প্রাপ্ত হইল এবং মন্থনদ্বারা জন্ম হইল বলিয়া তাঁহার অপর নাম হইল মিথি। জনক, বৈদেহ বা মিথিবংশে রামপত্নী সীতা জন্মগ্রহণ করেন। জনকবংশীয় সীরধ্বজ 'পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, এই সময় লাঙ্গলাগ্রে সীতা নামক দুহিতা সমুৎপন্না হন' ॥ বি।৪।৫ ॥

।৩০২। বিষ্ণুপুরাণে আছে নিমির এক ভ্রাতার নাম বিকুক্ষি। এই বিকুক্ষির বংশে রাম জন্মগ্রহণ করেন। বিকুক্ষি ও নিমি সমসাময়িক এবং রাম ও সীতাও সমসাময়িক। বিকুক্ষি ও রামের মধ্যে ৬০ পর্যায়কাল অন্তর কিন্তু নিমি ও সীতার মধ্যে মাত্র ২২ পুরুষের নাম পাওয়া যায়। অতএব অনুমান হয় নিমিবংশে প্রায় ৩৮ পুরুষ ছেদ আছে। নিমি বিদেহ হইয়াছিলেন এবং লোকের নিমিষে বাস করিয়াছিলেন। নিমিষ অর্থে চোখের পাতা ফেলা; নিমি বিদেহ হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞকাল ও বিদেহ অবস্থা সহস্রবৎসরব্যাপী। নিমির পর বংশচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। ৩৮ পুরুষে প্রায় সহস্র বৎসর অতিবাহিত হয়। নিমির বিদেহ অবস্থায় যজ্ঞের ইহাই অর্থ। নিমির মৃত্যুর আনুমানিক সহস্র বৎসর পরে কেহ নিজেকে নিমির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া বিদেহ বা মিথিলা রাজ্য স্থাপনা করেন। এই বংশের রাজগণের সাধারণ নাম জনক। নিমি ও বশিষ্ঠ পরস্পর মারামারি করিয়া দুই জনেই মৃত্যুমুখে পতিত হন; পরস্পর অভিশাপফলে বিদেহ অবস্থা প্রাপ্তির ইহাই অর্থ। সীরধ্বজ জনক সীতার পিতা। পুরাকালে রাজগণের ধ্বজদণ্ড ও পতাকা নানা চিহ্নাঙ্কিত থাকিত। সীর বা লাঙ্গল অনেকেরই প্রিয় চিহ্ন ছিল। বলরামও সীরধ্বজ এবং হলধর ছিলেন। সীরধ্বজ নাম উপাধি। আমরা এখন যেমন বর্ধমান-রাজকন্যাকে বর্ধমানের কন্যা বলি, পুরাকালেও সেইরূপ সীরধ্বজ উপাধিবিশিষ্ট রাজকন্যাকে সীরকন্যা বলা হইত। সীর অর্থে লাঙ্গল। সীরধ্বজ সন্তানার্থ যজ্ঞ করিয়া সীতাকে লাভ করেন। পৌরাণিক ভাষায় এই বিবরণ দাঁড়াইল, লাঙ্গলাগ্রে যজ্ঞভূমিতে সীতা জন্মিয়াছিলেন। এই জনশ্রুতি থাকায় এবং সীতা নারায়ণাবতার রামচন্দ্রের পত্নী হওয়ায় পুরাণকার গৌরবার্থে তাঁহাকে অযোনিজা বলিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, জনক রাজা সীতাকে কৃষিক্ষেত্রে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। এই অনুমানের কোন ভিত্তি নাই।

১০৬। পুত্রসংখ্যা

।৩০৩। পুরাণে আছে রেবতের এক শত পুত্র ছিল। কোনও ব্যক্তির এক শত পুত্র থাকা একেবারে অসম্ভব নহে, বিশেষ পুরাকালে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। তথাপি মনে হয় পুরাণকার উপলক্ষণে শত সংখ্যা প্রয়োগ করিয়াছেন; শত পুত্র অর্থে বহু পুত্র। পুরাণে কোন কোন স্থলে প্রপৌত্র, তস্য পুত্র ইত্যাদিকেও পুত্র শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। ধুন্ধুমার কুবলয়াশ্বের একবিংশতি সহস্র পুত্র বিনষ্ট হয়; সগরেরও ষষ্টি সহস্র পুত্র কপিলশাপে ধ্বংস হয়; এই সকল স্থলে প্রজা বা সেনা অর্থে পুত্র শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে সহজেই

অনুমিত হয়। প্রজাগণ সকলেই রাজার পুত্রস্থানীয় এই কারণে তাহাদের পুত্র বলিলে অন্যায় হয় না।

১০৭। সহস্রবাহু, দশানন প্রভৃতি

।৩০৪। পুরাণে কথিত হইয়াছে কার্তবীর্যার্জুনের সহস্র বাহু ছিল; রাবণের অপর নাম দশানন। উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বরূপী ব্রহ্মকে সহস্রশীর্ষ, সহস্রবাহু পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রকার রূপক বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু প্রসিদ্ধ। সহস্রচক্ষু, সহস্রবাহু, দশানন প্রভৃতি শব্দ উপাধিবাচক। যাঁহার সর্বদিকে সতর্ক দৃষ্টি এবং যাঁহার আদেশে বহু ব্যক্তি শত্রু প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে তিনি সহস্রচক্ষু। ঋগবেদে নবম মণ্ডল ৬০ সূক্তে পবমান সোম দেবতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,

ইং দুং সহস্রচক্ষসং॥

তং ত্বা সহস্রচক্ষসমথো সহস্রভর্ণসং॥

অর্থাৎ, ইনি সহস্রচক্ষু। ইনি সকল দিক দেখেন। (রমেশ দত্তকৃত অনুবাদ)। বাহু শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ arm। Arm অর্থে যুদ্ধের বিশেষ অঙ্গ বুঝায়। Arm ও army উভয় শব্দের ব্যুৎপত্তি এক। সংস্কৃতেও সেনার বিভিন্ন অঙ্গ কল্পিত হইয়াছে, যথা চতুরঙ্গ সেনা। বাহু বাহুবলেরই প্রতীক। সহস্রবাহু অর্থে যাঁহার বাহুবল সর্বদিকে অপ্রতিহত, অথবা যাঁহার সেনা সহস্র দলে বিভক্ত। আনন বা মুখ বাক্য বা আদেশের প্রতীক; যাহার আদেশ দশ দিকে প্রতিপালিত হয় তিনি দশানন। দশরথ শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া রঘুবংশ ।৮।২৯ শ্লোকে কালিদাস বলিতেছেন 'তিনি দশ শত রশ্মি অর্থাৎ সহস্ররশ্মি অর্থাৎ সূর্যতুল্য দ্যুতিমান ছিলেন, তাঁহার যশ দশ দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, তিনি দশানন-অরি-পিতা এই জন্য তাঁহাকে বুধমণ্ডলী দশরথ নামে অভিহিত করিতেন।' বিশ্বকোষ (পৃঃ ৪২২) বলিতেছেন 'দশসু দিক্ষু রথঃ, রথগতিঃ যস্য' অর্থাৎ যাঁহার দশ দিকে রথগতি তিনিই দশরথ।

১০৮। মন্থন

।৩০৫। আমরা এখন যেমন ইংরেজীতে body politic বলি, পুরাকালেও সেইরূপ রাজাকে দেহের সহিত তুলনা করা হইত। রাজসৈন্য রাজার বাহু; প্রজাগণ রাজার উরু, কারণ প্রজাদের সাহায্যেই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত; রাজার নিকটসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ রাজার

উদর, চরগণ রাজার চক্ষু ইত্যাদি। বেণের উরুমন্থন করিবার ফলে নিষাদরাজ জন্মিয়াছিল। বি।১।১৩।৩৩॥ মন্থন শব্দের অর্থ আলোড়ন। নিষাদগণকে বিন্ধ্যশৈলবাসী বলা হইয়াছে। ঋষিগণের হস্তে বেণের মৃত্যু ঘটিলে বেণরাজ্য অরাজক হয়, তখন বেণের ভূতপূর্ব প্রজা নিষাদগণ রাজ্য অধিকার করে, উরুমন্থন রূপকের ইহাই বক্তব্য। পরে বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিবার ফলে পৃথু জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ বেণের সেনাপতিগণের মধ্যে সন্ধান করিয়া ঋষিগণ পৃথুকে মনোনীত করিয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

।৩০৬। সমুদ্রমন্থনের অর্থ সুস্পষ্ট নহে, তবে অনুমান হয় দেব ও অসুরগণ একত্র মিলিত হইয়া সমুদ্রস্থিত বা কোন বৃহৎ নদীতীরস্থ নানা দেশ সন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। সন্ধানের ফলে তাঁহারা চতুর্দন্ত ঐরাবত হস্তী, সোম বা সিদ্ধি ও অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্য আবিষ্কার করেন। বেদ ও পুরাণসমূহ মন্থন করিলে সমুদ্রমন্থনের অর্থ বুঝা যাইবে।

।৩০৭। বি।৪।২।১৬ শ্লোকে আছে মান্ধাতা যুবনাশ্বের কুক্ষি বিদারণ করিয়া জন্মিয়াছিলেন কিন্তু যুবনাশ্ব মরেন নাই। দেবরাজ ইন্দ্র নবজাত মান্ধাতার ধাত্রীর কার্য করেন। তাঁহার অঙ্গুলীনিঃসৃত সুধা পান করিয়া বালক এক দিনেই বৃদ্ধি পাইল। অনুমান হয়, মান্ধাতা যুবনাশ্বের পুত্র বা নিকটসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজার উদরে বর্ধিত হইয়াছিলেন বলা হইয়াছে। ইন্দ্রের প্ররোচনায় ও সাহায্যে তিনি যুবনাশ্বকে রাজ্যচ্যুত করেন; যুবনাশ্ব মরেন নাই। সম্ভবত মান্ধাতা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। বায়ুপুরাণে আছে যুবনাশ্বের গৌরী নামে এক পতিব্রতা পত্নী ছিলেন। ইনি স্বামী কর্তৃক অভিশপ্তা হইয়া বাহুদানাম্নী নদী হন। গৌরীর পুত্র যৌবনাশ্ব মান্ধাতা ত্রিলোকবিজয়ী চক্রবর্তী রাজা হন॥ বা।৮৮।৬৫, ৬৬॥ অনুমান হয় মান্ধাতা যুবনাশ্বের পুত্রই ছিলেন। মান্ধাতার মাতাকে যুবনাশ্ব বাহুদা নদীতীরবর্তী কোন স্থানে নির্বাসিত করেন। পিতার প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হইয়া মান্ধাতা ইন্দ্রের সাহায্যে যুবনাশ্বকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করেন ও নিজে রাজা হন। মান্ধাতাকে গৌরিক নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। পাণিনিমতে 'গোত্রস্ত্রিয়াঃ কুৎসনে ণ চ'॥ পাণিনি ৪।১।১৪৭॥ নিন্দা বুঝাইলে গোত্রাপত্য স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ঠক্ (=ণক) ও ণ প্রত্যয় হয়। যথা গার্গিকঃ। নিন্দার্থে গৌরীপুত্রের নাম গৌরিক। অনুমান হয় যুবনাশ্ব নিজপত্নী গৌরীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে নির্বাসিত করেন ও তাঁহার নির্বাসনকালেই মান্ধাতার জন্ম হয়। এই জন্য মান্ধাতা পুরাণে গৌরীর নিন্দিত পুত্র গৌরিক নামে অভিহিত হইয়াছেন। অপর পক্ষে গৌরীর কলঙ্কক্ষালনের জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত ধার্মিকা ও পতিব্রতা বিশেষণে অভিহিত

করা হইয়াছে ॥ বা।৮৮।৬৫ ॥ গৌরী পুরুবংশীয় ১০৫ রাজা রন্তিনারের কন্যা। রন্তিনার পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন।

১০৯। গঙ্গানয়ন

।৩০৮। পুরাণে কথিত হইয়াছে সগরের বংশধর পুত্র অসমঞ্জা ও অপর ষষ্টি সহস্র পুত্র পাতালে কপিলশাপে বিনষ্ট হয়। যজ্ঞীয় অশ্বচোরের সন্ধানে সগরপুত্রগণ অশ্বের খুর-চিহ্নিত পথের অনুসরণ করিতে করিতে প্রত্যেকে বসুধাতল এক এক যোজন খনন করিয়া পাতালে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা অশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছে দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন অশ্বের অনতিদূরে কপিল রহিয়াছেন। কপিলকে অশ্বচোর মনে করিয়া তাঁহারা তৎপ্রতি ধাবিত হইলেন কিন্তু কপিল তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র তাঁহারা দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইলেন। তখন সগর তাঁহার পৌত্র অংশুমানকে অশ্বোদ্ধারের জন্য পাঠাইলেন। অংশুমান কপিলকে প্রীত করিয়া যজ্ঞীয় অশ্ব গ্রহণপূর্বক স্বীয় পিতামহকে অর্পণ করিলেন। সগর সমুদ্রকে নিজপুত্রের প্রীতিকল্পে সন্তান কল্পনা করিয়া যজ্ঞ সমাপন করিলেন। সমুদ্রের নাম সাগর হইল। অংশুমানের দিলীপ নামে পুত্র হইল এবং দিলীপের ভগীরথ নামে পুত্র জন্মিলেন। এই ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনয়ন করেন এবং তাঁহার নামানুযায়ী গঙ্গার নাম ভাগীরথী হয় ॥ বি।৪।৪ ॥

।৩০৯। সগরসন্তানগণের ও ভগীরথের কাহিনী পড়িলে মনে হয় যে সগর খাল কাটাইয়া গঙ্গার জল অন্য পথে লইয়া যাইবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তদুদ্দেশ্যে তিনি ৬০০০০ ব্যক্তিকে খননকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল খননকারী তাঁহার প্রজা বলিয়া সকলেই তাঁহার পুত্রস্থানীয়, পুরাণে এই জন্য ইঁহাদের সগরপুত্র বলা হইয়াছে। ইঁহাদের সহিত পার্থক্য দেখাইবার জন্য অংশুমানকে পুরাণে 'বংশধর' পুত্র বলা হইয়াছে। অংশুমান এই খননকার্যের পরিদর্শনে নিযুক্ত হন। চিহ্নিত পথ ধরিয়া খননকার্য চলিয়াছিল। অশ্বখুরচিহ্নিত পথ ধরিয়া অনুসরণের ইহাই তাৎপর্য। খনন করিতে করিতে সগরপুত্রগণ পাতাল পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা প্রায় সমুদ্রের কাছে আসিয়াছিলেন। কার্য অসমাপ্ত থাকিতেই তাঁহারা সকলে ধ্বংস হন। কিসে এতগুলি ব্যক্তি নষ্ট হইলেন নিশ্চিত বলা দুরূহ। বঙ্গদেশ চিরকালই অস্বাস্থ্যকর স্থান। এক বার গৌড়ে বহুসংখ্যক মোগল সৈন্য পাঠানপরিত্যক্ত দুর্গ ও গৃহাদি আশ্রয় করিয়া জ্বরে সমূলে ধ্বংস হয়। মীর জুমলার বহু সৈন্য আসামে যাইয়া জ্বরে মারা যায়। মোট মৃত্যুসংখ্যা দুই লক্ষেরও

অধিক হইয়াছিল। আধুনিক কালেও আমেরিকায় পানামা-খাল খননের সময় প্রথম বার এত অধিকসংখ্যক শ্রমিক জ্বরাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় যে কাজ বহু দিনের জন্য বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল। জ্বরপ্রতিষেধক উপায় আবিষ্কৃত হইবার পর পুনরায় পানামা-খাল কাটান সম্ভব হয়। পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ যখন বলরাম ও প্রদ্যুম্নের সহিত অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করিবার জন্য বাণরাজ্য আক্রমণ করেন তখন বাণকে রক্ষা করিবার জন্য মাহেশ্বর জ্বর কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই জ্বরকে ত্রিশীর্ষ ও ত্রিপাদ বলা হইয়াছে। বাণরাজ্য আসামে অবস্থিত ছিল। সম্ভবত সগরসন্তানগণ জ্বরতাপে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; পুরাণ বলিয়াছেন তাঁহারা কপিলের দৃষ্টিসঞ্জাত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিলেন। ম্যালেরিয়ায় অনেক সময় যকৃতের দোষে চক্ষু ও দেহ হরিদ্রাভ হয়। কপিল অর্থে পিঙ্গলবর্ণ (greenish brown) অথবা অগ্নিবর্ণ (yellowish red)। হয়ত কপিলশাপে ইহাই লক্ষিত হইয়াছে।

।৩১০। সগরসন্তানগণ ধ্বংস হইলে পর পুনরায় কিছু দিন পরে খননকার্য আরম্ভ হইয়াছিল। ভগীরথের কালে এই কার্য সম্পূর্ণ হয়। অসমঞ্জ হইতে ভগীরথ পর্যন্ত তিন পর্যায়কাল ব্যবধান অর্থাৎ খালখনন সম্পূর্ণ করিতে প্রায় ৮৫ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। যেখানে ভাগীরথী সমুদ্রে পড়িয়াছে সগরের নামানুসারে তাহার সাগর নামকরণ হইয়াছিল। এখনও এই স্থান সাগর বা গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত। এইখানেই কপিল মুনির আশ্রম কল্পিত হইয়াছিল। কপিল মুনি নামে একটি দ্বীপ এখানে আছে। সগরের কীর্তিবলে গঙ্গা-সাগর আজও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। গঙ্গার উৎপত্তিস্থান হিমালয়। হিমালয় প্রভৃতি উত্তরদেশস্থ উচ্চ ভূমিও পুরাণে স্বর্গ নামে পরিচিত। স্বর্গস্থ গঙ্গাকে ভগীরথ পাতালে আনিয়াছিলেন।

।৩১১। কপিল একাধিক। উপনিষদে আছে সর্বপ্রথমে কপিল জন্মিয়াছিলেন এবং ব্রহ্ম তাঁহাকে জন্মিতে দেখিয়াছিলেন।

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥ শ্বেতাশ্বতর ।৫।২ ॥

ভাষ্যকারগণের মতে এই কপিল ঋষি হিরণ্যগর্ভের অপর নাম। ইনি মনুষ্য নহেন। সৃষ্টির আদিতে যে হিরণ্ময় অণ্ড জন্মিয়াছিল, ইনি তাহারই অধিষ্ঠাতৃদেবতা। পুরাণেও আছে,

আদিত্যসংজ্ঞঃ কপিলস্ত্বগ্রজোঽগ্নিরিতি স্মৃতঃ।
হিরণ্যমস্য গর্ভোঽভূদ্ধিরণ্যস্যাপি গর্ভজঃ॥
তস্মাদ্ধিরণ্যগর্ভঃ স পুরাণেঽস্মিন্নিরুচ্যতে ॥ বা ।৫।৪৫, ৪৬ ॥

সকলের অগ্রজ আদিত্যনামা ইনি অগ্নিস্বরূপ বলিয়া কপিল নামেও পরিচিত। ইঁহার গর্ভ হিরণ্য এবং ইনি হিরণ্যের গর্ভ এই জন্য পুরাণে তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়।

পুরাণে আর এক কপিল উল্লিখিত হইয়াছেন। ইনি মনুষ্য।

কৃতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদিস্বরূপধৃক্।
দদাতি সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥ বি।৩।২।৫৪॥

তিনি (বিষ্ণু) সত্যযুগে সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া কপিলাদি রূপ ধারণ করিয়া সকল জীবকে পরম জ্ঞান দান করেন। এই কপিল সাংখ্যকার কপিল বলিয়া অনুমিত হয়। সাংখ্য বহু প্রাচীন শাস্ত্র। ইহা বেদান্তের পূর্ববর্তী। গীতায় আছে,

গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।

এই কপিলও সাংখ্যকার কপিল। ইনি সিদ্ধজাতীয়। গন্ধর্ব সিদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির নাম। এখানে সিদ্ধ অর্থে যোগসিদ্ধ নহে, যদিও কপিল যোগসিদ্ধ ছিলেন। এই সাংখ্যকার কপিলের আশ্রম কোথায় ছিল তাহার কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ পুরাণে নাই। সিদ্ধ ও গন্ধর্ব জাতির বাসস্থান হিমালয়ের কোন স্থানে ছিল। হয়ত আধুনিক নেপালে সিদ্ধগণ থাকিতেন। গন্ধর্বগণ গান্ধারে থাকিতেন কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন। নেপাল হইতে বহু ব্যক্তি বঙ্গদেশে যাতায়াত করিতেন। সিদ্ধ কপিলের আশ্রম গঙ্গাসাগরের নিকট কোথাও থাকা অসম্ভব নহে: পরে এই ইতিহাসের সহিত সগরসন্তানদের জ্বরে মৃত্যুর ইতিহাস হয়ত জড়িত হইয়াছে।

।৩১২। পুরাকালে খাল খনন ও পূর্তাদি কার্যে প্রাচীনগণ প্রসিদ্ধ ছিলেন। নীল নদের বাঁধ প্রাচীন কীর্তি। উইলিয়ম্ উইল্‌কক্স প্রমুখ আধুনিক ইঞ্জিনিয়রগণের মতে ভাগীরথী মনুষ্যখনিত কৃত্রিম খাল। উইল্‌কক্স বলেন বঙ্গদেশের আরও অনেক নদী প্রাকৃতিক নদী নহে কিন্তু খনিত খাল। কালক্রমে তাহারা নদীরূপ ধারণ করিয়াছে।

১১০। শাপ ও বর

।৩১৩। কাহারও কোন গুরুতর অনিষ্ট ঘটিলে আমরা এখনও বলি তাহা অদৃষ্ট বা কর্মফল অথবা কোন পাপের ফল অথবা কাহারও অভিশাপের ফল। হিন্দু অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাসী। ইন্দ্র দৈত্যহস্তে নির্জিত ও রাজ্যচ্যুত হইলেন; পুরাণকার বলিলেন, দুর্বাসার শাপে ঐরূপ ঘটিল। যদুবংশের কেহ রাজা হন নাই, পুরাণে আছে যযাতিশাপে ঐরূপ হইয়াছিল। অপর পক্ষে কেহ কোন বিষয়ে লাভবান হইলে পুরাণকার বলেন

দেবতা বা ঋষির বরের প্রভাবে তাহা ঘটিয়াছে। কার্তবীর্যার্জুন দত্তাত্রেয়ভক্ত, পরাক্রান্ত ধার্মিক ও সপ্তদ্বীপাধিপতি রাজা ছিলেন, তাঁহার সেনা সহস্র দলে বিভক্ত ছিল, তিনি কাহারও নিকট পরাজিত হন নাই। শেষে জামদগ্ন্য রামের হস্তে তাঁহার পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে। পৌরাণিক ভঙ্গিতে এই সকল ঘটনা বিবৃত হইয়া দাঁড়াইল 'ইনি অত্রিকুলপ্রসূত ভগবানের অংশ দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়া এই কয়েকটি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহস্র বাহু হয়, অধর্মে প্রবৃত্তি না হয়, তিনি ধর্মানুসারে পৃথিবী জয় করিতে পারেন, ধর্মানুসারে পৃথিবী পালন করেন, শত্রুগণের নিকট পরাজিত না হন, সমুদায় লোকে বিখ্যাত পুরুষ হইতে তাঁহার মৃত্যু হয়॥' বি। বসাক ।৪।১১।৩॥ সত্রাজিৎ 'কোন তাম্রবর্ণ উজ্জ্বল হ্রস্বশরীরবিশিষ্ট ঈষৎ পিঙ্গলনয়ন' পুরুষের নিকট হইতে স্যমন্তক নামক মণি লাভ করিয়াছিলেন। পুরাণে আছে সূর্য সত্রাজিতের আরাধনায় তুষ্ট হইয়া পূর্ববর্ণিত পুরুষরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ও তাঁহাকে মণি দিলেন। বামন বিষ্ণু বিরোচনপুত্র বলিকে রাজ্যচ্যুত করেন। এই বলির বহু কাল পরে বলি নামে অপর এক রাজা দক্ষিণদেশে রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন। পুরাণ বলিলেন, বিষ্ণুভক্ত বিরোচনপুত্র বলিকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বিষ্ণু বর দিলেন যে সাবর্ণিক মন্বন্তরে পাতালে তুমি রাজা হইবে। বরদান বা অভিশাপের ফল অতিপ্রাকৃত হইলেও তদুপলক্ষিত ঘটনাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কারণ নাই। ঘটনা ঘটিবার পর শাপ বা বর কল্পনা করা হয়।

১১১। রাক্ষস

।৩১৪। কেহ কেহ মনে করেন পুরাণোক্ত রাক্ষস গন্ধর্বাদির ন্যায় এক পৃথক জাতি ছিল কিন্তু ইহার প্রমাণাভাব। বিষ্ণুপুরাণে আছে, সেই ভগবান (ব্রহ্মা) ক্ষুধাগ্রস্ত হইয়া অন্ধকারে ক্ষুৎক্ষামদিগের সৃষ্টি করিলেন; তাহারা বিরূপ ও শ্মশ্রুল হইল এবং প্রভুর প্রতি ধাবমান হইয়া বলিল, ইঁহাকে রক্ষা করিও না; তাহারা রাক্ষস নামে পরিচিত হইল। অন্যে যাহারা বলিল, ইঁহাকে খাও তাহারা যক্ষণ (বা জক্ষণ বা ভক্ষণ) হেতু যক্ষ নাম পাইল; অপ্রিয়দর্শন তাহাদের দেখিয়া ব্রহ্মার কেশসকল হীন বা মস্তক হইতে চ্যুত হইল এবং পুনরায় তাঁহার মস্তকে আরোহণ করিল। তাহারা (কেশসকল) মস্তকে সর্পণ (আরোহণ) করায় সর্প নামে পরিচিত হইল এবং হীন অর্থাৎ চ্যুত হওয়ায় অহি নাম প্রাপ্ত হইল; অনন্তর জগৎস্রষ্টা (ব্রহ্মা) ক্রুদ্ধ হইয়া (তাহাদিগকে) ক্রোধাত্ম করিলেন, তাহারা কপিশবর্ণ, উগ্রস্বভাব, পিশিতাশন (আমমাংসভোজী) ভূত (প্রাণী)

হইল ॥ বি।১।৫।৪০-৪৪ ॥ শ্লোকোক্ত অহি বা সর্প সরীসৃপ নহে। পরবর্তী ৪৯-৫১ শ্লোকে আছে ত্রেতাযুগমুখে ব্রহ্মা নানা পশু ও সরীসৃপ সৃজন করিলেন। সৃষ্টিব্যাপার সংক্রান্ত এই ত্রেতাযুগ দৈব মানের বুঝিতে হইবে।

।৩১৫। উপরি উক্ত শ্লোকগুলি বিচার করিলে দেখা যাইবে সভ্য মনুষ্যের শত্রু দুই প্রকার সমাজবহির্ভূত দল ছিল, এক রাক্ষস ও দ্বিতীয় যক্ষ। রাক্ষসগণ বিরূপ, শ্মশ্রুল ও সর্বদাই ক্ষুধাতুর; মনুষ্য বধ করিয়া ও লুটপাট করিয়া ইহারা জীবন যাপন করিত। হয়ত আদিতে অনার্যগণের মধ্যেই রাক্ষস দল দেখা যাইত। যজ্ঞাদির জন্য ধনসামগ্রী ও প্রচুর খাদ্যাদি সংগৃহীত হইলে রাক্ষসগণ লুটপাট করিয়া লইবে এই ভয়ে ঋষিগণ সর্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন; ঋগবেদেও বহু স্থানে যজ্ঞপণ্ডকারী রাক্ষসের উল্লেখ আছে। রাক্ষসগণ অন্ধকারে প্রবল হইত। রাক্ষসের অপর নাম নিশাচর। ইহারা ক্ষুৎক্ষামা অর্থাৎ সর্বদাই অভাবগ্রস্ত। আমরা এখন ডাকাত, চোর, গুণ্ডা বলিলে যাহা বুঝি পুরাকালে রাক্ষস বলিলে তাহাই বুঝাইত। আর্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ রাক্ষসবৃত্তি অবলম্বন করিতেন; রাজা কল্মাষপাদ কিছু কাল রাক্ষস হইয়া নরহত্যা ও লুটপাট করিয়াছিলেন পুরাণে তাহার উল্লেখ আছে। রাবণ ব্রাহ্মণ এবং রাজা হইয়াও সীতাহরণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ রাজ্যে রাজা ছিলেন এবং পররাজ্যে রাক্ষসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া লুটপাট করিতেন। এখনও যেমন কেহ কেহ গুণ্ডা বা ডাকাত লাগাইয়া শত্রুনির্যাতনের চেষ্টা করেন পুরাকালেও সেইরূপ হইত। বিশ্বামিত্র রাক্ষস লাগাইয়া পুরাণকার পরাশরের পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে পরাশর ক্রুদ্ধ হইয়া বহু নিশাচর দগ্ধ করেন।

১১২। যক্ষ

।৩১৬। আদি যক্ষগণ নরখাদক ছিল। পরবর্তী কালে সুসভ্য যক্ষ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কুবের ইহাদের রাজা। এই যক্ষ ও আদি যক্ষ এক জাতি কি না বলিতে পারি না। পুরাণে আদি যক্ষগণকে কপিশবর্ণ, উগ্রস্বভাব, নরখাদক ও আমমাংসভোজী বলা হইয়াছে; তাহারা দুই দলে বিভক্ত ছিল, এক দল মুণ্ডিতমস্তক ও অপর দল বড় চুল রাখিত। প্রথম দল অহি ও দ্বিতীয় দল সর্পজাতি বলিয়া পরিচিত ছিল। কিছু কাল পূর্বেও আসাম প্রদেশে দুই প্রকার নরখাদক নাগা জাতি ছিল; এক দল চুল রাখিত ও

অপরে মুণ্ডিতমস্তক ; মুণ্ডিতমস্তক নাগাগণ 'চুলিকাটা নাগা' নামে প্রসিদ্ধ। ইহারাই সর্প ও অহি কি না বলিতে পারি না।

১১৩। জাম্ববান

।৩১৭। শ্রীকৃষ্ণ ভল্লুকরাজ জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জাম্ববান যে বাস্তবিক ভল্লুক ছিলেন না বিষ্ণুপুরাণে তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। জাম্ববান শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন 'অসুর, সুর, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস প্রভৃতি (স্বর্গাদিবাসিগণ) যখন মিলিত হইয়াও ভগবানকে জয় করিতে পারগ নহে, তখন আমার মত অবনীতলবাসী অল্পবীর্য তির্যকযোনির ন্যায় ব্যবহারসম্পন্ন নরাবয়বধারীর কথাই নাই।' জাম্ববান কোনও অনার্যজাতীয় রাজা ছিলেন।

১১৪। কল্মাষপাদ, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু

।৩১৮। বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ চতুর্থ অধ্যায়ে কল্মাষপাদ রাজার কাহিনী আছে। ইক্ষ্বাকুবংশে ভগীরথের ৮ পুরুষ পরে রাজা সুদাস। সুদাসের পুত্র সৌদাস মিত্রসহ। 'একদা এই মিত্রসহ বনগমন করিয়া দুইটি ব্যাঘ্র দেখিতে পাইলেন।...মিত্রসহ সেই ব্যাঘ্রদ্বয়ের মধ্যে একটিকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলেন। বাণবিদ্ধ ব্যাঘ্র মরিবার সময় করালবদন ভীষণাকৃতি রাক্ষস হইল। আমি তোমাকে প্রতিফল প্রদান করিব, এই কথা বলিয়া দ্বিতীয় ব্যাঘ্র অন্তর্হিত হইল।

।৩১৯। কিছু কাল গত হইলে এক সময় সৌদাস যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন।...ঐ রাক্ষস সূদবেশ (পাচক) ধারণপূর্বক...মনুষ্যের মাংস পাক করিয়া রাজার নিকট সমর্পণ করিল। রাজাও হিরণ্ময় পাত্রস্থিত মাংস গ্রহণ করিয়া বশিষ্ঠের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ যখন আগমন করিলেন তখন রাজা তাঁহাকে সেই মাংস নিবেদন করিলেন।...(বশিষ্ঠ) জানিতে পারিলেন যে তাহা মনুষ্যমাংস। অনন্তর তিনি ক্রোধে কলুষিতহৃদয় হইয়া রাজাকে শাপ প্রদান করিলেন যে এই মাংস অস্মদ্বিধ তপস্বিগণের যে অখাদ্য তাহা তুমি জ্ঞাত থাকিয়াও যখন আমাকে প্রদান করিয়াছ, তখন তোমার মন ইহাতেই লোলুপ হইবে (তুমি রাক্ষস হইবে)।...মহর্ষি যখন সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন তখন তিনি রাজার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া (কহিলেন যে) চিরকাল তোমাকে পিশিতাশন হইয়া থাকিতে হইবে না, কেবল দ্বাদশ বৎসর মাত্র নরমাংসভোজী

হইয়া থাকিবে। অনন্তর রাজাও সলিলাঞ্জলি গ্রহণপূর্বক মহর্ষিকে প্রতিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন রাজমহিষী মদয়ন্তী অনেক অনুনয়বিনয়পূর্বক কহিলেন যে, এই ভগবান মহর্ষি আমাদের গুরু, আচার্য ও কুলদেবতাস্বরূপ, ইঁহাকে শাপ প্রদান করা তোমার উচিত হইতেছে না। তখন রাজা (সেই জলদ্বারা) স্বীয় পদদ্বয় সিক্ত করিলেন। সেই ক্রোধাশ্রিত জলদ্বারা তাঁহার পদদ্বয় কল্মাষ অর্থাৎ কৃষ্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ হইল। সেই অবধি তিনি কল্মাষপাদ নামে বিখ্যাত হইলেন। বশিষ্ঠশাপহেতু তিনি প্রত্যেক তৃতীয় রজনীতে রাক্ষসভাব প্রাপ্ত হইয়া অরণ্যে পরিভ্রমণপূর্বক বহুসংখ্যক মনুষ্য ভক্ষণ করিতেন। একদা তিনি ভার্যার সহিত সঙ্গত কোন মুনিকে দেখিতে পাইলেন।...ব্রাহ্মণী অনেক অনুনয় ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজা ব্যাঘ্র যেমন পশুকে ভক্ষণ করে, তাহার ন্যায় সেই ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণী...রাজাকে শাপ প্রদান করিলেন ..তুমি যখনই স্ত্রীসম্ভোগে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই তুমি কলেবর পরিত্যাগ করিবে।..অনন্তর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে রাজা কল্মাষপাদ শাপ হইতে মুক্ত হইলেন।...রাজা (ব্রাহ্মণীশাপ-ভয়ে) স্ত্রীর সহবাস পরিত্যাগ করিলেন। পরে তাঁহার সন্তান না থাকাতে তিনি পুত্রোৎপাদনার্থ বশিষ্ঠের নিকট প্রার্থনা করিলে বশিষ্ঠ মদয়ন্তার গর্ভাধান করিলেন। অনন্তর সপ্ত বৎসর অতীত হইল তথাপি সেই গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইল না। তখন সেই রাজমহিষী অশ্ম (প্রস্তর) দ্বারা সেই গর্ভে আঘাত করিলেন। তাহাতে একটি পুত্র উৎপন্ন হইল। এই রাজকুমার অশ্মক নামে বিখ্যাত হইলেন॥' বি। বসাক ।৪।৪। অনুবাদ॥

।৩২০। উপরি উক্ত পৌরাণিক কাহিনী হইতে দেখা যায় যে রাজা কল্মাষপাদ রাক্ষসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নরহত্যা ও লুটপাট করিতেন। বশিষ্ঠ তাঁহার কুলগুরু ও আচার্য ছিলেন, তিনি তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই এবং নরহত্যা ও লুণ্ঠনলব্ধ নরমাংসস্বরূপ কোন অর্থও রাজার নিকট তিনি গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। রাজা দ্বাদশ বৎসর পরে পাপকার্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন। অনুমান হয় রাজার কোনও নিসর্গজ (hereditary) দোষ ছিল সে জন্য পুণ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহার পাপাচারে মতি হইয়াছিল। কল্মাষপাদ নিসর্গজ দোষ বলিয়াই মনে হয়। পুরাণে দেখা যায় পাণ্ডু পাণ্ডুবর্ণের ছিলেন; তাঁহার ধবল ছিল (leucoderma)। ধবলও নিসর্গজ দোষ; পাণ্ডুর ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রও নিসর্গজ দোষে জন্মান্ধ ছিলেন। রাজা কল্মাষপাদ ও পাণ্ডু উভয়েরই সন্তানপ্রজননক্ষমতা ছিল না। পাণ্ডু স্ত্রীসংসর্গকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং কল্মাষপাদও মৃত্যুভয়ে স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ধবলরোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীসংসর্গ

মৃত্যুজনক, বোধ হয় পুরাকালে এই ধারণা প্রচলিত ছিল। ইহার মূলে কোন সত্য আছে কি না বলিতে পারি না। পাণ্ডু, কল্মাষপাদ ও ধবল এক রোগ কি না নিশ্চিত বলিতে পারি না। ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণ পাণ্ডুপত্নীগণের গর্ভাধান করেন; পাণ্ডু তখন দেবরাজ্যে হিমালয়ের পরপারে বাস করিতেছিলেন। পৌরাণিক যুগে কাহারও সন্তান না হইলে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্বামীর ভ্রাতা বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা মুনি ঋষিকে নিয়োগ করা হইত; এই প্রকারে উৎপন্ন সন্তানকে ক্ষেত্রজ সন্তান বলা হইত। সমাজে তখন এই প্রথা নিন্দনীয় ছিল না। পাণ্ডুর পরবর্তী অন্য কোনও পৌরাণিক রাজার ক্ষেত্রজ সন্তান ছিল বলিয়া জানা নাই। অনুমান হয় পরিক্ষিতের পর হইতে এই প্রথা সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়াছিল। কল্মাষপাদ স্বীয় পত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য বশিষ্ঠকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; সাত বৎসর পরে মদয়ন্তী গর্ভধারণ করেন পৌরাণিক কাহিনীর ইহাই অর্থ।

১১৫। ইলা ও সুদ্যুম্ন

। ৩২১। বৈবস্বত মনুর ইলা নামে এক কন্যা ছিলেন। মিত্রাবরুণের প্রসাদে ইলাই মনুর সুদ্যুম্ন নামক পুত্র হইলেন। পুনরায় ঈশ্বরকোপে সুদ্যুম্ন স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলেন। চন্দ্রপুত্র বুধ সেই কন্যাতে অনুরক্ত হইয়া তাঁহাতে পুরূরবা নামক এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। পুরূরবা জন্মগ্রহণের পর ঋষিগণ যজ্ঞপুরুষরূপ ভগবানকে আরাধনা করায় ইলা পুনরায় পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া সুদ্যুম্ন হইলেন। পূর্বে স্ত্রী ছিলেন বলিয়া সুদ্যুম্ন রাজ্যভাগ পাইলেন না। তাঁহার ভ্রাতা মনুপুত্রগণ রাজ্যাধিকারী হইলেন কিন্তু বশিষ্ঠবচনে তাঁহার পিতা প্রতিষ্ঠান নামক নগর তাঁহাকে দান করিলেন। সুদ্যুম্ন সেই নগরী পুরূরবাকে দিয়াছিলেন। সুদ্যুম্নাবস্থায় ইলার তিন পুত্র হয়। ইঁহাদের নাম উৎকল, গয় ও বিনত॥ বি।৪।১।৬-১৩॥ ইলা ও সুদ্যুম্নের রহস্য বুঝিতে হইলে অগ্নিপুরাণ ২৭৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। অগ্নিপুরাণ বলিতেছেন ইলা 'সুদ্যুম্নতাং গতা'। বঙ্গবাসী সংস্করণ অগ্নিপুরাণের অনুবাদকের মতে 'সুদ্যুম্নতাং গতা' পদের অর্থ রাজা সুদ্যুম্নের সহিত সঙ্গতা হইয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে বুধের মাতা তারা যেমন বৃহস্পতি ও সোম এই দুই ব্যক্তির সহিত সঙ্গতা হইয়াছিলেন সেইরূপ ইলাও বুধ ও সুদ্যুম্ন উভয়কেই ভজনা করিয়াছিলেন। এরূপ আচরণ পুরাকালে তেমন গর্হিত বিবেচিত হইত না। তত্রাপি মনুকন্যা ইলার এই গ্লানি পুরাণকার রূপকের আবরণে বিবৃত করিয়াছেন।

১১৬। জনক, বশিষ্ঠ, গৌতম প্রভৃতি

।৩২২। এইগুলি সাধারণ নাম। জনকবংশীয় সকল রাজার নামই জনক, যেমন Kaiser। স্বর্গাধিপতির সাধারণ নাম ইন্দ্র। কৈলাসাধিপতির সাধারণ নাম রুদ্র বা মহাদেব। লঙ্কাধিপতির সাধারণ উপাধি রাবণ। বশিষ্ঠ, গৌতম প্রভৃতিও সাধারণ নাম। বহু বশিষ্ঠ ও গৌতম ছিলেন। ইক্ষ্বাকুবংশের কুলগুরু বশিষ্ঠগণ। একাধিক মুনি যাজ্ঞবল্ক্য নামে পরিচিত ছিলেন। নামসাদৃশ্যে পুরাণে অনেক স্থলে একের কীর্তি অপরে আরোপিত হইয়াছে। সমসাময়িক ব্যক্তিগণের পুরুষানুক্রম বিচার করিলে এই প্রকারের ভুল সহজেই নিরাকৃত হইবে। বিষ্ণু একাধিক ; নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়ের মধ্যে নারায়ণ, রুচিপুত্র যজ্ঞ, তুষিতার পুত্র তুষিত, সত্যার গর্ভজাত সত্য, হর্যাপুত্র হরি, সম্ভূতিপুত্র মানস, বিকণ্ঠাপুত্র বৈকুণ্ঠ, অদিতিপুত্র আদিত্য বামন, আদি বাসুদেব, দাশরথি রাম, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই পুরাণে বিষ্ণু নামে পরিচিত হইয়াছেন। ক্ষীরসমুদ্রের তীরস্থ রাজ্যের অধিপতিরাই অতি পুরাকালে বিষ্ণু নামে কথিত হইতেন। পরবর্তী কালে হরি, নারায়ণ, কৃষ্ণ প্রভৃতি বিষ্ণুরই বিভিন্ন নাম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

১১৭। হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ, নরসিংহ

।৩২৩। হিরণ্যকশিপু পুরাণে দৈত্যদিগের আদিপুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি কাল্পনিক ব্যক্তি নহেন। হিরণ্যকশিপু অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি তৎকালীন ইন্দ্রের নিকট হইতে স্বর্গরাজ্য অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। 'দেবগণ তাঁহার ভয়ে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া মানুষী তনু ধারণ করত অবনীতে বিচরণ করিয়াছিলেন॥' বি।১।১৬।৫॥ মানুষী তনু ধারণের অর্থ তাঁহারা ভারতবর্ষে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। ইলাবৃতবাসী দেবতা নামে পরিচিত ছিল এবং ভারতবাসী মনুর প্রজাগণকে মনুষ্য বলা হইত। পুরাকালে মনুষ্য শব্দের অর্থ এখনকার মত এত ব্যাপক ছিল না। হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর সমসাময়িক। এই বিষ্ণু বামন বিষ্ণুর পূর্ববর্তী। ইনি ইলাবৃতবর্ষেরও উত্তরে ক্ষীরোদসমুদ্রতীরে রাজত্ব করিতেন। অনুমান হয় প্রহ্লাদ স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া বিষ্ণুর পক্ষে গিয়াছিলেন॥ বি।১।১৭।৪১॥ বিষ্ণুপুরাণমতে হিরণ্যকশিপুর সহিত প্রহ্লাদের শেষে সদ্ভাব স্থাপিত হয়। 'মহাসুর অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার (প্রহ্লাদের) প্রতি প্রীতিমান হইলেন এবং সেই ধর্মজ্ঞ প্রহ্লাদও গুরু এবং পিতার

শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন'॥ বি।১।২০।৩১॥ অতঃপর নরসিংহরূপী বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে কেন বধ করিলেন বিষ্ণুপুরাণ তাহা বলেন নাই। স্তম্ভ বিদারণ করিয়া নরসিংহের আবির্ভাবের কথাও বিষ্ণুপুরাণে নাই। অনুমান হয়, হিরণ্যকশিপু কোন সিংহ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, তিনি বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন বলিয়া পরবর্তী কালে বিষ্ণুরূপী নরসিংহ কল্পিত হইয়াছে। কূর্ম। পূর্ব। ১৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। কূর্মমতে প্রহ্লাদ প্রথমে বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করেন পরে পরাজিত হইয়া মৈত্রী করেন। হিরণ্যকশিপু যুদ্ধ করিতে থাকিয়াই বিনষ্ট হন। হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে প্রহ্লাদের অন্যান্য ভ্রাতাদের নৃসিংহদেহসম্ভূত সিংহ বিনাশ করে॥ ৭৪॥ নৃসিংহদেহসম্ভূতৈঃ সিংহৈঃ নীতা যমক্ষয়ম্॥ কূর্ম। পূর্ব।২৫।৫৫ শ্লোকে 'নৃসিংহ-চর্মাবৃতভস্মগাত্রম্' শব্দ আছে। নৃসিংহ অর্থে নরসিংহ বা পুংসিংহ।

১১৮। কৃষ্ণের বাল্যলীলা

।৩২৪। যমলার্জুন ভগ্নকরণ, শকটক্ষেপণ ইত্যাদি কতিপয় শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা আচার্য যোগেশচন্দ্র জ্যোতিষিক রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই রূপকে সূর্য কৃষ্ণরূপে কল্পিত হইয়াছেন। 'দিবি আরোহণের ফলে' শ্রীকৃষ্ণের সূর্যরূপ ধারণ কিছুই বিচিত্র নহে, বিশেষ যখন দ্বাদশ আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ আদিত্য এবং শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। গীতায় কৃষ্ণ বলিতেছেন 'আদিত্যগণের মধ্যে আমিই বিষ্ণু।' পুতনা বাল্যরোগ বিশেষ (পেঁচোয় পাওয়া, tetanus neonatrum)। কৃষ্ণ এই রোগে আক্রান্ত হইয়াও মরেন নাই ইহাই পুতনাবধ রূপক।

১১৯। গোবর্ধন ধারণ

।৩২৫। গোপগণ পূর্বে আর্যজাতির অনুকরণে ইন্দ্রযজ্ঞ করিত। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তাহারা ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করিয়া গিরিপূজা ও গোপূজা আরম্ভ করিল। ইহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া অতিশয় বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গোপগণ যাযাবর জাতি, তাহাদের গৃহাদি ছিল না॥ বি।৫।১০।২৬, ৫৩॥ অরণ্যপ্রান্তে, পর্বততটে অর্ধচন্দ্রাকারে শকট সকল বিন্যস্ত করিয়া তাহার মধ্যে গোপগণ বাস করিত॥ বি।৫।৬।৩১॥ অতিবৃষ্টির জন্য তাহারা অত্যন্ত বিপর্যস্ত হইল। পর্বতমূল জলপ্লাবিত হওয়ায় বহু গাভী প্রাণত্যাগ করিল। তখন কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত উৎপাটিত করিয়া এক হস্তে ধারণ করিয়া রহিলেন ও গোপগণকে বলিলেন, তোমরা

গোসকল লইয়া পর্বততলে প্রবেশ কর, পর্বতপাতের ভয় করিও না। এই প্রকারে ইন্দ্রকোপ হইতে গোপগণ রক্ষা পাইল। পর্বত উৎপাটন ও পর্বতধারণের অর্থ এই যে কৃষ্ণ নিজবুদ্ধিবলে কোথাও পর্বত কাটিয়া জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং কোথাও বা পাথরের বাঁধ প্রস্তুত করাইয়া জলরোধ করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি প্লাবননিবারণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১২০। ষোড়শ সহস্র গোপিনী ও রাসলীলা

।৩২৬। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে গোপগণের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। গোপগণ যাযাবর জাতি। যাযাবর জাতিদের ভিতর স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইয়া নৃত্যগীতাদি সাধারণ প্রথা। ইহাকে রাস বলা হয়। কৃষ্ণ গোপযুবক ও যুবতীগণ সহ রাসনৃত্য করিতেন। দিনান্তে চন্দ্রমাশালিনী রজনীতে রাস অনুষ্ঠিত হয়। বিষ্ণুপুরাণ ৫।১৩।২৩ শ্লোকে আছে 'রাসক্রীড়ারম্ভে উৎসুক গোবিন্দ, গোপীগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া শরচ্চন্দ্রমনোরমা রাত্রির মান বৃদ্ধি করিলেন।' যাযাবর জাতির মধ্যে সতীত্বের উচ্চ আদর্শ দেখা যায় না এবং পুরাকালে পুরুষের একাধিক নারীর প্রতি আসক্তিও দূষণীয় বিবেচিত হইত না। তৎকালীন সামাজিক আদর্শের হিসাবে কৃষ্ণের ব্যবহারে কোন দোষ স্পর্শে নাই। পরবর্তী কালে সামাজিক আদর্শ পরিবর্তিত হইলেও কৃষ্ণভক্তগণ রাসলীলাকে দোষের মনে করেন নাই; কৃষ্ণকে দেবতার আসন দেওয়ায় রাসক্রীড়া দেবতার লীলারূপে বিবেচিত হইয়াছে। কেহ বা রূপক হিসাবেও ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, বিষ্ণু ও মৎস্য পুরাণে গোপিনীদের কোন সংখ্যার উল্লেখ নাই, তবে কৃষ্ণের যে ১৬০০০ নারী ছিল এ কথা উভয় পুরাণই বলিতেছেন। এই নারীগণকে গোপিনী বলা হয় নাই। স্যমন্তক উপাখ্যানে কৃষ্ণ বলিতেছেন 'অশুচিনাধ্রিয়মানমাধারমেব হন্তি॥ অতোঽহমস্য ষোড়শস্ত্রীসহস্র-পরিগ্রহাদসমর্থো ধারণে॥ কথমৈতৎ সত্যভামা স্বীকরোতু আর্যেণ বলভদ্রেনাপি মদিরা-পানাদ্যশেষোপভোগপরিত্যাগঃ কথং কার্য্যঃ॥' বি ৪।১৩।৬৮-৭০॥ অর্থাৎ, 'অশুচি অবস্থায় ধারণ করিলে ইহা (স্যমন্তক মণি) ধারণকর্তাকে বিনাশ করে। আমি ষোড়শ সহস্র স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়াছি, অতএব আমি ইহা ধারণে অসমর্থ। সত্যভামাই বা কিরূপে ইহা গ্রহণ করিবেন? আর্য বলভদ্রই বা কি প্রকারে মদিরাপানাদি অশেষ উপভোগ পরিত্যাগ করিবেন?'

। ৩২৭। মৎস্যপুরাণে এই ষোড়শ সহস্র নারীর প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়। মৎস্যের সপ্ততিতম অধ্যায়ে ব্রহ্মা বলিতেছেন 'পণ্যস্ত্রীণাং সদাচারং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ' ॥ ম ।৭০।১ ॥ অর্থাৎ, 'আমি পণ্যস্ত্রীগণের অর্থাৎ বেশ্যাগণের সদাচারের সম্যক বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।' উত্তরে ঈশ্বর বাসুদেবের ষোড়শ সহস্র রমণীর বৃত্তান্ত বলিলেন। এই বৃত্তান্ত হইতে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি,

ঈশ্বর কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন, হে অম্বুজোদ্ভব, সেই যুগে বাসুদেবের ষোড়শ সহস্র নারী হইবেন। সেই নারীগণ একদা পানাসক্ত হইয়া শাম্বের প্রতি অভিলাষদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তাহাতে কৃষ্ণ অভিশাপ দেন যে তাহারা দস্যুকর্তৃক লুণ্ঠিত হইবে। কৃষ্ণ আরও বলেন যে দাল্‌ভ্য ঋষির উপদেশে তাহারা এক ব্রত আচরণ করিলে দাসত্ব হইতে উদ্ধার পাইবে। কৃষ্ণের মৃত্যুর কিছু দিন পরে দাল্‌ভ্য ঋষির দর্শন পাইয়া সেই নারীগণ দ্বারকার বিবিধ ভোগবিলাস ও দ্বারকাবাসী দেবরূপ সুন্দর সুন্দর কুমারগণকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঋষিকে প্রশ্ন করিল দস্যুগণ কর্তৃক বলপূর্বক উপভুক্ত হওয়ায় তাহারা স্বধর্মচ্যুত হইয়াছে, কি করিলে তাহারা দাসত্ব হইতে উদ্ধার পাইবে এবং বেশ্যাদিগের ধর্মই বা কি ? দাল্‌ভ্য কহিলেন, তোমরা অপ্সরা অর্থাৎ স্বর্গবেশ্যা ছিলে। পুরাকালে দেবাসুরযুদ্ধে দানব, অসুর, দৈত্য ও রাক্ষসগণ নিহত হইলে তাহাদের শত শত সহস্র সহস্র পত্নীগণকে এবং বলপূর্বক উপভুক্ত অন্যান্য নারীগণকে বাগ্মীবর দেবরাজ বলিয়াছিলেন, তোমরা রাজধানীতে ও দেবপুরী প্রভৃতি স্থানে বেশ্যাধর্ম অবলম্বনপূর্বক অবস্থান কর। শুল্ক লইয়া তোমরা সকল ব্যক্তিকেই ভজনা করিবে, কিন্তু 'দাম্ভিক' অর্থাৎ শঠকে (শুল্কবঞ্চনাকারীকে) সেবা করিবে না। তোমরা অনঙ্গব্রত আচরণ কর। ব্রতমন্ত্র যথা, হে কেশব, কমলা যেমন তোমার দেহ হইতে কোথাও গমন করেন না, সেইরূপ আমার দেহ হইতেও কোথাও যাইও না। এই ব্রত আচরণ করিয়া বেশ্যা অধর্ম হইতে মুক্ত হইবে এবং মাধবলোকে তাহার বাস হইবে॥' ম। ৭০ ॥

। ৩২৮। পণ্যনারীগণ বিনা পণে বলপূর্বক দস্যুগণ কর্তৃক ধর্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই মৎস্যপুরাণে তাহারা স্বধর্মচ্যুত হইয়াছিল বলা হইয়াছে। এখানে সতীত্বহানির প্রশ্ন উঠে না। পুরাকালে বেশ্যাগণ এখনকার মত সমাজবহির্ভূত ছিল না। গোষ্ঠী, রাস প্রভৃতিতে বেশ্যাগণ আমন্ত্রিত হইত। রাজপুতানায় এখনও বিবাহের মিছিলে বেশ্যাকে পুরোগামিনী করা হয়। বাঙ্গালাদেশেও বিবাহে ও দুর্গোৎসবে বেশ্যাগৃহের মৃত্তিকা অনুষ্ঠানের আবশ্যক সামগ্রী। বেশ্যা যাহাতে উৎপীড়িত না হয় পুরাকালে রাজা সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

বেশ্যারা রাজাশ্রিত বলিয়া রাজার নারী। শ্রীকৃষ্ণ এক জন যদুপ্রধান ছিলেন। পণ্যস্ত্রীগণের রক্ষার ভার তাঁহার উপর অর্পিত ছিল মনে হয়। দ্বারকাবাসী ষোড়শ সহস্র বেশ্যাগণের তিনিই প্রভু ছিলেন, এই জন্যই স্যমন্তক উপাখ্যানে কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে তিনি ষোড়শ সহস্র স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়াছেন। ব্রজের গোপী ও দ্বারকার পণ্যস্ত্রী পরবর্তী কালে এক হইয়া গিয়াছে অথবা যাযাবর গোপজাতি হইতেই হয়ত অধিকসংখ্যক পণ্যস্ত্রী আসিত। কথিত আছে, কৃষ্ণের মৃত্যুর পর এই ষোড়শ সহস্র নারীগণের অনেকে ইচ্ছাপূর্বক অর্জুনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দস্যুগণকে ভজনা করিয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, গীতার কৃষ্ণ ও রাসবিহারী বংশীধারী ষোড়শ সহস্র নারী পরিগ্রহকারী কৃষ্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি, কারণ তাহা না হইলে তাঁহাদের মতে বিষ্ণুঅবতার কৃষ্ণের চরিত্রে সামঞ্জস্য থাকে না। এইরূপ উক্তির কোন মূল্য নাই।

১২১। বিবাহ

।৩২৯। পুরাকালে পুরুষে বহু বিবাহ করিতেন। রাজগণ ও ঋষিগণের বহু পত্নী থাকার কথা পুরাণে দৃষ্ট হয়। রাজবংশের অনেক কন্যা ঋষিপত্নী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করিতে বাধিত না। কোন কোন জাতি বা সমাজে স্ত্রীলোকেরও বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। মারিষানাম্নী কণ্ডুকন্যাকে দশ জন প্রচেতা একত্রে বিবাহ করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী প্রসিদ্ধ। অনেকে মনে করেন স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ অনার্যপ্রথা কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই।

।৩৩০। পুরাণে আট প্রকার বিবাহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, যথা, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পিশাচ। যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্ম বলিয়া মহর্ষিরা নির্দেশ করিয়াছেন তদনুসারেই বিবাহ কর্তব্য। পৈশাচ বিবাহ বিধেয় নহে॥ বি।৩।১০।২৫, ২৬॥ এই বিবাহবিভাগ অতি প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। যে সম্প্রদায়ে যে প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল সেই সম্প্রদায়ের নামানুযায়ী বিবাহভেদ কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম বিবাহ ব্রাহ্মণদিগের আদর্শানুযায়ী ; স্বীয় শক্তি অনুসারে অলঙ্কৃতা কন্যা পূর্বনির্ণীত পাত্রকে আহ্বান করিয়া দান করার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ। বঙ্গদেশের ভদ্রসমাজে এখন ব্রাহ্ম বিবাহই সমধিক প্রচলিত। যজ্ঞোপলক্ষে কন্যাসমর্পণ দৈব বিবাহ ; ইলাবৃতবর্ষে দেবগণ যজ্ঞপ্রিয় ছিলেন ; এখন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্মানার্থ যেমন ভোজ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে পুরাকালেও সেইরূপ প্রথা ছিল। এইরূপ ভোজের নাম যজ্ঞ। এখনও ভোজকে

আমরা 'যগ্যি' বলি। ক্রমে যজ্ঞ ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ অনেক যজ্ঞে সশরীরে আসিয়া নিমন্ত্রণরক্ষা, সোমপান ও আহারাদি করিতেন। পরবর্তী কালে যজ্ঞে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে খাদ্য দ্রব্যাদি দেওয়া হইত। মনোনীত পাত্রকে যজ্ঞে আমন্ত্রণ করিয়া কন্যাদান করার নাম দৈব বিবাহ। বরের নিকট হইতে শুল্ক হিসাবে গোধন লইয়া যে কন্যাসম্প্রদান তাহা আর্ষ বিবাহ। ঋষিসমাজে এই বিবাহ দেখা যাইত। কোন বিশেষ অনুষ্ঠান না করিয়া যুবক-যুবতী স্বামী-স্ত্রীর মত সংসারধর্ম পালন করিলে তাহা প্রাজাপত্য বিবাহ। দক্ষাদি প্রজাপতির সময় বংশবৃদ্ধি বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল; প্রাজাপত্য বিবাহ সেই সময়কার প্রথা। অসুরগণের মধ্যে কন্যার পিতাকে পণ হিসাবে বরকে ধনরত্ন দিতে হইত। এই প্রকার বিবাহের নাম আসুর বিবাহ। আর্ষ বিবাহেও বরকে পণ দিতে হইত কিন্তু তাহা অতি সামান্য নিয়মরক্ষা মাত্র; দুইটি গো দিলেই বর আর্ষ বিবাহ করিতে পাইতেন। গান্ধর্ব বিবাহ আধুনিক কোর্টশিপ করিয়া বিবাহের ন্যায়; গন্ধর্ব জাতিদের মধ্যে এই বিবাহ সমধিক প্রচলিত ছিল। ক্ষত্রিয় রাজগণও গন্ধর্ব ও রাক্ষস বিবাহ করিতেন। কন্যাকে রাক্ষসের ন্যায় লুণ্ঠন বা যুদ্ধে হরণ করিয়া বিবাহের নাম রাক্ষসবিবাহ। ছলনার দ্বারা কন্যাহরণ করা পিশাচবিবাহ। পিশাচবিবাহ নিন্দিত ছিল। ব্রাহ্ম বিবাহেও কন্যার সম্মতি অনেক ক্ষেত্রে বিবাহের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। স্বয়ম্বরে কন্যা নিজেই পাত্রনির্বাচন করিত। রাজা মান্ধাতা কন্যাপ্রার্থী সৌভরি ঋষিকে বলিয়াছিলেন 'আমাদের কুলের এই প্রকার নিয়ম যে কন্যা সৎকুলোৎপন্ন যে বরকে মনোনীত করে তাহাকেই কন্যা প্রদান করা যায়' ॥ বি ।৪।২।২৬॥ সময় সময় একের পত্নী অপরে হরণ করিতেন। চন্দ্র বৃহস্পতিপত্নী তারাকে হরণ করেন। চন্দ্রের ঔরসে তারার বুধ নামক পুত্র জন্মে। পরে চন্দ্র তারাকে বৃহস্পতির নিকট প্রত্যর্পণ করেন। বৃহস্পতি তারাকে ফিরাইয়া লইতে দ্বিধা করেন নাই। মনুকন্যা ইলা বুধ ও সুদ্যুম্ন উভয়ের সহিত সঙ্গতা হইয়াছিলেন। পুরাকালের সতীত্বের আদর্শ এখনকার মত ছিল না। ত্রিশঙ্কু অপরের মনোনীত কন্যা হরণ করেন। নারীধর্ষণ নিবারণের জন্য পরবর্তী কালে রাজগণের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। 'গ্রামে কোন উপদ্রব উপস্থিত হইলে, গৃহাদির পতনে এবং কাহারও দ্বারা কোন রমণী আক্রান্ত হইলে যাহারা সেই সকল উপদ্রব নিবারণজন্য শক্তি অনুসারে তৎপ্রতি ধাবিত না হয়, রাজা তাহাদিগকে সপরিচ্ছদ নির্বাসিত করিবেন ॥ ম ।২২৭।১৭০, ১৭১ ॥

১২২। সুতোৎপত্তি

।৩৩১। পুরাণে কথিত আছে রাজা পৃথুর দ্বারা অনুষ্ঠিত পৈতামহ যজ্ঞে সূত ও মাগধ প্রথম জন্মগ্রহণ করেন। মুনিগণ তাঁহাদিগকে পৃথু রাজার স্তুতিগান করিতে বলিলেন। তদনন্তর সূত ও মাগধ বিপ্রগণকে বলিলেন 'এই রাজাও অদ্য জন্মিয়াছেন, ইঁহার কীর্তিকলাপ আমাদের কিছু জানা নাই।' মুনিগণ বলিলেন 'রাজচক্রবর্তী পৃথু যে সকল কর্ম করিবেন তোমরা তাহাই কীর্তন কর।' ভারতে পৃথু রাজার সময় প্রথম পৌরাণিক নিযুক্ত হইল। আধুনিক ভাষায় সূত ও মাগধ হিস্টরি লেখার জন্য নিযুক্ত হইলেন। বায়ুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে পৃথুর যজ্ঞকালে সামগান হইতে থাকিলে ভ্রমক্রমে ইন্দ্রের হবির সহিত বৃহস্পতির হবি মিশ্রিত হইয়া যায়, তাহাতেই সূত উৎপন্ন হয়। যজ্ঞভূমিতে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে খাদ্যাদি নিবেদন করা প্রথা। ভারতবর্ষ পুরাকালে আদিতে ইলাবৃতবর্ষাধিপতি ইন্দ্রের অধীন ছিল। স্বায়ম্ভুব হইতে আরম্ভ করিয়া চাক্ষুষ মনুকাল পর্যন্ত ভারতে কোন স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না বলিয়া মনে হয়। এই কালান্তর্গত সমস্ত রাজাই ইন্দ্রের প্রতিভূরূপে ভারত শাসন করিয়াছিলেন এই জন্য যজ্ঞে সম্রাট ইন্দ্রই যজ্ঞপুরুষ কল্পিত হইতেন। বেণ রাজাই সর্বপ্রথম ইন্দ্রের বশ্যতা অস্বীকার করেন কিন্তু পৃথুই প্রথম স্বাধীন একচক্রবর্তী ভারতসম্রাট হন এবং তদুপলক্ষে পৈতামহ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। 'আদিরাজো মহারাজঃ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্।' যজ্ঞে সামগানকালে ইন্দ্রের স্তুতিকীর্তন না হইয়া তাঁহারই স্তুতিগান হইয়াছিল। তখন পর্যন্ত ইন্দ্র দেবতা হন নাই। ঋক্‌বেদের পুরাতন ঋক্‌গুলিতে ইন্দ্র এক শূর বীর শত্রুহন্তারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। পরবর্তী কালে দিবি আরোহণের ফলে ইন্দ্র সূর্য ও বৃষ্টিকারী দেবরূপে পরিগণিত হন এবং এই কল্পিত ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে তখন যজ্ঞে হবি প্রদত্ত হইতে থাকে। আদি যজ্ঞ সামাজিক অনুষ্ঠান বা ভোজ মাত্র; পরবর্তী কালের যজ্ঞ ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। আদি যজ্ঞে ইন্দ্রের পূর্ববর্তী কোন বীর পুরুষ, যথা, বিষ্ণু ইত্যাদি 'দেবতা' কল্পিত হইতেন। পুরাণে কথিত আছে ইন্দ্র বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পৃথুযজ্ঞে ইন্দ্রের পরিবর্তে যে পৃথুর স্তুতিবাদ হইয়াছিল, পরবর্তী পুরাণকার সে ঘটনা জানিতেন এবং যাহাতে ইন্দ্রের 'দেবত্ব' ক্ষুণ্ণ না হয় সেই জন্য ভ্রমজনিত হবিসংমিশ্রণে এই প্রকার ঘটিয়াছিল বলিয়াছেন। বৃহস্পতি পরবর্তী কালে বিদ্যার দেবতা কল্পিত হইয়াছিলেন। গাথা বা সাম রচনায় বৃহস্পতির কৃপা আবশ্যক, এই জন্যই বৃহস্পতির হবি কল্পনা।

১২৩। অষ্টাবিংশতি বেদব্যাস

।৩৩২। পুরাণে আছে প্রতি দ্বাপর যুগে এক জন করিয়া বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। বেদ বিভাগ করাই বেদব্যাসের কার্য। আদিতে সমস্ত বেদ একত্র ছিল এবং প্রধানত যজনকার্যে বেদ প্রযুক্ত হওয়ায় সমগ্র বেদ যজুর্বেদ নামে অভিহিত হইত॥ বি।৩।৪।১১॥ ব্যাসগণ নানা ভাবে বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। ঋষি, দেবতা, ছন্দ, অষ্টক, মণ্ডল, সূক্ত প্রভৃতি বিভাগ বেদব্যাসদিগের কীর্তি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামক বেদব্যাসই প্রথমে বেদকে ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহার পূর্ববর্তী কালে তিন বিভাগ প্রচলিত ছিল, এই জন্য বেদকে ত্রয়ী বলা হইত। চারি বেদের উল্লেখ থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে তাহা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পরবর্তী॥ বা।১।১৭৯॥ অনেকে মনে করেন যে অথর্ব বেদ সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন। এ ধারণা ভুল। আদিতে অথর্ব বেদ ত্রয়ীর অন্তর্গত ছিল। শ্রেণীবিভাগের ফলে কতক সূক্ত পৃথক করায় তাহা অথর্ব বেদ নামে পরিচিত হইল। ঋক্ প্রভৃতি সকল বেদেই প্রাচীন ও অর্বাচীন অংশ আছে। অথর্ব বেদের কোন কোন সূক্ত অতি প্রাচীন।

।৩৩৩। বেদশাস্ত্র ক্রমশ বর্ধিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। যজ্ঞে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতির অভ্যর্থনা ও কীর্তিবর্ণনকল্পে যে সকল মন্ত্র রচিত হইত তাহা বেদে ধৃত হইয়াছে। ইলাবৃতবর্ষের সম্রাট ও শক্রহন্তারূপে ইন্দ্রের স্তব আছে, আবার 'দেবতা' হিসাবেও ইন্দ্রের স্তুতি রচিত হইয়াছে। ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে রচিত কোন কোন স্তুতির ব্রহ্মপর ব্যাখ্যাও সম্ভব। এই সকল বিভিন্ন বর্গের সূক্তগুলি এক সময়ের নহে। নরেন্দ্র ইলাবৃতবর্ষাধিপতি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে রচিত সূক্তই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরবর্তী কালে দিবি আরোহণের ফলে ইন্দ্র দেবতা হইলেন। তখন দেবতা ও ব্রহ্মপর সূক্ত রচিত হইয়াছিল। সমস্ত প্রাচীন হিন্দু দেবতা যোদ্ধারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এমন কি, দেবীগণও রণসাজে সজ্জিতা। নর ইন্দ্রকে অভ্যর্থনার জন্য সোম বা সিদ্ধি দেওয়া হইত। এই সোমেরও দিবি আরোহণ ঘটিয়াছিল। সোম বেদে সিদ্ধি, চন্দ্র ও ব্রহ্মানন্দ এই ত্রিবিধ রূপেই বর্ণিত হইয়াছে। ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন, মনুষ্যের যে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রথমত সম্রাটের প্রতি বা শূর বীরগণের প্রতি অর্পিত হয় তাহাই রূপান্তরিত হইয়া দেবতা এবং ব্রহ্মে আরোপিত হয়। সকল প্রকার ভক্তিশ্রদ্ধার উৎস একই। এই উৎস মানুষের মনে। মানবের স্বাভাবিক মনোবৃত্তিগুলিই সৎপথে চালিত হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায় হয় ঋষি তাহা জানিতেন। এই জন্যই ঋষি নরপতি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রকে বেদান্তর্গত

করিয়াছেন। ঋষিরচিত সূক্তে ক্রমশ সকল প্রকার আদিম মনোভাব স্থান পাইয়াছিল। ঋষি কখনও শত্রুনির্যাতন কামনা করিতেছেন, কখনও ধনধান্য, পশু ও স্ত্রী চাহিয়াছেন। তিনি দ্যূতক্রীড়ার কুফল বর্ণনা করিয়াছেন এবং মারণ উচ্চাটন মন্ত্রও উচ্চারণ করিয়াছেন। 'কুৎসিত' কামজ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে তাঁহার কোন দ্বিধা হয় নাই। আবার তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া উচ্চাঙ্গের কবিত্বপূর্ণ স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, ভেকের গানে মোহিত হইয়াছেন, ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া বলিয়াছেন 'অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।' স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসমূহের বশে চালিত হইয়া সরলমনা ঋষির হৃদয়ে যে সকল ভাব উঠিয়াছে তিনি তাহাই অকপটে সূক্তাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বুদ্ধি, সমাজনীতি, ধর্মজ্ঞান তাঁহার নিসর্গজ প্রবৃত্তির অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশে বাধা হয় নাই। মানবের চিরন্তন কামনাসমূহ বেদে স্থান পাইয়াছে। এই জন্যই ঋষিকে মন্ত্রস্রষ্টা না বলিয়া মন্ত্রদ্রষ্টা বলা হয়। এই জন্যই বেদ অপৌরুষেয়। মানবের চিরন্তন হিংসাদি প্রবৃত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া যে ধর্মশাস্ত্র রচিত হয় তাহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত নহে এবং স্থায়ী হইতে পারে না। যাহা বেদবহির্ভূত তাহা অগ্রাহ্য। পক্ষপাতশূন্য ঋষিগণকর্তৃক উপলব্ধ হইয়া মানবের স্বাভাবিক কামনাসমূহ বেদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বেদপ্রমাণ হিন্দুশাস্ত্রকারগণের মতে অখণ্ডনীয়। বিজ্ঞানী যেরূপ পর্যবেক্ষণলব্ধ ঘটনাকে অগ্রাহ্য করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্র গড়িতে পারেন না, সেইরূপ ধর্মরক্ষক ও দর্শনকার অনুভবসিদ্ধ প্রবল মানবীয় আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বাদ দিয়া স্থায়ী শাস্ত্ররচনা করিতে পারেন না। মানুষের মনে চিরন্তন হিংসাপ্রবৃত্তি আছে, এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সামাজিক ব্যবস্থা না থাকিলে সমাজ টিকিবে না। যুদ্ধ এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্য ও স্বর্গপ্রদ। পশুবলিও এই কারণে শাস্ত্রসম্মত। মানুষ পশুমাংস খাইবেই। কষাইএর পশুবলি ও কালীঘাটে পশুবলি পশুর পক্ষে উভয়ই সমান। হিন্দুশাস্ত্রে মৃগয়ালব্ধ ও বলিমাংস ভিন্ন অপর প্রকারে প্রাপ্ত মাংস বৃথামাংস নামে পরিচিত। মৃগয়া, যুদ্ধ প্রভৃতি কার্যে মানুষের অদম্য হিংসাপ্রবৃত্তিও চরিতার্থ হয় অথচ তাহা সমাজের পক্ষেও আবশ্যক। কোন ব্যক্তির মন কোমলপ্রকৃতির হইলে অহিংসাই তাহার পক্ষে পরমধর্ম। সমাজসম্মতভাবে নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই স্বধর্ম। পুরাণাদি শাস্ত্রবর্ণিত স্বধর্মের ইহাই অর্থ। হিন্দুশাস্ত্রমতে ক্রূরকর্মী জল্লাদ ও শাস্ত্রপঠনরত ব্রাহ্মণ উভয়ই স্বধর্মনিরত বলিয়া মোক্ষযোগ্য। হিন্দুসমাজের মধ্যেই বিরুদ্ধধর্মী শাক্ত ও বৈষ্ণবের স্থান আছে।

।৩৩৪। ইলাবৃতবর্ষ ও ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে নানা মুনি কর্তৃক বিভিন্ন কালে বেদসূক্তসমূহ যজ্ঞোপলক্ষে রচিত হইয়াছিল। কোন্ ঋষি প্রথমে এই সকল সূক্ত আহরণ করিয়া তাঁহাকে বেদ বলিলেন সে সম্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া যায় না। পুরাণে স্বায়ম্ভুব মনু এবং শ্বেতনামা মহামুনিকে আদি বেদব্যাস বলা হইয়াছে। হয়ত ইঁহারাই সর্বপ্রথম বেদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্বেতের অপর নাম নারায়ণ মহর্ষি। কি প্রকারেই বা মন্ত্রগুলি দৃষ্ট বা সৃষ্ট বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল তাহাও জানা নাই। বোধ হয় ধার্মিক ও খ্যাতনামা না হইলে কোন ঋষির মন্ত্রই বেদমন্ত্র বলিয়া গৃহীত হয় নাই। বিষ্ণুপুরাণে আশ্রমধর্ম বর্ণনোপলক্ষে আছে, পরিব্রাজক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ বেদাহরণ কার্যের জন্য তীর্থস্নান ও পৃথিবী দর্শন করিয়া বসুধা পর্যটন করেন॥ ৩।৯।১২॥ পরিব্রাজক মুনিগণকর্তৃক আহৃত হইয়াই বেদ ক্রমশ আকারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বেদাভ্যাসীকে বেদ মুখস্থ রাখিতে হয়। মুখস্থ করিতে হইত বলিয়া যে বেদ লিখিত হইত না এইরূপ অনুমানের কোন কারণ নাই। কালে যখন বেদের কলেবর বৃদ্ধি পাইল তখন কোন এক ব্যক্তির পক্ষে সমগ্র বেদ মুখস্থ করা দুরূহ হইল। ঋষিগণের মধ্যে তখন কেহ বেদ বিভাগ করিলেন। বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন ঋষি কর্তৃক অধীত ও মুখস্থ হইতে লাগিল। যে ঋষি প্রথমে বেদ বিভাগ করেন তিনিই আদি বেদব্যাস। পুরাণে কথিত হইয়াছে, মনুষ্যদিগের বীর্য, তেজ ও বলের হ্রাস দেখিয়া ব্যাসরূপী বিষ্ণু প্রতি দ্বাপরে সর্বভূতহিতের জন্য বেদ বিভাগ করেন॥ বি।৩।৩।৫, ৬॥ ৫০০০ বৎসরের কল্পে এক ভিন্ন দ্বিতীয় দ্বাপর আসে নাই। প্রতি দ্বাপরে বেদ বিভক্ত হয় বলার উদ্দেশ্য যখনই বেদের কোন শাখার কলেবর বৃদ্ধি পাইয়া তাহা এক ব্যক্তির পক্ষে মুখস্থ রাখা দুরূহ হইয়াছিল তখনই সেই শাখা বিভক্ত হইয়াছিল। মুখস্থ রাখার যে শক্তির অভাব তাহাই উপলক্ষণে দ্বাপরকালদ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে। দ্বাপরকালে মনুষ্যের বল, বীর্য দ্বিপাদ মাত্র, ইহাই পৌরাণিক কল্পনা। হয়ত দ্বাপরকালেই সর্বপ্রথম বেদের মূল তিন বিভাগ প্রবর্তিত হইয়াছিল, সেই জন্যই পুরাণকার স্মৃতিশক্তির অভাবনির্দেশের জন্য কলিযুগ না ধরিয়া উপলক্ষণে দ্বাপর ধরিয়াছেন। এই অনুমান সত্য হইলে বাল্মীকিই সম্ভবত বেদকে তিন ভাগ করিয়াছিলেন মনে হয়। বাল্মীকি রামের সমকালীন হওয়ায় চতুর্বিংশ যুগে মধ্যদ্বাপরে বর্তমান ছিলেন। দ্বাপরের বিভিন্ন যুগে বেদ পুনঃ পুনঃ বিভক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে আছে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকাল পর্যন্ত বেদ অষ্টাবিংশতি বার বিভক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পরও দ্রৌণি কর্তৃক বেদ পুনরায় বিভক্ত হয়।

দ্রৌণি ২৯শ বেদব্যাস॥ বি।৩৩।৯, ১৯, ২০॥ দ্রৌণি কলিযুগের আদিতে ছিলেন। এই দ্রৌণি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নহেন।

।৩৩৫। বায়ুপুরাণের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি বেদব্যাসের বিবরণ আছে। বায়ু সকল ব্যাসকে দ্বাপরে ফেলেন নাই। 'দ্বাপরের' স্থানে অনেক স্থলেই 'পরিবর্তন' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্যাসগণের সহিত মনু প্রভৃতি তৎকালীন অবতারগণও বর্ণিত হইয়াছেন। অধ্যায়ের শেষে বায়ু বলিতেছেন 'ইত্যেতদ্বৈ ময়া প্রোক্তমবতারেষু লক্ষণম্। মন্বাদিকৃষ্ণপর্য্যন্তমষ্টাবিংশযুগক্রমাৎ'॥ বা।২৩।২২৫॥ অর্থাৎ, এই আমি অষ্টাবিংশ যুগক্রমে মনু হইতে কৃষ্ণ পর্যন্ত অবতারগণের লক্ষণ বলিলাম। এই শ্লোক হইতে অনুমান হয় এক এক পৈত্র যুগে এক এক ব্যাস ছিলেন। এক যুগে একাধিক ব্যাস থাকিলে যিনি প্রধান কেবল তাঁহারই নাম ধৃত হইয়াছিল মনে হয়।

।৩৩৬। পুরাণে কথিত আছে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন যজুর্বেদকে সপ্তবিংশতি শাখায় বিভাগ করিয়া তাঁহার বিভিন্ন শিষ্যগণকে তাহা প্রদান করেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার এক শিষ্য। কোন কারণে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বৈশম্পায়নের বিবাদ হওয়ায় যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত বেদ তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য তখন নূতন বেদ আহরণে প্রবৃত্ত হইয়া অযাতযাম নামক যজুর্বেদ সংগ্রহ করেন। এই বেদকে বাজিপ্রোক্ত বলা হইয়াছে। আদিতে বেদ ইলাবৃতবর্ষে সংগৃহীত হইয়াছিল মনে হয়। স্বায়ম্ভুব মনুকালে ইলাবৃতবর্ষবাসী দেবগণ যাম নামে পরিচিত ছিলেন। আদি বেদ যামগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত। যাজ্ঞবল্ক্য যে বেদ সংগ্রহ করেন তাহাকে 'অযাতযামসংজ্ঞানি' বলা হইয়াছে। টীকাকারগণ এই পদের নানাবিধ কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'যামদিগের অজ্ঞাত' এই ব্যাখ্যাই সরল মনে হয়। বায়ুপুরাণে আছে নীললোহিত মহাদেব রুদ্ররূপী অযাতযামদিগকে সৃজন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত রুদ্র পরবর্তী কালে যজ্ঞভোজী হইয়াছিলেন॥ বা।১০।৫৪, ৬০॥

।৩৩৭। প্রতি দ্বাপরে অর্থাৎ বল, বীর্য ও তেজের অবনতিকালে যাঁহারা ব্যাস হইয়াছেন তাঁহাদের নাম পুরাণে উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ।৩।৩ মতে ব্যাসগণ, যথা,

১। স্বয়ম্ভুব, ২। প্রজাপতি, ৩। উশনা, ৪। বৃহস্পতি, ৫। সবিতা, ৬। মৃত্যু, ৭। ইন্দ্র, ৮। বশিষ্ঠ, ৯। সারস্বত, ১০। ত্রিধামা, ১১। ত্রিবৃষা, ১২। ভরদ্বাজ, ১৩। অন্তরীক্ষ, ১৪। বপ্রী, ১৫। ত্রয্যারুণ, ১৬। ধনঞ্জয়, ১৭। কৃতঞ্জয়, ১৮। ঋণজ্য, ১৯। ভরদ্বাজ, ২০। গৌতম, ২১। হর্যাত্মা, ২২। বেণ, ২৩। তৃণবিন্দু, ২৪। ঋক্ষ

বা বাল্মীকি, ২৫। শক্ত্রি, ২৬। পরাশর, ২৭। জাতুকর্ণ, ২৮। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও ২৯। দ্রৌণি।

বায়ু। ২৩ মতে ব্যাসগণ, যথা,

১। শ্বেত, ২। প্রজাপতি সত্য, ৩। ভার্গব, ৪। অঙ্গিরা, ৫। সবিতা, ৬। মৃত্যু, ৭। শতক্রতু, ৮। বশিষ্ঠ, ৯। সারস্বত, ১০। ত্রিধামা, ১১। তিষ্ঠ, ১২। শততেজা, ১৩। ধর্মনারায়ণ, ১৪। সুরক্ষ, ১৫। আরুণি, ১৬। সঞ্জয়, ১৭। কৃতঞ্জয়, ১৮। ঋতঞ্জয়, ১৯। ভরদ্বাজ, ২০। বাচশ্রবা, ২১। বাচস্পতি, ২২। শুক্লায়ন, ২৩। তৃণবিন্দু, ২৪। ঋক্ষ, ২৫। বশিষ্ঠ শক্ত্রি, ২৬। পরাশর, ২৭। জাতুকর্ণ্য, ২৮। দ্বৈপায়ন।

কূর্ম। পূর্ব। ৫১ মতে ব্যাসগণ, যথা, ১। স্বায়ম্ভুব মনু, ২। প্রজাপতি, ৩। উশনা, ৪। বৃহস্পতি, ৫। সবিতা, ৬। মৃত্যু, ৭। ইন্দ্র, ৮। বশিষ্ঠ, ৯। সারস্বত, ১০। ত্রিধামা, ১১। ঋষভ, ১২। সুতেজা, ১৩। ধর্ম, ১৪। সুচক্ষু, ১৫। ত্রয্যারুণি, ১৬। ধনঞ্জয়, ১৭। কৃতঞ্জয়, ১৮। ঋতঞ্জয়, ১৯। ভরদ্বাজ, ২০। গৌতম, ২১। বাচশ্রবা, ২২। নারায়ণ, ২৩। তৃণবিন্দু, ২৪। বাল্মীকি, ২৫। শক্ত্রি, ২৬। পরাশর, ২৭। জাতুকর্ণ্য, ২৮। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

সম্ভবত বিষ্ণুধৃত ২৯। দ্রৌণি মার্কণ্ডেয় পুরাণবর্ণিত পক্ষিজাতীয় দ্রৌণি॥ ৪ অধ্যায়॥ ৮০ প্রকরণে বায়ুপুরাণবক্তৃগণের নামতালিকা তুলনীয়। এই ব্যাসগণের মধ্যে কেহ কেহ পুরাণকার ও বেদব্যাস উভয়ই। কবে কোন্ ব্যাস ছিলেন নিশ্চিত বলা দুরূহ। পূর্বোদ্ধৃত বায়ু শ্লোকমতে॥ বা।২৩।২২৫॥ ব্যাসগণের ক্রমিক সংখ্যা হইতেই তাঁহাদের প্রত্যেকের যুগনির্দেশ পাওয়া যাইবে। বায়ু ও কূর্মপুরাণে ত্রয়োদশ ব্যাসের নাম ধর্ম। ধর্ম বৈবস্বত মনুর ভ্রাতা এবং তাঁহার কাল পৈত্র ত্রয়োদশ যুগ। বাল্মীকি রামের সমকালীন; রাম চতুর্বিংশ যুগে; বাল্মীকিকেও চতুর্বিংশ বেদব্যাস বলা হইয়াছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অষ্টাবিংশ যুগে; তিনি অষ্টাবিংশ বেদব্যাস। ব্যাসসংখ্যা হইতে উশনা, বৃহস্পতি, পরাশর প্রভৃতি বিশিষ্ট ঋষিগণের কাল নির্ণীত হইবে।

১২৪। ইন্দ্র

।৩৩৮। ঋগ্বেদে যে সকল আরাধ্য দেবতার উল্লেখ আছে তন্মধ্যে ইন্দ্র অন্যতম। বিভিন্ন ঋষি বিভিন্ন ছন্দে যুগে যুগে তাহার স্তব রচনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের কতকগুলি

ইন্দ্রস্তুতি বহু পুরাতন, কতক বা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। ঋগ্বেদে ইন্দ্রই সর্বপ্রধান দেব। ইন্দ্র যজ্ঞপুরুষরূপে পূজা পাইতেন। পৌরব রাজা অধিসীমকৃষ্ণের পরবর্তী কাল হইতে যজ্ঞানুষ্ঠান ক্রমে ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। যজ্ঞের লোকপ্রিয়তার লাঘব দেখা যাইলেও এখন পর্যন্ত শ্রৌত যজ্ঞকর্ম সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। অনাবৃষ্টি হওয়ায় আমি দারভাঙ্গায় এবং পুরীতে ইন্দ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছি।

।৩৩৯। যে ইন্দ্র এত কাল যাবৎ সম্মান পাইয়া আসিতেছেন তিনি কোন্ দেব জানিতে স্বতই আমাদের কৌতূহল হয়। প্রাচীন হিন্দু প্রাকৃতিক নানা ব্যাপারের তৎ তৎ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কল্পনা করিয়াছিলেন। বায়ু, অগ্নি, জল, আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেকেরই এক এক অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার 'ঋগ্বেদ-সংহিতা'র প্রথম মণ্ডল দ্বিতীয় সূক্তের পাদটীকায় লিখিতেছেন, "প্রকৃতির মধ্যে কোন বস্তুকে 'ইন্দ্র' নাম দিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ উপাসনা করিতেন? ইন্দ্র ধাতু বর্ষণে, ইন্দ্র অর্থে বৃষ্টিদাতা আকাশ। প্রাচীন আর্যেরা আকাশকে 'দ্যু,' 'বরুণ' প্রভৃতি নাম দিয়াও উপাসনা করিতেন। আর্যজাতির যে শাখা ভারতবর্ষে আসিলেন তাঁহারাই বৃষ্টিদাতা আকাশের 'ইন্দ্র' বলিয়া একটি নূতন নাম দিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। 'দ্যু' আর্যদিগের প্রাচীন আকাশদেব, অতএব সেই আর্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা জাতিদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে অর্থাৎ গ্রীকদিগের মধ্যে Zeus নামে, লাটিনদিগের মধ্যে Jovis বা Ju(piter) নামে, এংগ্লোসাক্সনদিগের মধ্যে Tiu নামে ও জার্মানদিগের মধ্যে Zio নামে উপাসিত হইতেন। ঋগ্বেদেও 'দ্যু' ও পৃথিবীর উপাসনা আছে এবং তাহারা ইন্দ্রাদি সকল দেবতার মাতাপিতা এরূপও বর্ণনা আছে। 'ইন্দ্র' কেবল হিন্দুদিগের নূতন আকাশদেব, সুতরাং কেবল ভারতবর্ষেই উপাসিত হইতেন। কিন্তু হিন্দুগণ যখন আকাশকে 'ইন্দ্র' বলিয়া নূতন নাম দিলেন, সেই অবধি ইন্দ্রের উপাসনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আকাশের পুরাতন দেব 'দ্যু'র তত গৌরব রহিল না। ইহার কারণ কতক অনুভব করা যায়। আর্যদিগের প্রথম বাসস্থান মধ্য আসিয়াতে আকাশের গৌরব অধিক; ভারতবর্ষে নদীর জল, ভূমির উর্বরতা, ধান্য ও খাদ্যদ্রব্য, মানুষের সুখ ও জীবন সমস্তই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে, অতএব বৃষ্টিদাতা আকাশের গৌরব অধিক। 'দ্যু' আর্যদিগের পুরাতন আকাশদেব সুতরাং বৃষ্টিদাতার উপাসনা ক্রমে বৃদ্ধি পাইল। যে কারণেই হউক, ঋগ্বেদ রচনার সময় ইন্দ্রই সর্বাগ্রগণ্য দেব ছিলেন। তাঁহার নাম যাস্ক হইতে উদ্ধৃত সূত্রে আছে, এবং তাঁহার সম্বন্ধে যত সূক্ত আছে, অন্য কোন দেব সম্বন্ধে তত নাই।" প্রাকৃতিক ঘটনাবলির অধিষ্ঠাতা দেবগণই যে প্রাচীন

হিন্দুর উপাস্য ছিলেন সে সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় পণ্ডিত একমত হইলেও কোন্ দেব কোন্ ব্যাপারের অধিষ্ঠাতা সে সম্বন্ধে মতান্তর আছে। বৈদিক দেবতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কেহ বা দূর আকাশের জ্যোতিষিক ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ বা মধ্য আকাশ বা অন্তরীক্ষের মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক লীলাকেই হিন্দুর পুজনীয় মনে করিয়াছেন। ম্যাক্সমুলারের (Max Muller) মতে সুর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, দিবা ও রাত্রির প্রাত্যহিক আবর্তন, আলোক ও অন্ধকারের সংঘর্ষ ইত্যাদি সৌর ব্যাপার সম্বন্ধীয় রূপক আশ্রয় করিয়া মাইথলজি (mythology) সৃষ্টি হয়; বৈদিক দেবতত্ত্ব মাইথলজির অন্তর্গত। জার্মান অধ্যাপক কূন (Kuhn) তাঁহার ব্যাখ্যায় মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্র, ঝড়, জল ইত্যাদি আন্তরীক্ষ বিষয়ের প্রাধান্য দিয়াছেন॥ Max Muller's Science of Language. 1882. Vol II, pp. 565, 566॥ ম্যাকডোনেল (Macdonell) মনে করেন যে প্রায় সমস্ত বৈদিক দেবই প্রাকৃতিক ঘটনা বা প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিভূ; নৈসর্গিক ব্যাপারে দেবত্ব আরোপ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ কল্পিত হইয়াছেন। কীথ সাহেবও (Keith) ম্যাক্‌ডোনেলের মতাবলম্বী॥ Macdonell's Vedic Mythology. 1897, p. 2. and Keith's The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads. 1925॥

।৩৪০। ইউরোপীয় বেদবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত এই যে ইন্দ্র প্রাকৃতিক ব্যাপারের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা মাত্র এবং এই জন্যই প্রাচীন হিন্দুর পূজার্হ হইয়াছিলেন। এই মতের পক্ষে স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের যে সকল যুক্তি আছে সংক্ষেপে তাহা নির্দেশ করিতেছি। সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক বস্তু বা ব্যাপারেই হিন্দু এক চৈতন্যসত্তার অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়াছেন। এই চৈতন্যসত্তা থাকার জন্যই জড় আমাদের চৈতন্যগ্রাহ্য হয়। যে চৈতন্যসত্তা জড়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জড়কে উপলব্ধি করায় বা জড়ের দ্যোতক হয় তাহাই জড়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। পৃথিবীর ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় বস্তুতে তৎ তৎ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছে। বৈয়াকরণ বলেন, অচেতনস্য বৃক্ষস্য কথং সম্বোধনং বিদুঃ। তদধিষ্ঠাতৃদেবানাং চেতনেত্যভিধীয়তে॥ অর্থাৎ, অচেতন বৃক্ষকে, 'হে বৃক্ষ' এরূপ সম্বোধন কি করিয়া হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে তদধিষ্ঠাতৃদেবতার চেতনা সম্বোধনের বিষয়। ঘটপটাদি তুচ্ছ সামগ্রীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের কোন নামকরণ হয় নাই কিন্তু ঝড়, জল, আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ প্রাকৃতিক সত্তার পৃথক পৃথক দেবতা কল্পিত হইয়াছে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণও বহির্জগতের দ্যোতক বলিয়া দেবতা নামে পরিচিত। দেবকল্পনা হিন্দুসমাজের

সংস্কৃতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কল্পনার ফলে হিন্দুর ভাষায় এক বিশেষ দেখা যায়। বৃষ্টি পড়িতে দেখিলে হিন্দু বলেন 'পর্জন্যদেব জল বর্ষণ করিতেছেন' অথবা 'দেবতা বর্ষণ করিতেছেন'। ঋগ্বেদের ইন্দ্র এই প্রকারেরই এক দেবতা এ কথার সমর্থনে বলা যায় যে বেদোক্ত অন্যান্য দেবতাগণও নানা প্রাকৃতিক ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইন্দ্র যেমন বৃষ্টিদাতা আকাশদেব দ্যু সেইরূপ সমগ্র আকাশ, মিত্র সূর্য, অশ্বিদ্বয় প্রাত এবং সায়ংসন্ধ্যা, ইত্যাদি। অনেক সময় বিশেষ দেবতা কল্পনা না করিয়াও সরলভাবে প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্বন্ধে ঋগ্বেদসূক্ত রচিত হইয়াছে। দশম মণ্ডলের ১৪৬ সূক্তে ঋষি অরণ্যানীর স্তব করিয়াছেন ; উক্ত মণ্ডলের ১৬৮ সূক্তে কালবৈশাখী ঝড়ের স্তুতি আছে। বেদের ঋষি যে বৃষ্টিদেবতা ইন্দ্রের কল্পনা করিয়া তাঁহার স্তব করিবেন বিচিত্র কি ?

।৩৪১। ভাষাতত্ত্ব এবং বিভিন্ন জাতির প্রাচীন কথা আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে যে-দেব ভারতের দ্যু তিনিই গ্রীকদিগের মধ্যে Zeus, লাটিনদের মধ্যে Jovis ইত্যাদি। মরুৎ, লাটিন Mars ও গ্রীক Aris একই দেবতা ; উষা, গ্রীক Eos ও লাটিন Aurora এক ; ইত্যাদি। এই বিচারে বুঝা যায় যে বৈদিক দেবতাগুলি প্রাকৃতিক ব্যাপারেরই অধিষ্ঠাতৃ সত্তা। দেবতাগণের নামের নিরুক্তিও এই কথা সমর্থন করে, যথা, ইন্দ ধাতুর অর্থ বর্ষণ, অতএব বর্ষণের দেবতার নাম হইল ইন্দ্র।

।৩৪২। স্তবগুলি পাঠ করিলেও দেখা যায় যে তাহা বাস্তবিক পক্ষে প্রাকৃতিক ব্যাপারেরই বর্ণনা। ইন্দ্রকে বহু স্থানে জলদাতা বলা হইয়াছে। সায়ণাদি হিন্দু বেদবিদ্‌গণও বহু সূক্তের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

।৩৪৩। উপর্যুক্ত যুক্তিগুলি আপাতদৃষ্টিতে অখণ্ডনীয় মনে হইলেও বিচারে দেখা যাইবে যে তাহাদের ভিত্তি দৃঢ় নহে। প্রতিপক্ষের আপত্তি বিচার করিতেছি। অধিষ্ঠাতৃ দেবতা দুই প্রকারের। এক জড়দ্যোতক সত্তা মাত্র ; ইহাই যথার্থ প্রাকৃতিক অধিদেবতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে সত্তা বৃক্ষের স্বরূপের দ্যোতক তাহাই বৃক্ষের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। আর এক প্রকার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছেন। ইঁহাদের আগন্তুক অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বলা যাইতে পারে ; কোনও বৃক্ষে যক্ষ বাস করে কল্পনা করিলে যক্ষকে সেই বৃক্ষের আগন্তুক অধিদেবতা বলা হয়। এ প্রকার দেবতা জড়দ্যোতক নহেন। হিন্দুর জড়দ্যোতক অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বহু বিষয়ের অধিদেবতা হইতে পারেন না। অপর পক্ষে একাধিক প্রাকৃতিক দেবও একই দ্রব্যের অধিদেবতা হইতে পারেন না। কেবল পরমব্রহ্মেই এরূপ বহুমুখ গুণ আরোপ সম্ভবপর। আমরা ঋকৃসূত্রে দেখিতে পাই যে কখনও ইন্দ্রকে জলদেবতা, কখনও

বা গো-দাতা, কখনও বা ধনদেবতা, কখন যুদ্ধবিজয়ী দেব, কখন বা অপর কিছু বলা হইতেছে। অপর পক্ষে সবিতা, বরুণ, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবও বহু সূক্তে জলদাতারূপে আহূত হইয়াছেন॥ ঋ। ১ম।৩৮।২, ৭ ॥ ১ম।১২২।৬॥ ১ম।১১৭।২১ ॥ ইত্যাদি।

।৩৪৪। এই আপত্তির বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে ইন্দ্র প্রথমে কেবল বৃষ্টিপ্রদ প্রাকৃতিক দেব হিসাবেই পূজিত হইতেন, পরে তাঁহার মহিমা বিস্তৃত হইয়া তাঁহাকে নানা গুণাধিকারী করিয়াছিল। এই প্রকার উক্তির প্রমাণাভাব। ইন্দ্রের এমন কোন গুণ নাই যাহাতে তাঁহাকে বৃষ্টিকারী মাত্র বলা হইয়াছে। যে ঋষি ইন্দ্রপূজা করিতেন তিনি যে অন্য দেবতা মানিতেন না তাহাও নহে ; অতএব কেবল বৃষ্টির অধিদেব হিসাবে কি করিয়া তিনি একাধিক দেবতায় বিশ্বাসবান ছিলেন বুঝা যায় না। ঋগ্বেদের ১ম।২৩ সূক্তে ঋষি জলকে জল বলিয়াই আবাহন করিয়াছেন। তিনি সরলভাবে ঝড়, অরণ্য প্রভৃতিরও স্তব করিয়াছেন, অতএব তাঁহার পক্ষে প্রাকৃতিক ব্যাপারের অধিদেব কল্পনা নিতান্ত আবশ্যক ছিল এমন বলা যায় না। তিনি জড়দ্যোতক চৈতন্যসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার ব্যতীত দেব কল্পনার অন্য প্রয়োজনও বোধ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ঋষির মনোভাব বিভিন্ন ছিল বলিয়াই কেহ ঝড়কে ঝড়রূপেই আবাহন করিয়াছেন কেহ বা ঝড়ে বায়ুদেবের অধিষ্ঠান দেখিয়াছেন এমন কথাও বলা চলে না কারণ ঋক্‌সকল একই আদর্শানুযায়ী রচিত বলিয়াই একত্র সংহিতাকারে গ্রথিত হইয়াছিল। ১ম।২৩ সূক্তে কাণ্ব মেধাতিথি ঋষি বায়ু, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি দেবকেও স্তুতি করিতেছেন আবার জলকে জলরূপেই আবাহন করিতেছেন। তাঁহার মনে যে দেবগণ জড়ের অধিদেবতামাত্ররূপে প্রতিভাত হন নাই তাহা নিঃসন্দেহ। অতএব ঋষিগণ জড় প্রকৃতির উপাসক ছিলেন এ মত ভ্রান্ত। প্রাকৃতিক ব্যাপারের আগন্তুক দেবতারূপেই ইন্দ্রাদি দেব কল্পিত হইয়াছিলেন। যে সকল যুক্তির বলে ইন্দ্রকে প্রাকৃতিক দেব বলা চলে না সে সমস্ত যুক্তিই বৈদিক অন্যান্য দেব সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সবিতা, রুদ্র, মরুৎ প্রভৃতি কেহই জড়দ্যোতক প্রাকৃতিক অধিদেব মাত্র নহেন। অবশ্য যেখানে ঝড়, জল, অরণ্যকে সরলভাবে আবাহন করা হইয়াছে সেখানে প্রাকৃতিক বস্তু মাত্রই আহূত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; এই সকল স্তবে কোন অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত কথা নাই। ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র প্রভৃতি যে একই আদর্শে কল্পিত হইয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ।

।৩৪৫। বিভিন্ন জাতিগণের মধ্যে বৈদিক দেবগণ অনুরূপ নামে পূজিত হইতেন সত্য কিন্তু এই উক্তিতে তাঁহারা যে জড়দ্যোতক প্রাকৃতিক অধিদেব মাত্র ছিলেন তাহা

প্রমাণিত হয় না। ইহাতে এই মাত্র বুঝা যায় যে এই সকল জাতির ও হিন্দুর পূর্বপুরুষগণ পুরাকালে হয় একত্রে ছিলেন বা তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ছিল। কেন বা কি করিয়া দেবকল্পনা হইল এ প্রকার বিচার দ্বারা তাহা নির্ধারিত হয় না। 'ইন্দ' ধাতুর অর্থ বর্ষণ অতএব বর্ষণের দেবতার নাম হইল 'ইন্দ্র' ইহাও সুযুক্তি নহে। প্রথমত ভারতীয় নিরুক্তিকারগণের মতে ইন্দ ধাতু মুখ্যত ঐশ্বর্যবাচক। 'ইন্দতেরৈশ্বর্যকর্মণঃ'। ইন্দ্রের দেবত্ব নিষ্পন্ন হইবার পর 'ইন্দ' ধাতুর নানা প্রকার অর্থ আসিয়াছে। 'ইন্দ' শব্দের বিভিন্ন নিরুক্তির জন্য নিরুক্ত ১০।৮ এবং সায়ণ ১।৩।৪ দ্রষ্টব্য। 'ইন্দ' ধাতুর মুখ্যার্থ বর্ষণ এ কথা নিরুক্তে নাই। নিরুক্তে দান, পোষণ, বিদারণ, দ্রবণ ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। 'ইন্দ' ধাতুর অর্থ বর্ষণ মানিয়া লইলেও আপত্তি উঠিবে যে এই অর্থ ইন্দ্রকে বর্ষণের দেব বলিয়া কল্পনা করার পর নির্দিষ্ট হইয়াছে। আদিতে অপর কোন কারণে ইন্দ্র জলদাতারূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, পরে 'ইন্দ' ধাতুর অর্থ বর্ষণ হইয়াছে। ইংরেজীতেও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়, যথা, mesmerize, boycott, macadamize, galvanize, ইত্যাদি। ইন্দ্র, মরুৎ প্রভৃতির দেবত্ব কি করিয়া হইল তাহা পরে নির্দেশ করিয়াছি। কি করিয়া বজ্র ইন্দ্রের আয়ুধ হইল এবং কেনই বা ইন্দ্র জলদাতা বলিয়া পরিগণিত হইলেন পরে তাহারও বিচার করিয়াছি।

।৩৪৬। অনেকে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে রচিত সূক্তগুলির জ্যোতিষিক বা আন্তরীক্ষ ব্যাপার হিসাবেই ব্যাখ্যা করেন। রূপক ব্যাখ্যার বিশেষ এই যে ইহার সাহায্যে সকল বস্তু বা ব্যাপারেরই স্বাভাবিক অর্থ উল্টাইয়া দেওয়া যায়। রূপকের অসাধ্য কিছুই নাই। রূপকব্যাখ্যা সম্ভবপর বলিয়া বিষয় রূপক হিসাবে লিখিত হইয়াছিল এ যুক্তি অসার। ইন্দ্রস্তুতিতে সর্বত্র প্রাকৃতিক রূপকের সন্ধান করিতে যাইয়া বহু শব্দের কল্পিত অর্থ করিতে হইয়াছে, যথা, বৃত্র অর্থে মেঘ, পর্বত অর্থেও মেঘ, ইত্যাদি। যে যে স্থলে ইন্দ্রকে সেনানায়ক, সম্রাট, শ্মশ্রুধারী, সুনাসিক প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে রূপক অর্থ করা অতি কষ্টসাধ্য। ইন্দ্রকে ঋষি গো-দাতাই বা কেন বলিতেছেন? ইন্দ্রের অশ্ব আছে এ কথারই বা অর্থ কি? ঋক্‌সমূহ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে যে কেহ দেখিতে পাইবেন যে সর্বত্র রূপকব্যাখ্যা সুসংগত নহে। যদি অনুমান করা যায় যে প্রাকৃতিক দ্যোতক সত্তাকে দেবরূপ দিতে যাইয়া তাহাকে দেহধারী কল্পনা করা হইয়াছিল তাহা হইলেও ইন্দ্রে বিশেষ বিশেষ গুণগ্রাম কেন আরোপিত হইয়াছে তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

। ৩৪৭। ইন্দ্রসম্বন্ধীয় ঋক্‌সূক্তগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় যে ঋষিগণ ইন্দ্রকে পঞ্চ বিভিন্ন ভাবে আরাধনা করিয়াছেন।

১। ইন্দ্র আকাশবাসী জ্যোতিষিক দেবরূপে উপাসিত হইয়াছেন, যথা, 'হে মনুষ্যগণ, (সূর্যরূপ ইন্দ্র) (নিদ্রায়) সংজ্ঞারহিতকে সংজ্ঞা দান করিয়া (অন্ধকারে) রূপরহিতকে রূপ দান করিয়া জ্বলন্ত রশ্মির সহিত উদিত হইতেছেন' ॥ ১ম ।৬।৩ ॥

২। কখনও বা ইন্দ্রকে অন্তরীক্ষবাসী আবহ দেবতা বলা হইয়াছে, যথা, 'হে সর্বফলদাতা, হে বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্র, তুমি আমাদের জন্য ঐ মেঘ উদ্‌ঘাটন করিয়া দাও, তুমি আমাদের যাচ্ঞা কখনও অগ্রাহ্য কর নাই' ॥ ১ম ।৭।৬ ॥

৩। কখনও বা ইন্দ্রকে ইলাবৃতবাসী নররূপে আবাহন করা হইয়াছে, যথা, 'হে বায়ু ও ইন্দ্র, অভিষবকারী যজমানের অভিষুত সোমরসের নিকট আইস; হে নরদ্বয়, এই কর্ম ত্বরায় সম্পন্ন হইবে' ॥ ১ম ।২।৬ ॥ 'যুবা মেধাবী প্রভূত বলসম্পন্ন সকল কর্মের ধর্তা বজ্রযুক্ত ও বহু স্তুতিভাজন ইন্দ্র (অসুরদিগের) নগরবিদারকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন' ॥ ১ম ।১১।৪ ॥ বাহুল্যভয়ে আরও উদ্ধৃতি দিলাম না। 'হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র,' 'হে সোমপায়ী ইন্দ্র,' 'সম্রাট ইন্দ্র,' ইত্যাদি নরোচিত বর্ণনার প্রাচুর্য ঋক্‌সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। নিরুক্তকার যাস্ক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দেবতাভেদে মন্ত্রের প্রকারভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। ইন্দ্র কখনও মঙ্গলকারী অদৃশ্য পরোক্ষ দেবরূপে পূজিত হইয়াছেন, যথা, 'তিনি আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করুন, তিনি ধন প্রদান করুন, তিনি স্ত্রী প্রদান করুন, তিনি অন্ন লইয়া আমাদের সমীপে আগমন করুন' ॥ ১ম ।৫।৩ ॥ 'এই পৃথিবীতে অথবা আকাশ হইতে অথবা অন্তরীক্ষ হইতে ধনদানের জন্য ইন্দ্রের নিকট যাচ্ঞা করি' ॥ ১ম ।৬।১০ ॥

৫। কখন বা ইন্দ্র পরমদেবরূপে স্তুত হইয়াছেন, যথা, 'ভিন্ন ভিন্ন ফলদাতা ভিন্ন ভিন্ন দেবতা সম্বন্ধে যে স্তুতিবাক্য প্রয়োগ উৎকৃষ্ট সে সমস্ত স্তোত্রই বজ্রধারী ইন্দ্রের। তাঁহার যোগ্য স্তুতি আমি জানি না' ॥ ১ম ।৭।৭ ॥ 'ইন্দ্র (স্বীয় তেজের দ্বারা) পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পরিপূরিত করিয়াছেন; দ্যুলোকে উজ্জ্বল নক্ষত্রসকল স্থাপিত করিয়াছেন। হে ইন্দ্র, তোমার ন্যায় কেহ উৎপন্ন হয় নাই, কেহ হইবে না। তুমি বিশেষরূপে সমস্ত জগৎ ধারণ কর। হে ইন্দ্র, তুমি সৃষ্টিকর্তা, ইত্যাদি' ॥ ১০ম ।১৪৪।১ ॥

। ৩৪৮। ইন্দ্রের এই পাঁচ মূর্তির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পাইলে বৈদিক দেবতত্ত্ব রহস্যাবৃত থাকিবে। বিদেশী পণ্ডিত বেদের তাৎপর্য না বুঝিয়া বেদের একদেশী অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেবল বিদেশী পণ্ডিতদের হস্তেই বেদ লাঞ্ছিত হইয়াছেন এমন নহে, এ

দেশেও যুগে যুগে বেদের অসদ্ব্যাখ্যা দেখা গিয়াছে। কোন্ সূত্র অবলম্বন করিলে বেদের যথার্থ তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইবে তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে,

যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।
ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥ ১৯৯, ২০০॥

অর্থাৎ, যাঁহার পুরাণের জ্ঞান নাই অথচ যিনি সাঙ্গোপনিষদ চতুর্বেদ জানেন তিনি বিচক্ষণ নহেন; ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদজ্ঞান সম্পূর্ণ বা বর্ধিত করিতে হয় নচেৎ এরূপ অল্পজ্ঞ ব্যক্তি হইতে বেদ ভীত হন যে ইনি আমাকে প্রহার করিবেন।

।৩৪৯। পুরাণ ও ইতিহাসেই বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিবার সূত্র নিহিত আছে। পুরাণে ইন্দ্র সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। 'ইন্দ্র' ইলাবৃতবর্ষ নামক ভূভাগের সম্রাটগণের সাধারণ নাম। ইলাবৃতবর্ষের অপর নাম স্বর্গ; এই স্বর্গ ভৌম স্বর্গ। 'ইন্দ্র' শব্দ এখনকার Kaiser বা Czar শব্দের অনুরূপ। ইন্দ্র এক জন নহেন। ইলাবৃতবর্ষে পর পর যে সকল ব্যক্তি সম্রাট হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ইন্দ্র নামে পরিচিত। বলি অসুর হইয়াও ইন্দ্র হইয়াছিলেন। অনুমান হয় ভারতে যে আর্য দেবজাতির শাখা প্রথমে আসেন তাঁহারা বহু দিন যাবৎ ইন্দ্রের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্রাট ইন্দ্রের প্রতিভূগণ ভারতশাসন করিতেন। এই প্রতিভূগণের সাধারণ নাম মনু। মনুর অধীন ভারতবাসী দেবগণ 'মানব' বা 'মনুষ্য' নামে পরিচিত হইলেন। এই প্রকারে দেব ও মানবের প্রভেদ উৎপন্ন হইয়াছিল। পুরাণে লিখিত আছে, হিরণ্যকশিপুর ইন্দ্রত্বকালে দেবগণ মানুষী তনু ধারণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা ভারতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে মনুবংশীয়গণ ক্রমে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন ও বেণ নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এ সমস্তই বহু প্রাচীন কালের ঘটনা। বেণের পর পৃথু ভারতে সম্রাট হইয়াছিলেন। পুরাণে আছে পৃথু অরিচক্র বিদারণ করিয়া অব্যাহত ভাবে সমস্ত লোকে বিচরণ করিতেন। পৃথুর কালে ভারতে প্রকৃত রাজ্যস্থাপনা হয়। তিনি নগরাদি নির্মাণ করেন এবং রাজার উপযুক্ত সমস্ত কর্মভার গ্রহণ করেন। তাঁহারই সময়ে ভারতে কৃষি বাণিজ্য প্রবর্তিত হয়।

।৩৫০। পৃথুর পরবর্তী কাল হইতে ভারতীয় রাজগণের সহিত ইলাবৃতরাজ ইন্দ্রগণের কখন বন্ধুত্ব কখন বৈর দেখা গিয়াছে। দেবাসুরসংগ্রামে ভারতীয় নৃপতিরা

অনেক সময়ে দেবপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। রজি নামক এক ভারতীয় রাজার নিকট এক বার দেব এবং অসুর উভয় পক্ষ সাহায্যার্থী হইয়া দূত প্রেরণ করিলেন। রজি অসুরদের বলিলেন, আমি দেবদিগকে পরাজিত করিব কিন্তু আমিই ইন্দ্র হইব; এই সর্তে তোমরা রাজী থাকিলে তোমাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। ইন্দ্রো ভবামি ধর্মাত্মা ততো যোৎস্যামি সংযুগে। অসুরগণ বলিল, প্রহ্লাদ আমাদের ইন্দ্র, আমরা তাঁহার জন্যই যুদ্ধ করি। তখন দেবপক্ষ বলিলেন, আপনি সকলকে জয় করিয়া ইন্দ্র হইবেন, আমাদের আপত্তি নাই। রজি যুদ্ধে অসুরদের পরাজিত করিয়া ইন্দ্র হইলেন। পরে দেবদিগের অধিপতি বশ্যতা স্বীকার করিয়া রজির নিকট হইতে নিজ রাজ্য চাহিয়া লইলেন। রজির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ রজির আশ্রিত ইন্দ্রকে তাড়াইয়া নিজেরা ইন্দ্র হইলেন। দেবরাজকে বহু কষ্টে নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে হইয়াছিল ॥ বা ।৯২।৭৫ ॥ ঋ। ৬ম ।২৬।৬ ॥ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা পরঞ্জয়ও ইন্দ্রপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রকে পরঞ্জয়ের প্রতি প্রভুর উপযুক্ত সম্মান দেখাইতে হইয়াছিল। রাজা নহুষ কিছু দিন ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন। নহুষ, রজি প্রভৃতির বহু কাল পূর্বে শিবি রাজা ইন্দ্র হইয়াছিলেন। প্রধান প্রধান ইন্দ্রগণের নাম পুরাণে ধৃত হইয়াছে, যথা, বিপশ্চিত, সুশান্তি, শিবি, বিভু, মনোজব, পুরন্দর, বলি, ইত্যাদি ॥ বি ।৩।১ ॥ ঋগ্বেদে এই পুরন্দর ইন্দ্রের উদ্দেশে বহু স্তব দেখা যায়।

।৩৫১। ইন্দ্র সম্বন্ধে পুরাণে আরও জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের অনুচর ছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় একোনপঞ্চাশৎ। দেবা একোনপঞ্চাশৎ সহায়া বজ্রপাণিনঃ ॥ বি ।১।১১।৪০ ॥ ঋ। ৬ম ।১৭।৮; ৮ম ।২।৩৬ ॥ অনুমান হয় ইন্দ্রের যে মহতী সেনা ছিল তাহা আদিতে সপ্ত নায়কের অধীন ছিল। এই সেনানায়কগণের সাধারণ নাম মরুৎ। মরুদ্‌গণকে 'অতিবেগিনঃ' বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। ইন্দ্র এবং মরুদ্‌গণ অশ্বারোহী, উষ্ণীষ ও বর্মধারী ছিলেন। এই বর্ম ধাতব ॥ ঋ ।৭ম ।২৫।৩৫ ॥ ৫৩।৪ ॥ ৫। ৫৪।১১ ॥ ৫।৫৪।৬ ॥ ৮।৭। ২৫ ॥ ৮।২০।২২ ॥ জাম্বুনদ স্বর্ণ হইতে এই বর্ম প্রস্তুত হইত। পরে ইন্দ্রসেনার এক এক বিভাগ সপ্ত সপ্ত গণে পুনরায় বিভক্ত হইয়া মোট ৪৯ বিভাগ করা হয়। প্রত্যেক বিভাগের অধিনায়ক এক এক জন মরুৎ হওয়ায় মরুদ্‌গণের সংখ্যা একোনপঞ্চাশৎ হয়। বায়ুপুরাণ পাঠে মনে হয় অসুরগণের দল হইতে সেনানায়কগণকে ইন্দ্র প্রলোভন দেখাইয়া নিজ দলে নিযুক্ত করেন। ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, এই মরুদ্‌গণ অসুরদলভুক্ত হইলেও দেবসম্মত এবং দেবভূত হইয়া যজ্ঞভাগভোজী হইবেন ॥ বা ।৬৭।১৩২- ॥ বেদে কথিত হইয়াছে ইন্দ্রের সৈন্য আকাশের ন্যায় প্রভূত ॥ ঋ। ১ম ।৮।৫ ॥ দেবগণের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি এ কথা পুরাণে

প্রসিদ্ধ। এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যায় যে ইলাবৃতবর্ষ পুরাকালে অতি জনাকীর্ণ প্রদেশ ছিল। ইন্দ্রগণ বৃত্রবধের পর আট যুগ যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিলেন ॥ স্কন্দ। নাগর।৮।১১৯ ॥

।৩৫২। ইন্দ্র বৃত্রহন্তা নামে পরিচিত। স্কন্দপুরাণ নাগর খণ্ড অষ্টম অধ্যায়ে বৃত্রের বিবরণ আছে। বৃত্রকে হিরণ্যকশিপুর কন্যা রমা ও মহর্ষি ত্বষ্টার পুত্র বলা হইয়াছে। পুরাণে একাধিক ত্বষ্টা নামধারী ব্যক্তির উল্লেখ আছে। বৃত্রপিতা কোন্ ত্বষ্টা তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। ইন্দ্র ত্বষ্টাপুত্রকে নিহত করিয়াছিলেন এ কথা ঋগ্বেদেও আছে ॥ ঋ।১০ম।৮।৯ ॥ বৃত্র তদানীন্তন ইন্দ্রকে যুদ্ধে অষ্টাদশ বার পরাজিত করেন এবং স্বয়ং ইন্দ্র হন। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে ইন্দ্র বৃত্রের নিকট পরাস্ত হইয়া নদ নদী অতিক্রম করিয়া পলাইয়াছিলেন ॥ ঋ। ১ম।৩২।১৪ ॥ পরে আর এক ত্বষ্টা ইন্দ্রকে বজ্র নির্মাণ করিয়া দিলে ইন্দ্র তদ্দ্বারা বৃত্রকে হনন করেন।

।৩৫৩। বজ্র ইন্দ্রের আয়ুধ। এ অস্ত্র অপর কাহারও ছিল না। বজ্র কি প্রকার অস্ত্র ছিল সে সম্বন্ধে পুরাণে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। বজ্র মোচনকালে তাহা হইতে শব্দ হইত এবং অগ্নি নির্গত হইত। ইন্দ্র যখন দিবি আরোহণের ফলে আন্তরীক্ষ দেবতা কল্পিত হইলেন তখন ইন্দ্রের বজ্র গুণসাম্য হেতু মেঘের বজ্রে পরিণত হইল। কি করিয়া ইন্দ্রের বজ্র নির্মিত হইয়াছিল স্কন্দপুরাণে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। বজ্র বন্দুকের ন্যায় কোন অস্ত্র ছিল বলিয়া মনে হয়। ঋগ্বেদে বজ্রকে সুদূরপাতী বলা হইয়াছে। পৌরাণিক বৃত্তান্ত পাঠে অনুমান হয় কোন প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর দীর্ঘ অস্থি বজ্রাস্ত্রে বন্দুকের নলের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। সম্ভবত ত্বষ্টা বারুদ প্রস্তুত করিতে জানিতেন। দীর্ঘ নালিক অস্থির মধ্যে ধাতুখণ্ড ও প্রস্তরাদি ভরিয়া বারুদ সাহায্যে তাহা ছোড়া হইত। এইরূপ অস্থিনির্মিত বজ্র মোচন করা আঘাতকারীর পক্ষেও বিপদজনক। স্কন্দপুরাণে আছে ইন্দ্র ভয়যুক্ত হইয়া কম্পিতকায়ে দূর হইতে বৃত্রকে বজ্রাঘাত করিয়াই পলাইয়াছিলেন। বৃত্র যে বজ্রাঘাতে মরিয়াছে তিনি তাহা জানিতে পর্যন্ত পারেন নাই। অপর দেবগণ তাঁহাকে সে সংবাদ দিয়াছিল।

।৩৫৪। বজ্র যে অস্থিনির্মিত নালিক যন্ত্রবিশেষ তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে। ইন্দ্র বৃত্রবধে হতাশ হইয়া বিষ্ণুর সহিত পরামর্শ করিতে গিয়াছেন। বিষ্ণু বলিলেন,

অবধ্যঃ সর্বশস্ত্রাণাং স কৃতঃ শূলপাণিনা।
তস্মাদস্থিময়ং বজ্রং তদ্বধার্থং নিরূপয় ॥

ইন্দ্র উবাচ

অস্থিভিঃ কস্য জীবস্য বজ্রং দেব ভবিষ্যতি।
গজস্য শরভস্যাথ কিং বান্যস্য বদস্ব মে ॥

বিষ্ণুরুবাচ

শতহস্তপ্রমাণং তৎ ষড়স্রি চ সুরাধিপ।
মধ্যে ক্ষামন্তু পার্শ্বাভ্যাং স্থূলং রৌদ্রসমাকৃতি ॥

ইন্দ্র উবাচ

ন তাদৃগ্ দৃশ্যতে সত্ত্বং ত্রৈলোক্যেপি সুরেশ্বর।
যস্যাস্থিভির্বিধীয়েতে বজ্রমেবংবিধাকৃতি ॥ স্কন্দ। নাগর।৮।৭২-৭৫ ॥

অর্থাৎ, সে (বৃত্র) শূলপাণি কর্তৃক সকল শস্ত্রের অবধ্য হইয়াছে সেজন্য অস্থিময় বজ্রের দ্বারা তাহার বধের ব্যবস্থা কর। ইন্দ্র বলিলেন, হে দেব, কোন জীবের অস্থির দ্বারা বজ্র প্রস্তুত হইবে? গজ, শরভ কিম্বা অন্য কোন জন্তুর অস্থি আবশ্যক তাহা আমাকে বলুন। বিষ্ণু বলিলেন, হে সুরাধিপ, তাহা শতহস্তপ্রমাণ, মধ্যে ক্ষীণ, দুই পার্শ্বে স্থূল, ছয় কোণ অর্থাৎ পলযুক্ত ও ভীষণাকৃতি হওয়া চাই। ইন্দ্র বলিলেন, হে সুরেশ্বর, এই ত্রৈলোক্য মধ্যে এমন কোন প্রাণীই দেখি না যাহার অস্থিতে আপনার নির্দেশমত বজ্র তৈয়ারি হইতে পারে।

।৩৫৫। বিষ্ণু বলিলেন, সরস্বতীতীরে দধীচি নামে পরম তপোযুক্ত এক বিপ্র আছেন। তিনি ইহার দ্বিগুণ দীর্ঘ। তখন ইন্দ্র সন্ধান করিয়া দধীচিকে পাইলেন এবং তাঁহার নিকট অস্থি প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, বৃত্র শতহস্তপ্রমাণ কোন জীবের অস্থিনির্মিত বজ্রের দ্বারা বধ্য হইবেন এবং হে ব্রাহ্মণ আপনি ভিন্ন তাদৃশ কোন জীব নাই। পৌরাণিক অতিরঞ্জনের ধারা অবধান করিলে বুঝা যাইবে যে শতহস্তপরিমাণ জীবের অস্থি দধীচি মুনির অস্থি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যে জীবের অস্থির দ্বারা বজ্র নির্মিত হইয়াছিল তাহার করোটি অশ্বমস্তকের অস্থির ন্যায় দেখিতে ছিল ॥ ঋ। ১ম।৮৪।১৪ সূক্তে আছে, পর্বতে লুক্কায়িত (দধীচির) অশ্বমস্তক পাইবার ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র সেই মস্তক শর্বনাবং (সরোবরে) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বেদে বজ্রকে প্রকাণ্ড, শতপর্ব, চারি পলযুক্ত বলা হইয়াছে ॥ ঋ।৪ম।২২।২ ॥ ৮ম।৬।৬ ॥ ৫ম।৩২।২ ॥ ৮ম।৭৬।২ ॥ ৮ম।৮৯।৩ ॥ ইলাবৃতবর্ষে অর্থাৎ পূর্বতুর্কীস্থান এবং তন্নিকটস্থ প্রদেশে এখন পর্যন্ত প্রাগৈতিহাসিক জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন যে চীনদেশে প্রথমে বারুদ আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

চীনদেশের পৌরাণিক নাম ভদ্রাশ্ববর্ষ। ভদ্রাশ্ববর্ষ ইলাবৃতবর্ষসংলগ্ন। ইলাবৃতবাসী ত্বষ্টার বারুদের জ্ঞান অনুমান করা অসম্ভব কল্পনা নহে।

।৩৫৬। ইলাবৃতবাসী নরগণ দেব বলিয়া পরিচিত ছিলেন সত্য কিন্তু ইহাতে ঋগ্বেদের ইন্দ্রের যে পঞ্চ মূর্তি দেখা যায় তাহার সম্যক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কি করিয়া নরের দেবত্ব হয় তাহার সূত্রও পুরাণে পাওয়া যায়। সম্রাট ইন্দ্র নরেন্দ্ররূপে সাধারণের সম্মান পাইতেন। এখন যেমন বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রাজা বা রাজপ্রতিভূকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করেন ও তদুপলক্ষে নানা উৎসবের অনুষ্ঠান করেন এবং 'সম্মানার্হ অতিথি'কে (honoured guest) মানপত্র প্রদান করেন পূর্বেও লোকে ঠিক সেই ভাবেই ইন্দ্রাদি নরপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অভ্যর্থনা করিত। এই অভ্যর্থনার নাম ছিল যজ্ঞ। সম্মানার্হ অতিথির নাম ছিল যজ্ঞপুরুষ। তখন সোমপান করান বিশিষ্ট সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শন ছিল। সর্বাগ্রে যজ্ঞপুরুষকে সোম নিবেদন করিয়া অভ্যাগতগণের মধ্যে তাহা বিতরণ করা হইত। এই উদ্দেশ্যে কলস কলস সোমরস প্রস্তুত হইত। সোম বহুমূল্য ছিল। শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু প্রমাণ বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে সোম ও সিদ্ধি বা ভাঙ একই পদার্থ। আয়ুর্বেদের সোমলতা বৈদিক সোম নহে। এখন যেমন মানপত্রে পূজ্য ব্যক্তির কীর্তিকলাপ বর্ণিত হয় তখনও ঐরূপ যজ্ঞপুরুষের উদ্দেশে রচিত স্তুতিতে তাঁহার বিশিষ্ট গুণাবলি ও কীর্তির উল্লেখ থাকিত। ইন্দ্রের স্তুতিতে ঋষি প্রায়ই বলিতেছেন, হে ইন্দ্র, আমি তোমার কীর্তিসমূহ বর্ণন করিতেছি। কোন গভর্নরের উদ্দেশে লিখিত বিভিন্ন মানপত্র দেখিয়া যেমন ইতবৃত্তকার বলিতে পারেন তিনি কি কি কর্ম করিয়াছেন তদ্রূপ ইন্দ্রসূক্তগুলি বিচার করিলেও ইলাবৃতবাসী ইন্দ্রগণের কীর্তিকলাপ জানিতে পারা যায়। ঋগ্বেদ ইতবৃত্ত না হইলেও এ জন্য ঋক্‌সূক্ত হইতে কিছু কিছু প্রাচীন কাহিনী উদ্ধার করা সম্ভবপর। ইন্দ্রের বিশিষ্ট কীর্তি পরে আলোচনা করিয়াছি।

।৩৫৭। বৃত্রবধের পর অষ্ট যুগ যাবৎ ইন্দ্রগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে ইন্দ্রগণ লুপ্ত হইলেও ইন্দ্রযজ্ঞ লোপ পায় নাই। পরবর্তী কালে ইন্দ্র না থাকিলেও যজ্ঞাগ্নিতে ইন্দ্রের নামে আহুতি দেওয়া হইত। যজ্ঞ তখন আর অভ্যর্থনা উৎসব নহে এবং ইন্দ্রও প্রত্যক্ষ দেব নহেন। ইন্দ্র অদৃশ্য দেব, বা আকাশদেব বা আন্তরীক্ষ দেবে পরিণত হইয়াছেন। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রই পঞ্চ মূর্তির মধ্যে আদিদেব। পরে অন্য চারি প্রকার দেবত্ব তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে। যজ্ঞের আদিম অর্থও ক্রমে পরিবর্তিত হইয়াছে। যে ভাবে ইন্দ্রের দেবত্বের ক্রমিক পরিণতি ঘটিয়াছিল অন্য দেবগণ সম্বন্ধেও

সেই কথা প্রযোজ্য। পুরাণ এই ক্রমপরিণতির সূত্রের আভাস দিয়াছেন। পৌরাণিক দিবি আরোহণ ও অবতারতত্ত্ব বুঝিলে বৈদিক দেবতত্ত্ব সুগম হইবে। চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, তাহা দ্রষ্টব্য। নরপতি ইন্দ্রের উদ্দেশে রচিত স্তব কেন বেদে স্থান পাইয়াছে তাহা ১২৩ প্রকরণে আলোচিত হইয়াছে। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

।৩৫৮। নর বিবস্বানের নামানুযায়ী সূর্যের নামকরণ হইয়াছিল এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। সূর্যদেবের স্তুতিকালে জড় সূর্য ও নর বিবস্বান উভয়ের গুণাবলি পরস্পরে আরোপিত হয়। সূর্যস্তবে যখন বলা হয়, হে সূর্য, তুমি সপ্তাশ্বযুক্ত রথে আকাশে বিচরণ কর, তখন দিবি আরোহণ সূত্রের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে নরপতি বিবস্বান সপ্তাশ্ব রথে যাইতেন বলিয়াই সূর্য সম্বন্ধে এই বর্ণনা। ঋ।১ম।১৬৪।১১ সূক্তে যখন ইন্দ্রকে এতশ নামক ব্যক্তির সাহায্যকারী এবং সূর্যশত্রু বলা হইয়াছে তখন ইন্দ্র অর্থে ইলাবৃতপতি এবং সূর্য অর্থে নরপতি বিবস্বান। বিবস্বান অন্তরীক্ষ প্রদেশের রাজা বলিয়া অন্য ঋক্‌সূক্তে তাঁহাকে গন্ধর্ব বলা হইয়াছে। আবার ঋ।৮ম।৯৩।৪ সূক্তে ইন্দ্রকেই সূর্য বলা হইয়াছে। ইন্দ্র এখানে আকাশস্থিত সূর্যের অধিষ্ঠাতা আগন্তুক অদৃশ্য দেব।

।৩৫৯। দিবি আরোহণ হইলে ভৌম দেবতা আকাশে প্রত্যক্ষ হন। বিবস্বানের তিরোধানের পরও সূর্যরূপে বিবস্বান প্রত্যক্ষগোচর রহিলেন। সূর্যের ন্যায় মহৎ প্রাকৃতিক বস্তু স্বতই মনুষ্যের বিস্ময়ের পাত্র, তদুপরি অতি তেজস্বী বিবস্বান নরপতির গুণাবলী তাহার সহিত জড়িত হওয়ায় সূর্য স্তবনীয় হইলেন। হিন্দু কখনও বিশুদ্ধ জড়োপাসক বা animist মাত্র ছিলেন না। তিনি জড়োপাসনা ও প্রতিমা উপাসনায় প্রভেদ করেন। সূর্য যে জড় হিন্দু তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহার সূর্যোপাসনা আদিতে সূর্যাধিষ্ঠিত বিবস্বানের উপাসনা ছিল। প্রাচীন অর্কমন্দিরগুলিতে সূর্যদেবের যে জুতা পরিহিত মূর্তি দেখা যায় তাহা হইতেও অনুমান করা যায় যে সূর্যমূর্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের রূপানুযায়ী কল্পিত হইয়াছে। সূর্য নিজে প্রত্যক্ষ হইলেও তাঁহার আগন্তুক অধিদেবতা অদৃশ্য; এ জন্যই মূর্তি কল্পনা আবশ্যক। প্রত্যক্ষ ভৌম দেবতার উপাসনা ক্রমে অদৃশ্য দেবতার উপাসনায় পরিণত হইয়াছে। স্বর্গাধিপতি প্রত্যক্ষ নর ইন্দ্র পরবর্তী কালে অদৃশ্য দেবতা হইয়াছেন এবং ভৌম ইলাবৃতবর্ষও অনির্দিষ্ট উচ্চ স্থানে আকাশে অদৃশ্য স্বর্গরূপে কল্পিত হইয়াছে। দেবতা অদৃশ্য হইলে তাহাতে নানা গুণারোপ সম্ভবপর হয়। অদৃশ্য দেবতা ক্রমে পরম দেবতার স্থানে অভিষিক্ত হন। ইন্দ্রের অদৃশ্য দেবরূপে উপাসনার

ইহাই রহস্য। ইন্দ্র যখন প্রত্যক্ষ দেব ছিলেন তখন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সম্মান দেখান হইত, সোম ও ভোজ্যাদি নিবেদন করাও হইত। ইন্দ্রের তিরোধান ঘটিলে সমস্ত দ্রব্যাদি অগ্নিতে অর্পণ করা হইত। অগ্নি হব্যবাহন অর্থাৎ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ভোজ্যাদি জ্যোতি ও ধূমরূপে ঊর্ধ্বে অদৃশ্য হইয়া যায় বলিয়া অগ্নি অদৃশ্য দেবতার নিকট ভোজ্য বহন করিয়া লইয়া যান বলা চলে। আরও এক কারণে অগ্নির দেবত্ব কল্পিত হইয়াছিল। দেবসেনাপতিগণের মধ্যে কেহ অগ্নি নামে পরিচিত ছিলেন মনে হয়। মরুৎ যেমন বায়ু বলিয়া স্তবনীয় হইয়াছেন নর অগ্নিও সেইরূপ বহ্নিরূপে পূজনীয় হইয়াছিলেন। ঋ।১ম।৩১।১১ সূক্তে আছে, 'হে অগ্নি, দেবগণ তোমাকে মনুষ্যরূপধারী নহুষের মনুষ্যরূপধারী সেনাপতি করিয়াছিলেন'। অনুমান হয়, যখন নহুষ কিছু দিনের জন্য ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন তখন তাঁহার যিনি সেনানায়ক ছিলেন তাঁহার নাম ছিল অগ্নি বা তদ্বাচক কোন শব্দ।

।৩৬০। নর অগ্নির বহ্নিরূপে পরিণতি বা মরুদ্‌গণের বায়ুরূপ ধারণ ঠিক দিবি আরোহণ না হইলেও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। দিবি আরোহণের মূল তত্ত্ব এই যে সম্মানার্হ ব্যক্তির নাম কোন মহৎ প্রাকৃতিক বস্তুতে অর্পিত হয়। আমরা যাঁহাকে পূজনীয় মনে করি সাধারণত উচ্চে তাঁহার স্থান নির্দেশ করি। উচ্চের ধারণা শ্রেষ্ঠতার ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং নীচের ধারণা অপকৃষ্টতার সহিত জড়িত। এই জন্যই 'উচ্চমনা' 'নীচমনা' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় নচেৎ মন সম্বন্ধে দেশবাচক 'উচ্চ,' 'নীচ' শব্দ প্রযোজ্য নহে। সভায় পূজনীয় ব্যক্তিগণের স্থান উচ্চ ভূমিতেই নির্দিষ্ট হয়, ইত্যাদি। সকল অদৃশ্য সত্তার স্থান এই কারণেই গুণানুসারে উচ্চে বা নীচে কল্পিত হয়; প্রেত পুণ্যাত্মাগণের স্থান ঊর্ধ্বে স্বর্গলোকে, পাপীরা মৃত্যুর পর কোন অনির্দিষ্ট নিম্ন প্রদেশস্থিত নরকে যায়। অদৃশ্য দেবতার বা প্রেত পুণ্যাত্মার দৃশ্য বস্তুতে অবস্থান বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে হইলে আকাশের জ্যোতিষ্ক, অন্তরীক্ষের বায়ু প্রভৃতি বা পৃথিবীর কোন উচ্চ প্রদেশস্থিত বা মহৎ বস্তুর আশ্রয় অবলম্বন করা হয়। ধ্রুবাদি এইরূপে জ্যোতিষ্ক হইয়াছেন, মরুদ্‌গণ বায়ু হইয়াছেন। প্রভঞ্জনের ন্যায় ক্ষিপ্রগামী এবং প্রবল বলিয়া গুণসাম্যে মরুদ্‌গণ বায়ুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কল্পিত হইয়াছেন। অগ্নি এই প্রকারে হব্যবাহক হইয়াছেন। কৈলাসের নিকটবর্তী মান্ধাতা পর্বত রাজা মান্ধাতার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। বদরিকাশ্রমের নিকটস্থ নর ও নারায়ণ নামক দুই পর্বত নর ও নারায়ণ ঋষির মহিমার চিরস্থায়ী সাক্ষিরূপে বর্তমান রহিয়াছে।

।৩৬১। বৈদিক দেবগণের উপাসনা প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনা হইতে উদ্ভূত এই ধারণা ভ্রমাত্মক। শূর, বীর, রাজা বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি মনুষ্যের যে স্বাভাবিক ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পিত হয় বৈদিক উপাসনার মূলে তাহাই আছে। এ কারণে প্রায় অধিকাংশ বৈদিক দেবতাই শত্রুবিমর্দক পরাক্রান্ত যোদ্ধা। তাহারা সকলেই নানা অস্ত্রধারী। স্ত্রী দেবতার কল্পনায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইলা, সরস্বতী ও ভারতী প্রদেশত্রয় এবং উষা, নদী, অরণ্যানী প্রভৃতি স্ত্রীরূপে উপাসিত হইয়াছেন। স্ত্রী দেবতার উপাসনার মূলে বীরা রমণীর অর্চনা না থাকিলেও স্ত্রী দেবতাগুলিও তৎ তৎ অধিষ্ঠানের প্রতীক। নদী, বন প্রভৃতির উপাসনা জড়দ্যোতক অধিষ্ঠাতৃ দেবতার উপাসনা মাত্র। এ সকল সূক্তকে উপাসনা না বলিয়া বর্ণনা বলিলেই অধিকতর সঙ্গত হয়। ইলা, সরস্বতী ও ভারতী এই তিন প্রদেশেরই সংস্কৃতি বাক্‌দেবীরূপে আহূত হইয়াছেন। ইহা এক প্রকার শক্তি উপাসনা। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপাখ্যানে কথিত আছে, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণের শক্তি একত্র হইয়া নারীরূপ ধারণ করিয়াছিল। এই নারী চণ্ডী ॥ শ্রীশ্রীচণ্ডী।২।১২॥ যে রীতিতে ইন্দ্রাদি শূর বীর মহাত্মাগণ দেবত্ব পাইয়াছেন হিন্দুধর্মের তাহা সনাতন প্রথা। ইন্দ্রগণের বহু পরবর্তী রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবরূপে পূজনীয় হইয়াছেন। আধুনিক কালেও চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, গান্ধী, সুভাষ বসু, প্রভৃতি মহাত্মার দেবত্ব হইয়াছে বা হইতেছে। অর্বাচীন ভারতীয় দেবগণ বেদে স্থান পান নাই কারণ বেদসংগ্রহ বহু কাল পূর্বেই বন্ধ হইয়াছে।

।৩৬২। বৈদিক দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ ইহার পূজাই সর্বাগ্রে প্রবর্তিত হয়॥ ঋ।৭ম।১০০।৩॥ বিষ্ণুর পর মিত্র ও বরুণ পূজা পান॥ ঋ।৬ম।৬৭।১॥ বিষ্ণু, মিত্র এবং বরুণ ইলাবৃতবাসী দেবগণেরও স্তবনীয় ছিলেন। শতক্রতু ইন্দ্র সম্ভবত ইঁহাদেরই যজ্ঞপুরুষ মনোনীত করিতেন। অগ্নি সর্বকনিষ্ঠ দেব॥ ঋ।৫ম।২৬।২৭॥ ৬ম।৪৮।৭॥ বামন বিষ্ণু ইন্দ্রের সহায়ক ছিলেন বলিয়া কথিত আছে; ইনি পূর্ববর্তী বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কল্পিত হইয়াছিলেন। বহু ইন্দ্রের ন্যায় বহু বিষ্ণুও ছিলেন। বামন বিষ্ণুর উদ্দেশে ঋক্‌সূক্ত আছে। ইন্দ্র যখন প্রত্যক্ষ দেব তখন বৃদ্ধ বিষ্ণু, মিত্র এবং বরুণ অদৃশ্য দেবতার পর্যায়ে গিয়াছেন। অনুমান হয় ইন্দ্রগণের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী কাল হইতেই ঋক্‌সূক্ত সংগৃহীত হইত এবং ভারতীয় ঋষিগণ ইলাবৃতবাসী ঋষিদের নিকট হইতে ঋক্‌-সংরক্ষণ শিখিয়াছিলেন। দিবি আরোহণতত্ত্ব এবং অবতারতত্ত্ব স্মরণ রাখিলে বৈদিক দেবতত্ত্ব সুগম হইবে। ঋক্‌সূক্তগুলির যে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা হইতে পারে প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাহা জানিতেন। নিরুক্তকার যাস্ক অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'তৎ কৌ অশ্বিনৌ।

দ্যাবাপৃথিব্যৌ ইতি একে। অহোরাত্র ইতি একে। সূর্যাচন্দ্রমসৌ ইতি একে। রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইতি ঐতিহাসিকাঃ'॥ ১২।১॥ অর্থাৎ, অশ্বিদ্বয় কাঁহারা? কেহ বলেন দ্যাবা-পৃথিবী, কেহ বলেন দিন রাত্রি, কেহ বলেন সূর্য চন্দ্র, ঐতিহাসিকগণ বলেন তাঁহারা দুই জন পুণ্যবান রাজা।

।৩৬৩। ঋগ্বেদ হিন্দুর আদি ধর্মগ্রন্থ হইলেও প্রাচীন বীরগণের সামরিক কীর্তিস্তুতি ইহার মূল। ঋক্‌সূক্তের বিভিন্ন স্তর মনে রাখিলে দেবতাগণ সম্বন্ধে বহু ইতবৃত্তীয় তথ্য নির্ণয় করা যাইবে। ইন্দ্রগণের কাল এবং কীর্তিকলাপ পুরাণ ও বেদের সাহায্যে উদ্ধার করা যাইবে। বিভিন্ন ইন্দ্রের কীর্তি পরস্পরে আরোপিত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রের ইতবৃত্ত জানা সম্ভবপর। বৃত্র, অহি, শুষ্ম প্রভৃতি অসুরের কীর্তিও কিছু মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে সন্দেহ হয়। ইহারা সকলেই ইন্দ্রের শত্রু। বৃত্রহন্তা, বজ্রধারী, পুরন্দর ইন্দ্র অতি পরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিলেন। পুরন্দর উপনাম বলিয়া মনে হয়। পুরন্দর অর্থে যিনি পুরী ধ্বংস করেন। ইনি বহু অসুরনগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। বৃত্র, তৎপুত্র অহি, শুষ্ম প্রভৃতি অসুরগণ ইহার হস্তে নিহত হন। পনি নামে কোন জাতি বা দলের অন্তর্গত ব্যক্তিগণ ইন্দ্রের প্রজাদিগের গো হরণ করিয়া দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র কুক্কুরজাতীয় সরমা নামে কোন স্ত্রীলোকের নিকট সন্ধান পাইয়া গোধন উদ্ধার করেন ও তাহা আশ্রিতগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন॥ ঋ। ১০ম।১০৮॥ ইন্দ্র হৃষ্ট হইলে গো দান করেন এ কথা ঋক্‌সূক্তে প্রসিদ্ধ।

।৩৬৪। পুরন্দর ইন্দ্রের সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত কর্ম নদীর অবরোধ অপসারণ। যুদ্ধকালে বৃত্র ইন্দ্রকে বা তাঁহার প্রজাবর্গকে উৎপীড়ন করার উদ্দেশ্যে পাহাড় ফেলিয়া চারিটি নদীর পথ রুদ্ধ করেন। ইন্দ্র বৃত্রকে হনন করিয়া বজ্রাঘাতে পর্বত বিদীর্ণ করিয়া জলনির্গমনের পথ করিয়া দিয়াছিলেন। ইন্দ্রকে এই কারণে ঋক্‌সূক্তে জলমোচনকারী বলা হইয়াছে এবং এই কারণেই ইন্দ্র দিবি আরোহণের পর জলবর্ষণকারী আন্তরীক্ষ দেব হইয়াছেন। কেবল বৃষ্টিদাতা আকাশের প্রাকৃতিক দেবতারূপে বৈদিক ইন্দ্রের কল্পনা হয় নাই। বৃষ্টির প্রাকৃতিক অধিদেবতার নাম পর্জন্য। ইন্দ্রের অনুরূপ পর্জন্যের কোন নরোচিত কীর্তি বর্ণিত হয় নাই। বৃত্রের নদী অবরোধ এবং ইন্দ্র কর্তৃক তদপসারণ উভয়ই বিরাট সামরিক কীর্তি সন্দেহ নাই। বৃত্র কোন্ কোন্ নদী অবরোধ করিয়াছিলেন এবং সেই অবরোধ-স্থানই বা কোথায় জানিতে কৌতূহল হয়। ঋগ্বেদে আদিতে চারিটি নদী অবরোধের কথা দেখা যায়। পরবর্তী সূক্তে চারি নদীর স্থলে সাতটি নদীর উল্লেখ আছে। পুরাণ পাঠে

অনুমান হয় মানস সরোবরের নিকট বৃত্র কর্তৃক নদী অবরুদ্ধ হইয়াছিল। 'কৈলাসের দক্ষিণ পার্শ্বে ক্রূর জন্তু ও ওষধিসমন্বিত বৃত্রকায় হইতে উৎপন্ন বিবিধ ধাতুমণ্ডিত বৈদ্যুত নামে এক পর্বত আছে॥ ব্র।৫১।১৪॥ বা।৪৭।১৩-॥ মানস সরোবরের নিকট শতদ্রু প্রভৃতি নদীর উৎপত্তিস্থান। পুরাকালে এই প্রদেশে নদীগুলির অবস্থান কিরূপ ছিল নিশ্চিত জানা যায় না। তিব্বতীয় নদীগুলির পথ পুনঃপুন পরিবর্তিত হইয়াছে।

গৌতম নোধা ঋষি বলিতেছেন, 'ইন্দ্র পৃথিবীর উপর স্থাপিত মধুর উদকপূর্ণ যে চারিটি নদী জলপূর্ণ করিয়াছেন তাহা সেই দর্শনীয় ইন্দ্রের অতিশয় পূজ্য ও সুন্দর কর্ম'॥ ঋ। ১ম। ৬২।৬॥

বিশ্বামিত্র বলিতেছেন, 'জলপ্রবাহবতী বিপাশ ও শুতুদ্রী (নদীদ্বয়) পর্বতের উৎসঙ্গ প্রদেশ হইতে সাগরসংগমাভিলাষিণী হইয়া মন্থরাবিমুক্ত ঘোটকীদ্বয়ের ন্যায় স্পর্ধা করত গোদ্বয়ের ন্যায় শোভমানা হইয়া বৎসলেহনাভিলাষিণী ধেনুদ্বয়ের ন্যায় বেগে গমন করিতেছে।

হে নদীদ্বয়, ইন্দ্র তোমাদের প্রেরণ করিতেছেন, তোমরা তাঁহার প্রার্থনা রক্ষা করিতেছ ও রথীদ্বয়ের ন্যায় সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছ।'

নদীদ্বয় বলিতেছেন, 'নদীগণের পরিবেষ্টক বৃত্রকে হনন করিয়া বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদিগকে খনন করিয়াছেন। জগৎপ্রেরক, সুহস্ত, দ্যুতিমান ইন্দ্র আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞায় আমরা প্রভূত হইয়া গমন করিতেছি।'

বিশ্বামিত্র বলিতেছেন, 'ইন্দ্র যে অহিকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বীরকর্ম সর্বদা কীর্তন করা উচিত। ইন্দ্র চতুর্দিকে আসীন (অর্থাৎ অবরোধকারীদিগকে) বজ্রদ্বারা বধ করিয়াছিলেন। গমনাভিলাষী জলসমূহ আগমন করিয়াছিল॥' ঋ। ৩ম। ৩৩। ১, ২, ৬, ৭॥

।৩৬৫। এই সকল বিবরণ হইতে মনে হয় বৃত্র কর্তৃক অবরুদ্ধ নদীগণের মধ্যে বিপাশ ও শুতুদ্রী দুইটি। এই দুই নদীর আধুনিক নাম বিয়াস ও সট্‌লেজ। সট্‌লেজ মানস সরোবরের নিকট হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

।৩৬৬। ঋগ্বেদ দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তে গৃৎসমদ ঋষি বলিতেছেন, 'লোকে এখন ইন্দ্রকে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে'। জনগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তিনি বলিতেছেন, 'যিনি মহতী সেনার নায়ক তিনিই ইন্দ্র, যিনি অহিকে বিনাশ করিয়া সপ্তসংখ্যক নদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যিনি গো উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি শত্রু বিনাশ করেন, যিনি বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন তিনিই ইন্দ্র'। ইন্দ্রগণ লুপ্ত হইবার পর ইন্দ্রের নরত্ব

কি করিয়া অল্পে অল্পে অদৃশ্য দেবত্বে পরিণত হইয়াছিল, এই সূক্ত তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দেবত্ব কল্পনায় প্রাচীন নর ইন্দ্রের কীর্তি কিছু অতিরঞ্জিত হইয়াছে। চারি নদীর স্থলে সাত নদী আসিয়াছে। হয়ত চারি নদীর কথাতেও কিছু অত্যুক্তি আছে। বিয়াস ও সট্‌লেজের উৎপত্তিস্থান পরস্পর হইতে দূরে। বৃত্রের পক্ষে বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে নদী অবরোধ করার সম্ভাবনা কম। পরবর্তী ইন্দ্রগণের কীর্তির সহিত প্রাচীন ইন্দ্রের কীর্তি যে মিশিয়া গিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋ। ৫ম।৩১।৬॥ ৬ম।২৭॥ ৭ম।২৬ সূক্তগুলি দ্রষ্টব্য। অনুমান হয় বজ্রনির্মাতা ত্বষ্টার মৃত্যুর পর বারুদ প্রস্তুতের জ্ঞানও লোপ পাইয়াছিল। পুরন্দরের পরবর্তী অপর কোন ব্যক্তির বজ্র বা তদনুরূপ কোন অস্ত্র ছিল পুরাণে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। আগ্নেয়াস্ত্র, অগ্নিবাণ, নালিকাস্ত্র প্রভৃতি যে বন্দুক নহে আচার্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। পরবর্তী ঋক্‌সূক্তে অস্থিনির্মিত বজ্রের স্থলে অয়োনির্মিত বজ্র আসিয়াছে॥ ঋ। ৮ম।৯৬।৩॥ ১০ম।৯৬।৩॥ সুবর্ণনির্মিত বজ্রেরও উল্লেখ দেখা যায়॥ ঋ। ১০ম।২৩।৩॥ পুরন্দরের পরবর্তী ইন্দ্রগণ সাধারণ লৌহাস্ত্র সাহায্যে শত্রু হনন করিয়াছেন মনে হয়।

।৩৬৭। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের অনূদিত 'ঋগ্বেদসংহিতা' হইতে নর ইন্দ্রের শূরত্ব প্রতিপাদক কতিপয় ঋক্ উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই সকল ঋকে পুরন্দর নামক ইন্দ্রের কীর্তির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। স্থানাভাবে ইন্দ্রের নরত্ব-প্রতিপাদক সব ঋক্ দেওয়া গেল না। ঋগ্বেদসূক্তগুলির অনুবাদকালে দত্ত মহাশয় স্থানে স্থানে যে টীকা দিয়াছেন তাহা [ ] বন্ধনীর মধ্যে উদ্ধার করিলাম। এগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে রূপক ব্যাখ্যা কত কষ্টকল্পিত। দত্ত মহাশয়ের মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধে সমস্ত ঋকের অনুবাদ দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, ত্বরান্বিত হইয়া স্তোত্র গ্রহণ করিতে আইস। এই সোম অভিষবযুক্ত যজ্ঞে আমাদিগের অন্ন ধারণ কর॥ ১ম।৩।৬॥

হে সোমপায়ী ইন্দ্র, আমাদিগের অভিষবের নিকট আইস, সোম পান কর। তুমি ধনবান, তুমি হৃষ্ট হইলে গাভী দান কর॥ ১ম।৪।৪২॥

হে শতক্রতু, এই সোম পান করিয়া তুমি বৃত্র প্রভৃতি শত্রুদিগকে হনন করিয়াছিলে, যুদ্ধে (তোমার ভক্ত) যোদ্ধাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলে॥ ১ম।৪।৮॥

হে ইন্দ্র, দৃঢ় স্থানের ভেদকারী এবং বহনশীল মরুৎদিগের সহিত তুমি গুহায় লুক্কায়িত গাভীসমুদয় অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে॥ ১ম।৬।৫॥

যুবা, মেধাবী, প্রভূত বলসম্পন্ন, সকল কর্মের ধর্তা, বজ্রযুক্ত ও বহুস্তুতিভাজন ইন্দ্র (অসুরদিগের) নগরবিদারকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১ম ।১১।৪ ॥

বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথমে যে পরাক্রমের কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন তাঁহার সেই কর্মসমূহ বর্ণনা করি। তিনি অহিকে (মেঘকে) [মূলে মেঘ শব্দ নাই] হনন করিয়াছিলেন। পরে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন, বহনশীল পার্বতীয় নদীসমূহের (পথ) ভেদ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১ম ।৩২।১ ॥

ইন্দ্র পর্বতাশ্রিত অহিকে হনন করিয়াছিলেন ; ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য সুদূরপাতী বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন ; (তৎপর) যেরূপ গাভী বৎসের দিকে যায় ধারাবাহী জল সেইরূপ সবেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছিল ॥ ১ম ।৩২।২ ॥

জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহাধ্বংসকারী বজ্রদ্বারা ছিন্নবাহু করিয়া বিনাশ করিলেন, কুঠারছিন্ন বৃক্ষস্কন্দের ন্যায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে ॥ ১ম ।৩২।৫ ॥

ভগ্ন (কুলকে) অতিক্রম করিয়া নদ যেরূপ বহিয়া যায় মনোহর জল সেইরূপ পতিত (বৃত্রদেহকে) অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। বৃত্র জীবদ্দশায় নিজ মহিমাদ্বারা যে জলকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, অহি এখন সেই জলের পদের নীচে শয়ন করিল ॥ ১ম ।৩২।৮ ॥

হে ইন্দ্র, অহিকে হনন করিবার সময় যখন তোমার হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইয়াছিল তখন তুমি অহির কোন্ হন্তার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিলে যে ভীত হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় নবনবতি নদী ও জল পার হইয়া গিয়াছিলে ॥ ১ম ।৩২।১৪ ॥

যখন (জল) দিব্যলোক হইতে পৃথিবীর অন্ত প্রাপ্ত হইল না, এবং ধনপ্রদ ভূমিকে উপকারী দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিল না, তখন বর্ষণকারী ইন্দ্র হস্তে বজ্র ধারণ করিলেন এবং [মূল সূক্তের আক্ষরিক অনুবাদ, জ্যোতির সাহায্যে অন্ধকার হইতে গোদিগকে দোহন করিলেন] দ্যুতিমান (বজ্র) দ্বারা অন্ধকাররূপ (মেঘ) হইতে পতনশীল (জল) নিঃশেষিত-রূপে দোহন করিলেন ॥ ১ম ।৩৩।১০ ॥

প্রকৃতি অনুসারে জল প্রবাহিত হইল ; কিন্তু (বৃত্র) নৌকাগম্য নদীসমূহের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল ; তখন ইন্দ্র স্থিরসংকল্প অতিবলযুক্ত প্রাণসংহারক আয়ুধ দ্বারা কয়েক দিবসে হনন করিলেন ॥ ১ম ।৩৩।১১ ॥

তুমি শুষ্ণ (অসুরের) সহিত যুদ্ধে কুৎস ঋষিকে রক্ষা করিয়াছিলে, তুমি অতিথি-বৎসল (দিবোদাসের রক্ষার্থ) শম্বর (নামক অসুরকে) হনন করিয়াছিলে। তুমি মহান

অর্বুদ (নামক অসুরকে) পদদ্বারা আক্রমণ করিয়াছিলে ; অতএব তুমি দস্যুহত্যার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ ১ম।৫১।৬ ॥

ত্বষ্টা তোমার যোগ্য বল বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং তাহার পরাভবকারী বলদ্বারা বজ্র তীক্ষ্ণ করিয়াছেন ॥ ১ম।৫২।৭ ॥

সহায়রহিত সুশ্রবা (নামক রাজার) সহিত (যুদ্ধ করিবার জন্য) যে বিংশ নরপতি ও ৬০,০৯৯ অনুচর আসিয়াছিল, হে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র, তুমি শত্রুদিগের অলঙ্ঘ্য রথচক্রদ্বারা তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলে ॥ ১ম।৫৩।৯ ॥

তুমি নর্য, তুর্বশ ও যদু (নামক রাজাদিগকে) রক্ষা করিয়াছ ; হে শতক্রতু, তুমি বর্য্যকুলের তুর্বীতি (নামক রাজাকে) রক্ষা করিয়াছ ; তুমি আবশ্যকীয় ধননিমিত্ত যুদ্ধে তাহাদের রথ ও অশ্ব রক্ষা করিয়াছ ; তুমি শম্বরের নবনবতি নগর ধ্বংস করিয়াছ ॥ ১ম।৫৪।৬ ॥

হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র, তুমি বিস্তীর্ণ মেঘকে (মূলে পর্বতং আছে, অর্থ পর্বতং মেঘং বৃত্রাসুরং বা সায়ণ) বজ্রদ্বারা পর্বে পর্বে কাটিয়াছ, সেই মেঘে আবৃত জল বহিয়া যাইবার জন্য ভিন্ন দিকে ছাড়িয়া দিয়াছ, [মূলের আক্ষরিক অনুবাদ, তুমি বজ্রের দ্বারা সেই বিশাল পর্বতকে পর্বে পর্বে কাটিয়াছ, তুমি নিবৃত (নিরুদ্ধ) জল মুক্ত করিয়াছ] কেবল তুমিই বিশ্বব্যাপী বল ধারণ কর ॥ ১ম।৫৭।৬ ॥

ইন্দ্র স্বকীয় বল দ্বারা জলশোষক বৃত্রকে বজ্রদ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন এবং (চৌরাপহৃত) গাভীসমূহের ন্যায় (বৃত্রদ্বারা) অবরুদ্ধ জগতের রক্ষণশীল জল সমুদয় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি হব্যদাতাকে তাঁহার অভিলাষানুসারে অন্ন দান করেন ॥ ১ম।৬১।১০ ॥

ইন্দ্র পৃথিবীর উপরে স্থাপিত মধুর উদকপূর্ণ যে চারিটি নদী জলপূর্ণ করিয়াছেন তাহা সেই দর্শনীয় ইন্দ্রের অতিশয় পূজ্য ও সুন্দর কর্ম ॥ ১ম।৬২।৬ ॥

তিনি বৃত্রকে বধ করিয়া তন্নিরুদ্ধ বারি নির্গত করাইয়াছিলেন ॥ ১ম।৮০।১০ ॥

ইন্দ্রের লৌহময় ও সহস্রধারাযুক্ত বজ্র বৃত্রকে আক্রমণ করিল ॥ ১ম।৮০।১২ ॥

তিনি সুদর্শন, সুন্দর নাসিকাযুক্ত ও হরি নামক অশ্বযুক্ত ; তিনি আমাদিগের সম্পদের জন্য দৃঢ়বদ্ধ হস্তে লৌহময় বজ্র স্থাপন করিলেন ॥ ১ম।৮১।৪ ॥

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচি ঋষির [মূলে ঋষি কথা নাই] অস্থিদ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতিবার বধ করিয়াছিলেন ॥ ১ম।৮৪।১৩ ॥

পর্বতে লুক্কায়িত দধীচির [মূলে দধীচি নাই] অশ্বমস্তক পাইবার ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র সেই মস্তক শর্যণাবৎ সরোবরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১ম ।৮৪।১৪ ॥

নদীসমূহ যাঁহার নিয়মানুসারে বহিয়া যায় ॥ ১ম ।১০১।৩ ॥

তিনি বজ্ররূপ অস্ত্র লইয়া, বীরকার্যে উৎসাহপূর্ণ হইয়া দস্যুদিগের নগরসমূহ বিনাশ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন ॥ ১ম ।১০৩।৩ ॥

হে যুদ্ধকালে নৃত্যকারী ইন্দ্র, তুমি হবিঃপ্রদায়ী অভীষ্টপূরক দিবোদাস রাজার জন্য নবতিসংখ্যক নগরী নষ্ট করিয়াছিলে ॥ ১ম ।১৩০।৭ ॥

হে জলবর্ষণকারী নগরবিদারক ইন্দ্র, ইত্যাদি ॥ ১ম ।১৩০।১০ ॥

হে ইন্দ্র, মনুষ্যেরা তোমার বীর্য জানিত। তুমি যে শত্রুদিগের শারদী পুরীসমূহ নষ্ট করিয়াছিলে, উহাদিগকে পরাজিত করিয়া নষ্ট করিয়াছিলে, সে কথা মনুষ্যেরা জানিত।··· তুমি আনন্দসহকারে জল কাড়িয়া লইয়াছিলে ॥ ১ম ।১৩১।৪ ॥

ইন্দ্র জলান্বেষণে তৎপর। তিনি স্বীয় বন্ধু যজমানদিগের জন্য গো অন্বেষণ করেন ॥ ১ম ।১৩২।৩ ॥

হে ইন্দ্র, তুমি যখন সাতটি শারদী পুরী ভেদ করিয়াছিলে তখন প্রজাগণকে সংযতবাক্য করিয়া সুখে দমন করিয়াছিলে। হে অনবদ্য, তুমি চলনশীল জল প্রবর্তিত করিয়াছিলে, তুমি তরুণবয়স্ক পুরুকুৎস রাজার জন্য বৃত্রকে বধ করিয়াছিলে ॥ ১ম ।১৭৪।২ ॥

হে শূর ইন্দ্র, তুমি যে জল বর্ধিত করিয়াছ, অহি সেই প্রভূত জল আক্রমণ করিয়াছিল, তুমি সেই প্রভূত জল ছাড়িয়া দিয়াছ ॥ ২ম ।১১।২ ॥

যিনি মহতী সেনার নায়ক তিনিই ইন্দ্র ॥ ২ম ।১২।৩ ॥

হে মনুষ্যগণ, যিনি অহিকে বিনাশ করিয়া সপ্তসংখ্যক নদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যিনি বলকর্তৃক নিরুদ্ধ গোসমূহকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি মেঘদ্বয়ের [মূলে অশ্মনোন্ত-রগ্নিঃ শব্দ আছে। অশ্মন শব্দের সাধারণ অর্থ প্রস্তর] মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং যুদ্ধকালে শত্রুগণকে বিনাশ করেন তিনিই ইন্দ্র ॥ ২ম ।১২।৩ ॥

যিনি পর্বতে লুক্কায়িত শম্বরকে ৪০ বৎসর অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি বলপ্রকাশকারী অহি নামক শয়ান দানবকে বিনাশ করিয়াছিলেন তিনিই ইন্দ্র ॥ ২ম ।১২।১১ ॥

তুমি প্রবাহিত নদীসকলের পথ গমনযোগ্য করিয়াছ ॥ ২ম ।১৩।৫ ॥

তিনি বজ্রের দ্বারা নদীর নির্গমদ্বার সকল খুলিয়া দিয়াছেন ॥ ২ম ।১৫।৩ ॥

ইন্দ্র নিজ মহিমায় সিন্ধুকে উত্তরবাহিনী করিয়াছেন ॥ ২ম ।১৫।৬ ॥

অঙ্গিরাগণ স্তব করিলে ইন্দ্র বলকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। পর্বতের দৃঢ়ীকৃত দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। ইহাদিগের কৃত্রিম [মূলেও কৃত্রিম শব্দ আছে] রোধসকলও উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে এই সকল কর্ম করিয়াছিলেন ॥ ২ম ।১৫।৮ ॥

ইন্দ্র গাভীর নির্গমনের জন্য পথ সুগম করিয়াছিলেন, রমণীয় শব্দায়মান জল সকল, বহু লোকের আহূত ইন্দ্রের অভিমুখে আগমন করিয়াছিল ॥ ৩ম ।৩০।১০ ॥

বলাভিলাষী ইন্দ্র দৃঢ় (মেঘসকল) [মূলে মেঘ শব্দ নাই। দৃঢ় কুকুভের বিশেষণ।] ভগ্ন করিয়াছিলেন। পর্বতসকলের কুকুভ ভেদ করিয়াছিলেন ॥ ৪ম ।১৯।৪ ॥

তিনি নির্জ্জল প্রদেশসমূহ পরিপূর্ণ করিয়াছেন ॥ ৪ম ।১৯।৭ ॥

তুমি বদ্ধ সিন্ধুগণকে উন্মুক্ত করিয়াছ ॥ ৪ম ।৪২।৭ ॥

যেরূপ পরশু অরণ্য ছেদন করে, তদ্রূপ ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিলেন, শত্রুর পুরী ধ্বংস করিলেন, পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া নদীর পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন, অপক্ক কলসের ন্যায় পর্বতকে ভঙ্গ করিলেন। আপন সহায়দিগের সঙ্গে গাভীসমূহ নিষ্কাসিত করিলেন ॥ ১০ম ।৮৯।৭ ॥

২৭। পুরাণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

।৩৬৮। পুরাণ বলিতেছেন, 'যে পুরুষপ্রধানগণ উর্ধ্ববাহু হইয়া অনেক বর্ষ যাবৎ তপ আচরণ করিয়াছিলেন, অতি বীর্যশালী যে বলবান ব্যক্তিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন কাল তাঁহাদের সকলকেই কথাবশেষ করিয়াছে। যে পৃথু অব্যাহত পরাক্রমে সমস্ত লোকে বিচরণ করিতেন, যাঁহার চক্র অরিগণকে বিদারিত করিত তিনি কালবাতাহত হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত শাল্মলী তুলার ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছেন। যে কার্তবীর্য সমস্ত দ্বীপ আক্রমণ করিয়া অরিমণ্ডল বিনাশপূর্বক রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন এখন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নাম উত্থাপিত হইলে সন্দেহ হয় তিনি বাস্তবিক ছিলেন কি না। ধিক্, দশানন অবিক্ষিৎ রাঘব প্রভৃতি দিঙ্‌মুখ উদ্ভাসিতকারী রাজগণের ঐশ্বর্যও কি কালের ভ্রূভঙ্গপাতে ক্ষণমাত্রেই ভস্মসাৎ হয় নাই ? মান্ধাতা নামে যে ভূমণ্ডলের চক্রবর্তীরাজ কথাশরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার কাহিনী শ্রবণ করিয়া কে এমন সাধু ব্যক্তি আছে যে মন্দচেতা হইয়া নিজপ্রতি মমত্ব করিবে ? ভগীরথাদি নৃপতি, সগর, ককুৎস্থ, দশানন, রাঘব, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি সকলেই ছিলেন এ কথা সত্য, মিথ্যা নহে কিন্তু এখন তাঁহারা যে কোথায় আমরা জানি না।'

।৩৬৯। বিষ্ণুপুরাণের এই উক্তি পরাশরকৃত। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে ধরণীগীতায় মনুষ্যজীবনের নশ্বরতা কথিত হইয়াছে। পরাশর বলিতেছেন,

তপ্তং তপো যৈঃ পুরুষপ্রবীরৈ-
রুদ্বাহুভির্ব্বর্ষগণাননেকান্।
ইষ্টাশ্চ যজ্ঞা বলিনোঽতিবীর্য্যাঃ
কৃতাস্তু কালেন কথাবশেষাঃ॥

পৃথুঃ সমস্তান্ প্রচচার লোকান্
অব্যাহতো যোঽরিবিদারিচক্রঃ।
স কালবাতাভিহতো বিনষ্টঃ
ক্ষিপ্তং যথা শাল্মলিতূলমগ্নৌ॥

যঃ কার্ত্তবীর্য্যো বুভুজে সমস্তান্
দ্বীপান্ সমাক্রম্য হতারিচক্রঃ।
কথাপ্রসঙ্গে ত্বভিধীয়মানঃ
স এব সঙ্কল্পবিকল্পহেতুঃ॥

দশাননাবিক্ষিতরাঘবাণা-
মৈশ্বর্য্যমুদ্ভাসিতদিঙ্মুখানাম্।
ভস্মাপি জাতং ন কথং ক্ষণেন
ভ্রূভঙ্গপাতেন ধিগন্তকস্য॥

কথাশরীরত্বমবাপ যদ্বৈ
মান্ধাতৃনামা ভুবি চক্রবর্ত্তী।
শ্রুত্বাপি তং কোঽপি করোতি সাধু-
র্মমত্বমাত্মন্যপি মন্দচেতাঃ॥

ভগীরথাদ্যাঃ সগরঃ ককুৎস্থো
দশাননো রাঘবলক্ষ্মণৌ চ।
যুধিষ্ঠিরাদ্যাশ্চ বভূবুরেতে
সত্যং ন মিথ্যা ক্ব নু তে ন বিদ্মঃ॥ বি।৪।২৪।৭০-৭৫॥

।৩৭০। হিন্দু দার্শনিক কখনই পার্থিব ভোগকে চরম লক্ষ্য মনে করেন নাই। হিন্দু পৌরাণিকও যে জীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন উদ্ধৃত শ্লোকগুলিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দার্শনিকের মায়াবাদ বা জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা প্রাচীন হিন্দুকে অষ্টাদশ-বিদ্যার্জনে বিমুখ করে নাই। 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।' অবিদ্যা অর্থাৎ বিষয়জ্ঞান হিন্দুকে মৃত্যু অতিক্রম করাইয়া অমৃতসন্ধানে পরা বিদ্যার সাধনে পথ দেখাইয়াছে। রাজর্ষি জনকের আদর্শে নির্লিপ্ত থাকিয়া সাংসারিক সর্ববিধ ব্যাপারে নিযুক্ত থাকাই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ আদর্শ। পৌরাণিক এই আদর্শের বশেই পুরাণসংরক্ষণে সচেষ্ট ছিলেন, ফলে ভারতের প্রাচীন ইতবৃত্ত ঋষিদের দ্বারাই রক্ষিত হইয়াছে। জগতে হিন্দুর এই কীর্তি অতুলনীয়।

।৩৭১। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি পুরাণে শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন এবং তৎফলে নিজেদের প্রাচীন ইতবৃত্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। পূর্ববৃত্তান্ত জানিবার জন্য তাঁহাকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য পুরাণের অত্যুক্তির সূত্রগুলি নির্দেশ করিয়া আধুনিক ভাবে পুরাণব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। পুরাণের এরূপ একটি আধুনিক সংস্করণ প্রকাশিত হইলে তাঁহারা দেখিবেন পুরাণের মধ্যে কত অমূল্য রত্ন রহিয়াছে। পুরাণে বিদ্বান ব্যক্তির শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিলে প্রাচীন ভারতের বহু অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কৃত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

।৩৭২। অপর পক্ষে যদি স্বদেশীয় ইতবৃত্ত সংরক্ষণ করিতে হয় তবে পুরাণের পুনরায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যে পৌরাণিক ধারা কল্পাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ধ্রশেষকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রবাহিত ছিল এবং পরে যাহা ক্রমশ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে তাহাকে পুনর্জীবিত ও পরিবর্ধিত করিতে হইবে। বিচক্ষণ সত্যব্রতপরায়ণ ইতবৃত্তকারদ্বারা অন্ধ্রশেষকাল হইতে আধুনিক সময় পর্যন্ত ভারতের ইতবৃত্ত সংক্ষেপে লিখাইয়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদ্বারা তাহা সংস্কৃতে ভাষান্তরিত ও পৌরাণিক ভাবে অনুপ্রাণিত করাইয়া বিষ্ণু-পুরাণাদিতে যোজনা করাইতে হইবে। একমাত্র এই উপায়েই ভারতীয় ইতবৃত্ত রক্ষা করা সম্ভব। বিদেশীয়ের উপর ভারতীয় ইতবৃত্তের ধারা রক্ষা করিবার ভার দিলে চলিবে না। আধুনিক উপায়ে ভারতীয় ইতবৃত্তকে কালের কবল হইতে রক্ষা করা যাইবে না। ভারতীয় আবহাওয়ায় দুই তিন সহস্র বৎসর পরে এখনকার কোন কাগজপত্রাদি টিকিবে না। উপযুক্ত ভাবে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন, শিলালিপি অবশ্য সহজে কালপ্রভাবে নষ্ট হইবে না কিন্তু এ সকল অন্য প্রকারে ধ্বংস হওয়া সম্ভব। রাষ্ট্রবিপর্যয়ে বহু অমূল্য সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ইতবৃত্তে আগ্রহান্বিত। কেবল ইঁহারাই আধুনিক ভাবে লিখিত ইতবৃত্ত সংরক্ষণে যত্নবান হইতে পারেন। অপর পক্ষে ইতবৃত্ত বিষ্ণুপুরাণাদির অন্তর্গত হইলে সাধারণের ধর্মবুদ্ধি তাহাকে রক্ষা করিবে। ভারতে যে হিন্দুধর্ম অষ্ট সহস্র বৎসর জীবিত আছে, তাহা আরও অনেক যুগ বর্তমান থাকিবে আশা করা যায়। যত দিন মানুষ থাকিবে তত দিন তাহার ধর্মবুদ্ধি থাকিবে সন্দেহ নাই। পুরাণকে পুনর্জীবনদান পরাধীন জাতির পক্ষে বিশেষ দুরূহ ব্যাপার ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু এখন ভারত স্বাধীন হইয়াছে; এখনও ভারতে হিন্দু নরপতিগণ আছেন; তাঁহাদের সাহায্যেই পুরাণসংস্কার সম্ভবপর হইবে।

বিষয় ও শব্দসূচী

পত্রসংখ্যার পরিবর্তে অনুচ্ছেদসংখ্যা দেওয়া হইল